'আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে
সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি, এখন উপদেশ
নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?'
(সূরা কামার : ১৭)
সহজ বাংলায়
আল কুরআনের
অনুবাদ
প্রথম খণ্ড
সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর
উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদ
অধ্যাপক গোলাম আযম

সহজ বাংলায়

আল কুরআনের অনুবাদ
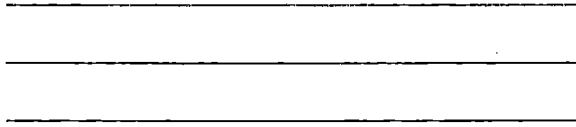
প্রথম খণ্ড

সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ

সহজ বাংলায়

আল কুরআনের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড

সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর
উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদ

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

দশম মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০১১
নবম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১১
অষ্টম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১০
সপ্তম মুদ্রণ: মার্চ ২০০৯
দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৮
প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৬

সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (প্রথম খণ্ড: সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি (৮ম তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ © অনুবাদক ❖ বর্ণবিন্যাস: কামিয়াব কম্পিউটার ❖ মুদ্রণ: পিএ প্রিন্টার্স, ৪ আরএম দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : দুই শত বিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 47 3

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে আল কুরআনের এই মহতী উদ্যোগের সাথে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

এ গ্রন্থখানি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রচিত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'র একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ, দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা রা'দ থেকে সূরা জাছিয়া এবং তৃতীয় খণ্ডে সূরা আহকাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পরিবেশন করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের অনুবাদক পরম শ্রদ্ধাভাজন মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম দীর্ঘ দিন থেকে সাধারণ জনগণের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় বেশ কিছু বই-পুস্তক রচনা করছেন। 'পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়', 'মযবুত ঈমান', 'সহীহ ইলম ও নেক আমল', 'জীবন্ত নামায', 'আদম সৃষ্টির হাকীকত', 'কুরআন বোঝা সহজ' 'ইসলাম ও বিজ্ঞান, 'ইসলাম ও দর্শন', 'ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা', 'প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা', 'আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক', 'নাফস রূহ কালব', 'তাকদীর তাওয়াক্কুল সবর শোকর' ইত্যাদি শিরোনামের অনেক বই ইতোমধ্যে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সাধারণ স্বল্প-শিক্ষিত লোকদের মাঝে কুরআনের আলো পৌঁছে দেওয়ার সুতীব্র বাসনা নিয়েই লেখক 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ'-এর সহজ বাংলা অনুবাদ করার কঠিনসাধ্য কাজটি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

অত্যন্ত চমৎকার সাহিত্যিক মানের ভাষা আয়ত্তে থাকার পরও তাঁর পক্ষ থেকে সহজ ভাষায় ইসলামের এ খিদমত বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় বলেই আমরা মনে করি।

কামিয়াব প্রকাশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন, আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তায় আমরা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত। আল্লাহ তাআলা এ খিদমতকে আমাদের সকলের জন্য আখিরাতে নাজাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট

বিশেষ পরামর্শ

আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়ার তাওফীক দিয়েছেন– এটা আপনার উপর মহান রাব্বুল আলামীনের বিরাট রহমত। সূরা রাহ্মানের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "সকল দয়ার অধিকারী যিনি, তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" অর্থাৎ, কুরআন শিখতে পারা আল্লাহর সবচেয়ে বড় দয়া।

এ গ্রন্থ পড়ার ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটি জরুরি পরামর্শ দিচ্ছি :

১. 'কুরআনের আসল পরিচয়' শিরোনামে শুরুতেই যে লেখাটি আছে তা ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিন। তাহলে কুরআনের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যাবে এবং কুরআন বোঝা সহজ হবে।

২. 'অনুবাদকের কথা' শিরোনামের লেখাটিও পড়ে নিলে আমার অনুবাদ বুঝতে সুবিধা হবে।

৩. প্রত্যেক সূরার অনুবাদের আগে বাংলায় সূরাটি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা ভালো করে পড়ে নিন এবং অনুবাদ পড়ার সময় সেসব কথা খেয়ালে রাখুন।

৪. অনুবাদ পড়ার আগে কমপক্ষে এক রুকূ' সুরের সাথে স্পষ্ট উচ্চারণ করে তিলাওয়াত করলে ভালো হয়। রাসূল (স) সুরেলা আওয়াজে তিলাওয়াত করার তাকিদ দিয়েছেন। নীরবে এক আয়াত করে পড়েই যদি অনুবাদ পড়া হয়, তাহলে তিলাওয়াতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

৫. তিলাওয়াত শুরু করার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করুন এবং কুরআন বোঝার তাওফীক চেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন বোঝার ও মজা পাওয়ার এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সহজ বাংলায়
আল কুরআনের অনুবাদ

গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ পর্যন্ত (১ম থেকে ১৩তম পারার অংশ বিশেষ), দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা রা'দ থেকে সূরা জাছিয়া পর্যন্ত (১৩ পারার অবশিষ্টাংশ থেকে ২৫ পারার শেষ পর্যন্ত) এ দুই খণ্ডে আয়াতসমূহের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকা রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সূরা আহকাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত (শেষ ৫ পারা)। এতে অনুবাদ ও টীকা ছাড়াও 'তাফহীমুল কুরআন'-এর সার-সংক্ষেপ লেখা রয়েছে।

মাওলানা মওদূদী (র) কর্তৃক রচিত বিখ্যাত বিশাল তাফসীরগ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন'-এর দুই রকমের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পাঁচ পারায় আমি ঐ অনুবাদেরই সারমর্ম সহজ ভাষায় লিখেছি। তাই তৃতীয় খণ্ডে মাত্র পাঁচ পারা হলেও আকারে প্রায় প্রথম খণ্ডের সমান।

কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে শেষের ৫ পারায় ৬৯টি সূরা রয়েছে। এর মধ্যে মাক্কী সূরাই ৫৪টি। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে গড়ে তোলার জন্য মাক্কী সূরাই বেশি জরুরি। তাই শেষ ৫ পারার সূরাগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর লেখা হয়েছে। বিশাল তাফসীর পড়া যারা কঠিন মনে করেন তারাও যাতে তাফসীরের সারকথা জেনে নিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যেই সার-সংক্ষেপ রচনা করা হয়েছে।

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে আমার লেখা বাংলা অনুবাদ 'আল কুরআনের সহজ বাংলা অনুবাদ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। এতে আরবী আয়াত নেই, টীকাও নেই। শুধু আয়াতসমূহের অনুবাদ রয়েছে। যারা কুরআন পড়তে পারেন না, তারা বাংলা অনুবাদ পড়লেও কুরআনের কিছু আলো পেতে পারেন। কুরআনের আয়াতের নিচে নিচে বাংলা অনুবাদ দিয়ে গোটা কুরআন মাজীদ এক খণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছাও প্রকাশকের আছে। এতে টীকা থাকবে না। যারা শুধু তিলাওয়াত ও তরজমা পড়তে চান, তাদের চাহিদা এতে পূরণ হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে সাধ্যমতো কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

গোলাম আযম
জুন, ২০০৬

সূচিপত্র

সূরা নির্দেশিকা

ক্রমিক	সূরার নাম	নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা
২৮.	কাসাস	মাক্কী	৮৮	৯	২০
২৯.	'আনকাবূত	মাক্কী	৬৯	৭	২০-২১
৩০.	রূম	মাক্কী	৬০	৬	২১
৩১.	লুকমান	মাক্কী	৩৪	৪	২১
৩২.	সাজদাহ	মাক্কী	৩০	৩	২১
৩৩.	আহযাব	মাদানী	৭৩	৯	২১-২২
৩৪.	সাবা	মাক্কী	৫৪	৬	২২
৩৫.	ফাতির	মাক্কী	৪৫	৫	২২
৩৬.	ইয়া-সীন	মাক্কী	৮৩	৫	২২-২৩
৩৭.	সাফ্ফাত	মাক্কী	১৮২	৫	২৩
৩৮.	সোয়াদ	মাক্কী	৮৮	৫	২৩
৩৯.	যুমার	মাক্কী	৭৫	৮	২৩-২৪
৪০.	মু'মিন	মাক্কী	৮৫	৯	২৪
৪১.	হা-মীম সাজদাহ	মাক্কী	৫৪	৬	২৪-২৫
৪২.	শূরা	মাক্কী	৫৩	৫	২৫
৪৩.	যুখরুফ	মাক্কী	৮৯	৭	২৫
৪৪.	দুখান	মাক্কী	৫৯	৩	২৫
৪৫.	জাছিয়া	মাক্কী	৩৭	৪	২৫
৪৬.	আহ্কাফ	মাক্কী	৩৫	৪	২৬
৪৭.	মুহাম্মাদ	মাদানী	৩৮	৪	২৬
৪৮.	ফাত্হ	মাদানী	২৯	৪	২৬
৪৯.	হুজুরাত	মাদানী	১৮	২	২৬
৫০.	কা-ফ	মাক্কী	৪৫	৩	২৬
৫১.	যারিয়াত	মাক্কী	৬০	৩	২৬-২৭
৫২.	তূর	মাক্কী	৪৯	২	২৭
৫৩.	নাজম	মাক্কী	৬২	৩	২৭
৫৪.	ক্বামার	মাক্কী	৫৫	৩	২৭
৫৫.	রাহমান	মাক্কী	৭৮	৩	২৭
৫৬.	ওয়াকি'আহ	মাক্কী	৯৬	৩	২৭

ক্রমিক	সূরার নাম	নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা
৫৭.	হাদীদ	মাদানী	২৯	৪	২৭
৫৮.	মুজাদালাহ্	মাদানী	২২	৩	২৮
৫৯.	হাশর	মাদানী	২৪	৩	২৮
৬০.	মুমতাহিনা	মাদানী	১৩	২	২৮
৬১.	সাফ্ফ	মাদানী	১৪	২	২৮
৬২.	জুমু'আ	মাদানী	১১	২	২৮
৬৩.	মুনাফিকূন	মাদানী	১১	২	২৮
৬৪.	তাগাবুন	মাদানী	১৮	২	২৮
৬৫.	তালাক	মাদানী	১২	২	২৮
৬৬.	তাহরীম	মাদানী	১২	২	২৮
৬৭.	মুল্ক	মাক্কী	৩০	২	২৯
৬৮.	কালাম	মাক্কী	৫২	২	২৯
৬৯.	হাক্কাহ্	মাক্কী	৫২	২	২৯
৭০.	মা'আরিজ	মাক্কী	৪৪	২	২৯
৭১.	নূহ	মাক্কী	২৮	২	২৯
৭২.	জিন	মাক্কী	২৮	২	২৯
৭৩.	মুয্যাম্মিল	মাক্কী ও মাদানী	২০	২	২৯
৭৪.	মুদ্দাস্সির	মাক্কী	৫৬	২	২৯
৭৫.	কিয়ামাহ	মাক্কী	৪০	২	২৯
৭৬.	দাহ্র	মাক্কী	৩১	২	২৯
৭৭.	মুরসালাত	মাক্কী	৫০	২	২৯
৭৮.	নাবা	মাক্কী	৪০	২	৩০
৭৯.	নাযি'আত	মাক্কী	৪৬	২	৩০
৮০.	'আবাসা	মাক্কী	৪২	১	৩০
৮১.	তাকভীর	মাক্কী	২৯	১	৩০
৮২.	ইনফিতার	মাক্কী	১৯	১	৩০
৮৩.	মুতাফফিফীন	মাক্কী	৩৬	১	৩০
৮৪.	ইনশিক্বাক	মাক্কী	২৫	১	৩০
৮৫.	বুরূজ	মাক্কী	২২	১	৩০

ক্রমিক	সূরার নাম	নুযূল	আয়াত	রুকূ'	পারা
৮৬.	তারিক	মাক্কী	১৭	১	৩০
৮৭.	আ'লা	মাক্কী	১৯	১	৩০
৮৮.	গাশিয়া	মাক্কী	২৬	১	৩০
৮৯.	ফজর	মাক্কী	৩০	১	৩০
৯০.	বালাদ	মাক্কী	২০	১	৩০
৯১.	শামস	মাক্কী	১৫	১	৩০
৯২.	লাইল	মাক্কী	২১	১	৩০
৯৩.	দোহা	মাক্কী	১১	১	৩০
৯৪.	ইনশিরাহ	মাক্কী	৮	১	৩০
৯৫.	তীন	মাক্কী	৮	১	৩০
৯৬.	'আলাক	মাক্কী	১৯	১	৩০
৯৭.	ক্বাদর	মাক্কী	৫	১	৩০
৯৮.	বায়্যিনাহ	মাক্কী	৮	১	৩০
৯৯.	যিলযাল	মাক্কী	৮	১	৩০
১০০.	'আদিয়াত	মাক্কী	১১	১	৩০
১০১.	ক্বারি'আহ	মাক্কী	১১	১	৩০
১০২.	তাকাসুর	মাক্কী	৮	১	৩০
১০৩.	'আসর	মাক্কী	৩	১	৩০
১০৪.	হুমাযাহ	মাক্কী	৯	১	৩০
১০৫.	ফীল	মাক্কী	৫	১	৩০
১০৬.	কুরাইশ	মাক্কী	৪	১	৩০
১০৭.	মাঊন	মাদানী	৭	১	৩০
১০৮.	কাওসার	মাক্কী	৩	১	৩০
১০৯.	কাফিরূন	মাক্কী	৬	১	৩০
১১০.	নাসর	মাদানী	৩	১	৩০
১১১.	লাহাব	মাক্কী	৫	১	৩০
১১২.	ইখলাস	মাক্কী	৪	১	৩০
১১৩.	ফালাক	মাক্কী	৫	১	৩০
১১৪.	নাস	মাক্কী	৬	১	৩০

কুরআনের আসল পরিচয়

আমরা ৩০ পারায় ১১৪টি সূরা নিয়ে সংকলিত আকারে একটি বিরাট কিতাব বা গ্রন্থ বা পুস্তক বা বই হিসেবেই কুরআনকে দেখতে পাই। বই বললেই আমরা বুঝি–

১. কাগজে ছাপানো বাঁধাই করা একটি জিনিস,
২. এর একটি নাম থাকতে হবে,
৩. বইটি কয়েকটি চ্যাপ্টার বা অধ্যায়ে ভাগ করা থাকলে প্রত্যেক অধ্যায়েরই আলাদা নাম থাকবে,
৪. এক অধ্যায়ে অনেক বিষয় আলোচনা করা হয় না,
৫. একই ধরনের বিষয় ও কথা বারবার লিখা হয় না,

— বই সম্পর্কে আমাদের এটাই ধারণা। কুরআনকে আমরা লিখিত বই হিসেবেই দেখতে পাই। এর নামও রয়েছে। ১১৪টি অধ্যায়ের (সূরা) আলাদা আলাদা নামও দেখতে পাই। কিন্তু দুনিয়ার অন্য সব বইয়ের সাথে এর কোনো মিল নেই। বইয়ের মতো দেখলেও সবদিকেই বেমিল দেখা যায়। যেমন–

১. আমরা কাগজে লেখা বাঁধাই করা অবস্থায়ই কুরআনকে দেখি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ অবস্থায় একটি বই হিসেবে কুরআনকে লিখে পাঠাননি।

২. অন্য সব বইয়ের নাম থেকে বোঝা যায়, বইটিতে কী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে কি ইতিহাস, ভূগোল, অংক না সাহিত্য রয়েছে। কিন্তু 'কুরআন' নাম থেকে এর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায় না। কুরআনের আরো কয়েকটি নাম আছে যেমন– আল ফুরকান, আল হিকমা, আশ সিফা, বুরহান, আন নূর যার কোনোটাই বিষয়ভিত্তিক নয়। এর সব কয়টি নামই পরিচয়মূলক ও গুণবাচক।

৩. অন্য সব বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের নামও বিষয়ভিত্তিক। যে অধ্যায়ে যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাও এর নাম থেকে জানা যায়। কিন্তু কুরআনের সূরাগুলোর নাম থেকে আলোচ্য বিষয় বোঝা যায় না। এ নামও পরিচয়মূলক মাত্র।

৪. সাধারণত কোনো বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে একই বিষয়ের আলোচনা থাকে না; কিন্তু কুরআনে একই বিষয় একাধিক সূরায় পাওয়া যায়।

৫. কোনো বইতেই বারবার একই কথা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লেখা থাকে না; কিন্তু কুরআনে একই কথা বহু বার বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অন্য সব বইয়ের মতো একটা বই মনে করে যদি কেউ কুরআন বোঝার চেষ্টা করে, তাহলে সে তা থেকে কিছুই বুঝতে পারবে না। বই বললে সবাই যা বুঝে কুরআন সে ধরনের কোনো বই নয়। তাহলে প্রথমেই জানতে হবে, কুরআন কোন্ ধরনের বই এবং একে বুঝতে হলে কীভাবে পড়তে হবে?

রাসূল (স)-এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন রমযান মাসের ২৭ তারিখ রাতে মক্কা থেকে একটু দূরে মিনা নামক জায়গায় পাথরের এক উঁচু পাহাড়ের মাথায় একটি গুহায় ধ্যানরত থাকাকালে প্রথম তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল (স)-এর

উপর কুরআন নাযিল করা শুরু করেছেন। সেদিন থেকে রাসূল (স)-এর নবুওয়াতী জীবন শুরু হলো। এরপর দীর্ঘ ২৩ বছর এভাবেই তিনি কিছু কিছু করে ওহীর মারফতে আল্লাহর বাণী পেয়েছিলেন। এসব বাণী হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে পড়ে শোনাতেন এবং তিনি তা মুখস্থ করে নিতেন। লিখিত কোনো জিনিস তাঁকে দেওয়া হতো না। কিন্তু তিনি যে অংশটুকু যখন পেতেন তখনই তা সাহাবায়ে কেরামকে পড়ে শোনাতেন। তাঁরাও তা মুখস্থ করে নিতেন। কয়েক জন সাহাবীকে এসব আয়াত লিখে রাখার দায়িত্বও দেওয়া ছিল। এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে যত ওহী রাসূল (স)-এর উপর এ নাযিল হয়েছে তার সমষ্টিই হলো কুরআন।

তাহলে বোঝা গেল, কুরআন একসাথে একটা বই হিসেবে দেওয়া হয়নি। লিখিত আকারেও আসেনি। বক্তৃতা, বিবৃতি বা ভাষণ হিসেবেই জিবরাঈল (আ) পেশ করেছেন এবং রাসূল (স)-ও মুখে সেভাবেই তিলাওয়াত করে সাহাবায়ে কেরামকে শুনিয়ে দিয়েছেন।

কোন্ আয়াতের পর কোন্ আয়াত বসানো হবে এবং কোন্ সূরার পর কোন্ সূরা সাজানো হবে সবই আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে জানিয়ে দিতেন। রাসূল (স) দুনিয়ায় থাকাকালেই কিছু সংখ্যক সাহাবী পুরো কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। মুখস্থ করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারতীব অনুযায়ী সাজানো থাকতে হবে। গোটা কুরআনের হাফিয হতে হলে যেভাবে সাজানো আছে সেভাবেই মুখস্থ করতে হয়। সুতরাং বোঝা গেল, বর্তমানে আমরা আয়াত ও সূরাগুলো যেমন সাজানো অবস্থায় দেখতে পাই, এটা রাসূল (স) নিজেই করে গেছেন।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, একসাথে একটি বিরাট বই হিসেবে কুরআন তখনো তৈরি হয়নি। যাদের উপর রাসূল (স) ওহী লিখে রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে লিখে রাখতেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে জিহাদের ময়দানে অনেক হাফিযে কুরআন শহীদ হওয়ায় হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শে কুরআনকে একটি গ্রন্থের আকারে তৈরি করা হয়।

রাসূল (স)-এর সময় যাঁরা ওহী শোনার সময়ই লিখে রাখতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। রাসূল (স) যাঁকে বিশেষভাবে লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি হলেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)। তাই হযরত আবূ বকর (রা) হযরত যায়েদ (রা)-এর উপর এ মহান দায়িত্ব দিলে তিনি ওহীর লেখকগণ ও প্রসিদ্ধ হাফিজগণের সাহায্যে এবং তাঁদের মতামত নিয়ে কুরআনকে একটি গ্রন্থের আকারে তৈরি করেন।

হযরত ওমর (রা) ও ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে পৃথিবীর বহু দেশে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটায় বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআন তিলাওয়াতের উচ্চারণে পার্থক্য দেখা দেয় এবং যে দেশে যে রকমের উচ্চারণে পড়া হচ্ছিল, সে উচ্চারণেই কুরআন লিখা হতে থাকে। এতে সারা দুনিয়ায় কুরআনের অক্ষর ও উচ্চারণের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। হযরত ওসমান (রা) এ অবস্থা থেকে কুরআনকে হেফাযত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সময় যে সংকলন তৈরি করা হয়েছিল তা তিনি হুবহু নকল করে সব দেশের শাসনকর্তার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন এবং পাঠানো গ্রন্থের অনুকরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয়ভাবে কুরআনের কোনো গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকলে তা ধ্বংস করার জন্যও তাকিদ দিয়েছেন। আজ সারা দুনিয়ায় 'কুরআন' নামে যে মহাগ্রন্থটি তিলাওয়াত করা হয় তা ঐ মূল গ্রন্থ থেকেই তৈরি করা হয়েছে।

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

কুরআনকে সঠিকভাবে ও সহজে বুঝতে হলে এ কথাটি জানতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা কী উদ্দেশ্যে এ কিতাব নাযিল করেছেন। মানবজাতির আদিপিতা হযরত আদম ও আদিমাতা বিবি হাওয়া (আ)-কে বেহেশত থেকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তারা শয়তানের ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। যে শয়তান এত কৌশল ও যোগ্যতার সাথে তাঁদেরকে বেহেশতে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে পেরেছে, দুনিয়ায় না জানি ঐ দুশমনের হাতে কী দুর্গতি হয় এ আশঙ্কায়ই তাঁরা পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, "আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়াত আসবে। যারা ঐ হেদায়াত মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই। আর তাদের ভাবনার কোনো কারণও নেই।" (সূরা বাকারা : ৩৮)

আল্লাহ তাআলার ঐ ঘোষণা অনুযায়ী মানবজাতিকে সঠিক পথে চলার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নবী ও রাসূলগণের নিকট যুগে যুগে কিতাব পাঠানো হয়েছে। শয়তানের ধোঁকা, নাফসের তাড়না ও দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের (স) তরীকা অনুযায়ী যারা চলতে চায়, তাদেরকে সব যুগেই আল্লাহর কিতাব সরল ও সঠিক পথ দেখিয়েছে। কুরআন মাজীদ আল্লাহর ঐ মহান কিতাবেরই সর্বশেষ সংস্করণ এবং যাঁর উপর এ কিতাব নাযিল হয়েছে তিনিও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল।

তাহলে বোঝা গেল, দুনিয়ার জীবনটা কীভাবে কাটালে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি পাওয়া যাবে– সে কথা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কুরআন এসেছে। দুনিয়াদারি বাদ দিয়ে বৈরাগী, সন্ন্যাসী ও দরবেশ হওয়ার শিক্ষা দিতে কুরআন আসেনি। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে ঘর-সংসার, রুজি-রোজগার, বিয়ে-শাদি, খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-বিচার, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদি যত কিছু মানুষকে করতে হয় সবই যাতে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করা যায়– সে কথা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কুরআন এসেছে। কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী এসব করা হলে দুনিয়াদারিও দীনদারিতে পরিণত হয়। আর ঐসব কাজ যদি মনগড়া নিয়মে করা হয়, তাহলে সবই শয়তানের কাজ বলে গণ্য। মু'মিনের জীবনে দীনদারি ও দুনিয়াদারি আলাদা নয়। আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী চললে গোটা জীবনের সব কাজই দীনদারি বলে গণ্য।

রাসূল (স)-এর আসল দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা যে রাসূলের উপর কুরআন নাযিল করেছেন তাঁকে দুনিয়ায় কোন্ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তা খোদ কুরআনেরই তিনটি সূরায় স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, "তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে (রাসূল) ঐ দীনকে অন্য সব দীনের উপর বিজয়ী করেন।" (সূরা তাওবা : ৩৩, সূরা ফাত্হ : ২৯ ও সূরা সাফ : ৯)

এ আয়াত থেকে জানা গেল, কুরআনই ঐ হেদায়াত ও সত্য দীন (দীনে হক), যাকে মানুষের মনগড়া মত, পথ ও বিধানের উপর বিজয়ী করার কঠিন ও মহান দায়িত্ব দিয়ে শেষ নবীকে পাঠানো হয়েছে। এ দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে 'দীন' শব্দের আসল অর্থ জানতে হবে। 'দীন' শব্দের মূল অর্থ আনুগত্য বা আনুগত্যের বিধান। মানুষকে দুনিয়ার জীবনে কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হয়। আনুগত্য বা মেনে চলা ছাড়া মানুষের উপায় নেই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনসহ ছোট-বড় সব ব্যাপারেই কতক নিয়ম, আইন ও বিধান মেনে চলতে হয়। এসব আইন বানানোর সুযোগ যারা পায়, তারা সবার প্রতি ইনসাফপূর্ণ

বিধান তৈরি করতে পারে না। সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা দলগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের কারণে এসব বিধানের দ্বারা মানুষ শোষণ, যুলুম ও অশান্তি ভোগ করে। মানবরচিত এসব বিধানকেও ঐ আয়াতে 'দীন' বলা হয়েছে। কেননা, সব বিধানই মানুষের নিকট আনুগত্য দাবি করে এবং মানুষ তা মেনে চলতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে মানুষের মনগড়া দীনের শোষণ, যুলুম ও অশান্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েই রাসূল (স)-কে 'দীনে হক'সহ পাঠিয়েছেন। মানুষ যেন আল্লাহর দীনকে মেনে চলার সুযোগ পায় এবং অন্য কোনো দীনের আনুগত্য করতে যেন বাধ্য না হয়, সে মহান উদ্দেশ্যেই রাসূলকে পাঠানো হয়েছে। রাসূল (স) দীর্ঘ ২৩ বছরের কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে এ কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসই এর উজ্জ্বল সাক্ষী।

কুরআন রাসূল (স)-এর সংগ্রামী জীবনেরই গাইড বুক

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে যে বিরাট, কঠিন ও মহান দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, সে দায়িত্ব সঠিকভাবে ও সাফল্যের সাথে পালন করার জন্য যখন যতটুকু হেদায়াত দরকার ততটুকুই ওহীযোগে রাসূল (স)-কে জানানো হয়েছে। এভাবে সে কাজটিকে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় হেদায়াত সমাপ্ত হতেও এ পুরো ২৩ বছরই লেগেছে। কুরআন ঐসব হেদায়াতেরই সমষ্টি। এ কারণেই কুরআনকে রাসূল (স)-এর সংগ্রামী জীবনের দিশারি বা গাইড বুক বলা হয়।

যে কাজটি রাসূল (স) ২৩ বছরে সমাধা করেছেন তা এমন ধরনেরই কাজ ছিল, যা তাঁর জীবনকে সংগ্রামী হতে বাধ্য করেছে। জনগণকে কতক মানুষের গোলামি থেকে মুক্তি দিয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলাম হিসেবে জীবনযাপন করার সুযোগ দেওয়ার কাজই তিনি করেছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, গাছ-পালা, নদী-নালা, আগুন-পানি, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গসহ গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর বিধান মেনে চলে বলেই শান্তিতে আছে। মানুষও যদি তাঁরই বিধান মেনে চলার সুযোগ পায় তবেই তারা সত্যিকার শান্তি পেতে পারে। কিন্তু কতক মানুষ তাদের মনগড়া নিয়ম-কানুন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে আইন-শৃঙ্খলার নামে জনগণকে তাদের গোলাম বানিয়ে রাখে এবং অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য করে।

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ গোলামি থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে মুক্তি দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েই যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। তাই দেখা যায়, সব নবীকেই ঐসব লোক পদে পদে বাধা দিয়েছে, যারা জনগণের উপর মনিব সেজে বসেছিল। তারা নিজেদের স্বার্থেই রীতিনীতি, বিধি-বিধান ও রুসম-রেওয়াজ সমাজে চালু করেছে। এসবকে অমান্য করে আল্লাহর আইন মানার দাওয়াত যখনই কোনো নবী দিয়েছেন তখনই ঐসব স্বার্থবাদীরা বাধা দিয়েছে।

এ কারণেই নবীদেরকে জীবনে বড়ই কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। বহু নবীকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। একমাত্র দু'জন নবী ছাড়া সবাইকে আজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছে। এঁদের একজন হযরত আদম (আ), যাঁর আগে কোনো মানবসমাজ ছিল না। তাই তাঁকে বাধা দেওয়ারও কেউ ছিল না। আর অন্য জন হযরত সুলাইমান (আ), যাঁর পিতা হযরত দাউদ (আ) দীর্ঘ সংগ্রামের পর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম করার পর সুলাইমান (আ) বিনা বাধায় নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছেন।

সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এবং ইতিহাসের গতিধারার নিয়মেই রাসূল (স)-কে এক কঠিন সংগ্রামী জীবন কাটাতে হয়েছে। আর এ সংগ্রামী জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন তাঁকে গাইড করেছে।

রাসূল (স)-এর সংগ্রামী জীবনের পটভূমি

রাসূল (স) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন। সে যুগে মক্কার কুরাইশ গোত্রকে গোটা আরবের মানুষ সম্মান করত। কুরাইশদের এক শাখার নাম হাশেমী বংশ। রাসূল (স) এ বংশেরই সন্তান ছিলেন। কুরাইশনেতারা কা'বাঘরের খাদিম ছিল বলেই সবাই তাদেরকে সম্মান করত। তাদের মনগড়া আইনই সমাজে চালু ছিল। তারাই কা'বাঘরে ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তিপূজা করত। মানুষকে তারা তাদের আইনের গোলাম বানিয়ে রেখেছিল।

রাসূল (স) সমাজের এ দুর্দশা, মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও জোর-যুলুম দেখে দুঃখবোধ করতেন। যুবক বয়সে আরো কতক যুবককে নিয়ে 'হিলফুল ফুযূল' নামে এক সমিতির মাধ্যমে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করতে গিয়ে সমাজের সমস্যা সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে পেরেছেন। সমিতির মাধ্যমে বিধবা ও ইয়াতীমদেরকে সাহায্য করা, ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা, যালিমদের যুলুম থেকে মযলুমদের রক্ষা করা ইত্যাদি সমাজসেবার কাজ করতে গিয়ে রাসূল (স) মানুষের দরদে বড়ই বেদনাবোধ করতেন।

তিনি যে রাসূল হবেন সে কথা তো ওহী নাযিল হওয়ার পরই তিনি বুঝতে পেরেছেন; কিন্তু যে আল্লাহ তাঁকে রাসূল নিযুক্ত করেছেন, তিনি তো আগেই জানতেন। তাই আল্লাহ তাআলা রাসূলের যোগ্য করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সমাজসেবার মাধ্যমে তাঁকে সমাজ-সচেতন করে তোলেন। কারণ, যে কাজটি তাঁকে করতে হবে তা সমাজবিপ্লবেরই কাজ। মানুষের মনগড়া প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বদলে আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সর্বক্ষেত্রেই যে পরিবর্তন আনতে হবে তা এত বড় বিপ্লবী কাজ, যার জন্য বিরাট দরদি মন দরকার। তাই পরম মানবদরদি হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে গড়ে তুলেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার একটা মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। আল্লাহ যাঁকে নবী বা রাসূল বানাতে চান তাঁকে তিনি জন্ম থেকেই সে উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠার সুযোগ দেন। আল্লাহ নিজেই তাঁর শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। মানুষের সমাজে বাস করলেও সমাজের কোন মানুষকে তাঁর শিক্ষক হতে দেওয়া হয় না। মানুষ শিক্ষক থেকে ভালো ও মন্দ দু'রকমের শিক্ষাই পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই একমাত্র আল্লাহই নবীর শিক্ষক।

আরেকটা জরুরি কথা এই যে, ওহী নাযিলের আগে নবী জানতে পারতেন না যে, তিনি নবী হবেন। কিন্তু আসলে তিনি জন্ম থেকেই নবী। তাই প্রত্যেক নবীর দেশবাসীই নবুওয়াত ঘোষণার আগে থেকেই তাঁকে সমাজের সবচেয়ে ভালো মানুষ বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। শেষ নবীকে নবুওয়াত ঘোষণার আগেই মক্কাবাসীরা 'আল আমীন' বা বিশ্বাসী ও 'আস সাদিক' বা সত্যবাদী উপাধি দিয়েছে।

নবুওয়াতী জীবনের ২৩ বছর

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন ৪০ বছর তখন হেরা গুহায় সূরা আ'লাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে ৬৩ বছর বয়সে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত মোট ২৩ বছর নবী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন গণনা করা হয়।

প্রথম ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি নবী এবং ওহীর মাধ্যমে তাঁকে হেদায়াত দেওয়া হবে। তখনো কোনো কর্মসূচি দেওয়া হয়নি। সূরা ফাতিহাই প্রথম পূর্ণ সূরা হিসেবে নাযিল হয়েছে। এতেও কাজের কোনো দায়িত্বের কথা নেই। এ সূরা দ্বারা এ ধারণাই দেওয়া হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনেই নবীকে চলতে হবে, শুধু তাঁরই কাছে সাহায্য চাইতে হবে, সরল-সঠিক পথ একমাত্র তাঁর নিকট থেকেই পাওয়া যাবে।

সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম সাত আয়াতে প্রথম কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে। তিনি সে অনুযায়ী পরিচিত মহলে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিছু কিছু করে ঈমানদারদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তিন বছর পর্যন্ত গোপনেই দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। তখনো তেমন কেউ বাধা দেয়নি বলে অনেকেই রাসূল (স)-এর ব্যক্তিত্ব ও দাওয়াত এবং কুরআনের ভাষা ও বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন কুরাইশ নেতারাসহ সবার কাছেই জানাজানি হয়ে গেল, মুহাম্মদ (স) এমন সব আকীদা-বিশ্বাস এবং মত ও পথের প্রচার করছেন, যা প্রচলিত সমাজের বিরোধী।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরের শেষদিকে রাসূল (স) সাফা পাহাড়ের উপর থেকে জোর গলায় এমন আওয়াজ দিয়েছেন, কুরাইশ সর্দাররাসহ মক্কাবাসীরা পাহাড়ের পাশে জমা হয়ে গিয়েছিল। তখন জনসভা ডেকে বক্তব্য রাখার এটাই নিয়ম ছিল। ঐদিনই তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রথম তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছেন। প্রথমে তিনি জনগণ থেকে জানতে চেয়েছেন যে, তারা তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে কি না। তিনি শুরুতেই বলেছেন, "যদি আমি বলি যে, পাহাড়ের পেছন দিকে এক দল দুশমন আছে, যারা তোমাদের উপর হামলা করতে চায় তাহলে কি এ কথা তোমরা বিশ্বাস করবে?" সবাই এক বাক্যে জবাব দিয়েছিল "তুমি বললে অবশ্যই বিশ্বাস করব। কেননা, তোমাকে কোনো দিন মিথ্যা বলতে শুনিনি।"

এরপর রাসূল (স) এই প্রথম জনসভায় স্পষ্ট ভাষায় অতি দরদি সুরে ও আবেগের সাথে কালেমায়ে তাইয়্যেবার বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশসর্দার আবূ জাহল চিৎকার করে এর প্রতিবাদে প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করেছিল।

মক্কার নেতারা বুঝতে পেরেছিল, মুহাম্মদের মতো জনপ্রিয় নেতার পেছনে জনগণ যেভাবে সাড়া দিচ্ছে, তা এভাবে চলতে দিলে তাদের নেতাগিরি খতম হয়ে যাবে। সমাজব্যবস্থা বদলে যাবে। নতুন নেতা নতুন আইন জারি করবে। তাদের কর্তৃত্ব, স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা সব হারাতে হবে। ধর্মীয় নেতারা আরও বেশি খেপে গিয়েছিল। এভাবেই ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা শুরু হয়েছিল।

প্রথমে সব নেতা মনে করেছিল, মুহাম্মদ নেতৃত্ব চাচ্ছে। অর্থাৎ, তারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী দুনিয়ায় মানুষ যেসব কারণে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা চায় তা রাসূল (স)-এর উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং সমাজে নতুন কথা বলে সমস্যা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছিল। তারা বলেছিল, "তোমাকে বাদশাহ মেনে নেব, যত ধন-দৌলত চাও সবই দেব, যত সুন্দরী নারী চাও তাও দেব। তারপরও তুমি এ আন্দোলন বন্ধ কর।"

তিনি যখন এ প্রস্তাব মেনে নেননি তখন তারা হাজারো অপপ্রচার চালিয়েছিল, যাতে জনগণ তাঁর দলে যোগ না দেয়। এতেও যখন কাজ হয়নি, তখন যাঁরা রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল তাদের উপর সব রকমের যুলুম-অত্যাচার চালিয়েছিল। নবুওয়াতের পঞ্চম বছর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় রজব মাসে ১২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা সাহাবী রাসূল (স)-এর অনুমতি নিয়ে মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশায় (বর্তমান ইরিত্রিয়ায়) চলে গিয়েছিলেন। ক্রমেই যুলুমের মাত্রা বাড়তে থাকায় আরো ৮৮ জন পুরুষ ও ১৫ জন মহিলা সাহাবী হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নবুওয়াতের সপ্তম থেকে নবম বছর পর্যন্ত রাসূল (স)-এর নিজ বংশ গোটা বনূ হাশিমকে মক্কাবাসীরা বয়কট করে রেখেছিল। 'শিআবে আবী তালিব' নামক উপত্যকায় পূর্ণ তিনটি বছর তাদেরকে চরম বন্দিজীবন কাটাতে হয়। বাইরে থেকে সেখানে পানি পর্যন্ত নিতে দেওয়া হয়নি। গাছের পাতা খেয়ে তাদের দিন কাটাতে হয়েছিল। দশম বছরে বন্দিদশা কেটে গেলেও বিরোধিতা আরো বেড়ে যায়। দশম বছরেই রাসূল (স)-এর চাচা আবূ তালিব ও বিবি হযরত খাদীজা (রা) ইনতিকাল করার পর দুশমনদের অত্যাচার এতটা বেড়ে গিয়েছিল, রাসূল (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা পর্যন্ত করা হয়েছিল।

এর পরের তিন বছর বড়ই কঠিন সময় ছিল। মক্কা থেকে নিরাশ হয়ে রাসূল (স) তায়েফ গিয়েছিলেন। সেখানকার সর্দাররা তো দাওয়াত কবুল করেইনি; বরং একদল ছোকরাকে লেলিয়ে দিয়েছিল, যারা পাথর মেরে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। রক্তাক্ত অবস্থায় শহরের বাইরে এক বাগানের পাশে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি তিনি চান তাহলে তখনই তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তিনি কাতরভাবে বলেছিলেন, 'আমি তাদের ধ্বংস চাই না, হয়ত তাদের বংশধররা দীন কবুল করবে'।

এভাবে হিজরতের আগের তিন বছরে চরম বিরোধিতা ও নিষ্ঠুর যুলুম সহ্য করতে হয়েছে। মক্কা ও এর আশপাশে কোথাও সামান্য আশার আলোও দেখা যায়নি। চরম নিরাশার ঐ অন্ধকারে হজ্জের সময় মদীনা থেকে আগত লোকদের মাঝে ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। এ তিন বছরের প্রথম বছর ৬ জন, দ্বিতীয় বছর ১২ জন ও শেষ বছর ৭৫ জন লোক ইসলাম কবুল করে রাসূল (স)-কে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর অনুমতি আসার পর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ শুক্রবার তিনি মদীনায় পৌঁছেছেন। তখন থেকেই হিজরী সন গণনা করা হয়।

মদীনার আউস ও খাযরাজ নামক দুটো বড় গোত্র ইসলাম কবুল করায় সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। যারা হাবশায় হিজরত করেছিলেন তারাও সকলে মদীনায় এসে মিলিত হয়েছেন। গোটা আরবে যারাই যেখানে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে মদীনায় চলে আসার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। এভাবে মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে মদীনায় ইসলামী সরকার গঠন করা হয়েছিল। মদীনার চারপাশের ইহুদি গোত্রগুলোর সাথে রাজনৈতিক সন্ধি করা হয়েছিল, যাতে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠায় কুরাইশনেতারা সারা আরবের জাহেলি শক্তিকে সংগঠিত করে মদীনার ছোট ইসলামী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বারবার আক্রমণ করছিল; কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে এবং রাসূল (স)-এর যোগ্য নেতৃত্বে মুসলিম জাতির ঈমানী বল ও শাহাদাতের জযবাই বিজয়ী হয়েছিল। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর যুদ্ধ, তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহদ যুদ্ধ এবং পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়েছে। এভাবে মুসলিম ও জাহেলি শক্তির মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে ইসলামের বিজয় শুরু হয়েছিল। অষ্টম হিজরীর রমযানে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে গোটা আরবে ইসলামী শক্তি সুসংগঠিত হয়েছিল। ঐ বছরই হুনাইনের যুদ্ধে আরব শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় ও ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় হয়েছিল। নবম হিজরীর রজব মাসে তাবুকে রোম সম্রাটের সাথে যুদ্ধের জন্য মুসলিম বাহিনী হাজির হলেও রোমান বাহিনী পিছিয়ে যাওয়ায় সারা আরবে এর এমন প্রভাব পড়েছিল যে, দলে দলে বিভিন্ন গোত্র ইসলাম কবুল করেছিল।

এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছরে রাসূল (স)-এর বলিষ্ঠ ও বিপ্লবী নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন মানবজাতিকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে সত্যিকার আযাদি হাসিলের আদর্শ নমুনা পেশ করেছিল। এ আদর্শ যুগে যুগে মানুষকে ইসলামী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে চলেছে এবং কুরআনই এ আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে পরিচালনা করতে থাকবে।

রাসূল (স)-এর এ সংগ্রামী জীবন চিরকাল দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে যাবে। কারণ, তিনিই কিয়ামত পর্যন্ত এ আন্দোলনের শাশ্বত নেতা। সুতরাং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে সফল হওয়া সম্ভব। আল্লাহর প্রভুত্ব ও রাসূল (স)-এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য।

ইসলামী আন্দোলন

যেহেতু কুরআন ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক, সেহেতু কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

জনগণের সহযোগিতা নিয়ে কোনো কিছু কায়েম করার প্রচেষ্টাকেই আন্দোলন বলা হয়। যেমন– ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ইত্যাদি। তেমনি ইসলামী জীবনবিধানকে কায়েম করার প্রচেষ্টার নামই ইসলামী আন্দোলন। কুরআনের ভাষায় এর নাম 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। বিরোধী শক্তির সাথে মুকাবিলা করে এগিয়ে চলার চেষ্টাকেই জিহাদ বলে। আল্লাহর দীনকে কায়েমের এ ধরনের চেষ্টাই হলো আল্লাহর পথে জিহাদ বা ইসলামী আন্দোলন। এর আরো কয়েকটি নাম চালু আছে। যেমন– ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী হুকুমত, ইসলামী খিলাফত, নেযামে ইসলাম কায়েমের আন্দোলন বা ইকামাতে দীনের আন্দোলন।

এ উদ্দেশ্যে যখন জনগণকে সংগঠিত হওয়ার ডাক দেওয়া হয়, তখনই ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়। ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্যে যখন একদল লোক দাওয়াত ও কর্মসূচি নিয়ে ময়দানে কর্মতৎপর হয় তখন সমাজের কায়েমী স্বার্থ বিভিন্নভাবে বাধা দেয়। আন্দোলন যতই শক্তিশালী হতে থাকে, বাধাও ততই বেশি জোরেশোরে চলতে থাকে।

কারা বাধা দেয়? কেন তারা বাধা দেয়? সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশ যারা চালাচ্ছে, তারাই বাধা দেয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক নেতৃত্ব যাদের হাতে তারা, এমনকি একশ্রেণীর ধর্মীয় নেতাও দুনিয়ার স্বার্থেই বাধা দেয়। দেশ যেভাবে চলছে, সেভাবে চলতে থাকলে যাদের স্বার্থ কায়েম থাকে তারাই বাধা দেয়। তাই এদেরকে কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest) বলা হয়। ইসলামী আন্দোলন প্রচলিত ব্যবস্থা উৎখাত করে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন চালু করতে চায়। সুতরাং প্রচলিত সমাজব্যবস্থা যারা চালু রাখতে চায়, তারা নিজেদের নেতৃত্ব ও স্বার্থ কায়েম রাখার উদ্দেশ্যেই ইসলামী আন্দোলনকে সর্বশক্তি দিয়ে রুখতে চায়। কারণ, এ আন্দোলন বিজয়ী হলে দেশে নতুন নেতৃত্ব কায়েম হবে এবং কায়েমী স্বার্থ খতম হয়ে যাবে।

আন্দোলনের শুরু থেকে বিজয় পর্যন্ত গোটা সময়টাকে দুটো যুগে ভাগ করে নিলে বুঝতে সহজ হয়। শুরু থেকে বিজয়ের আগ পর্যন্ত সময়টাকে সংগ্রামী যুগ এবং পরের সময়টাকে বিজয়যুগ বলা যায়। রাষ্ট্রক্ষমতা আন্দোলনের নেতাদের হাতে এলেই বিজয়যুগ শুরু হয়।

সংগ্রামী যুগকে ব্যক্তিগঠনের যুগও বলা যায়। কারণ, কোনো আন্দোলনই হঠাৎ সফল হয় না। বিজয় আসার আগে আন্দোলন যে আদর্শ কায়েম করতে চায় সে আদর্শ অনুযায়ী একদল যোগ্য

নেতা এবং নিষ্ঠাবান কর্মীর একটি বাহিনী তৈরি করতে হয়। তাই এ যুগকে ব্যক্তিগঠনের যুগ বলা হয়। যখন এ তৈরিকৃত নেতাদের হাতে দেশের ক্ষমতা এসে যায় তখন বিজয়যুগ শুরু হয়। এ যুগের আরেকটি নাম হলো সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের যুগ। এ সময় সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ময়দানকে ঐ আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলা হয়।

রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের যুগবিভাগ

রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম ১৩ বছরকে সংগ্রামী যুগ বা ব্যক্তিগঠনের যুগ এবং পরবর্তী ১০ বছরকে বিজয়যুগ বলা হয়। সংগ্রামী যুগে তিনি মক্কাকে কেন্দ্র করে কাজ করেছেন বলে এ যুগকে মাক্কী যুগ বলা হয়। আর হিজরতের পর থেকে তাঁর ওফাত পর্যন্ত যে যুগ, এর কেন্দ্র মদীনায় ছিল বলে সে যুগকে মাদানী যুগ বলা হয়।

কুরআন মাজীদের সূরাগুলো এ দুটো যুগের ভিত্তিতেই মাক্কী ও মাদানী সূরা হিসেবে পরিচিত। তাই সংগ্রামী যুগের ১৩ বছরে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে তা মাক্কী সূরা এবং পরবর্তী ১০ বছরে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে তা মাদানী সূরা বলে গণ্য। এ কথা বোঝা দরকার যে, হিজরতের পর মক্কা ও মিনায় এবং হুদাইবিয়া থেকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে তাও মাদানী সূরা। যুগের সাথেই এ নামের সম্পর্ক, স্থানের সাথে নয়। মাদানী সূরা মানে বিজয় যুগে নাযিলকৃত সূরা। তাই কোনো সূরা সম্পর্কে এভাবেই বলা উচিত যে, 'সূরাটি মাদানী যুগে নাযিল'। 'সূরাটি মদীনায় নাযিল হয়েছে' বললে কথাটি সঠিক না-ও হতে পারে। কারণ, মদীনার বাইরে নাযিল হলেও এ যুগের সূরাকে মাদানী সূরাই বলতে হয়।

মাক্কী যুগের বিভিন্ন স্তর

এর আগে 'নবুওয়াতী জীবনের ২৩ বছর' শিরোনামে যে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে মাক্কী যুগের প্রধান ঘটনাবলির উল্লেখ রয়েছে। এ ঘটনাগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং এক-একটি ভাগকে স্তর বলা যায়–

প্রথম স্তর : নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর সময়কে 'আন্ডারগ্রাউন্ড স্তর' বা গোপনে দাওয়াতী কাজের স্তর বলা যায়।

দ্বিতীয় স্তর : তৃতীয় বছরের শেষদিক থেকে প্রায় দুবছর সময়কে দ্বিতীয় স্তর বলা যায়। এ সময়ে আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া হলেও তখনো অত্যাচার শুরু হয়নি। ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মিথ্যা প্রচার ও দুর্নাম ছড়িয়ে এ সময় বাধা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় স্তর : নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষদিক থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সময়কে তৃতীয় স্তর বলা যায়। এ সময়ে রাসূল (স)-এর উপর যারা ঈমান এনেছে তাদের উপর সব রকমের যুলুম ও নির্যাতন চালানো হয়েছে। অত্যাচার-নির্যাতন সত্ত্বেও ঈমানদারদের ইসলাম থেকে ফেরানো যায়নি বলে যুলুমের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

চতুর্থ স্তর : দশম বছরে রাসূল (স)-এর চাচা আবূ তালিব ও বিবি হযরত খাদীজা (রা) ইনতিকাল করার পর বিরোধীদের সাহস বেড়ে যারা এবং তারা রাসূল (স)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিয়ে ফেলেছিল। হাশেমী বংশের সম্মানিত নেতা হিসেবে আবূ তালিবকে সবাই সমীহ করত এবং হযরত খাদীজা (রা)-কেও তারা সম্মান করত বলে এতদিন রাসূল (স)-এর উপর তারা হামলা

করেনি। বিরোধীরা এত বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে, রাসূল (স)-এর যে ক'জন সাহাবী তখনো মক্কায় ছিলেন তাঁদের জীবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

মাক্কী যুগের স্তরভিত্তিক সূরার তালিকা

মাদানী সূরাগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় সূরার বক্তব্য বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয় না। কোন্ অবস্থায় ও কোন্ সময় কোন্ সূরা নাযিল হয়েছে, তা সূরার মধ্যেই তালাশ করে পাওয়া যায়। মাদানী যুগের ইতিহাস ইসলামের বিজয়যুগের ঘটনাবলিরই সমষ্টি; তাই বিজয়ের পরের ইতিহাস বিস্তারিত লেখা হয়েছে। এ কারণেই মাদানী সূরাগুলোর বক্তব্য বোঝা সহজ হলেও মাক্কী সূরাগুলোর বক্তব্য বোঝা তেমন সহজ নয়। তবে মাক্কী যুগের চারটি স্তরের কোন্ স্তরে কোন্ কোন্ সূরা নাযিল হয়েছে, তা জানতে পারলে সূরার বক্তব্য বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। অবশ্য স্তরের ভিত্তিতে সূরার তালিকা তৈরি করা বেশ কঠিন কাজ। মাওলানা মওদূদী (র) তাফহীমুল কুরআনে সূরাগুলোর ভূমিকায় যে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন, তার ভিত্তিতে প্রথম স্তরে ২৮টি, দ্বিতীয় স্তরে ১১টি, তৃতীয় স্তরে ৩৭টি এবং চতুর্থ স্তরে ১৩টি মোট ৮৯টি সূরাকে তালিকাভুক্ত করা হলো।

মাক্কী যুগের প্রথম স্তরের তিন বছরে নাযিলকৃত ২৮টি সূরার তালিকা

ক্রমিক	পারা নং	সূরার নাম	সূরা নং
১	১	ফাতিহা	১
২	২৭	রাহ্মান	৫৫
৩	২৯	জ্বিন	৭২
৪	২৯	মুয্যাম্মিল (প্রথমাংশ)	৭৩
৫	২৯	মুদ্দাস্সির (প্রথম ৭ আয়াত)	৭৪
৬	২৯	কিয়ামাহ	৭৫
৭	২৯	দাহ্র	৭৬
৮	২৯	মুরসালাত	৭৭
৯	৩০	নাবা	৭৮
১০	৩০	নাযি'আত	৭৯
১১	৩০	তাকভীর	৮১
১২	৩০	ইনফিতার	৮২
১৩	৩০	ইনশিক্বাক	৮৪
১৪	৩০	আ'লা	৮৭
১৫	৩০	দোহা	৯৩
১৬	৩০	ইনশিরাহ	৯৪
১৭	৩০	তীন	৯৫
১৮	৩০	'আলাক	৯৬
১৯	৩০	ক্বাদর	৯৭
২০	৩০	যিলযাল	৯৯

২১	৩০	'আদিইয়াত	১০০
২২	৩০	ক্বারি'আহ	১০১
২৩	৩০	তাকাসুর	১০২
২৪	৩০	আসর	১০৩
২৫	৩০	হুমাযাহ	১০৪
২৬	৩০	ফীল	১০৫
২৭	৩০	কুরাইশ	১০৬
২৮	৩০	ইখলাস	১১২

মাক্কী যুগের দ্বিতীয় স্তরের দুবছরে নাযিলকৃত ১১টি সূরার তালিকা

ক্রমিক	পারা নং	সূরার নাম	সূরা নং
১	২৩	সোয়াদ	৩৮
২	২৬	ক্বাফ (শেষদিকে)	৫০
৩	২৬-২৭	যারিয়াত (")	৫১
৪	২৭	তূর (")	৫২
৫	২৯	মুল্‌ক	৬৭
৬	২৯	হাক্কাহ	৬৯
৭	২৯	মা'আরিজ	৭০
১ম স্তরের ৫ নম্বরে গণ্য	২৯	মুদ্দাস্‌সির (অষ্টম আয়াত থেকে পূর্ণ সূরা)	৭৪
৮	৩০	'আবাসা	৮০
৯	৩০	মুতাফ্‌ফিফীন	৮৩
১০	৩০	তারিক	৮৬
১১	৩০	গাশিয়া	৮৮

মাক্কী যুগের তৃতীয় স্তরের পাঁচ বছরে নাযিলকৃত ৩৭টি সূরার তালিকা

ক্রমিক	পারা নং	সূরার নাম	সূরা নং
১	১৫-১৬	কাহ্‌ফ (হাবশায় হিজরতের পূর্বে)	১৮
২	১৬	মারইয়াম (ঐ)	১৯
৩	১৬	ত্বাহা [হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে]	২০
৪	১৭	আম্বিয়া (তৃতীয় স্তরের প্রথম দিকে)	২১
৫	১৮	মু'মিনূন [ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর দুর্ভিক্ষের সময়]	২৩
৬	১৮-১৯	ফুরকান	২৫
৭	১৯	শু'আরা (সূরা ত্বাহা ও ওয়াকি'আহ'র পর)	২৬
৮	১৯-২০	নাম্‌ল (সূরা শু'আরার পর)	২৭
৯	২০	ক্বাসাস (সূরা নাম্‌লের পর)	২৮
১০	২০-২১	'আনকাবূত (হাবশায় হিজরতের পূর্বে)	২৯

১১	২১	রূম (হাবশায় হিজরতের পরে)	৩০
১২	২১	লুকমান (সূরা 'আনকাবূতের পর)	৩১
১৩	২১	সাজদাহ (প্রথমদিকে)	৩২
১৪	২২	সাবা (ঐ)	৩৪
১৫	২২	ফাতির (ঐ)	৩৫
১৬	২২-২৩	ইয়াসীন (৩য় স্তরের শেষদিকে বা চতুর্থ স্তরের প্রথম দিকে)	৩৬
১৭	২৩	সাফ্ফাত (সূরা ইয়াসীনের সাথে সাথে)	৩৭
১৮	২৩-২৪	যুমার (হাবশায় হিজরতের পূর্বে)	৩৯
১৯	২৪	মু'মিন (যুমারের পর)	৪০
২০	২৪-২৫	হামীম সাজদাহ [হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর ও ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে]	৪১
২১	২৫	শূরা (সূরা হামীম সাজদাহর পর)	৪২
২২	২৫	দুখান (দুর্ভিক্ষের সময়)	৪৪
২৩	২৫	জাছিয়া (সূরা দুখানের পর)	৪৫
২৪	২৭	নাজ্‌ম (হাবশায় হিজরতের পর)	৫৩
২৫	২৭	ক্বামার (৮ম নববীতে)	৫৪
২৬	২৭	ওয়াকি'আহ [হাবশায় হিজরতের পর ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে]	৫৬
২৭	২৯	ক্বালাম (প্রথমদিকে)	৬৮
২৮	২৯	নূহ (প্রথম দিকে)	৭১
১ম স্তরের ৪ নম্বরে গণ্য	২৯	প্রথম স্তরে গণ্য মুয্যাম্মিল (শেষাংশ)	৭৩
২৯	৩০	বুরূজ (শেষদিকে)	৮৫
৩০	৩০	ফাজর (প্রথমদিকে)	৮৯
৩১	৩০	শাম্‌স	৯১
৩২	৩০	লাইল	৯২
৩৩	৩০	কাউসার	১০৮
৩৪	৩০	কাফিরূন	১০৯
৩৫	৩০	লাহাব	১১১
৩৬	৩০	ফালাক্ব	১১৩
৩৭	৩০	নাস	১১৪

মাক্কী যুগের চতুর্থ স্তরের তিন বছরে নাযিলকৃত ১৩টি সূরার তালিকা

ক্রমিক	পারা নং	সূরার নাম	সূরা নং
১	৭-৮	আন'আম	৬
২	৮-৯	আ'রাফ	৭
৩	১১	ইউনুস	১০
৪	১১-১২	হূদ	১১
৫	১২-১৩	ইউসুফ	১২

৬	১৩	রা'দ	১৩
৭	১৩	ইবরাহীম	১৪
৮	১৩-১৪	হিজর	১৫
৯	১৪	নাহ্‌ল	১৬
১০	১৫	বনী ইসরাঈল	১৭
১১	২৫	যুখরুফ [রাসূল (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র]	৪৩
১২	২৬	আহ্‌কাফ	৪৬
১৩	৩০	বালাদ	৯০

পূর্বেও বলা হয়েছে, মাক্কী সূরাগুলো নাযিলের সঠিক সময় হিসাব করা খুবই কঠিন। যেসব সূরা সম্পর্কে স্পষ্ট রেওয়ায়াত পাওয়া যায়নি, সেগুলোর ভাষা ও বাচনভঙ্গি এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তাই মাক্কী সূরাগুলোকে উপরিউক্ত চারটি স্তরে যেভাবে সাজানো হয়েছে, তা একেবারে নির্ভুল বলে দাবি করার উপায় নেই। তবুও এ স্তরবিন্যাস সূরাগুলোর বক্তব্য বুঝতে সাহায্য করবে বলেই আশা করা যায়। আর সেটাই এ স্তরবিন্যাসের মূল উদ্দেশ্য।

রাসূল (স)-এর জীবনই আসল কুরআন

কেউ যদি রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন ও তাঁর ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবন থেকে কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করে, তবেই এ কিতাবকে সহজে ও সঠিকভাবে বোঝা যাবে। শুধু কুরআন বা এর অনুবাদ থেকে যদি এ কিতাবকে কেউ বুঝতে চায় তাহলে সে কিছুই বুঝতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা তো কুরআনকে আলাদাভাবে বই হিসেবে পাঠাননি। যে রাসূলের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, তাঁর উপরই এ কিতাব বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কিতাবের আসল অর্থ, সঠিক ব্যাখ্যা ও যাবতীয় শিক্ষা একমাত্র রাসূল (স)-কেই আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি কুরআনের একমাত্র বিশ্বস্ত সরকারি (Official) ব্যাখ্যাকারী বা মুফাসসির।

এ পর্যন্ত যত তাফসীর লেখা হয়েছে এবং আরো যত লেখা হবে, তাতে যদি এমন কোনো ব্যাখ্যা থাকে, যা রাসূল (স)-এর ব্যাখ্যার বিরোধী, তাহলে তা কিছুতেই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করা যাবে না। রাসূল (স)-এর ব্যাখ্যার বিরোধী না হলে যত নতুন কথাই বলা হয়েছে বা হবে তা বিবেচনা করা যেতে পারে এবং যুক্তিপূর্ণ মনে হলে মেনে নেওয়া চলে।

আমরা যে কুরআন তিলাওয়াত করি তা শুধু কুরআনের আয়াত, শব্দ ও বর্ণ। এ কুরআনের বাস্তব নমুনা রাসূল (স)। তিনিই আসল কুরআন ও জীবন্ত কুরআন। তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদন কুরআনেরই সরকারি ব্যাখ্যা। এ কারণেই হাদীসকেও ওহী বলে বিশ্বাস করতে হবে। তবে কুরআনের শব্দ যেমন ওহী, হাদীস তেমন নয়। হাদীসের ভাষা ওহী নয় বটে; কিন্তু হাদীসের ভাব ও মর্ম অবশ্যই ওহী। তাই হাদীস কুরআনেরই ব্যাখ্যা। এ জন্য কুরআনের হেফাযতের প্রয়োজনেই রাসূলের জীবনী ও হাদীসকে আল্লাহ তাআলা হেফাযত করেছেন।

সুতরাং রাসূল (স) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন থেকে আলাদা করে কুরআন বোঝার কোনো উপায় নেই। কেউ ইসলামী আন্দোলন করুক বা না করুক, কুরআন বুঝতে হলে তাকে ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা, এর বিভিন্ন যুগ ও স্তর সম্পর্কে অবশ্যই ভালো করে বুঝতে হবে এবং ঐ আন্দোলনের সাথে মিলিয়েই এ মহান কিতাবকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

তিলাওয়াত ও মুতালা'আ

তিলাওয়াত শব্দের অর্থ 'মুখে উচ্চারণ করে পড়া' আর মুতালা'আ শব্দের অর্থ 'মনোযোগ দিয়ে বুঝে বুঝে পড়া'। কুরআন এমন কিতাব, যা না বুঝেও অগণিত মানুষ পড়ে। এমনকি আমাদের দেশসহ বহু দেশে যারা মাতৃভাষা পর্যন্ত পড়তে শেখেনি তারাও কুরআন পড়ে। সওয়াবের আশায় এবং ইবাদতের নিয়তে কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরের জন্য কমপক্ষে ১০টি করে নেকীর সুসংবাদ রাসূল (স) দিয়েছেন। এমনকি যারা কোনো রকমে কষ্ট করে ঠেকে ঠেকে আটকে আটকে পড়ে তারা ডবল নেকী পাবে বলে হাদীসে আছে; কিন্তু কুরআন তো বুঝে পড়ার জন্য কুরআনেই তাকিদ দেওয়া হয়েছে। কুরআন বোঝার মান্‌ সবার সমান নয়। যারা নিজে পড়ে বুঝতে পারে না তারা অন্যের কাছে শুনে বুঝবে; কিন্তু যাদের বুঝে পড়ার যোগ্যতা আছে তারা বোঝার জন্য চেষ্টা না করলে দোষী সাব্যস্ত হবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রয়োজনে যারা জীবনের বিরাট অংশ বিদেশি ভাষা শিক্ষায় কাটিয়ে দেয়, তারা কুরআন বোঝার চেষ্টা না করলে অবশ্যই পাকড়াও হবে।

যারা কুরআন মুতালা'আ করেন, তাদেরও উচিত প্রথমে এক বা একাধিক রুকূ' তিলাওয়াত করে তারপর যতটুকু বোঝা সম্ভব, সে উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করা। তাফসীর পড়ায় মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত বাদ দেওয়া মোটেই উচিত নয়। রাসূল (স) বলেছেন, তিলাওয়াত অন্তরের মরিচা দূর করে। তিনি সুর করে শুদ্ধ উচ্চারণে তিলাওয়াত করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিলাওয়াত দ্বারা আল্লাহর কালামের স্বাদ পাওয়া যায় এবং কুরআনের সাথে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। তাই প্রতিদিনই তিলাওয়াত করা উচিত। অধ্যয়ন ছাড়াও যতটা সম্ভব তিলাওয়াত করতে পারলে রূহানী তৃপ্তি পাওয়া যাবে। কুরআন বোঝার উদ্দেশ্যে যারা অধ্যয়ন করেন তাদেরকে নিম্নের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে :

১. যে সূরা বা যে সূরার কোনো অংশ বুঝতে চান তা মাক্কী না মাদানী তা প্রথমে জানতে হবে।

২. মাক্কী সূরা হলে মাক্কী যুগের কোন্‌ স্তরে সূরাটি নাযিল হয়েছে তা খোঁজ করতে হবে।

৩. যে স্তরে সূরাটি নাযিল হয়েছে, সে সময়কার অবস্থা ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। রাসূলের বিরোধীদের ভূমিকা তখন কী ছিল তা জানতে হবে। এসব বিষয়কে তাফসীরের পরিভাষায় 'শানে নুযূল' বলা হয় অর্থাৎ নাযিল হওয়ার পটভূমি, পরিস্থিতি ও পরিবেশ।

৪. তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করলে সূরাটির ভূমিকা মনোযোগ দিয়ে পড়ে তা স্মরণে তাজা রেখে অনুবাদ ও তাফসীর অধ্যয়ন করতে হবে।

৫. আমার লেখা অনুবাদ পড়লে সেখানে সূরার ভূমিকা থেকে শানে নুযূল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।

৬. এ কথা যেন স্মরণে তাজা থাকে যে, মাক্কী সূরার আলোচ্য বিষয় প্রধানত তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। ঈমান ও চরিত্র গঠনের শিক্ষাই মাক্কী যুগের সূরার মূল বিষয়। বহু জাতির কাহিনী ও আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলির মধ্যেও ঐ শিক্ষাটুকুই আসল উদ্দেশ্য। মাক্কী যুগে ব্যক্তি গঠনের জন্যই ওহী নাযিল হয়েছে। তাই সমাজ গঠনের নিয়ম-কানুন মাক্কী সূরায় পাওয়া যায় না।

৭. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনার জন্য যাবতীয় বিধি-বিধান ও হালাল-হারামের বিস্তারিত আইন বর্ণনা মাদানী সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

আন্দোলনকারী ও কুরআন

আগে বিস্তারিত বলা হয়েছে যে, কুরআন ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক বা দিশারী ও দিকনির্দেশক। তাই যারা এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তাদের পক্ষে কুরআন বোঝা বেশি সহজ। আন্দোলনের সংগ্রামী যুগ বা ব্যক্তি গঠনের যুগে রাসূল (স)-এর মাক্কী যুগের বিভিন্ন স্তর আসবেই। যখন যে স্তর আসবে তখন ঐ স্তরের সূরাগুলো পড়ার সময় আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মনে হবে, যেন তাদের জন্যই এসব হেদায়াত এখন আবার নাযিল হয়েছে।

একটি সহজ উদাহরণ থেকে কথাটা বুঝে আসে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বা খুলনা কিংবা দিনাজপুর যেতে হলে ট্রেনে বা বাসে যেসব স্টেশন হয়ে যেতে হয়, তা প্রত্যেক যাত্রীকেই পার হতে হয়। তেমনি রাসূল (স)-কে কালেমা তাইয়েবার দাওয়াত থেকে শুরু করে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়া পর্যন্ত যে যে অবস্থা ও পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয়েছে তা সব যুগের ও সব দেশের ইসলামী আন্দোলনের সামনে অবশ্যই আসবে। তাই ইসলামী আন্দোলনকারী যখন কুরআন অধ্যয়ন করে তখন সে শুধু অতীত আন্দোলনের ইতিহাসই পড়ে না, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাও ঐ ইতিহাসে খুঁজে পায়। যারা ইসলামী আন্দোলন করে না তাদের বিরোধী শক্তির মুখোমুখি হতে হয় না বলে তারা দূর থেকে শুধু অতীত ইতিহাস পড়ার মতোই কুরআন অধ্যয়ন করে।

এ কথা সত্যিই বড় মধুর অভিজ্ঞতা যে, ইসলামী আন্দোলনের উত্তাল সমুদ্রে জীবনতরী যে ভাসিয়ে দেয়, কুরআনের মর্মবাণী অত্যন্ত উদারভাবে তার অন্তরে সহজেই ধরা দেয়। কুরআন এ ধরনের লোকের জন্যই নাযিল হয়েছে। এ জাতীয় ক্ষুধিত মনের খোরাকই কুরআন পরিবেশন করে থাকে। যিনি এ মহান কিতাব নাযিল করেছেন, তিনি তো এমন লোকদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যেই তা পাঠিয়েছেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে কুরআন বোঝার জন্য প্রশস্ত করে দেন। তখন কুরআন শুধু অধ্যয়নই করা হয় না; কুরআন তাদের গাইডে পরিণত হয়। কুরআন তাদের মনকে সজীব করে, চোখে আলো দান করে, দুশ্চিন্তা দূর করে, হতাশায় ভরসা দেয়, বিপদে সাহস যোগায় এবং আল্লাহ তাআলার সাথে ঘনিষ্ঠ মহব্বত সৃষ্টি করে। কুরআন থেকে এসব বৈশিষ্ট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে রাসূল (স) দোআ করেছেন,

وَاجْعَلْهُ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِيْ وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي -

'হে আল্লাহ! কুরআন দ্বারা আমার কালবকে সজীব করো, আমার দৃষ্টিকে আলোকিত করো, আমার দুঃখ-বেদনা দূর করো এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও।'

ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি

এ কথা সত্য যে, প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুযায়ী সেদেশে ইসলামী আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচি রচিত হয়; কিন্তু আন্দোলনের মূল কর্মপদ্ধতি সব দেশে সর্বকালে একই। এটা এমন এক স্থায়ী কর্মপদ্ধতি, যা আল্লাহর নবী ও রাসূলগণকে পর্যন্ত অনুসরণ করতে হয়েছে। দুনিয়ায় যেকোনো আদর্শ কায়েমের এটাই একমাত্র স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

১. আদর্শ যতই নিখুঁত হোক, কোনো আদর্শ নিজে নিজে সমাজে কায়েম হতে পারে না। এমন একদল নেতা ও কর্মীবাহিনী তৈরি হওয়া প্রয়োজন, যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে ঐ আদর্শ বাস্তবে কায়েম করার যোগ্য।

২. এ ধরনের যোগ্য নেতা ও কর্মীবাহিনী আসমান থেকে নাযিল হয় না। মানবসমাজ থেকেই এদেরকে সংগঠিত করে গড়ে তুলতে হয়। আদর্শের আন্দোলন যখন মানুষের নিকট আদর্শের দাওয়াত দিতে থাকে তখন সমাজের ঐ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার উপযোগী লোকেরা

এগিয়ে আসে। আন্দোলনের পরিচালকগণ তাদের সংগঠিত করে এক বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের মন, মগজ ও চরিত্র ঐ আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলেন।

৩. প্রত্যেক সমাজেই যেহেতু কোনো বিধান প্রচলিত থাকে এবং সমাজপতিরা (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্ব) সে ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ কায়েম রাখে, সেহেতু নতুন কোনো আদর্শের আন্দোলনকে তারা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাথে কায়েমী স্বার্থের এ সংঘর্ষ প্রত্যেক নবীর জীবনেই দেখা গেছে। এ সংঘর্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জরুরি। এ সংঘাতই কর্মীদের জন্য সত্যিকার পরীক্ষা। সমাজে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েও এবং কায়েমী স্বার্থের জেল, যুলুম ও নির্যাতন বরদাশত করেও যারা আন্দোলনে টিকে থাকে তারাই এ আদর্শের যোগ্য বলে প্রমাণিত। এ স্বাভাবিক পরীক্ষা ছাড়া উপযোগী লোক বাছাই করার অন্য কোনো উপায় নেই।

৪. আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী তৈরির এ চিরন্তন পদ্ধতি অবশ্যই সময়সাপেক্ষ। হঠাৎ অল্প সময়ে এটা কিছুতেই হতে পারে না। তাই বিশ্বনবীকে দীর্ঘ ১৩টি বছর ব্যক্তি গঠন পর্যায়ে মদীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘর্ষ করতে হয়েছিল। নবীর কর্মীবাহিনীকে শেষ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল হিজরতের মাধ্যমে। ইসলামের খাতিরে এমনভাবে যারা বাধ্য হয়ে বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন যে, তাঁদের হাতেই দীন ইসলামের বিজয় সম্ভব। কারণ, দুনিয়ার সবকিছুই একমাত্র আদর্শের জন্য তাঁরা ত্যাগ করতে পারেন। এভাবে আন্দোলনের মারফতে একদল ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করতে বেশকিছু সময় লাগা স্বাভাবিক।

৫. ব্যক্তি গঠনের এ পর্যায় অতিক্রম করার পরই সমাজ গঠনের সুযোগ হতে পারে। ব্যক্তি গঠনের স্তরকে সংগ্রামী যুগও বলা যায়। সংগ্রামী যুগে তৈরি লোকদের হাতে কোথাও ক্ষমতা অর্পিত হলে আন্দোলনের বিজয় যুগ শুরু হয় এবং তখনই সমাজ গঠন সম্ভব হয়। হিজরতের পর মদীনায় এ সুযোগই রাসূল (স) পেয়েছিলেন।

আদর্শ কায়েমের যোগ্য লোকের হাতে যে পর্যন্ত নেতৃত্ব না আসে, সে পর্যন্ত আদর্শ বাস্তবে কায়েম হতে পারে না। যারা ইসলামকে জানে না বা জানলেও নিজেদের জীবনে মানে না, তাদের দ্বারা কী করে ইসলাম কায়েম হতে পারে? যারা নিজেদের ব্যক্তিজীবনে ইসলাম কায়েমে ব্যর্থ তারা সমাজে ইসলামের খিদমতের যোগ্যতাই রাখে না।

৬. ইসলামের খিদমত ও ইসলামী আন্দোলনে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সাথে প্রচলিত ক্ষমতাসীন ও কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু ইসলামের যেসব খিদমত সম্পর্কে কায়েমী স্বার্থ বিচলিত নয় সেসবের সঙ্গে তাদের সংঘাত হয় না। ইসলামের ঐসব খিদমত পরোক্ষভাবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক হতে পারে; কিন্তু এসব খিদমত প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে বদলে দিতে পারে বলে আশঙ্কা না করলে কায়েমী স্বার্থ তাদেরকে বাধা দেয় না। যদি কোনো দাওয়াত ও কর্মসূচি সম্পর্কে কায়েমী স্বার্থের ধারণা হয় যে, তা দ্বারা তাদের পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনশক্তি গড়ে উঠবে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তারা সে আন্দোলনকে বরদাশত করে না।

সত্যিকার পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন প্রকৃতিগতভাবেই বিপ্লবাত্মক। আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূল (স)-এর নেতৃত্বের ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গঠন করার বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচিই নবীদের প্রধান সুন্নাত। আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর আনুগত্যহীন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনই

ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য। এ আন্দোলনকেই কুরআন মাজীদের ভাষায় 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়।

৭. ইসলামী আন্দোলন সঠিক কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচি নিয়ে দীর্ঘ সংগ্রামী যুগ অতিক্রম করা সত্ত্বেও এবং ইসলাম কায়েমের যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত বিজয় যুগ নাও আসতে পারে। অবশ্যই ঈমানদার ও সৎকর্মশীল এক জামায়াত লোক তৈরি হলে ইসলামের বিজয়ের প্রথম শর্ত পূরণ হয়। কিন্তু যে সমাজে ইসলামী বিধান কায়েমের চেষ্টা চলে সে সমাজের বৃহত্তর জনসংখ্যা যদি আদর্শের সক্রিয় বিরোধী হয়, তাহলে বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর তৈরি যে নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী মদীনায় ইসলাম কায়েম করতে সক্ষম হলো তারা মক্কায় কেন অক্ষম ছিল? মক্কার জনগণ সক্রিয়ভাবে ইসলামবিরোধী ছিল বলেই সেখানে বিজয় আসেনি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামবিরোধী জনতার উপর ইসলাম কায়েম করা যায় না। আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনের মহা নিয়ামত অনিচ্ছুক জনতার উপর চাপিয়ে দেন না।

আল্লাহর অনেক রাসূলের যুগে দীন ইসলাম বিজয়ী হয়নি। এটা তাঁদের ব্যর্থতা নয়। তাঁদের চেয়ে যোগ্য আর কে হতে পারে? ইসলাম কায়েমের যোগ্য লোক তৈরি হওয়ার শর্তটি মক্কায় পূরণ হলেও জনগণ বিরোধী হওয়ার শর্তটি সেখানে পূরণ হয়নি। দ্বিতীয় শর্তটি মদীনায় পূরণ হওয়ায় সেখানে ইসলামের বিজয় সম্ভব হয়েছে।

এ কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলামী আন্দোলনের কাজ হলো প্রথম শর্ত পূরণের চেষ্টা করা অর্থাৎ বাতিল শক্তির সাথে মুকাবিলা করে সমাজের মধ্য থেকে একদল বিপ্লবী মুজাহিদ তৈরি করা। যদি এ শর্ত পূরণ হয় এবং দ্বিতীয় শর্তও উপস্থিত থাকে, তাহলে ঐ মুজাহিদ বাহিনীকে নেতৃত্ব দান করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে রেখেছেন। কীভাবে, কী পন্থায়, কখন তিনি ক্ষমতা দান করবেন তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। ক্ষমতার আসনে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহরই। কোনো অস্বাভাবিক ও কুটিল পন্থায় নেতৃত্ব হাসিল করার চেষ্টা ইসলামী আন্দোলনের সঠিক কর্মপন্থা হতে পারে না। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদেরকে দুনিয়ার খিলাফত দান করার ওয়াদা আল্লাহ করেছেন।" (সূরা নূর : ৫৫)

উপরিউক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ না করে কোনো না কোনো প্রকারে ক্ষমতা হাসিল করলে যদি ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্য সফল হতো, তাহলে রাসূল (স)-কে মক্কার নেতারা ইসলামের দাওয়াত পরিত্যাগ করে বাদশাহী কবুল করার যখন আহ্বান জানিয়েছিল তখন তিনি ক্ষমতা হাতে নিয়ে কায়দা করে ইসলাম কায়েমের কথা নিশ্চয়ই বিবেচনা করতেন। একটি সমাজব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে নতুন কোনো ব্যবস্থা চালু করতে হলে ঐ সমাজ থেকেই নতুন আদর্শ কায়েমের উপযোগী একদল নিঃস্বার্থ লোক তৈরি করতে হবে। আরো মজার ব্যাপার এই যে, এ ধরনের লোক অনৈসলামী সমাজে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। কারণ, পার্থিব কোনো স্বার্থের টানে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসা অস্বাভাবিক। যারা কায়েমী স্বার্থের বাধা ও যুলুমকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসে, তারাই নতুন আদর্শের উপযোগী। সংগ্রামী যুগেই এ ধরনের লোক বাছাই করা সম্ভব। বিজয় যুগে সুবিধাবাদী লোকও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তখন নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী বাছাই করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্যই বিজয়ের পর আদর্শিক আন্দোলন ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন?

দুনিয়ায় যত নবী ও রাসূল এসেছেন তাঁদের সবাই দীনে হক কায়েম করার দায়িত্বই পালন করে গেছেন। যে দেশে দীনে হক কায়েম ছিল না, সেখানে অবশ্যই বাতিল কায়েম ছিল। হক কায়েমের চেষ্টা করলে বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা আসাই স্বাভাবিক। কারণ, হক ও বাতিল একই সাথে চালু থাকতে পারে না। আলো ও অন্ধকারের সহাবস্থান অসম্ভব। তাই যখনই কোনো নবী হকের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই বাতিল বাধা দিয়েছে। একমাত্র আদম (আ) এবং সুলায়মান (আ) বাধার সম্মুখীন হননি। কারণ, আদম (আ)-এর সময় কোনো মানুষই ছিল না, বাধা দেবে কে? আর সুলায়মান (আ) তাঁর পিতা দাউদ (আ)-এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক ছিলেন বলে তাঁকে বাধা দেওয়ার মতো কোনো বাতিল শক্তি ছিলই না।

হকের আওয়ায যে কালেমায়ে তাইয়েবার মারফতে প্রথম ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে আল্লাহকে ইলাহ স্বীকার করার পূর্বে 'লা ইলাহা' বলে সমস্ত বাতিলকে অস্বীকার করা হয়। সমাজে ইলাহ বা মনিব বা হুকুমকর্তার দাবিদার বাতিল শক্তি কায়েম আছে বলেই প্রথমে বাতিলকে অস্বীকার করার প্রয়োজন হয়। বাতিলকে মন-মগজে কায়েম রেখে হককে স্বীকার করা অর্থহীন। তাই প্রথমে লা-ইলাহা বলে সমস্ত বাতিল ইলাহকে অস্বীকার করে 'ইল্লাল্লাহ' বলে একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে তাগূতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল সে-ই মযবুত রজ্জু ধারণ করেছে।" (সূরা বাকারা : ২৫৬, আয়াতুল কুরসী)

তাগূত অর্থ হলো, আল্লাহর বিদ্রোহী শক্তি। কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে মাত্র। কিন্তু তাগূত মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করে। ফিরাউন এমন ধরনের তাগূত ছিল বলেই মূসা (আ)-কে ফিরাউনের নিকট পাঠানোর সময় আল্লাহ বলেছেন, "ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহ করেছে।" (সূরা নাযিআ'ত : ১৭)

ইসলামবিরোধী শক্তি এক কথায় তাগূত। দীনে বাতিল তাগূতী শক্তিরই নাম। কালেমায়ে তাইয়েবায় প্রথমেই তাগূত বা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলা হয়, 'লা ইলাহা' বা কোনো হুকুমকর্তাকে মানি না। অন্য সব কর্তাকে অস্বীকার করার পরই 'ইল্লাল্লাহ' বলে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা যায়। সুতরাং ইসলামের প্রথম কথাই বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ কারণেই কালেমার দাওয়াত নিয়ে যে নবীই এসেছেন তাগূত বা বাতিল তাকে স্বাভাবিকভাবেই দুশমন মনে করে নিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা যাঁদেরকে নবী ও রাসূল হিসেবে বাছাই করেছেন, তাঁরা সবাই নিজ নিজ দেশে সৎ, বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও অন্য যাবতীয় মানবিক গুণের কারণে জনপ্রিয় ছিলেন। দীনে হকের দাওয়াত দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শেষ নবীও 'আল আমীন' ও 'আস সাদিক' বলে প্রশংসিত ছিলেন। কিন্তু "আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগূতকে ত্যাগ কর" (সূরা নাহল : ৩৬) বলে দাওয়াত দেওয়ার পর নবীর সাথে তাগূতের সংঘর্ষ না হয়েই পারে না।

নবীর দাওয়াত শুনেই নমরূদ, ফিরাউন ও আবূ জাহলরা বুঝতে পেরেছিল, তারা দেশকে যে আইনে শাসন করছে ও সমাজকে যে নীতিতে চালাচ্ছে, তার বদলে নবী নতুন কোনো ব্যবস্থা চালু করতে চান। ফিরাউন স্পষ্টভাবে বলেছে, "আমি আশঙ্কা করি যে, (মূসা) তোমাদের দীনকে বদলে দেবে।" (সূরা মু'মিন : ২৬)

যারা দেশ শাসন করে তারা আইন-কানুন এমনভাবেই বানায়, যাতে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ঠিক থাকে। জনগণকে শোষণ করে শাসকগোষ্ঠীর প্রাধান্য বজায় রাখার উপযোগী আইন ও অর্থব্যবস্থাই চালু রাখা হয়। মানবরচিত আইনের বৈশিষ্ট্যই এটা। সুতরাং প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বহাল রাখাই শাসকদের স্বার্থ। এজন্যই এদেরকে কায়েমী স্বার্থ বলা হয়। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবস্থা বহাল থাকলে যাদের স্বার্থ কায়েম থাকে তারাই কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest)।

যখনই কোনো নবী আল্লাহর দাসত্বের দাওয়াত দিয়েছেন তখনই এ কায়েমী স্বার্থ এটাকে তাদের স্বার্থের বিরোধী বলে বুঝতে পেরেছে। সে কারণেই তারা বাধা দেওয়া জরুরি মনে করেছে। শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই নয় বরং সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থও নবীদেরকে সহ্য করেনি। ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর ধর্মীয় নেতা ছিল। নমরূদের দরবারে তার রাজ-পুরোহিতের মর্যাদা ছিল। ধর্মের ব্যবসা নিয়ে নমরূদের অধীনে সে সুখেই ছিল। ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতে আযরের ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগল। শেষ নবী আশা করেছিলেন যে, ইহুদি-নাসারাদের ওলামা ও পীরেরা (কুরআনের ভাষায় আহ্‌বার ও রুহ্‌বান) হয়ত তাঁর দাওয়াত সহজেই কবুল করবে। কারণ আল্লাহ, আখিরাত, নবী, ওহী ইত্যাদির সাথে তারা আগে থেকেই পরিচিত। কিন্তু দেখা গেল, রাসূল (স)-এর সাথে যখন মক্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ বেঁধেছিল তখন ঐ আহ্‌বার ও রুহ্‌বানদের ধর্মীয় স্বার্থও তাদেরকে আবু জাহলদের সাথেই সহযোগিতা করতে বাধ্য করেছে। এভাবেই হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অবশ্যই অনিবার্য এবং হকের বিরুদ্ধে সকল প্রকার কায়েমী স্বার্থ একজোট হয়েই বিরোধিতা করে থাকে।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, মুসলিমপ্রধান দেশে মুসলিম শাসকদের সাথে ইসলামী আন্দোলনের এ ধরনের বিরোধ হওয়ার কারণ কী? মুসলিম নামধারী হলেই সত্যিকার ইসলামপন্থি হয়ে যায় না। ইয়াযীদ মুসলিম শাসকই ছিল; কিন্তু ইসলামী আদর্শের ধারক ইমাম হুসাইন (রা)-কে ইয়াযীদ সহ্য করতে পারেনি। মুসলিম নামধারী নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট বহু নেতা ও দল আছে, যারা ইসলামী আন্দোলনের চরম দুশমন।

আসল ব্যাপার হলো কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা। যারা কোনো দিক দিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সুবিধা ভোগ করছে তারা যখন বুঝতে পারে, ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হলে যে ধরনের আইন-কানুন ও সমাজব্যবস্থা চালু হবে, তাতে তাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ নষ্ট হবে তখনই তারা এ আন্দোলনের শত্রু হয়ে যায়।

যে বাতিল শক্তি দীনে হক কায়েমের পথে বাধা সৃষ্টি করে তা দুধরনের হয়ে থাকে। প্রধান বাতিল শক্তি হলো সরকারি ক্ষমতাসীন শক্তি। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা ইকামাতে দীনের আন্দোলনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্রে তাদের নেতৃত্ব বহাল থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই তাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী।

সমাজে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী আরেক ধরনের শক্তি রয়েছে, যারা সরাসরি বাতিল শক্তির মধ্যে গণ্য না হলেও হক ও বাতিলের সংঘর্ষে তারা হকের পক্ষে সক্রিয় হন না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা বাতিলের সাথেই সহযোগিতা করেন। বাতিলের বিরুদ্ধে ময়দানে যারা সক্রিয় নয়, তারা ঐ সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। এমনকি দীনের খাদিম হয়েও এ জাতীয় ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন। ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালন করার হিম্মত যারা করেন না, তারা একপর্যায়ে বাতিলেরই সহায়ক প্রমাণিত হন।

অনুবাদকের কথা

কুরআন বোঝা সবার জন্যই জরুরি

দুনিয়ায় কুরআনই আল্লাহ তাআলার একমাত্র বিশুদ্ধ কিতাব। এর আগে তিনি যেসব কিতাব বিভিন্ন নবী ও রাসূলের নিকট পাঠিয়েছেন তার কোনোটাই মূল ভাষায় ও শুদ্ধ অবস্থায় তখনও ছিল না, এখনও নেই। কোনো কিতাব আসল অবস্থায় না থাকার কারণেই আবার শুদ্ধ কিতাব নাযিল করা হয়েছে। সবশেষে শেষ নবীর নিকট কুরআন পাঠানো হয়েছে। আর কোনো নবী ও রাসূল পাঠানো হবে না বলেই কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় বহাল রাখার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহ নিজেই এ দায়িত্ব নেওয়ার কথা কুরআনে ঘোষণা করেছেন।

এ কুরআন মানবজাতির হেদায়াতের জন্যই নাযিল করা হয়েছে। তাই এ কুরআন বোঝার দায়িত্ব সবারই। যে লোক তার স্রষ্টার বাণী সম্পর্কে অজ্ঞ, তার চেয়ে দুর্ভাগা কেউ নেই। যে নিজের সৃষ্টিকর্তা তারই মঙ্গলের জন্য যা বলেছেন তা জানার চেষ্টা করে না, সে চরম বোকা। সে আর যত জ্ঞানই হাসিল করুক আল্লাহর নিকট সে নিরেট জাহেল। আল্লাহর বিশুদ্ধ জ্ঞানে যাচাই না করে সে যত জ্ঞানই আহরণ করে, তা কোনো কল্যাণই তাকে দিতে পারবে না। ঐসব জ্ঞান শেষ পর্যন্ত তার ধ্বংসেরই কারণ হবে। যে জ্ঞান আল্লাহর বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিপরীত নয়, শুধু তা-ই তার উপকারে আসবে। তাই আল্লাহর কিতাবের মাপকাঠিতে যাচাই করেই অন্য সব জ্ঞানকে গ্রহণ ও বর্জন করতে হবে।

সুতরাং কুরআন বোঝা সবার জন্যই জরুরি। অথচ কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে; কিন্তু সব মানুষের পক্ষে আরবী ভাষা আয়ত্ত করে কুরআন বোঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণেই দুনিয়ার সব ভাষায়ই কুরআনকে বোঝানোর ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বিশেষ করে যারা মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে চায় তাদের উপর কুরআন বোঝা ফরয। মুসলিমজীবন মানেই সব ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকামতো চলা। সে যে কাজই করুক সে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল যে নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন তাও তাকে জানতে হবে। তা না হলে সে অমুসলিমের মতোই জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে।

দীনী ইলম হাসিল করা ফরয

কুরআন ও হাদীসের সবটুকু ইলম জানা সবার উপর ফরয নয়; কিন্তু একজন মুসলিমকে যা কিছু করতে হয় সে বিষয়ে যতটুকু ইলম দরকার তা জানা ফরয। যার উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয নয় তার উপর সে বিষয়ে জানাও ফরয নয়। যার উপর দেশ শাসনের দায়িত্ব নেই তার উপর এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের ইলম হাসিল করাও ফরয নয়।

মুসলিমজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দীনী ইলম ফরয বলেই সবাইকে তা তালাশ করতেই হয়। তাই একজন অশিক্ষিত লোককে মুসলিম হিসেবে চলার জন্য আলেমের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর যারা দুনিয়ার প্রয়োজনেই লেখা-পড়া শিখেছেন তাদের সরাসরিই দীনের জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য। অবশ্য জ্ঞানার্জন করার জন্য শুধু বই-পুস্তকই যথেষ্ট নয়; বরং নিজের চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোকের সাহায্য অত্যন্ত জরুরি। যারা মাতৃভাষা পড়ে বুঝতে সক্ষম, তাদের নিজ ভাষায়ই দীনের ইলম তালাশ করতে হবে।

আল্লাহর রহমতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় কুরআন-হাদীসের বেশ কতক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি তাফসীরের অনুবাদও বাংলায় পাওয়া যায়। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহু বই আরবী ও উর্দু থেকে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় রচিত দীনী বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমেও বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান হাসিল করার সুযোগ রয়েছে।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কুরআন বোঝার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তা পালন করার জন্যই তাঁর উপর কুরআন নাযিল করেছেন। ঐ দায়িত্বটি কী?

সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন। দুনিয়ার সবকিছু তিনি মানুষের খিদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন; তাই অন্য সব প্রাণীর মতো জীবনযাপন করার জন্য মানুষকে ছেড়ে দেননি। নবী-রাসূলের মাধ্যমে মানুষকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এজন্যই রাসূল (স)-কে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, যেন তিনি এমন একদল মানুষ গড়ে তোলেন, যারা নিজেরা সৎগুণের অধিকারী হবেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন চালু করে মানবজাতিকে দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও আখিরাতে নাজাতের পথ দেখাবেন।

এ বিরাট ও মহান দায়িত্ব পালন করতে মুহাম্মদ (স)-এর দীর্ঘ ২৩ বছর লেগেছে। আর এ দায়িত্ব পালনকালে পদে পদে যখন যতটুকু দরকার হয়েছে ততটুকু করেই ২৩ বছরে পুরা কুরআন নাযিল হয়েছে। রাসূল (স) ২৩ বছর ধরে যে চেষ্টা-সাধনা করেছেন, কুরআনে এর নামই দেওয়া হয়েছে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। এরই বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে 'ইসলামী আন্দোলন' বা 'ইকামাতে দীনের আন্দোলন'। এ আন্দোলনে রাসূল (স)-এর যাঁরা সাথী ছিলেন, তাঁদের সবাইকে কুরআন বুঝতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে লেখা-পড়া জানা লোক খুব কমই ছিলেন। আন্দোলনের মাধ্যমেই তাঁরা সবাই কুরআন বুঝেছিলেন। ইসলামী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেই কুরআন সাহায্য করেছে। তাই কুরআনকে ইসলামী আন্দোলনের 'গাইড বুক' বা পথপ্রদর্শক বলা হয়।

সুতরাং যারা আজ ইসলামী আন্দোলনে শরীক হচ্ছেন, তাদেরকে অবশ্যই সাধ্যমতো কুরআন বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এ পথে কুরআনই তাদের আসল পাথেয়। কুরআন না বুঝলে এ পথে চলা সম্ভবই নয়।

আন্দোলনের প্রয়োজনেই তাফহীমুল কুরআন রচিত

১৯৪১ সালে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে যখন 'জামায়াতে ইসলামী' নামে সংগঠন কায়েম করেছিলেন তখনই তিনি অনুভব করেছেন, কর্মীদের গড়ে তুলতে হলে কুরআনকে আন্দোলনের 'গাইড বুক' হিসেবে বোঝাতে হবে। তাই ঐ বছরই তিনি 'তাফহীমুল কুরআন' নামে তাফসীর লেখা শুরু করেছেন এবং ৩০ বছরে লেখা শেষ করেছেন।

রাসূল (স)-এর যুগের পর যত তাফসীর লেখা হয়েছে, সেসবই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে কুরআনকে বাস্তবে মেনে চলার জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও উপযোগী। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ছিল বলে তখন এসব তাফসীর মুসলিম উম্মাহর বিরাট খিদমত করেছে। কিয়ামত পর্যন্ত ঐসব তাফসীর মুসলিম উম্মাহর স্থায়ী সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কোনো কালেই এসবের গুরুত্ব কমবে না।

যেহেতু তখন আল্লাহর দীন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম ছিল, সেহেতু তখন ইসলামকে নতুন করে কায়েম করার জন্য কোনো আন্দোলনের দরকার ছিল না। তাই ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে তাফসীর লেখা তখন সময়ের দাবি ছিল না।

মাওলানা মওদূদী (র) যখন তাফসীর লিখেছেন তখন এ উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র, আইন-আদালত ইত্যাদি ছিল না। আর ছিল না বলেই নতুন করে ইকামাতে দীনের আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন হয়েছে এবং ঐ আন্দোলনের গাইড বুক হিসেবে কুরআনের তাফসীর লেখা তিনি জরুরি মনে করেছেন। তাই ইসলামী আন্দোলনকে বুঝতে হলে এবং আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের দায়িত্ব পালন করতে হলে এ তাফসীর পড়া খুবই জরুরি। অন্য তাফসীরগুলো ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত নয় বলেই এ তাফসীর পড়া ছাড়া উপায় নেই।

তাফহীমুল কুরআন ও তরজমায়ে কুরআন মাজীদ

মাওলানা মওদূদী (র) উর্দুতে মোট ছয় খণ্ডে কুরআনের যে তাফসীর রচনা করেছেন, এরই নাম 'তাফহীমুল কুরআন'। তিনি আরো একটি গ্রন্থ 'তরজমায়ে কুরআন মাজীদ' নামে রচনা করেছেন। তাফহীমুল কুরআনে আয়াতগুলোর যে অনুবাদ তিনি করেছেন, সে অনুবাদই এ গ্রন্থটিতে রয়েছে। যারা তাফসীরের বিরাট আলোচনা পড়ার বদলে কুরআন তিলাওয়াত করার সাথে সাথে শুধু অনুবাদের সাহায্যেই মোটামুটি অর্থটা জানতে চান, তাদের জন্যই তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। অবশ্য 'টীকা' আকারে এমন কিছু ব্যাখ্যা তিনি জুড়ে দিয়েছেন, যেটুকু ছাড়া শুধু আয়াতের অনুবাদ দ্বারা এর আসল মর্ম বোঝা যায় না।

কেন কুরআনের অনুবাদে হাত দিলাম?

ছাত্রজীবন থেকেই কুরআন মাজীদ বোঝার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করেছিলাম। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কয়েকটা তাফসীরের সাহায্যে যেটুকু চেষ্টা করেছিলাম, তাতে তেমন উৎসাহবোধ করিনি। ঐসব তাফসীরের উপদেশমূলক কথাগুলো খুব ভালো লাগলেও বিশাল কুরআন মাজীদের সব কথা বোঝার সাধ্য আমার নেই মনে করেই এ চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছিলাম। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে আমি এমএ পরীক্ষা দিয়ে তাবলীগ জামায়াতের সাথে চার মাসের জন্য বের হয়ে পড়েছিলাম এবং ইসলাম সম্পর্কে নতুনভাবে কিছু শেখার সৌভাগ্য হওয়ায় বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা বোধ করেছিলাম। কিন্তু সেখানে কুরআন শেখার ব্যাপারে কোনো সহজ পথ পাইনি। কুরআনকে বোঝার সুযোগ সেখানে হয়নি; কোনো তাকিদও পাইনি।

১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিসে যোগ দেওয়ার পর ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি চর্চার সুযোগ এসেছিল। এখানে ইসলামী জ্ঞানার্জনের বেশ তাকিদ ছিল। তখন অনুভব করেছি, কুরআন বোঝার চেষ্টা করা খুবই প্রয়োজন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত কয়েকটি তাফসীর প্রায় বছর দেড়েক অধ্যয়নের চেষ্টা করে মনে হয়েছিল, কুরআনকে তাফসীরের সাহায্যেও সরাসরি বোঝার যোগ্যতা আমার নেই। বিএ ক্লাস পর্যন্ত আরবী পড়ার কারণে সাহস করেই শুরু করেছিলাম। হতাশ হয়ে আবারও চেষ্টা ক্ষান্ত করে কুরআনের জ্ঞানে অভিজ্ঞ লেখকদের বই থেকেই ইসলামকে শিখতে হবে মনে করে সেদিকেই নজর দিয়েছিলাম।

কুরআন বোঝা তো আসলে কঠিন নয়

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে গাইবান্ধায় জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন উপলক্ষে জামায়াত নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ হয়েছে এবং জামায়াতে যোগদান করেছি। তখন আমি রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম। তখন রংপুর শহর ও কলেজে জামায়াতের দুটি ইউনিট কায়েম হয়েছে। নতুন কাজ শেখানোর প্রয়োজনে প্রতি জুমাবার জনাব মরহুম আবদুল খালেক রংপুর

যেতেন। কয়েক সপ্তাহ তাঁর মুখে দারসে কুরআন শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়ে জানতে চেয়েছিলাম, তার উপর ইলহাম হয় কি না। তিনি আরো বিস্মিত হয়ে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, "দেড় বছর কুরআন বোঝার চেষ্টা করে হতাশ হয়ে ক্ষান্ত দিয়েছি। কুরআন বোঝার সাধ্য আমার নেই মনে করেছিলাম। আপনি এমন চমৎকার পদ্ধতিতে কুরআনকে পেশ করলেন, আমার মনে হলো কুরআন বোঝা সহজ। আগে চেষ্টা করে নিরাশ হওয়ায় এখন ভীষণ উৎসাহবোধ করছি। ইলহাম না হলে এ সুন্দর পরিবেশনাকৌশল কোথায় পেলেন।"

তিনি জোরে হেসে উঠছিলেন। বিনয়ের সাথে বলেছিলেন, "এতে আমার কোনো বাহাদুরি নেই। মাওলানা মওদূদীর তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' থেকে যেভাবে বুঝেছি, সেভাবেই আমি পেশ করে থাকি।"

আমার অনুবাদ-প্রচেষ্টা

আমি 'তাফহীমুল কুরআন' নামক তাফসীরের অনুবাদক নই। তাফহীমুল কুরআনে আয়াতগুলোর যে অনুবাদ উর্দুতে করা হয়েছে, আমি শুধু সেটুকুরই সহজ বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি।

১৯৮০ সালে সহজ বাংলায় তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদের ব্যবস্থা করা না যাওয়ায় আমি বেশ পেরেশানিবোধ করেছিলাম। অন্তত তাফসীরের সার-সংক্ষেপ রচনা করা যায় কি না সে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চিন্তা করতে থাকলাম। তাফসীরের সার-সংক্ষেপ তৈরি করাও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ কাজ। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, রমযান মাসে ই'তিকাফে থাকাকালে দিনের বেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কাজ শুরু করব, ইনশাআল্লাহ।

আমপারার অনুবাদ দিয়েই শুরু করলাম। নামাযে প্রায় সবাই আমপারার সূরাগুলোই বেশি পড়েন। তা ছাড়া এ পারার ৩৭টি সূরার কয়েকটি ছাড়া সবই মাক্কী সূরা। এ দেশের ইসলামী আন্দোলন মাক্কী যুগই অতিক্রম করছে। মাক্কী সূরার অনুবাদই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য বেশি প্রয়োজন।

১৯৮০ সালের রমযান মাসে আমপারার সূরাগুলোর অনুবাদ করা হলেও তাফসীরের সার-সংক্ষেপ রচনা করার সময় পাওয়া যায়নি। পরের বছর ১৯৮১ সালের রমযান মাসে সার-সংক্ষেপ রচনার কাজও আল্লাহর মেহেরবানীতে সমাধা হয়েছে। 'ফালাহ-ই আম ট্রাস্ট' নামক সংস্থা ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমপারার অনুবাদ ও তাফসীরের সার-সংক্ষেপ সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ এ জাতীয় লেখা পছন্দ করেন কি না তা দেখার অপেক্ষায় তিন বছর অনুবাদের কাজ মুলতবি রাখা হয়েছিল।

আমার লেখা আমপারার জনপ্রিয়তার কথা জানতে পেরে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (বিআইসি)-এর ডাইরেক্টর অধ্যাপক এ.কে.এম নাজির আহমদ আমপারার মতো ২৯ পারা অনুবাদ করার জন্য অবিরাম তাকিদ দিতে থাকেন। ১৯৮৫ সালের রমযানে পুনরায় কাজ শুরু করে ১৯৮৬ সালের রমযানে এর সার-সংক্ষেপসহ অনুবাদ শেষ করেছি। ১৯৮৭ সালে বিআইসি ২৯ নং পারা প্রকাশ করেছে। অধ্যাপক নাজির আহমদ আমার পেছনে লেগেই থাকলেন, যার ফলে প্রতি দুবছরে এক পারা করে ২৮, ২৭ ও ২৬ নং পারা রচনা করা হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে বিআইসি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২৬ পারার অর্ধেক কাজ ১৯৯১ সালের রমযানে সম্পন্ন হয়। '৯২ সালে বাকি অর্ধেক রচনার অপেক্ষায় ছিলাম; কিন্তু ই'তিকাফে ঢোকার দুদিন আগে সরকার আমাকে বিদেশি নাগরিক হিসেবে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক করে রাখায় সেখানে ই'তিকাফের মতোই অবসর পেয়েছি এবং লেখা সমাপ্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছি। দুমাসের মধ্যে তা প্রকাশিত হয়ে জেলখানায় আমার হাতে পৌঁছে গেছে।

১৯৯৫ সালে বিআইসি ২৬ থেকে ৩০ পারা একসাথে একই খণ্ডে প্রকাশ করেছে। জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশনা বিভাগ থেকে আমপারা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ২০০৫ সালে এর ১৫তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বিআইসি বাকি চার পারা আলাদা আলাদাভাবেও প্রকাশ করছে।

কুরআন মাজীদের প্রথম সূরা 'ফাতিহা' আমপারার সাথে প্রকাশ করা হয়েছে। শেষ পাঁচ পারায় মোট ৬৯টি সূরা রয়েছে। তাই সূরা ফাতিহাসহ মোট ৭০টি সূরার তাফসীরের সার-সংক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৬ পারার সার-সংক্ষেপ রচনার পর সিদ্ধান্ত নিলাম, আর কোনো পারার সার-সংক্ষেপ লিখে এত সময় খরচ করা সম্ভব নয়। তরজমায়ে কুরআন মাজীদের অনুবাদ তখনো শুরুই করতে পারিনি। জেলে যে অবসর পাওয়া গিয়েছিল তা কাজে লাগিয়ে এ কাজ হাতে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি মনে করেছি।

সূরাসমূহের ভূমিকা

মাওলানা মওদূদী (র) তাফহীমুল কুরআনে প্রতিটি সূরার চমৎকার ভূমিকা লিখেছেন। সূরার আলোচ্য সকল বিষয় বোঝানোর জন্য এ ভূমিকা অত্যন্ত সহায়ক। ভূমিকা যদি ঠিকমতো বুঝে নেওয়া যায় তাহলে তাফসীর পড়ার সময়-সুযোগ না পেলে আয়াতগুলোর অনুবাদ থেকেও মোটামুটি সূরার ভাবধারা আয়ত্ত করা সম্ভব।

মাওলানা মওদূদী (র) তরজমায়ে কুরআন মাজীদের মূল গ্রন্থে সূরাগুলোর কোনো ভূমিকা শামিল করেননি। তাফহীমুল কুরআনে সূরাসমূহের যে ভূমিকা তিনি লিখেছেন, তা সাধারণ পাঠকের বুঝতে কঠিন হবে মনে করেই হয়ত তিনি তা বাদ দিয়েছেন। আমি তাফহীমুল কুরআনে লেখা সূরাসমূহের ভূমিকার ভিত্তিতে যথাসাধ্য সহজ ভাষায় প্রতিটি সূরার ভূমিকা তৈরি করেছি, যাতে তাফসীরের সার-সংক্ষেপের উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও পূরণ হয়।

আমার অনুবাদ সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি কথা

১. আমাকে কেউ কুরআনের অনুবাদক মনে করবেন না। মাওলানা মওদূদী (র) উর্দু ভাষায় কুরআনের যে অনুবাদ করেছেন আমি ঐ অনুবাদের সহজ বাংলায় অনুবাদ করেছি। আমি কুরআনের অনুবাদক নই; উর্দু অনুবাদের বাংলা অনুবাদক মাত্র।

   বাংলা ভাষায় কুরআনের বেশ কয়েক জন অনুবাদকের লেখা পড়ে তাদের অনূদিত ভাষা ও ভাবের যে পার্থক্য আমি লক্ষ্য করেছি, তাতে কুরআনের সরাসরি অনুবাদ দেওয়ার যোগ্যতা আমার আছে বলেও আমি মনে করি না। কুরআনের অনুবাদ করার মতো বিরাট দায়িত্বের বোঝা মাথায় নেওয়ার সাহস আমার নেই।

২. প্রথম থেকে ২৫ পারা পর্যন্ত আমি শুধু আয়াতসমূহের অনুবাদ করেছি এবং শেষ পাঁচ পারার অনুবাদ ছাড়াও প্রত্যেক সূরার শুরুতে তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ লিখতে গিয়ে পয়েন্টভিত্তিক আয়াতগুলো চিহ্নিত করে এসব আয়াতের তাফসীরের সারমর্ম তৈরি করেছি।

৩. তাফহীমুল কুরআনের সার-সংক্ষেপ লিখতে গিয়ে যেখানে মনে হয়েছে যে, মাওলানা মওদূদী (র)-এর বক্তব্য সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন হবে, সেখানে আমি নিজের ভাষায় ঐ বক্তব্যের ব্যাখ্যা একটু বাড়িয়েও লিখেছি।

৪. আমপারার কোনো কোনো সূরায় তাফহীমুল কুরআনে নেই এমন পয়েন্ট, উপদেশ, শিক্ষা বা ব্যাখ্যাও আমি লিখেছি। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে প্যারার শেষে উল্লেখ করেছি, এ অংশ অনুবাদকের; মূল লেখকের নয়।

৫. মাওলানা মওদূদী (র) সূরা ফাতিহার তাফসীর খুব সংক্ষেপে লিখেছেন। একমাত্র এ সূরা সম্পর্কে আমি বহু কথা লিখেছি, যা তাফহীমুল কুরআনে নেই। সে অংশগুলো অবশ্যই আমি চিহ্নিত করে দিয়েছি।

৬. এ দেশের অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও যেসব আরবী, ফারসী ও উর্দু শব্দ সহজবোধ্য এবং তাদের কথাবার্তায় চালু আছে, তা আমি অনুবাদে প্রচুর ব্যবহার করেছি। এসব শব্দের বাংলা লিখলে তাদের বুঝতে কঠিন হবে বলেই মনে করেছি। জনগণের মধ্যে বহু ইংরেজি শব্দও চালু রয়েছে, যেগুলো বাংলা অনুবাদ তাদের জানাই নেই। মানুষকে বোঝানোই ভাষার উদ্দেশ্য। যে ভাষা আন্তর্জাতিক মানের ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে হজম করার যোগ্যতা রাখে, সে ভাষাই শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়।

৭. যারা কোনো রকমে মাতৃভাষা পড়তে সক্ষম, তারাও যাতে কুরআন বোঝার মজা পায় সে উদ্দেশ্যেই আমি অত্যন্ত সহজ বাংলায় লিখেছি। সাহিত্য সৃষ্টি আমার উদ্দেশ্য নয়; বুঝানোই উদ্দেশ্য।

উচ্চ-শিক্ষিতদের উপযোগী কঠিন ভাষায় না লিখলেও সহজ বাংলা তাদের নিকট পছন্দ হবে না বলে আমি মনে করি না। তারাও জানেন যে, সহজ ভাষায় লেখা সহজ নয়। আশা করি, তারা আমার এ সাধনার মূল্যায়ন করবেন। এ বিষয়ে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে :

'সহজ করে লিখতে আমার কহ যে
সহজ করে যায় কি লেখা সহজে?'

তাফহীমুল কুরআনকেই কেন আমি বাছাই করলাম?

আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) ও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-সহ এ যুগে আরো কয়েক জন মনীষী তাফসীর লিখেছেন। ঐ সবের কোনোটা বাছাই না করে তাফহীমুল কুরআনকে কেন বাছাই করলাম? এর জবাবে বলছি :

১. আমি ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর ইকামাতে দীনের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই তাফসীর পড়া শুরু করেছি। তাফহীমুল কুরআনের লেখক মাওলানা মওদূদীও (র) ইকামাতে দীনের প্রয়োজনেই তাফসীর লিখেছেন। তাই আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর তাফসীরেই ভালোভাবে পাওয়া যায় বলে আমার ধারণা।

২. কুরআন অধ্যয়নের যে চমৎকার কৌশল তাফহীমুল কুরআনে পাওয়া যায় তা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। আধুনিক যুগের পাঠকদের উপযোগী ভাষা ও যুক্তি এ তাফসীরে আছে বলেই আমি বেশি আকৃষ্ট হয়েছি।

তাফহীমুল কুরআন কি শ্রেষ্ঠ তাফসীর?

তাফহীমুল কুরআনের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করায় এ প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, তাফহীমুল কুরআনই কি শ্রেষ্ঠ তাফসীর? প্রশ্নটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ বিষয়ে সঠিক ধারণা

সবারই থাকা দরকার। না হলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনেও এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, মাওলানা মওদূদী (র)-এর তাফসীরই শ্রেষ্ঠ।

রাসূল (স)-এর উপর আল্লাহর দীন কায়েমের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়েছেন। সূরা তাওবার ৩৩ নং, সূরা ফাত্‌হ-এর ২৮ নং ও সূরা সাফ-এর ৯ নং আয়াতে এ কথাই বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ মহান দায়িত্ব পালনে ২৩ বছর সময় লেগেছে। এ দায়িত্ব পালনের প্রতি পদে পদে রাসূল (স)-কে হেদায়াত দেওয়ার জন্যই একসঙ্গে গোটা কুরআন না পাঠিয়ে ২৩ বছরে কিছু কিছু করে প্রয়োজনমতো নাযিল করা হয়েছে। এ কথা অতি স্পষ্ট যে, রাসূল (স)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের 'গাইড বুক'ই হলো কুরআন। এ কারণেই ঐ আন্দোলনের গতিধারা থেকে আলাদা করে একটি বই হিসেবে কুরআন অধ্যয়ন করলে সঠিকভাবে কুরআন বোঝা সম্ভবই হবে না। রাসূল (স)-এর জীবনই হলো আসল কুরআন, বাস্তব কুরআন, জীবন্ত কুরআন। 'কুরআন' নামক বইটি তাঁর সংগ্রামী জীবন থেকেই সঠিকভাবে বোঝা যায়।

মাওলানা মওদূদী (র) দীন কায়েমের আন্দোলনের প্রস্তুতিতে ২৫ বছর কাজ করার পর ১৯৪১ সালে যখন সংগঠন কায়েম করেছেন এবং লোক তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন, তখন তিনি আন্দোলনের 'গাইড বুক' হিসেবেই তাফসীর লেখা শুরু করতে বাধ্য হয়েছেন। আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা তাফসীর হিসেবে তাফহীমুল কুরআন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ তাফসীর। এ জাতীয় তাফসীর আরো আছে বলে আমার জানা নেই।

অন্যান্য তাফসীরের গুরুত্ব কী?

ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইকামাতে দীনের গাইড বুক হিসেবে যারা কুরআনের তাফসীর করেননি, তাদের তাফসীরের গুরুত্ব বুঝতে হলে একটা কথা পরিষ্কার করতে হবে–

রাসূল (স) দীনকে বাস্তবে কায়েম করে যাওয়ার পর দুনিয়ায় প্রায় ১২০০ বছর ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী আইন, ইসলামী শিক্ষা ও তাবলীগ চালু ছিল। অবশ্য এ দীর্ঘকাল ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার একসময়ে আদর্শবান ও আরেক সময়ে আদর্শহীন ছিল; কিন্তু সম্রাট আকবরের মতো অনৈসলামী শাসকও আইন ও শিক্ষার ময়দানে কোনো রদবদল করতে পারেননি।

এ ১২০০ বছরের মধ্যে নতুন করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের কোনো প্রয়োজন ছিল না। সরকার সংশোধন ও বিভিন্ন ফিতনা (বিভ্রান্তি) মুকাবিলার প্রয়োজনীয়তা সবকালেই ছিল। তাই এ ১২০০ বছরে যাঁরা তাফসীর লিখেছেন, তাঁদের সামনে ইকামাতে দীনের আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। যুগে যুগে যেসব মূল্যবান তাফসীর রচিত হয়েছে তা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী সরকার ও মুসলিম সমাজের খিদমত করতে থাকবে। কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্যেই তাঁরা তাফসীর রচনা করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত কয়েকটি তাফসীরের বৈশিষ্ট্য

১. **তাফসীরে তাবারী :** মুফাসসির, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আততাবারী। এতে আয়াতের সমর্থনে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

২. **তাফসীরে ইবনে কাসীর :** মুফাসসির, হাফিজ ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে আমর ইবনে কাসীর। এতে কুরআনের এক আয়াতের তাফসীর অন্যান্য আয়াত দ্বারা করা হয়েছে

এবং আয়াতের সাথে সম্পর্কিত মারফূ' হাদীসও আনা হয়েছে। এতে সাহাবী, তাবেঈ ও সালফে সালিহীনের মতামতও তুলে ধরা হয়েছে। ইসরাঈলি রেওয়ায়াতকে চিহ্নিত করে ভ্রান্ত তাফসীরের মূলে আঘাত করা হয়েছে।

৩. **তাফসীরে দুররুল মানসূর :** মুফাসসির, জালালুদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রাহমান ইবনে আবূ বকর আসসুয়ূতী। এতে তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসের প্রায় সব রেওয়ায়ত একত্রিত করা হয়েছে।

৪. **তাফসীরে জালালাইন :** মুফাসসির দুজন হলেন, জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও জালালুদ্দীন আল মাহাল্লী। এতে অতি সংক্ষেপে সহজ ভাষায় কুরআনের মূল বক্তব্য বিস্ময়কর যোগ্যতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। এ উপমহাদেশে এ তাফসীরখানা সব মাদরাসায়ই পাঠ্য হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয়।

৫. **তাফসীরে কাবীর :** মুফাসসির, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে হুসাইন ইবনে হাসান আর-রাযী। এটা তাফসীর বির-রায়ের ৩২ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিশাল তাফসীর। এতে সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও ইলমে কালাম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া মুতাযিলি ও অন্যান্য ভ্রান্ত দর্শন খণ্ডন করা এবং বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। এতে আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, ইলমে কিরাআত ও কুরআনের সাহিত্যিক মর্যাদাও আলোচিত হয়েছে।

৬. **তাফসীরে কাশশাফ :** মুফাসসির, আবুল কাশিম মাহমুদ ইবনে উমার ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর আল-খাওয়ারিজমী আয-যামাখশারী। এতে কুরআনের বাক্য গঠন ও শব্দবিন্যাস চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কুরআনের মৌলিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। মুতাযিলি দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক হলেও বিভিন্ন কারণে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ তাফসীরে অনেক ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কঠোর সমালোচনাও পাওয়া যায়।

৭. **তাফসীরে বায়যাভী :** মুফাসসির, কাযী নাসীরুদ্দীন আবুল খায়ের আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-বায়যাভী আশ-শাফিয়ী। এতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার পক্ষে অকাট্য দলীল পেশ করা হয়েছে।

৮. **তাফসীরে কুরতুবী :** মুফাসসির, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল আনসারী আল উন্দুলুসী আল কুরতুবী। এতে শানে নুযূল, কিরাআত, ই'রাব, আভিধানিক বিশ্লেষণসহ রেওয়ায়াতসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুতাযিলা, খারেজী, রাফিযী, কাদরিয়া, কট্টর সুফী ও দার্শনিকদের মতামত খণ্ডন করা হয়েছে; দলীলসহ মাসআলাসমূহও আলোচনা করা হয়েছে।

৯. **আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস :** মুফাসসির, আবূ বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী জাসসাস। এটা হানাফী মাযহাবের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর। তবে এটাকে ফিকহ গ্রন্থও বলা চলে। কারণ, এতে আহকামের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতের ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে মাসআলার অবতারণা করা হয়েছে।

১০. **তাফসীরে ফাতহুল কাদীর :** মুফাসসির, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ আশ-শাওকানী। এটা রেওয়ায়াত ও দেরায়াতসংবলিত এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে দলীলসহ বিভিন্ন মাযহাবের অভিমত পেশ করা হয়েছে।

১১. **তাফসীরে রূহুল মাআনী :** মুফাসসির, আবুসসানা শিহাবুদ্দীন আসসাইয়েদ মাহমূদ আলূসী আল বাগদাদী। এটা তাফসীরশাস্ত্রের এক মহামূল্যবান বিশ্বকোষ। পূর্ববর্তী তাফসীরসমূহের

অভিমতকে বিচার-বিশ্লেষণ করায় এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। শানে নুযূল, কিরাআত, ই'রাব, ব্যাকরণ, মাযহাবী মতামত, ইসরাঈলি রেওয়ায়াতের বিরোধিতা ইত্যাদি এত বিষয়ে আলোচনা অন্য কোনো তাফসীরে নেই। এমনকি প্রকাশ্য অর্থ ছাড়াও বাতেনি ব্যাখ্যাও এতে পাওয়া যায়।

এসব মহামূল্যবান তাফসীরের প্রয়োজন কোনোকালেই ফুরিয়ে যাবে না; কিন্তু ইকামাতে দীনের আন্দোলন পরিচালনার গাইড বুক হিসেবে কুরআনকে বুঝতে চাইলে ঐসব তাফসীর থেকে ধারাবাহিক হেদায়াত পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ঐ উদ্দেশ্যে ঐসব তাফসীর লেখা হয়নি।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, যত চিন্তাশীল মনীষী মানুষের কল্যাণের জন্য লিখেন, তারা যে যুগে পয়দা হন সে যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের জন্যই কলম হাতে নেন। যখন দীন কায়েম ছিল তখন ইকামাতে দীনের আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল না বলেই কুরআনকে সে দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার দরকার হয়নি। মাওলানা মওদূদী (র) এমন এক যুগে লিখেছেন, যখন এর চরম প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

কুরআন বোঝা কি সবার জন্যই জরুরি?

কুরআন গোটা মানবজাতির জন্যই নাযিল করা হয়েছে। 'ইয়া আইয়্যুহাননাস' বলে বহু জায়গায় কুরআনে সকল মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "এটা (কুরআন) সব মানুষের জন্যই বিবৃতি, তবে এ থেকে হেদায়াত ও উপদেশ শুধু মুত্তাকীদের জন্যই।" তাই সব মানুষেরই কুরআন বোঝার দায়িত্ব রয়েছে।

কুরআন এমন এক কিতাব, যা সবচেয়ে বেশি মেধাবী লোকও বুঝে শেষ করতে পারবে না। আবার সবচেয়ে কম মেধাবী লোকও তার মান অনুযায়ী কুরআনকে বুঝতে সক্ষম। বিশেষ করে কুরআনের সাথে ঈমানদারের মহব্বতের সম্পর্ক তো হতেই হবে। যতটুকু সাধ্যে কুলায় বোঝার চেষ্টা করতে হবে; কিন্তু বোঝার যোগ্যতা না থাকলেও তাকে তিলাওয়াত তো করতেই হবে। বিশেষ করে যারা কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার আন্দোলন করে তাদেরকে তো বোঝার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। কুরআন বোঝার যোগ্য লোক তৈরি না হলে দীন কায়েম হতেই পারে না।

কুরআনের চর্চা কম কেন?

ছোট বয়স থেকেই আমার আলেমসমাজের সাথে ওঠা-বসার সৌভাগ্য হয়েছে। বাবা-দাদা-মামারা আলেম হওয়ায় এ সুযোগ আমি পেয়েছি; কিন্তু তাঁদেরকে কুরআনের তাফসীর ঘাঁটতে দেখিনি। তাদের চর্চা ছিল ফিক্‌হের কিতাব নিয়ে। জনগণ মাসআলা-মাসাইল ও ফারায়েযের জন্য প্রায়ই দাদার কাছে আসত। ফিক্‌হের বড় বড় কিতাব ঘেঁটে তিনি ফায়সালা দিতেন।

ছোট সময় থেকেই ওয়াযের মাহফিলে যাওয়ার আমার খুব শখ ছিল। কিন্তু ওয়ায়েযগণকে কুরআনের আয়াতের চেয়ে ফারসী 'বয়াত' দিয়েই বেশি ওয়ায করতে শুনেছি। মাদরাসায় পড়ার সময় যতটুকু তাফসীর চর্চা করা হয় মাদরাসা পাস করার পর তাও আর করা হয় না। কুরআন বুঝতে ও বোঝাতে হবে, এ রেওয়ায আলেমসমাজেও ছিল না, এখনও এ চর্চা খুব বেশি নয়।

আজকাল ওয়ায মাহফিলের চেয়ে তাফসীর মাহফিলের জনপ্রিয়তাই বেশি। ফারসী বয়াতের ওয়াযের আর বাজার নেই। বহু মসজিদে নিয়মিত তাফসীর হয়; কিন্তু ১৯৬০-এর দশকেও এ রেওয়ায ছিল না। মাদরাসাগুলোতে এখনো কুরআনের চর্চা খুবই কম। দাওরায়ে হাদীস বেশ হচ্ছে। শাইখুল হাদীসের সংখ্যাও যথেষ্ট আছে। শাইখুত তাফসীরের কথা তেমন শোনা যায় না। কোনো কোনো মাদরাসায় হাদীসের উস্তাদ ৮/১০ জন আছেন। কিন্তু তাফসীরের উস্তাদ কয়জন? বর্তমানে কুরআনের চর্চা বাড়ার ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের বিরাট অবদান রয়েছে বলে আমার ধারণা।

তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য

তাফহীমুল কুরআন যে বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, তা এ তাফসীরখানা না পড়া পর্যন্ত বুঝে আসতে পারে না। মধু কেমন তা খেয়েই বুঝতে হয়। অন্যের কথায় মধুর স্বাদ ও মিষ্টতা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। নবুওয়াতের ২৩ বছরে রাসূল (স) কালেমা তাইয়্যেবার দাওয়াত থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইকামাতে দীনের যে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন, সে কাজটি করানোর জন্যই কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে। রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনমতো যখন যে হেদায়াত পাঠিয়েছেন, তা-ই গোটা কুরআনে ছড়িয়ে আছে। তাই কুরআনকে আসল রূপে দেখতে হলে রাসূল (স)-এর ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবনের সাথে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাফহীমুল কুরআন এ কাজটিই করেছে। এখানেই এর বৈশিষ্ট্য।

কুরআন বোঝার আসল মজা

তাফহীমুল কুরআন এ কথাই বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, রাসূল (স)-এর ঐ আন্দোলন পরিচালনা করার জন্যই কুরআন এসেছে। তাই কোন্ সূরাটি ঐ আন্দোলনের কোন্ যুগে এবং কী পরিবেশে নাযিল হয়েছে, তা উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ঐ পরিস্থিতিতে নাযিলকৃত সূরায় কী হেদায়াত দেওয়া হয়েছে। এভাবে আলোচনা করার কারণে পাঠক রাসূল (স)-এর আন্দোলন এবং সে আন্দোলনে কুরআনের ভূমিকা সহজ ও সুন্দরভাবে বুঝতে পারে, যার ফলে কুরআন বোঝার আসল মজা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করতে পারে। তাফহীমুল কুরআন ঈমানদার পাঠককে রাসূল (স)-এর আন্দোলনের সংগ্রামী ময়দানে নিয়ে হাজির করে। হক ও বাতিলের সংঘর্ষ না দেখে দূর থেকে পাঠক হকের পক্ষে ও বাতিলের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ হয়। ইসলামী আন্দোলন ও ইকামাতে দীনের সংগ্রামে রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা)-কে যে ভূমিকা পালন করতে হয়েছে, তা এ তাফসীরে এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে, পাঠকের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকার কোনো উপায় নেই। এ তাফসীর পাঠককে ঘরে বসে শুধু পড়ার মজা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না, তাকে ইসলামী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। যে সমাজে সে বাস করে, সেখানে রাসূলের সেই সংগ্রামী আন্দোলন না চালালে কুরআন বোঝা অর্থহীন বলে তার মনে হয়। তাফহীমুল কুরআন কোনো নিষ্ক্রিয় মুফাসসিরের রচনা নয়, ইকামাতে দীনের আন্দোলনের সংগ্রামী নেতারই রচনা। এ তাফসীর পাঠককেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার তাকিদ দেয়– এটাই এ তাফসীরের কৃতিত্ব।

মূল কিতাব ও আমার অনুবাদে কিছু পার্থক্য

অনুবাদ অর্থ শব্দের হুবহু তরজমা নয়; মূল লেখায় যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, ঐ ভাবটি অন্য ভাষায় ফুটিয়ে তোলার নামই অনুবাদ। সে চেষ্টাই আমি করেছি। তাফহীমুল কুরআনেও আয়াতসমূহের উর্দু তরজমায় কুরআনের শাব্দিক অর্থের চেয়ে মূল ভাবের দিকেই বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। আমিও উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে এ নীতিই অনুসরণ করেছি।

কুরআনের আয়াতসমূহের যে তরজমা তাফহীমুল কুরআনে আছে, তাতে আয়াতের নম্বর উল্লেখ করা নেই। কারণ তাফহীমে কুরআনের শাব্দিক অনুবাদ করা হয়নি। কুরআনের আসল কথার অনুবাদ করতে গিয়ে কোথাও দু-তিন আয়াতের অর্থ একই বাক্যে লেখা হয়েছে। তাই সেখানে অনুবাদে আয়াতের নম্বর দেওয়া হয়নি; কিন্তু নম্বর ছাড়া আয়াতের সাথে মিলিয়ে তরজমা পড়তে পাঠকের যে অসুবিধা হয়, তা বিবেচনা করে আমি অনুবাদেও আয়াতের নম্বর দিয়েছি এবং একাধিক আয়াতের অনুবাদের কথাকে যেখানে আলাদা করা যায়নি, সেখানে একসাথেই একাধিক আয়াতের নম্বর দেওয়া হয়েছে। মাওলানা মওদূদী (র) তাফহীমুল কুরআনে আয়াতগুলোর যে উর্দু

তরজমা করেছেন, বাংলায় তার ভাবানুবাদ করতে গিয়ে নিম্নরূপ ব্যতিক্রম হয়েছে :

১. কোথাও কথা পরিষ্কার করার জন্য বন্ধনীর মধ্যে এমন কথা যোগ করা হয়েছে, যা তাফহীমে নেই।

২. কোনো কোনো উর্দু শব্দের সহজ বাংলা না পেয়ে মূল আরবীর সাথে মিল রেখে এমন বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা তাফহীমের ঐ উর্দু শব্দের অনুবাদ নয়।

৩. উর্দু অনুবাদে যে শব্দ মূল আরবী থেকে অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে, তার অনুবাদ বন্ধনীর ভেতর রাখা হয়েছে, যাতে মূল আরবীর অতিরিক্ত কথাটুকু চিহ্নিত করা যায়। এতে মূল আরবীর সাথে অনুবাদের মিল তালাশ করা পাঠকদের জন্য সহজ হবে। অনুবাদে বন্ধনীর কথাগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে পাঠক বন্ধনীর কথাগুলোসহ একটানা পড়ে যেতে পারে।

৪. উর্দু অনুবাদের সাথে বাংলা অনুবাদে আরো কিছু পার্থক্য আছে; কিন্তু তাতে ভাবের মধ্যে সামান্য পার্থক্যও হয়নি। যেমন :

ক. সূরা তীনের শুরুতে উর্দু তরজমায় 'কসম' কথাটি মাত্র এক বার লেখা হয়েছে, কুরআনে চার বার বলা হয়েছে; কিন্তু বাংলায় তিন বার লেখা হয়েছে।

খ. উর্দুতে বন্ধনী দিয়ে যত জায়গায় কুরআনের শব্দের অতিরিক্ত কথা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় বাংলা অনুবাদে ঐ অতিরিক্ত কথা লেখা প্রয়োজন মনে হয়নি।

শুকরিয়া আদায়

তরজমায়ে কুরআন মাজীদের অনুবাদের কাজ করতে গিয়ে দুটো ক্ষেত্রে বেশ কয়েক জনের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হয়েছি। প্রথম কাজটি হলো কঠিন বাংলা ভাষায় লেখা পূর্বে প্রকাশিত টীকাসমূহ নকল করা। এ কাজটি করে দিয়েছেন আমার সেক্রেটারি জনাব নাজমুল হক, তার বেগম রোজিনা আখতার এবং জনাব নিয়ামুল করীম ও তার বেগম শাহনাজ পারভীন। তাদের প্রতি শুকরিয়া জানাই। নকল করার পর আমি কঠিন শব্দের বদলে সহজ শব্দ বসিয়েছি। দ্বিতীয় কাজটি হলো আয়াতগুলোর অনুবাদে নির্দিষ্ট জায়গায় টীকাসমূহের নম্বর বসানো। বেশ সময়সাপেক্ষ এ কাজের প্রথম দশ পারায় আমার সেক্রেটারি জনাব নাজমুল হক এবং ১১ থেকে ২৫ পারায় কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড-এর মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ও তাঁর বেগম সাঈদা বিনতে মাহমুদ করে দিয়েছেন। আর শেষ পাঁচ পারা প্রতি দু'বছরের রমযানে এক পারা করে মোট দশ বছরে শেষ করায় কারো সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

প্রথম ১০ পারার অনুবাদে কোনো ভুল-ত্রুটি আছে কি না দেখে সংশোধনের পরামর্শ দেওয়ার জন্য তাফহীমুল কুরআনের অন্যতম অনুবাদক মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিবকে অনুরোধ জানালে তিনি বেশ কতক পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেছি। পরামর্শ দেওয়ায় তাঁর প্রতিও শুকরিয়া জানাই।

রয়ালটির টাকা কুরআনের খিদমতে

সর্বসাধারণের কাছে এ অনুবাদগ্রন্থ ব্যাপকভাবে পৌঁছানোর উদ্দেশে আমি লেখক হিসেবে প্রাপ্য রয়্যালিটির দাবি ত্যাগ করেছি। আমার উত্তরাধিকারীদেরকেও ওয়াসিয়্যাতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি, আমার মৃত্যুর পর তারা যেন এ বিষয়ে কোন দাবি না জানায়। একই সাথে প্রকাশকও এ গ্রন্থ থেকে বিশেষ কোনো মুনাফা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গোলাম আযম
জুন, ২০০৬

প্রথম খণ্ড

সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ

—১ম/৫-ক

১. সূরা ফাতিহা

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

ফাতিহা অর্থ যা দিয়ে খোলা হয় বা শুরু করা হয়। কুরআন মাজীদে প্রথম সূরা হিসেবে এর এ নাম রাখা হয়েছে। এ সূরা দিয়েই কুরআন শুরু করা হয়েছে। সাধারণত সূরার কোনো একটি শব্দের ভিত্তিতে প্রায় সব সূরারই নামকরণ করা হলেও একমাত্র দুটো সূরার নাম এমন শব্দে রাখা হয়েছে, যা ঐ সূরায় নেই। একটি সূরা ফাতিহা, আরেকটি সূরা ইখলাস।

নাযিলের সময়

নবুওয়াতের প্রথমদিকেই এ সূরাটি নাযিল হয়। পরিপূর্ণ সূরা হিসেবে এ সূরাই প্রথম নাযিল হয়েছে। এর আগে সূরা আ'লাক, মুয্যাম্মিল ও মুদ্দাস্‌সিরের প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হলেও সূরা ফাতিহার পূর্বে আর কোনো পূর্ণ সূরা নাযিল হয়নি।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরা এমন এক দোয়া, যা কুরআন তিলাওয়াত শুরু করার সময় পড়া উচিত।

নাযিলের পরিবেশ (এ লেখাটুকু মূল লেখকের নয়, অনুবাদকের)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজে জন্ম নিয়েছিলেন সেখানে যত মন্দ রীতি-নীতি ও কাজ-কর্ম চালু ছিল, তা তিনি পছন্দ করতেন না। তাই ছোট বয়স থেকেই অন্য সবার চেয়ে তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও চাল-চলন আলাদা ধরনের ছিল। আল্লাহ তাআলা যেহেতু সব মানুষকেই কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা মন্দ, তা মোটামুটি বোঝার তাওফীক দিয়েছেন, সেহেতু মক্কাবাসীরা যত খারাপ কাজই করুক, তারা রাসূল (স)-এর চরিত্রের প্রশংসা করত।

যে বয়সে মানুষ ভালো-মন্দ বুঝতে পারে সে বয়স থেকেই তিনি সমাজে যা কিছু খারাপ দেখতেন, তা অপছন্দ করতেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর পবিত্র মন সমস্ত মন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই তরুণ বয়সেই তিনি সমবয়সীদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযূল'[১] নামক একটি সমিতিতে শরীক

১. 'হিলফুল ফুযূল' সমিতির মাধ্যমে যুবক বয়সেই মুহাম্মদ (স)-এর মধ্যে সমাজ সেবার মনোভাব বিকাশ লাভ করে। তাই রাসূল (স)-এর জীবনে এ সমিতির গুরুত্ব যথেষ্ট।

এ সমিতির ইতিহাস ও নামকরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা দরকার। এ সমিতিটি রাসূল (স) গঠন করেননি। সমিতিটি আগেই গঠিত হয়েছিল। এতে রাসূল (স) যোগদান করার পর এর গঠনমূলক কাজের প্রকাশ হয় এবং সমিতির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

ফাদল ইবনে ফুদালা, ফাদল ইবনে বিদায়াহ, ফুদাইল ইবনে হারিস, ফুদাইল ইবনে শারায়াহ, ফাদল ইবনে কুযায়াহ এ সমিতি গঠন করেন। তাদের প্রত্যেকের নামই ফাদল বা ফুদাইল ছিল। এর মূল শব্দ 'ফাদল' এবং এর বহুবচন 'ফুদূল'। এরা সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। আরবীতে চুক্তিকে 'হিলফ' বলা হয়। সুতরাং 'হিলফুল ফুযূল' মানে হলো ফাদল নামধারী কয়েকজনের চুক্তি।

হয়ে সমাজসেবার কাজ শুরু করেন। বিধবা ও ইয়াতীমকে সাহায্য করা, ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া, যুলুম করা থেকে ফিরিয়ে রাখা, আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা এবং এ জাতীয় অনেক কাজ তিনি ঐ সমিতির মাধ্যমে করতে থাকলেন। এসব কাজের ফলে সবাই তাঁকে 'আস সাদিক' ও 'আল আমীন' অর্থাৎ একমাত্র সত্যবাদী ও একমাত্র আমানতদার বলে প্রশংসা করতে লাগল।

সমাজকে ভালো করার এবং সমাজের মন্দ দূর করার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি কয়েকটি কথা বুঝতে পারলেন :

১. সমাজের অসৎ নেতা, কর্তা, ধনী ও প্রভাবশালীদের মন্দ চরিত্রের কারণেই সমাজে এত খারাবী চালু আছে।

২. তাদের অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও যুলুমের ফলেই সমাজে এত অশান্তি ও দুঃখ দেখা যায়।

৩. সাধারণ মানুষ যালিম নেতাদের তৈরি আইন ও নিয়ম-কানুনে এমনভাবে বাধা যে, এসব মুসীবত থেকে মুক্তির কোনো পথই তারা পাচ্ছে না।

এসব কথা রাসূল (স)-এর দরদি মনকে পেরেশান করতে লাগল। কী করে সমাজকে সংশোধন করা যায় এবং কীভাবে মানুষের অশান্তি ও দুঃখ দূর করা যায়, এ চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলল। অনেক সময় তিনি একা একা কোনো নিরিবিলি জায়গায় এসব নিয়ে চিন্তা করতেন, নীরবে আল্লাহকে ডাকতেন এবং দোয়া করতেন। এতে তাঁর চিন্তা ও পেরেশানি আরও বেড়ে গেল। শেষদিকে তিনি মক্কার বাইরে মিনার নিকটে একটি উঁচু পাহাড়ের উপরের এক গুহায় বসে ভাবতেন আর আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতেন।

যে পাহাড়ের গুহায় তিনি বসতেন, তা পাথরের তৈরি এবং গুহাটিতে ঢোকার পথটুকু সরু। গুহার চারপাশই পাথরে ঘেরা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, গুহার ভেতরে বসলে সামনে কয়েক ইঞ্চি জায়গা এতটুকু ফাঁকা আছে যে, সেখান থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত কা'বাঘর স্পষ্ট দেখা যায়। অবশ্য আজকাল কা'বা শরীফের চারপাশের উঁচু দালানের জন্য ঐ গুহা থেকে কা'বাঘর চোখে পড়ে না; কিন্তু কা'বার চারপাশের বায়তুল হারামের মসজিদ ও মিনার দেখা যায়।

এ গুহাটিকেই 'হেরা গুহা' বলে, আর পাহাড়টিকে 'জাবালুন নূর' বা 'আলোর পাহাড়' বলা হয়। কিছুদিন রাসূল (স) এভাবে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে থাকলেন। মাঝে মধ্যে একসাথে কয়েক দিন গুহাতেই কাটাতেন এবং হযরত খাদীজা (রা) খাবার ও পানি দিয়ে যেতেন। ক্রমে ক্রমে গুহায় একটানা থাকার সময়টা আরও লম্বা হতে লাগল। যতই দিন যায়, রাসূল (স)-এর দরদি মনের অস্থিরতা আরও বেড়ে চলে।

দীর্ঘ কয়েক মাস বৃষ্টি না হওয়া চৈত্র মাসে যেমন পিপাসায় মাঠ ফেটে গিয়ে বৃষ্টির পানির জন্য হা-হুতাশ করতে থাকে, মানবসমাজের অশান্তি কীভাবে দূর করা যায় সে চিন্তায় রাসূল (স)-এর অনুভূতিশীল মন তেমনি কাতরভাবে আল্লাহর কাছে পথের দিশা চাইতে লাগল।

এমন অবস্থা ও পরিবেশেই সর্বপ্রথম জিবরাঈল (আ) চৈত্র মাসের আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির মতো ওহী নিয়ে হাজির হন। সূরা 'আ'লাক'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত হেরা গুহায়ই নাযিল হয়। হঠাৎ এত বড় ঘটনায় রাসূল (স) ঘাবড়ে যান। তবুও কিন্তু বেশ কিছুদিন ওহী না আসায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। তখন সূরা 'মুদ্দাস্‌সির-এর প্রথম সাতটি আয়াতে তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রাথমিক দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এর কিছুদিন পরে সূরা 'মুয্যাম্মিল'-এর প্রথম কয়েকটি আয়াতে তাঁকে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার হেদায়াত দেওয়া হয়।

এভাবে কয়েক কিস্তি কয়েকটি সূরার অংশ নাযিলের পর রাসূল (স) যখন ওহীর সাথে পরিচিত হলেন, জিবরাঈল (আ)-এর কয়েকবার আগমনে মনের প্রাথমিক ভয় ও বিব্রত ভাব যখন দূর হয়ে গেল এবং নবুওয়াতের মহান ও বিরাট দায়িত্ব যখন ঠিকভাবে বুঝে নিলেন তখনই পরিপূর্ণ সূরা হিসেবে সূরা ফাতিহা প্রথম এক পসলা বৃষ্টির মতো নাযিল হয়। সমাজের দুরবস্থা ও মানুষের অশান্তি দূর করার যে ঔষধ তিনি এতদিন অস্থিরভাবে তালাশ করছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের খোঁজ তিনি এ সূরাটিতে পেয়ে গেলেন।

আলোচনার ধারা

মানুষ স্বাভাবিকভাবে ঐ জিনিসের জন্যই দোয়া করে, যার অভাব সে বোধ করে এবং যার কামনা-বাসনা তার দিলে আছে। আর তাঁর কাছেই সে দোয়া করে, যাঁর সম্পর্কে সে মনে করে যে, তিনি ঐ জিনিসটি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কুরআনের শুরুতে এ দোয়া শেখানোর মাধ্যমে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সঠিক পথ পাওয়ার উদ্দেশ্যে সত্য তালাশের মনোভাব নিয়েই এ কিতাবখানা পড়ে এবং নির্ভুল জ্ঞানের উৎস যে একমাত্র আল্লাহ— এ কথা খেয়াল করে তাঁরই কাছে পথ দেখানোর দরখাস্ত করে যেন এ কিতাবখানা পড়া শুরু করে।

এটুকু বোঝার পর এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সূরা ফাতিহা ও বাকি কুরআন মাজীদের সম্পর্ক কোনো বই এবং এর ভূমিকার মতো নয়; বরং এ সম্পর্ক হলো দোয়া ও দোয়ার জবাবের মতো। সূরা ফাতিহা বান্দাহর পক্ষ থেকে একটি দোয়া আর গোটা কুরআন মাজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐ দোয়ার জবাব। বান্দাহ দোয়া করছে, 'হে প্রভু! আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও।' এর জবাবে মনিব গোটা কুরআন বান্দাহর সামনে রেখে দিয়ে যেন বলছেন, 'তোমরা যে হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আমার কাছে দরখাস্ত করেছ, এ কুরআনই সেই হেদায়াত ও পথ।'

সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আরও কতক জরুরি কথা (এ অংশটুকুও অনুবাদকের লেখা)

১. সূরা ফাতিহা শুধু একটি সাধারণ দোয়া নয়, শ্রেষ্ঠতম দোয়া। মানুষের সব চাওয়ার বড় চাওয়াই এখানে শেখানো হয়েছে। 'সিরাতুল মুস্তাকীম'ই মানুষের পার্থিব লক্ষ্যবিন্দু। এ পথে চলা মানে আল্লাহর নিয়ামতের মাঝে ডুবে থাকা এবং আল্লাহর গযব ও গোমরাহী থেকে বেঁচে থাকা। কুরআন ও হাদীসে যত দোয়া শেখানো হয়েছে সবই সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা। এ সূরাটি এমন একটি সামগ্রিক দোয়া, যা দ্বারা এতে একসাথে সবকিছু চাওয়া হয়েছে।

২. 'দোয়া' ও 'চাওয়া' বললে তিনটি কথা বোঝা যায় ঃ
   ক. কারো কাছে দোয়া করা হচ্ছে বা চাওয়া হচ্ছে।
   খ. কেউ দোয়া করছে বা চাচ্ছে।
   গ. দোয়াপ্রার্থী কোনো কিছু চাচ্ছে।

   সূরা ফাতিহায় আসলে এ তিনটি কথাই আছে। প্রথম তিন আয়াতে শেখানো হয়েছে, 'কার কাছে চাইতে হবে'। এর পরের আয়াতটিতে জানানো হয়েছে, যারা দোয়া করবে, তাদের মধ্যে কী কী গুণ থাকতে হবে, মানে কারা চাইলে পাবে। বাকি আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, কোন্

জিনিস চাইতে হবে। মোটকথা, কার কাছে চাইতে হবে, কারা চাইলে পাবে এবং কী চাইতে হবে– এ তিনটি কথাই মানবজাতিকে এ সূরায় শেখানো হয়েছে।

৩. রাসূল (স) এ সূরায় কী শিক্ষা পেলেন

(ক) প্রথম কয়েকটি আয়াতে রাসূল (স)-কে বলা হয়েছে, "হে রাসূল! আপনি সমাজের কল্যাণ ও মানুষের সুখ-শান্তির জন্য পেরেশান হয়ে যে পথ তালাশ করছেন, তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। সে পথ একমাত্র তিনিই দেখাতে পারেন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির 'রব' হিসেবে সবার অভাব পূরণ করেন, যিনি সবচেয়ে দয়াময় এবং যিনি শেষ বিচারের দিনেরও মালিক। যিনি গোটা সৃষ্টির অভাব পূরণ করেন, মানবজাতির হেদায়াতের অভাবও শুধু তিনিই পূরণ করতে পারেন। আর শুধু দুনিয়ার দুঃখ দূর করার চিন্তা করলেই মানুষের চলবে না, মরণের পরও যাতে মানুষ সুখ পায়, সে ভাবনাও থাকতে হবে। তাই যিনি দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক, তিনিই সত্যিকার শান্তির পথ দেখানোর যোগ্য, অন্য কেউ নয়।

হে রাসূল! আপনি সেই মহান রবের কাছেই ঐ পথ পাবেন, যে পথ এতদিন আপনি হয়রান হয়ে তালাশ করেছেন। তাঁরই নাম আল্লাহ এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, যার মধ্যে যত গুণ— এসব তো আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, তাই সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। গুণ, সৌন্দর্য ও কল্যাণ সৃষ্টিজগতে যার যার মাঝে দেখা যায় তারা কেউ এসব সৃষ্টি করেননি। তাই প্রশংসার বাহাদুরি তাদের পাওনা হতে পারে না। সুন্দর মানুষ, মিষ্টি ফল, বিরাট সূর্য ইত্যাদি যিনি সৃষ্টি করেছেন, বাহাদুরি একমাত্র তাঁরই। তাই প্রশংসার মতো যা-ই পাওয়া যায় একমাত্র 'আলহামদু লিল্লাহ' বলাই সবার কর্তব্য।

(খ) 'আমরা শুধু তোমারই দাসত্ব করি ও তোমার কাছেই সাহায্য চাই'— এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে, 'হে রাসূল! যে জিনিস আপনি চাচ্ছেন, তা পেতে হলে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। সমাজ সংশোধন ও মানুষের কল্যাণসাধন এমন কঠিন কাজ, যা একা একা করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই আপনাকে এমন একদল লোক জোগাড় করতে হবে, যারা আপনার সাথে মিলে আমার দাসত্ব করবে এবং আমার সাহায্য চাইবে।'

এ আয়াতটিতে এজন্যই বহুবচনের পদ 'আমরা' ব্যবহার করা হয়েছে। জামাআতবদ্ধভাবে সুসংগঠিত চেষ্টা ছাড়া সমাজের কল্যাণসাধন অসম্ভব। পরোক্ষভাবে এ আয়াতে এটাকেই প্রথম শর্ত বানানো হয়েছে। কারণ, এ কাজ একা করা সম্ভব নয়।

দুই নম্বর শর্ত হলো, মানবসমাজের হেদায়াত ও শান্তি যারা চায়, তাদেরকে পূর্ণ তাওহীদবাদী হতে হবে। একমাত্র আল্লাহর দাসত্বই তাদের জীবনধারা হতে হবে। আল্লাহর হুকুম ও মর্জির বিপরীত অন্য কোনো শক্তির যারা পরওয়া করে, তারা এ কঠিন পথে চলার যোগ্য নয়।

তিন নম্বর শর্ত হলো, যারা এ পথের পথিক, তারা সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চায়; তারা অন্য কারো মুখাপেক্ষী হয় না। তারা অন্য কারো দয়া ও সহায়তার ধার ধারে না। সারা দুনিয়া তাদের বিরোধী হলেও একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে তারা আল্লাহর দেখানো পথে মানবসমাজকে সংশোধন করার চেষ্টা করে।

এটাই হচ্ছে 'ইকামাতে দীন'-এর পথ। এরই অন্য নাম আল্লাহর পথে জিহাদ। বাংলাভাষায়

একেই বলা হয় 'ইসলামী আন্দোলন'। তাই আন্দোলনের শুরুতেই রাসূল (স)-কে এসব শর্ত এ সূরাটিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(গ) শেষ কয়েকটি আয়াতে রাসূল (স)-কে অনেক মূল্যবান কথা শেখানো হয়েছে– আল্লাহর কাছে ঐ পথই চাইতে হবে, যা সরল ও মযবুত। দুটো বিন্দুর মাঝখানে সরল রেখা একটাই হবে; কিন্তু বাঁকা রেখা অনেক হতে পারে। যেটা যত বাঁকা, সে রেখাটা ততই লম্বা। অশান্তি থেকে শান্তি পর্যন্ত যে সোজা পথ, তাও একটাই। আর বাঁকা পথের কোনো সীমা-সংখ্যা নেই। তাই একমাত্র 'সিরাতুল মুস্তাকীম'ই চাইতে হবে।

এ আয়াতগুলোতে আরও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর মেহেরবানী ও নিয়ামত পাওয়া এবং আল্লাহর গযব ও গুমরাহী থেকে বেঁচে থাকার নিয়তেই 'সিরাতুল মুস্তাকীম' চাইতে হবে। সূরা নিসা'র ৬৯ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ পথটিই নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহ লোকদের পথ এবং তাঁরাই নিয়ামত পেয়েছে।

এ আয়াতগুলোতে পরোক্ষভাবে আরও একটি কথা শেখানো হয়েছে যে, হে রাসূল! কোন্ পথটা সিরাতুল মুস্তাকীম, তা আপনি নিজে বাছাই করবেন না। কারণ, বাছাই করতে আপনার ভুল হতে পারে। আপনার তো নিয়ামত দরকার এবং গযব ও গুমরাহী থেকে বাঁচা প্রয়োজন। তাই নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করুন। যে পথ তিনি দেখাবেন, সে পথেই চলুন। আপনার নিজস্ব মত, রুচি ও খেয়ালের দ্বারা সে পথ বাছাই না করে ঐ পথকেই 'সিরাতুল মুস্তাকীম' মনে করবেন, যে পথ কুরআনে দেখানো হচ্ছে।

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব : (এ অংশটুকুও অনুবাদকের রচনা)

১. আল্লাহর সাথে বান্দাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সেতুবন্ধন হলো এ সূরা। বান্দাহ তার মনিবেরই শেখানো দোয়ার মাধ্যমে তাঁর নিকট ধরনা দেওয়ার এক মহাসুযোগ পেয়েছে। এ যেন সরকারিভাবে দেওয়া দরখাস্তের ফরমে দস্তখত করার সুযোগ। যিনি দরখাস্ত কবুল করবেন তিনিই যদি দরখাস্তের ফরম পূরণ করার জন্য দেন, তাহলে এ দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ারই পূর্ণ আশা।

এ সূরায় রাহমান ও রাহীম হিসেবে পরিচয় দিয়ে যে দোয়া শেখানো হয়েছে এ দোয়া যাতে বারবার পেশ করা হয়, সেজন্য নামাযে প্রতি রাকাআতে এ সূরাটি পড়ার হুকুম করা হয়েছে। এ হুকুমটাও আরেকটা বড় মেহেরবানী। এর মানে হলো, দরখাস্তের ফরম দেওয়া সত্ত্বেও ফরমটা পূরণ করতে যেন অবহেলা না করা হয়, সেজন্য জোর তাগিদ দেওয়া।

২. কুরআন মাজীদে এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে 'উম্মুল কিতাব' তথা কুরআনের মূল বা সারকথা। এ সূরার মারফতে মানুষের মন-মগজ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটাই কুরআনের বুনিয়াদি শিক্ষা। যার মানসিকতা এ সূরার ভিত্তিতে তৈরি হলো, সে কুরআন মাজীদের মূল স্পিরিট পেয়ে গেল। অর্থাৎ, সূরা ফাতিহার প্রাণসত্তা যে পেল, কুরআনের দেখানো পথে চলা তার জন্যই সহজ হয়ে গেল।

'ইসলাম' মানে আত্মসমর্পণ— নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে তুলে দেওয়া। আর এটাই সূরা ফাতিহার সারকথা ও কুরআনের মর্মকথা।

৩. সূরা ফাতিহা সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে (যেসব হাদীসে কোনো কথাকে সরাসরি 'আল্লাহ বলছেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, ঐ হাদীসসমূহকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।) আল্লাহ তাআলা এমন আবেগময় ভাষায় কথা বলেছেন, যা বান্দাহর মনে গভীর দোলা না দিয়ে পারে না। হাদীসখানা নিম্নরূপ :

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ বলেন, 'কাস্‌সামতুস্ সালাতা বাইনী ওয়া বাইনা আ'বদী নিসফাইন, ওয়া লিআ'বদী মা সাআলানী।'

অর্থাৎ আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দাহর মাঝে আধাআধিভাবে বিভক্ত করেছি; আর আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চাইল, তা-ই তার জন্য রইল।'

যখন বান্দাহ বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন', তখন আল্লাহ বলেন, 'হামিদানী আ'বদী' (আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করল)। যখন বান্দাহ বলে, 'আররাহমানির রাহীম', তখন আল্লাহ বলেন, 'আসনা আ'লাইয়া আ'বদী' (আমার বান্দাহ আমার গুণ গাইল)। যখন বান্দাহ বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন', তখন আল্লাহ বলেন, 'মাজ্জাদানী আ'বদী' (আমার বান্দাহ আমার গৌরব বর্ণনা করল)।

যখন বান্দাহ বলে, 'ই-ইয়াকা না'বুদু ওয়া ই-ইয়াকা নাসতাঈন', তখন আল্লাহ বলেন, 'হাযা বাইনী ওয়া বাইনা আ'বদী' ওয়া লিআ'বদী মা সাআলা' (এটাই আমার ও আমার বান্দাহর মধ্যে সম্পর্ক আর আমার বান্দাহর জন্য তা-ই, যা সে চাইল।" অর্থাৎ, আমার ও আমার বান্দাহর মাঝে এ চুক্তি হলো যে, সে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দেব।

আর বান্দাহ যখন বলে, 'ইহ্‌দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম, ... ওয়া লাদদোয়াল্লীন, তখন আল্লাহ বলেন, 'হাযা লিআ'বদী ওয়া লিআ'বদী মা সাআলা' (এটা আমার বান্দাহর জন্যই রইল, আর আমার বান্দাহর জন্য তা-ই, যা সে চাইল)।"

এ হাদীসে মহব্বতের এমন অগ্নিকণা রয়েছে যে, বান্দাহর দিলে ঈমানের বারুদ থাকলে এবং নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহর প্রাণস্পর্শী কথাগুলোর দিকে গভীর মনোযোগ দিলে আল্লাহর সাথে মহব্বতের এমন আগুন জ্বলে উঠবে যে, আবেগের গভীরতায় বান্দাহ মনিবের অতি কাছে বলে অনুভব করবে।

এ সূরা পড়ার সময় এ হাদীসটির কথা খেয়াল থাকলে একেকটি আয়াত পড়ার পর আল্লাহর প্রেমময় জবাবটা মনের কানে শোনার জন্য বান্দাহকে থামতেই হবে। এমন জবাবে যে তৃপ্তি ও শান্তি তা তারাই বোধ করতে পারে, যারা আয়াতগুলো ধীরে ধীরে মজা নিয়ে পড়ে।

৪. এ সূরাটি দুনিয়ার বাদশাহর সাথে অসহায় মানুষের গোপন কথোপকথনস্বরূপ। এখানে বাদশাহর কথাগুলো গোপনই আছে। শুধু দয়ার কাঙাল মানুষের কথাগুলোই সূরাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– কোনো রাজার দরবারে কোনো প্রজা গিয়ে প্রথম রাজার গুণগান করে। রাজা জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে?' প্রজা বলে 'আর কে, আপনারই নগণ্য খাদিম ও দয়ার ভিখারী।' রাজা তখন জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী চাও?' প্রজা তখন তার আসল বাসনা জানায়।

সূরা ফাতিহায় এমনই একটা ছবি ফুটে উঠেছে। বান্দাহ প্রথমে আল্লাহর গুণগান করার পর আল্লাহ যেন জিজ্ঞেস করছেন, 'কে তুমি?' বান্দাহ বিনয়ের সাথে জবাব দিচ্ছে, 'একমাত্র

আপনারই দাস, আপনার কাছেই সাহায্যপ্রার্থী।' আল্লাহ বলেন, 'আচ্ছা বুঝলাম, এখন তুমি আমার কাছে কী চাও।' বান্দাহ বলে, 'আমাকে সঠিক পথে চালাও।' আল্লাহ বলেন, 'কোন্ পথটাকে তুমি ঠিক মনে কর?' বান্দাহ বলে, 'সে পথ আমি চিনি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, ঐ পথে চালাও, যে পথে চললে তোমার নিয়ামত সবসময় পাওয়া যাবে; কোনো সময় গযবে পড়ার কারণ ঘটবে না ও পথ হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।'

তখন আল্লাহ বলেন, 'যদি সত্যিই তুমি চাও যে, আমি তোমাকে সঠিক পথে চালাই তাহলে এই নাও কুরআন। এই কুরআনের কথামতো চল; তাহলে গযব থেকে বেঁচে থাকবে, ভুল পথে যাওয়ার কোনো ভয় থাকবে না এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমার সন্তুষ্টি ও নিয়ামত ভোগ করতে পারবে।'

৫. কুরআন মাজীদের শুরুতে এ সূরাটিকে স্থাপন করে মানবজাতিকে এ কথাই জানানো হয়েছে যে, সিরাতুল মুস্তাকীম আল্লাহর দেওয়া এমন বিরাট নিয়ামত, যা ইখলাসের সাথে মনে-প্রাণে পরম আকুতি নিয়ে আল্লাহর কাছে না চাইলে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সব প্রয়োজনীয় জিনিসই মানুষকে দিয়ে থাকেন। এর জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়ার কোনো শর্ত নেই। আল্লাহকে অস্বীকার করলে এমনকি আল্লাহকে গালি দিলেও তিনি রিয্ক বন্ধ করবেন না। না চাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার বড় বড় নিয়ামত আল্লাহর বিদ্রোহীকেও দেওয়া হয়।

কিন্তু সিরাতুল মুস্তাকীম, হেদায়াত বা আল্লাহর দীনের পথ কারো উপর চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস নয়। না চাইলে এ মহা নিয়ামত কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে দেওয়া হয় না। কোনো অনিচ্ছুক জাতি হেদায়াত পায় না। কারণ, হেদায়াত আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম দান এবং এ দান অপাত্রে দেওয়ার নিয়ম নেই। খাঁটি মনে কাতরভাবে মহান ও দয়াময় মনিবের নিকট ধরনা দেওয়া ছাড়া এ দান পাওয়া যায় না।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٧ رُكُوْعُهَا ١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١

১. প্রশংসা[১] শুধু আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা জাহানের রব।[২]

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

২. যিনি মেহেরবান ও দয়াময়।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

৩. বিচার দিনের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

৪. আমরা (একমাত্র) তোমারই ইবাদত করি[৩] আর (শুধু) তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥

৫. আমাদেরকে সোজা-সঠিক পথ দেখাও।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦

৬. ঐসব লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দিয়েছ।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

৭. যাদের উপর গযব পড়েনি, আর যারা পথহারা হয়নি।[৪]

---

১. আল্লাহ তাআলা এ সূরাটি তাঁর বান্দাহদেরকে এজন্য শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে তারা এটাকে একটা দরখাস্ত হিসেবে তাদের মনিবের খিদমতে পেশ করে।

২. আরবী ভাষায় 'রব' শব্দটি তিনটি অর্থে বলা হয় : ক. মালিক, মনিব, প্রভু; খ. লালন-পালনকারী; গ. হুকুমকর্তা, বিধানদাতা, শাসক, ব্যবস্থাপক, বন্দোবস্তকারী। আল্লাহ এসব অর্থেই সারাজাহানের রব।

৩. 'ইবাদত' শব্দটিও আরবীতে তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয় : ক. পূজা-উপাসনা, খ. আনুগত্য ও আদেশপালন, গ. দাসত্ব ও গোলামি।

৪. বান্দাহর এ দোয়ার জবাবই হলো পুরা কুরআন। দাস তার মনিবের কাছে পথ দেখানোর জন্য দোয়া করছে, আর মনিব এর জবাবে তাকে এ কুরআন দান করেছেন। শেষ আয়াতের আরও একরকম তরজমা হতে পারে। যেমন– 'ঐসব লোকের পথ নয়, যাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথহারা হয়েছে।'

২. সূরা বাকারা

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ৬৭ নং আয়াতের 'বাকারা' শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

হিজরতের পরপরই সূরাটির বেশি অংশ নাযিল হয়। কোনো কোনো অংশ অনেক পরেও নাযিল হয়েছে। সুদ হারাম হওয়ার আয়াত দশম হিজরীতে এবং সূরার শেষ কয়েকটি আয়াত হিজরতেরও আগে নাযিল হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ ও ঐতিহাসিক পটভূমি

১. মাক্কী যুগের সূরাগুলোতে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। তারা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ওহী, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির কথা জানত না। কিন্তু মদীনা ও এর চারপাশে যে ইহুদী গোত্রগুলো বাস করত তাদের নিকট ঐসব পরিভাষা খুবই পরিচিত ছিল এবং তারা এসবকে বিশ্বাসও করত। শেষ নবী যে দীন ইসলাম নিয়ে এসেছেন ঐ ইসলাম ইহুদীদেরও আসল দীন ছিল এবং তাদের পূর্বপুরুষও মুসলিমই ছিল। কিন্তু আল্লাহর মূল কিতাবে বিকৃতি এবং মনগড়া বহু কিছু যোগ-বিয়োগ করে তারা এক আজব ধর্ম বানিয়ে নিয়েছিল এবং তারা যে মূলে মুসলিম ছিল, সে কথা ভুলে নিজেদেরকে 'ইহুদী' নাম দিল। তাই এ সূরায় তাদেরকে বনী ইসরাঈল নামে সম্বোধন করে অনেক কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ৫ থেকে ১৪ নং পর্যন্ত ১০টি রুকূ'তে তাদের গোটা ইতিহাস তুলে ধরে রাসূল (স)-এর দাওয়াত কবুলের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

২. মাক্কী যুগের সূরায় ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাস ও বুনিয়াদি নৈতিক শিক্ষাদান এবং শিরকের অসারতা ও যাবতীয় জাহেলী মত ও পথের খণ্ডন করা হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো হেদায়াত তখনও নাযিল হয়নি। কিন্তু হিজরতের পর আরবের সব এলাকা থেকে মুসলিম মদীনায় আসার ফলে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হওয়ায় রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদির দরকার হলো। তাই এ সূরার ২৩ থেকে ৪০ নং রুকূ' পর্যন্ত এসব বিষয়ে হেদায়াত রয়েছে।

৩. মদীনার এ নতুন ছোট্ট রাষ্ট্রে তখন মাত্র কয়েক শ' মুসলিম ছিল, যাদের প্রায় অর্ধেকই মুহাজির। মুহাজিররা জন্মভূমিতে তাদের ধন-সম্পদ ও বাড়ি-ঘর ফেলে রেখে শুধু জানটুকু নিয়ে পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় নিল। অপরদিকে গোটা আরবের কাফির, মুশরিক ও অন্যান্য ধর্মের সব লোক ইসলাম ও মুসলিম জাতির দুশমন হয়ে রইল। এ অবস্থায় এ সূরায় আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে পাঁচটি বিষয়ে প্রাথমিক হেদায়াত দিয়েছেন। যেমন–

(ক) কঠোর পরিশ্রম করে অমুসলিম জনগণের মধ্যে দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

(খ) বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার চালাচ্ছে, তা মযবুত যুক্তির সাথে খণ্ডন করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(গ) সম্বলহারা মুহাজিরদের পুনর্বাসন করতে গিয়ে ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিমদের ভাত-কাপড়, বাসস্থানের যে বিরাট সমস্যা দেখা দিল, তা সত্ত্বেও সবর ও মযবুত মনোবল নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

(ঘ) আল্লাহর দীন ও মুসলিমদের নতুন রাষ্ট্রটিকে খতম করার জন্য বিরোধীশক্তি যত বড়ই হোক, তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এবং শহীদ হওয়ার জযবা নিয়ে লড়াই করতে হবে। বিরোধীদের লোকসংখ্যা ও বিরাট যুদ্ধসজ্জার কোনো পরওয়া করা চলবে না।

(ঙ) আরববাসী যদি তাদের জাহেলী সমাজব্যবস্থা ত্যাগ করে আল্লাহর দেওয়া শান্তিময় সমাজব্যবস্থা কবুল করতে রাজি না হয় তাহলে মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে শক্তিবলে তাদের শোষণমূলক ব্যবস্থা উৎখাত করে জনগণকে মুক্তি দিতে হবে।

৪. মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর চার রকমের মুনাফিক দেখা গেল। মক্কায়ও এক রকমের মুনাফিক পাওয়া গিয়েছিল। কুরআন মাজীদে মোট পাঁচ রকম মুনাফিকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যেমন–

(ক) দুর্বল মুমিন : মক্কায় যারা ঈমান এনেছিল তাদের মধ্যে যারা কাফিরদের অত্যাচার সহ্য করতে সাহস পায়নি, তারা ইসলামকে সত্য বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও পেছনে হটে গিয়েছিল। এরা দুনিয়ার সুখ-সুবিধা কুরবানি দিতে রাজি হয়নি। এরাই দুর্বল মুমিন।

(খ) দুর্বল কাফির : এরা আসলে কাফির; কিন্তু সাহসী কাফিরদের মতো সামনা-সামনি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হিম্মত করেনি। তাই মুসলিম পরিচয় দিয়ে পঞ্চম বাহিনীর মতো ভেতর থেকে ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছিল।

(গ) সুবিধাবাদী : এরা মুসলমান ও কাফির উভয়দিকের ক্ষতি থেকে জান বাঁচানোর আশায় দু'দিকেই সম্পর্ক রাখত। মুসলিমদেরকে বলত, তারা মুসলিম, আবার কাফিরদের কাছে তাদের লোক বলেই পরিচয় দিত।

(ঘ) সন্দেহবাদী (মুযাবযাবীন বা দু'দিল বান্দাহ্) : এরা মনস্থির করতে অক্ষম। একসময় তাদের মনে হয় ইসলামই ঠিক। আবার অন্য সময় সন্দেহ জাগে, বোধ হয় ইসলাম ঠিক নয়। এরা যখন যেদিকে জয় দেখে তখন সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে।

(ঙ) ঠেকে মুসলমান : গোত্রের বা বংশের লোকেরা ইসলাম কবুল করায় তারাও মুসলিম সমাজে শামিল হয়ে গেল; কিন্তু জাহেলী যুগের রীতি-নীতি, কুসংস্কার ও অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে তাদের নাফস ইসলামের নৈতিক বিধান মেনে চলতে প্রস্তুত ছিল না।

সূরা বাকারা নাযিল হওয়ার সময় এ ধরনের মুনাফিকদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বিধায় এ সূরাটিতে অল্প কথায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যতই তাদের কার্যকলাপ প্রকাশ পেতে লাগল তাদের সম্বন্ধে পরের সূরাগুলোতে আরও অনেক কথা বলা হলো। গোটা কুরআনেই মুনাফিকদের আলোচনা ছড়িয়ে আছে।

আলোচ্য বিষয়

নাযিলের পরিবেশ ও ঐতিহাসিক পটভূমির আলোচনায় কুরআনের সবচেয়ে বড় এ সূরাটির আলোচ্য বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য সূরার রুকূ'গুলো সম্পর্কে এখানে আরো কিছু কথা পেশ করা হচ্ছে, যাতে সূরাটির বক্তব্য সহজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১. প্রথম দুই রুকূ'তে তিন রকম মানুষের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম রুকূ'তে মুমিন ও কাফির এবং দ্বিতীয় রুকূ'তে মুনাফিকদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

সূরা ফাতিহাতেই সিরাতুল মুস্তাকীমের জন্য যে দোয়া শেখানো হয়েছে, আল্লাহ তাআলা এ সূরার ৩য় ও ৪র্থ রুকূ'তে এর জওয়াবে হেদায়াত দিয়েছেন। কিন্তু এর আগে প্রথম দুই রুকূ'তে তিন রকমের লোকের কথা কেন আলোচনা করা হলো– এর দুটো কারণ সহজেই বুঝে আসে :

(ক) যারা কুরআন থেকে সিরাতুল মুস্তাকীম পেতে চায় তাদেরকে শুরুতেই জানিয়ে দেওয়া হলো, মুমিনের যেসব বুনিয়াদি গুণ দরকার তা হাসিল করতে হবে এবং কাফির ও মুনাফিকদের যেসব দোষ রয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

(খ) যেহেতু কুরআন ইসলামী আন্দোলনের 'গাইড বুক', সেহেতু যারা ইসলামী আন্দোলন করতে চায় তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো, এ আন্দোলন শুরু হলেই দেখা যাবে যে, সমাজের মানুষ তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কিছু লোক জান-মাল দিয়ে আন্দোলনে শরীক হচ্ছে– এরাই মুমিন। আর কিছু লোক সর্বশক্তি দিয়ে এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে লেগে গেছে– এরাই কাফির। আর সমাজের বাকি সব লোক পাঁচ রকম মুনাফিকের মধ্যে গণ্য।

ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদেরকে এ দুই রুকূ'তে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তোমরা মুমিনের গুণাবলি নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি কর এবং বিরোধীদের অবস্থা বুঝে তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিতে থাক।

২. ৩য় ও ৪র্থ রুকূ'তে সিরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়াত দেওয়া হয়েছে। ৩য় রুকূ'তে বলা হয়েছে, আল্লাহর দাসত্ব করাই সিরাতুল মুস্তাকীম। আর ৪র্থ রুকূ'তে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফার মর্যাদা পেতে হলে শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থেকে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করতে হবে।

৩. ৫ থেকে ১৪ নং রুকূ' পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস থেকে বড় বড় কতক ঘটনা তুলে ধরে মুসলিম জাতিকে সাবধান করা হয়েছে যে,

(ক) বনী ইসরাঈলই ইসলাম ও মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় দুশমন। তাদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মযবুতভাবে মেনে চলতে হবে। তা না হলে বনী ইসরাঈল আল্লাহর চির অভিশপ্ত জাতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের হাতেই মুসলিমজাতি লাঞ্ছিত হবে। মানবজাতিকে হেদায়াত তথা সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব মুসলিমজাতিকে দেওয়া হয়েছে। এ মহান দায়িত্বে অবহেলা করলে দুনিয়াতেই আল্লাহ এর শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে ইহুদীদের দ্বারা অপমানিত করবেন।

(খ) এ দশটি রুকূ'তে বনী ইসরাঈলের যে বড় বড় দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব দোষ যেন মুসলিমদের মধ্যে দেখা না দেয়, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। তা না হলে অধঃপতন থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

(গ) ইহুদী ও নাসারা (খ্রিস্টান)– এ দুটো জাতিকে আহলে কিতাব বা কিতাবধারী বলা হয়। তাদের নিকট আল্লাহর কিতাব আছে এবং তা তারা মেনে চলার দাবি করে বলেই তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়। তাদেরকে আল্লাহর শেষ কিতাব কুরআন ও শেষ নবীকে মেনে চলার দাওয়াত এ রুকূ'গুলোতে ফাঁকে ফাঁকে দেওয়া হয়েছে।

৪. ১৫ ও ১৬ নং রুকূ'তে বলা হয়েছে, মানবজাতিকে হেদায়াত তথা সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব ইবরাহীম (আ) থেকে তাঁর বংশের উপরই দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ)-কে কয়েকটি বড় ও কঠিন পরীক্ষা করার পর তাকে মানবজাতির নেতা বলে ঘোষণা করেন। তারপর যত নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন, সবাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক (আ)-এর ছেলে ইয়াকুব (আ)-এর আরেক নাম ছিল ইসরাঈল। এ থেকেই হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সব নবীর উম্মতকে বনী ইসরাঈল বলা হয়। বর্তমানে তারা মূসা (আ)-এর উম্মত বলে দাবি করে এবং ইহুদী নামে পরিচিত।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশেই বিশ্বনবী ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পয়দা হন। পিতা-পুত্র মিলে ১২৯ আয়াতে যে দোয়া করেন তা-ই মুহাম্মদ (স)-এর জীবনে কবুল হয়। ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) ও ইয়াকুব (আ) যে খাঁটি ইসলাম মেনে চলেছেন, শেষ নবীও ঐ মিল্লাতেরই পথে চলেছেন। এ দুটো রুকূ'তে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল [অর্থাৎ ইসহাক (আ)-এর বংশধর] মানবজাতিকে হেদায়াত করার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই বনী ইসমাঈলের নিকট ঐ দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

৫. ১৭ ও ১৮ নং রুকূ'তে কিবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ দুটো রুকূ' নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাসূল (স) জেরুসালেমে অবস্থিত মাসজিদুল আকসা বা বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করতেন। বনী ইসরাঈলের স্বর্ণযুগে হযরত দাঊদ (আ)-এর জেরুসালেম বিজয়ের পর থেকেই 'বাইতুল মাকদিস' কিবলার মর্যাদা লাভ করে। হিজরতের পর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর বনী ইসমাঈলের নেতৃত্ব কায়েম হওয়ায় রাসূল (স) মক্কায় কিবলা হওয়ার প্রয়োজনবোধ করে বারবার এ বিষয়ে ওহীর আশায় উপর দিকে তাকাতেন। এ দুটো রুকূ'র মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল করলেন।

৬. ১৯ নং রুকূ'তে উম্মতে মুহাম্মাদীকে জানিয়ে দেওয়া হলো, মানবজাতিকে হেদায়াতের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট তোমাদের যে মহান মর্যাদা রয়েছে তা এত সহজে হাসিল হতে পারে না। এ দায়িত্ব জান ও মালের বিরাট কুরবানি এবং বিরোধীশক্তির মোকাবিলায় কঠিন সবর দাবি করে। শহীদ হওয়ার জযবা ছাড়া এ পথে সাফল্যের আশা করা যায় না। শহীদ হয়ে চিরজীবনলাভের কামনাই এ পথের আসল পাথেয়।

৭. ২০ নং রুকূ'তে আসমান-জমিন এবং এর মাঝে যা আছে, আর রাত-দিনের আবর্তনের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাওহীদের চেতনা সৃষ্টি করে আল্লাহর সাথে অন্য কোনো সত্তা ও শক্তিকে শরীক করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

৮. ২১ থেকে ৩৯ নং রুকূ'তে অনেক বিষয়ে প্রাথমিক বিধান রয়েছে। যেমন– খাদ্যের হালাল-হারাম, খুনের বিচার, যুদ্ধের বিধান, মদ, জুয়া, বিয়ে, হায়েয, তালাক, দান-খয়রাত, লেন-দেন, সুদ ইত্যাদির কতক বিধি-বিধান। এ ছাড়া মুত্তাকীর পরিচয়, রমযানের রোযার হুকুম, হজ্জ ও ওমরার কতক মাসাইলও রয়েছে। মাঝে মধ্যে পূর্বের নবীগণের কিছু ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. ৪০ নং রুকূ'টি এ সূরার শেষ রুকূ'। এতে আল্লাহকে ভয় করে এবং নবীগণের প্রতি ঈমান রেখে চলার নির্দেশ দিয়ে ভুল-ত্রুটি মাফের জন্য অত্যন্ত আবেগময় এক দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, সূরা বাকারার শেষাংশ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রহমত এবং এটা আরশের নিচের রহমতের ভাণ্ডার থেকে এ উম্মতকে দেওয়া হয়েছে।

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٢٨٦ رُكُوْعَاتُهَا ٤٠

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۚ ١

১. আলিফ, লা-ম, মীম[১]

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ٢

২. এটি আল্লাহর কিতাব। এতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত—

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٣

৩. যারা গায়েবে[২] বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে[৩] ও আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ٤

৪. আর (হে রাসূল!) আপনার প্রতি যে কিতাব (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার আগে যেসব কিতাব নাযিল করা হয়েছিল সেসবের উপর যারা ঈমান আনে এবং আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥

৫. এ ধরনের লোকেরাই তাদের রবের দেখানো সঠিক পথে আছে এবং তারাই সফলতা লাভের অধিকারী।

১. এ ধরনের 'হরূফে মুকাত্তাআত' বা আলাদা আলাদা বর্ণগুলো কুরআন মাজীদের অনেক সূরার শুরুতেই আছে। তাফসীরকারগণ এগুলোর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কিন্তু কোনো অর্থেই তাঁরা একমত হননি। এসবের অর্থ জানার দরকারও নেই। কেননা, এগুলোর অর্থ না জানার দরুন কুরআন থেকে হেদায়াত লাভে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না।

২. 'গায়েব' বা 'অদৃশ্য' বলতে বোঝানো হচ্ছে— ঐসব সত্য, যা মানুষের ইন্দ্রিয়ের নাগালের বাইরে রয়েছে। যা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও দর্শনে কিংবা ইন্দ্রিয়ের নাগালে কখনও সরাসরি আসে না। যেমন— আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণ, ফেরেশতাগণ, ওহী, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি।

৩. 'নামায কায়েম করা'র অর্থ শুধু যথারীতি ব্যক্তিগতভাবে নামায আদায় করা নয়; বরং এর অর্থ জামাআতের সাথে নামাযের ব্যবস্থা চালু করা। কোথাও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ যথারীতি নামায আদায় করলেও যদি সেখানে জামাআতের সাথে এই ফরয আদায়ের ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেখানে নামায কায়েম করা হচ্ছে বলা যায় না।

৬. যারা (এসব কথা মানতে) অস্বীকার করেছে [হে নবী] তাদেরকে আপনি সাবধান করুন আর না-ই করুন তাদের জন্য দুই-ই সমান। কোনো অবস্থায়ই তারা ঈমান আনবে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٦

৭. আল্লাহ তাদের মনে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন।[৪] আর তাদের চোখে পর্দা পড়ে গেছে। তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝٧

রুকূ' ২

৮. কিছু লোক এমনও আছে, যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনেছি। অথচ (আসলে) তারা মুমিন নয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝٨

৯. তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদের সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ তারা (আসলে) নিজেদেরকেই ধোঁকায় ফেলছে এবং তাদের এ বিষয়ে কোনো চেতনা নেই।

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩

১০. তাদের মনে এক রোগ আছে, আল্লাহ তাদের রোগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন[৫] এবং এরা যে মিথ্যা বলছে সে কারণে তাদের জন্য বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝١٠

১১. তাদেরকে যখনই বলা হয়েছে, দুনিয়ায় তোমরা ফাসাদ [বিশৃঙ্খলা] সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলেছে, আমরা তো সংশোধনকারী [মীমাংসাকারী]।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١

৪. এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছিলেন বলে তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল; বরং এর অর্থ হচ্ছে– তারা যেহেতু উপরে বর্ণিত বুনিয়াদি বিষয়গুলো অস্বীকার করেছিল এবং নিজেদের জন্য কুরআনের দেখানো পথ ছাড়া অন্য পথ পছন্দ করেছিল, সে জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের দিলে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছিলেন।

৫. রোগ অর্থ মুনাফিকীর রোগ। আর 'আল্লাহ তাআলা এ রোগ বাড়িয়ে দেন'— এ কথার অর্থ হচ্ছে, মুনাফিককে আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না, তাকে ঢিলা দিতে থাকেন। ফলে মুনাফিক আরো বেশি মুনাফিকী করতে থাকে।

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

১২. সাবধান! এরাই আসলে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু এদের কোনো চেতনা নেই।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

১৩. যখন তাদেরকে বলা হলো, আর সব লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা এ জবাবই দিলো যে, আমরা কি বোকাদের মতো ঈমান আনব? সাবধান! আসলে তো এরা নিজেরাই বোকা, কিন্তু এরা তা জানে না।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾

১৪. যখন এরা ঈমানদারদের সাথে দেখা করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আর যখন তাদের শয়তানদের সাথে আলাদাভাবে মিলিত হয় তখন বলে, আসলে তো আমরা তোমাদের সাথেই আছি। আমরা ওদের সাথে শুধু ঠাট্টা করছি।

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আল্লাহও তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন এবং তিনি তাদের দড়ি লম্বা করে চলেছেন। আর তারা নিজেদের বিদ্রোহের মধ্যে অন্ধের মতো বিপথগামী হয়ে চলেছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

১৬. এরাই ঐসব লোক, যারা হেদায়াতের বদলে গোমরাহীকে [পথভ্রষ্টতাকে] কিনে নিয়েছে। কিন্তু তাদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং এরা মোটেই সঠিক পথে নেই।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾

১৭. এদের উদাহরণ এরূপ, যেমন এক লোক আগুন জ্বালাল, যখন তা গোটা পরিবেশকে আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের দেখার শক্তি কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দিলেন যে, অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পায় না।[৬]

৬. এ কথার মর্ম হচ্ছে– আল্লাহর একজন বান্দাহ যখন আলো ছড়িয়ে দিল এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিল, তখন যাদের চোখ আছে তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট আলোকিত হলো; কিন্তু এসব মুনাফিক, যারা নাফসের পূজায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারা ঐ আলোতে কিছুই দেখতে পেল না।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ⑱

১৮. এরা বধির [শুনতে পায় না] বোবা, অন্ধ; এরা আর ফিরবে না।

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ⑲

১৯. অথবা এদের উদাহরণ এভাবে বুঝে নাও যে, আসমান থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে এবং এর সাথে অন্ধকার, বজ্র ও বিদ্যুৎ আছে; ওরা বজ্রের আওয়াজ শুনে মওতের ভয়ে কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাখে। আর আল্লাহ এ কাফিরদেরকে ঘেরাও করে আছেন।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑳

২০. বিদ্যুতের চমকে তাদের অবস্থা এমন হচ্ছে, যেন শীঘ্রই বিদ্যুৎ তাদের দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেবে। যখনই তারা সামান্য একটু আলো দেখতে পায় তখন তাতে একটু এগিয়ে চলে; আর যখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায় তখন দাঁড়িয়ে থাকে।[৭] আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের শুনার ও দেখার শক্তি একেবারেই কেড়ে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

রুকূ' ৩

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ㉑

২১. হে মানুষ! তোমরা ঐ রবের দাসত্ব কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের আগে যারা চলে গেছে তাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই তোমরা রক্ষা পেতে পার।[৮]

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

২২. তিনিই তো সে [সত্তা], যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা ও আসমানকে ছাদ বানিয়ে দিয়েছেন, আসমান থেকে পানি

৭. প্রথম উদাহরণ হলো ঐসব মুনাফিকের, যারা মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ কাফির; কিন্তু কোনো স্বার্থ বা সুবিধার খাতিরে মুসলমান বনেছিল। আর দ্বিতীয় উদাহরণ হচ্ছে ঐসব মুনাফিকের, যাদের মধ্যে সন্দেহ, দ্বিধা ও ঈমানী দুর্বলতা ছিল। তারা সত্যকে কিছুটা স্বীকার করত; কিন্তু তারা সত্যের এতটা ভক্ত ছিল না যে, তার জন্য তারা দুঃখ-কষ্ট এবং বিপদ-আপদ সহ্য করে নেবে।

৮. অর্থাৎ পৃথিবীতে ভুল চিন্তা, ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও ভুল কাজ থেকে এবং পরকালে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা।

رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

নাযিল করেছেন এবং তা দ্বারা নানা রকম ফলমূল পয়দা করে তোমাদের জন্য রিযকের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা যখন এ সবই জানো, তখন কাউকেই আল্লাহর শরীক[৯] সাব্যস্ত করো না।

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللّٰهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

২৩. এ কিতাব যা আমি আমার বান্দাহর উপর নাযিল করেছি তা আমার কি-না এ বিষয়ে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে এর মতো একটি মাত্র সূরাই রচনা করে আন। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব সাহায্যকারীকে ডাক। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এ কাজ করে দেখাও।

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. যদি তোমরা তা না কর, অবশ্য তোমরা কখনো করতে পারবে না; তাহলে ঐ আগুনকে ভয় কর, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর[১০] এবং যা কাফিরদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে।

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. হে নবী! যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং (সে অনুযায়ী) নেক আমল করে তাদেরকে সুখবর দিন, তাদের জন্য এমন সব বাগিচা রয়েছে, যার নিচ দিয়ে ঝরনা বইতে থাকবে। ঐ বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতোই মনে হবে। যখন কোনো ফল তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে তখন তারা বলে উঠবে, এ রকম ফল এর আগে দুনিয়ায় আমাদেরকে দেওয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে পবিত্র বিবি থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন বাস করবে।

৯. অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ গণ্য করার অর্থ হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগী বা দাসত্ব ও আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করা।

১০. অর্থাৎ, সেখানে শুধু তোমরাই দোযখের লাকড়ি হবে না; বরং সেখানে তোমাদের সাথে তোমাদের ঐ পাথরের মূর্তিগুলোও দোযখের লাকড়ি হবে, যাদেরকে তোমরা পূজা করতে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا الْفَٰسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الْأَرْضِ ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৬-২৭. হ্যাঁ, আল্লাহ মশা বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট জিনিসের উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।[১১] যারা সত্যকে কবুল করে নেয় তারা ঐসব উদাহরণ দেখেই জেনে নেয় যে, এটা সত্য, যা তাদের রব থেকেই এসেছে। আর যারা মেনে নেয় না তারা বলতে থাকে, এসব উদাহরণের সাথে আল্লাহর কী সম্পর্ক? এভাবে একই কথা দ্বারা আল্লাহ অনেককে গোমরাহ [বিপথগামী] করেন এবং অনেককে হেদায়াত করেন। তিনি তাদেরকেই গোমরাহ করেন, যারা ফাসিক,[১২] যারা আল্লাহর ওয়াদাকে মযবুতভাবে কবুল করার পর তা ভঙ্গ করে,[১৩] আল্লাহ যা মিলিত রাখতে হুকুম দিয়েছেন তাকে যারা কেটে ফেলে[১৪] এবং যারা দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে, তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমরা কেমন করে আল্লাহর সাথে কুফরী আচরণ করছ? অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আবার তিনিই তোমাদের জান কবজ করবেন। এরপর তিনি আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

১১. এখানে একটি অভিযোগের উল্লেখ না করে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় কোনো কোনো বিষয় সুস্পষ্টরূপে বোঝানোর জন্য মাকড়সা, মশা, মাছি ইত্যাদির যে উপমা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিরোধীদের আপত্তি ছিল যে, এ কী ধরনের আল্লাহর কালাম, যার মধ্যে এরূপ নগণ্য জিনিসের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

১২. 'ফাসিক' অর্থ আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী, তাঁর আনুগত্যে সীমা লঙ্ঘনকারী।

১৩. রাজা বা সম্রাট তাঁর কর্মচারী ও প্রজাগণের প্রতি যে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করেন তাকে আরবী ভাষায় 'আহদ' বলা হয়। আল্লাহর 'আহদ' অর্থ– তাঁর সেই স্থায়ী ফরমান, যাতে গোটা মানবজাতিকে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য-উপাসনা, বন্দেগী-আরাধনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৪. অর্থাৎ যেসব সম্বন্ধ-সম্পর্ক কায়েম করা ও মযবুত করার উপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ নির্ভর করে এবং যা বহাল রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন, এসব ফাসিক লোক সে সম্বন্ধ-সম্পর্কগুলো নষ্ট করে।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

২৯. তিনিই তো ঐ (সত্তা), যিনি তোমাদের জন্য দুনিয়ার সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং সাতটি আসমান[১৫] তৈরি করলেন। আর তিনি প্রত্যেক জিনিসেরই ইলম রাখেন।

রুকূ' ৪

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. (হে নবী! ঐ সময়ের কথা একটু খেয়াল করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে এক খলীফা[১৬] বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা আরয করল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে নিয়োগ করতে চান, যে এর ব্যবস্থাকে নষ্ট করবে ও খুন-খারাবি করবে? আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ করা ও আপনার পবিত্রতা বয়ান করার কাজ তো আমরাই করছি। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

৩১. এরপর আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর এসব জিনিসকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে (যে, খলীফা নিয়োগ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে) তাহলে এসব জিনিসের নাম বল দেখি।

১৫. 'সাত আসমান'-এর আসল রূপ কী, তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। প্রত্যেক যুগে মানুষ 'আসমান' বা মহাশূন্য সম্পর্কে নিজেদের গবেষণা ও অনুমান অনুযায়ী বিভিন্ন ধারণা-কল্পনা পোষণ করে আসছে, আর বরাবর এসব ধারণা বদলেও যাচ্ছে। মোটামুটিভাবে এতটুকু বুঝে নেওয়া দরকার যে, এ জমিনের উপর দিকে যা কিছু আছে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাতটি ভাগে ভাগ করে রেখেছেন অথবা মহাবিশ্বের যে অংশে আসমান রয়েছে সে অংশটিকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১৬. 'খলীফা' তাকে বলে, যে কারো মালিকানায় থেকে প্রতিনিধি হিসেবে মালিকের দেওয়া ক্ষমতা ও অধিকার ব্যবহার করে।

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

৩২. তারা আরয করল, শুধু আপনিই তো সব দোষ থেকে পবিত্র রয়েছেন। আমরা তো শুধু ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আসলে শুধু আপনিই সবকিছু জানেন ও বুঝেন।

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّاۤ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

৩৩. তখন আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি এসব জিনিসের নাম তাদেরকে বলে দাও। যখন তিনি তাদেরকে ঐসবের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও জমিনের সকল গোপন বিষয় জানি (যা তোমরা জানো না)। তোমরা যা প্রকাশ কর তাও আমার জানা আছে, আর যা তোমরা গোপন রাখ তাও আমি জানি।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৩৪. তারপর আমি যখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলাম, 'আদমের সামনে নত হও' তখন ইবলিস ছাড়া সবাই নত হলো। সে অস্বীকার করল ও অহংকার প্রকাশ করল এবং কাফিরদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৩৫. এরপর আমি আদমকে বললাম, তুমি ও তোমার বিবি দুজনেই বেহেশতে থাক এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা তাই মজা করে খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেও না, তাহলে তোমরা যালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝

৩৬. শেষ পর্যন্ত শয়তান দুজনকেই (ঐ গাছের লোভ দেখিয়ে আমার হুকুম পালন করা থেকে) সরিয়ে নিল এবং তারা যে অবস্থায় ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়ল। আমি তখন হুকুম দিলাম, এখন তোমরা সবাই এখান থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। তোমাদেরকে দুনিয়ায় একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত থাকতে হবে এবং সেখানেই জীবন-যাপন করতে হবে।

فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۳۷﴾

৩৭. ঐ সময় আদম তার রবের কাছ থেকে কিছু কথা শিখে তাওবা করল, যা তার রব কবুল করে নিলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখনই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াত মেনে চলবে তাদের জন্য কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. আর যারা তা মানতে অস্বীকার করবে, আর আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারাই দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

রুকূ' ৫

يٰبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْۤ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ﴿۴۰﴾

৪০. হে বনী ইসরাঈল![১৭] আমার ঐ নিয়ামতের কথা খেয়াল কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম। আমার সাথে তোমাদের যে ওয়াদা ছিল তা তোমরা পালন কর। তাহলে তোমাদের সাথে আমার যে ওয়াদা ছিল তা আমি পূরণ করব। আর শুধু আমাকেই ভয় কর।

وَاٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْۤا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؗ

৪১. আর আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তার প্রতি ঈমান আন। এটা ঐ কিতাবেরই সমর্থক, যা তোমাদের কাছে আগে থেকেই ছিল। সুতরাং তোমরাই সবার আগে কাফির হয়ে যেও না এবং কম দামে[১৮] আমার

১৭. পবিত্র মদীনা ও তার নিকটবর্তী এলাকায় বিপুলসংখ্যক ইহুদির বসবাস থাকায় এ আয়াত থেকে কয়েক রুকূ' পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যে হেদায়াত দান করা হয়েছে।

১৮. 'সামান্য মূল্য' অর্থ– দুনিয়ার স্বার্থে তারা আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ-উপদেশকে মানতে অস্বীকার করেছিল। সত্যকে বিক্রয় করার বিনিময়ে মানুষ পৃথিবীপূর্ণ ধন-সম্পদ লাভ করলেও তা অতি সামান্য মূল্য বটে। কেননা, সত্য অবশ্যই তার চেয়ে অনেক বেশি দামি।

وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾

আয়াতকে বেচে দিও না। আর আমার গযব থেকে বাঁচ।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. মিথ্যার রং ছড়িয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত বানাবে না এবং জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করো না।

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে নত হয় (রুকূ'কারী) তাদের সাথে তোমরাও নত হও (রুকূ' কর)।

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তোমরা অন্যদেরকে তো নেক পথে চলতে বল, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরাই কিতাব পড়। তোমরা কি একটুও বুদ্ধি খাটাও না?

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿٤٦﴾

৪৫-৪৬. সবর ও নামায দ্বারা তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই নামায খুব মুশকিল কাজ। কিন্তু ঐসব অনুগত লোকদের জন্য মুশকিল নয়, যারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আপন রবের সাথে দেখা করতেই হবে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

রুকূ' ৬

يٰبَنِيٓ إِسْرٰٓءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. হে বনী ইসরাঈল! আমার ঐ নিয়ামতের কথা মনে কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম এবং এ কথাও মনে কর যে, আমি তোমাদেরকে সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।[১৯]

১৯. এর অর্থ এই নয় যে, চিরকালের জন্য দুনিয়ার সকল জাতির উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল; বরং এর মর্ম হচ্ছে– একসময় দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে তোমরাই সেই একক জাতি ছিলে, যাদের কাছে আল্লাহর দেওয়া সত্যের শিক্ষা বর্তমান ছিল এবং যাদেরকে সকল জাতির নেতা ও পথপ্রদর্শক বানানো হয়েছিল, যেন তোমরা বিশ্বের প্রভু আল্লাহর আনুগত্যের পথে সকল জাতিকে ডাকার দায়িত্ব পালন কর।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. ঐ দিনটিকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ কবুল হবে না, কাউকে ফিদইয়া নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং কোনো অপরাধী কোথাও থেকে সাহায্য পাবে না।

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. ঐ সময়ের কথা মনে কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফিরাউনী দলের[২০] গোলামি থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম তারা তোমাদেরকে কঠিন আযাব দিচ্ছিল, তোমাদের ছেলেদেরকে যবেহ করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে বেঁচে থাকতে দিত। এ অবস্থাটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য বিরাট পরীক্ষা ছিল।

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. ঐ সময়ের কথা মনে কর, যখন আমি সাগর চিড়ে তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছিলাম এবং তার মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে পার করে দিয়ে ফিরাউনের গোষ্ঠীকে তোমাদের চোখের সামনে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

৫১. আরো মনে করে দেখ, যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের সময় ঠিক করে ডেকেছিলাম[২১] আর তাঁর চলে যাওয়ার পর তোমরা বাছুরকে মা'বুদ বানিয়ে বসলে, তখন তোমরা বড়ই বাড়াবাড়ি করেছিলে।

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. এরপরও আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।

২০. 'আলে ফিরআউন'-এর অনুবাদ করা হয়েছে– ফিরাউনী দল। এর দ্বারা ফিরাউনের বংশ ও মিসরের শাসকশ্রেণী উভয়কে বোঝানো হয়েছে।

২১. অর্থাৎ, মিসর থেকে মুক্তি পেয়ে যখন বনী ইসরাঈল সিনাই উপদ্বীপে হাজির হলো, তখন আল্লাহ তাআলা সদ্যমুক্ত স্বাধীন এ জাতির উদ্দেশে শরীআতী বিধান ও বাস্তবজীবনে অনুসরণীয় হেদায়াত দানের জন্য হযরত মূসা (আ)-কে চল্লিশ দিন ও রাতের জন্য তূর পর্বতে ডেকে নেন।

৫৩. মনে করে দেখ (তোমরা যখন এমন বাড়াবাড়ি করছিলে ঠিক ঐ সময়) আমি মূসাকে কিতাব ও ফোরকান[২২] দিলাম, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার।

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আরো মনে করে দেখ, যখন মূসা (এ নিয়ামত নিয়ে জাতির কাছে ফিরে এলেন তখন তিনি) তার কাওমকে বললেন, হে আমার জাতি! বাছুরকে মা'বূদ বানিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই নিজেদের উপর কঠিন যুলুম করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার নিকট তাওবা কর, নিজেরাই নিজেদের জীবন বিনাশ কর।[২৩] এর মধ্যেই তোমাদের স্রষ্টার নিকট তোমাদের মঙ্গল রয়েছে। তখন তোমাদের স্রষ্টা তোমাদের তাওবা কবুল করে নিলেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং খুবই মেহেরবান।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾

৫৫. মনে করে দেখ, যখন তোমরা মূসাকে বলেছিলে, আল্লাহকে প্রকাশ্যে (তোমার সাথে কথা বলতে) না দেখা পর্যন্ত তোমার কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করব না, তখন তোমরা দেখতে পেলে যে, এক ভয়ানক আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলল।

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. তোমরা মরে পড়েছিলে, তারপর আমি আবার তোমাদেরকে বাঁচিয়ে তুললাম, যাতে (এ অনুগ্রহের পর) তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়েছি, মান্না ও সালওয়া খাদ্য হিসেবে দান করেছি, তোমাদেরকে বলেছি, যত পবিত্র জিনিস তোমাদেরকে দান করেছি তা থেকে তোমরা খাও। কিন্তু (তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا

২২. 'ফোরকান' অর্থ– যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ, দীনের সেই বুঝ ও জ্ঞান, যার দ্বারা মানুষ হক ও বাতিলের (সত্য ও মিথ্যার) মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্য হয়।

২৩. অর্থাৎ, নিজেদের সেই লোকদেরকে হত্যা কর, যারা বাছুরকে দেবতা বানিয়ে পূজা করেছিল।

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

যা কিছু করেছে) তাতে আমার উপর যুলুম হয়নি, বরং তারা নিজেদের উপরই যুলুম করেছে।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৫৮. তারপর মনে করে দেখ, যখন আমি তোমাদেরকে বললাম, তোমাদের সামনে যে জনপদ রয়েছে তাতে ঢুকে পড়, এতে যা উৎপন্ন হয় তা যেভাবে চাও মজা করে খাও; কিন্তু জনপদে ঢুকার সময় এর দরজায় নত হয়ে ঢুকবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে থাকবে।[২৪] তাহলে তোমাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দেবো এবং নেক লোকদের উপর আরো বেশি দয়া করব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

৫৯. কিন্তু যে কথা বলা হয়েছিল, যালিমরা তা বদলিয়ে ফেলল। শেষ পর্যন্ত আমি যালিমদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করলাম। তারা যে অবাধ্যতা করেছিল এটা তারই শাস্তি ছিল।

রুকূ' ৭

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

৬০. ঐ কথা মনে কর, যখন মূসা তার কাওমের জন্য পানি চেয়ে দোআ করল, তখন আমি বললাম, অমুক পাথরের উপর তোমার লাঠি মারো। ফলে তা থেকে বারোটি ঝরনা বের হলো এবং প্রত্যেক গোত্র জেনে নিল যে, তার পানি নেবার জায়গা কোনটি।[২৫] (তখন তাদেরকে হেদায়াত করা হয়েছিল যে,) আল্লাহর দেওয়া রিযক খাও ও পান কর এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না।

২৪. 'হিত্তাতুন'-এর দু'প্রকার অর্থ হতে পারে : ক. আল্লাহর নিকট নিজেদের গুনাহর জন্য মাফ চাইতে চাইতে যাওয়া। খ. লুট-মার ও পাইকারি হত্যার বদলে জনগণের দোষ মাফ করা এবং সাধারণ ক্ষমার কথা ঘোষণা করতে করতে যাওয়া।

২৫. বনী ইসরাঈল বারোটি দলে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ প্রত্যেক দলের জন্য আলাদাভাবে একেকটি ঝরনাধারা প্রবাহিত করেন; যেন তাদের মধ্যে পানি নিয়ে কোনো ঝগড়া-বিবাদ না হয়।

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ
فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ
مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ
قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ
هُوَ خَيْرٌ ۗ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۗ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ
بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ
ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. মনে করে দেখ, যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাবার পেয়ে সবর করতে পারি না। আপনার রবের কাছে দোআ করুন, যেন আমাদের জন্য জমিন থেকে শাক-সবজি, তরি-তরকারি, গম, ডাল ও পেঁয়াজ ইত্যাদি উৎপন্ন করেন। তখন মূসা বলেছিলেন, তোমরা কি একটা ভালো জিনিসের বদলে নিকৃষ্ট জিনিস নিতে চাও? তাহলে তোমরা কোনো শহরে যেয়ে থাক, তোমরা যা চাচ্ছ তা সেখানে পাবে। অবশেষে অবস্থা এই হলো যে, তাদের উপর অপমান ও লাঞ্ছনা এবং অবনতি ও দুরবস্থা নেমে এলো এবং তারা আল্লাহর গযবে পতিত হলো। এ অবস্থা এ জন্য হলো যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতে লাগল এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে থাকল। অবাধ্য হওয়ার কারণে এবং শরীআতের সীমা থেকে বের হয়ে যাওয়ার দরুনই তাদের এ দশা হয়েছে।

রুকূ' ৮

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى
وَالصّٰبِـِٔيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. নিশ্চিতভাবেই জেনে রাখ, এ নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী হোক আর ইহুদীই হোক অথবা খ্রিস্টান বা সাবী হোক, যারাই আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুঃখিত হবারও কারণ নেই।[২৬]

২৬. আগের ও পরের আলোচনার দিকে খেয়াল রাখলে এ কথা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, এখানে ঈমান ও সৎ কাজসমূহের এ জাতীয় বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান উদ্দেশ্য নয় যে, কোন্ কোন্ সত্য স্বীকার করলে ও কোন্ কোন্ কাজ করলে মানুষ আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হবে। এখানে ইহুদিদের একটি বাতিল ধারণার খণ্ডন করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা মনে করত, ইহুদিজাতিই পরকালে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। তাদের এ ভুল ধারণাও ছিল যে, ইহুদিদের সঙ্গে

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

৬৩. ঐ সময়ের কথা মনে কর, যখন আমি তূর পাহাড়কে তোমাদের উপর তুলে ধরে তোমাদের কাছ থেকে মযবুত ওয়াদা নিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে বলেছিলাম, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিচ্ছি তা শক্ত হাতে ধরে থেকো এবং এতে যেসব হুকুম ও হেদায়াত রয়েছে তা মনে রেখ। এভাবেই আশা করা যায়, তোমরা তাকওয়ার পথে চলতে পারবে।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ۝

৬৪. কিন্তু এরপর তোমরা তোমাদের ওয়াদা থেকে ফিরে গেলে। যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হতো তাহলে কবেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

৬৫. তারপর তোমাদের কাওমের ঐসব লোকের কথা তো তোমাদের জানাই আছে, যারা শনিবারের[২৭] আইন অমান্য করেছিল। আমি তাদেরকে বলে দিয়েছিলাম, তোমরা বানর হয়ে যাও এবং এমন অবস্থায় থাক, যেন তোমাদের উপর ধিক্কার পড়ে।

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا

৬৬. এভাবেই আমি তাদের পরিণামকে ঐ সময়কার মানুষ ও পরবর্তী লোকদের জন্য

আল্লাহর বিশেষ সম্পর্ক আছে; যা অন্য কারো সঙ্গে নেই। কাজেই তাদের দলের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক আছে, আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও কাজের দিক দিয়ে যেমনই হোক না কেন, তারা অবশ্যই নাজাত পাবে। আর যাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই এবং যারা তাদের দলের বাইরে তারা দোযখের লাকড়ি হওয়ার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের এ হিসাবের কোনো দামই নেই। তাঁর কাছে মূল্য ও মর্যাদা একমাত্র ঈমান ও সৎ কাজের। যে মানুষ এ সম্পদ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, সে পূর্ণ পুরস্কার লাভ করবে। আল্লাহর কাছে মানুষের গুণের ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয়। সেখানে মানুষের আদমশুমারির তালিকা ও খাতা-বইয়ের কোনো মূল্য নেই।

২৭. 'সাব্ত' অর্থ শনিবার। বনী ইসরাঈলের জন্য হুকুম করা হয়েছিল যে, তারা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন শনিবারকে বিশ্রাম ও ইবাদতের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে রাখবে। ঐদিন তারা দুনিয়ার কোনো কাজ-কারবার এমনকি খাবার পাক করার কাজও নিজেরা করবে না এবং তাদের চাকরদের দিয়েও করাবে না।

خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

উদাহরণ এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ বানিয়ে ছেড়েছি।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

৬৭. ঐ কথা মনে কর, যখন মূসা তাঁর কাওমকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটা গাভী যবেহ করার হুকুম দিচ্ছেন, তখন তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ?' মূসা বললেন, আমি জাহিলদের মতো কথা বলা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ۝

৬৮. তারা বলল, আচ্ছা, তাহলে তোমার রবের নিকট দরখাস্ত কর, যেন তিনি ঐ গাভী সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বিবরণ দেন। মূসা বললেন, আল্লাহ বলছেন যে, এমন গাভী হতে হবে যা বুড়িও নয়, বাছুরও নয়, বরং আধা বয়সের হতে হবে। সুতরাং যেমন হুকুম দেওয়া হয় তাই পালন কর।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ۝

৬৯. তারা আবার বলল, তোমার রবকে জিজ্ঞেস কর যে, এর রং কেমন হতে হবে? মূসা বললেন, আল্লাহ বলছেন যে, হলদে রং-এর গাভী হতে হবে। এর রং এমন গাঢ় হতে হবে, যেন দর্শক খুশি হয়ে যায়।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝

৭০. তারা আবার বলল, তোমার রব থেকে ভালো করে জেনে নিয়ে বল যে, গাভীটি কেমন হওয়া উচিত। গাভীটিকে নির্দিষ্ট করতে আমরা সন্দেহে পড়ে গেছি। আল্লাহ চাহে তো আমরা এর পরিচয় পেয়ে যাব।

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا

৭১. মূসা জবাব দিলেন, 'আল্লাহ বলছেন, ওটা এমন গাভী যা থেকে কোনো কাজ নেওয়া হয় না, হাল চাষও করে না, পানিও তোলে না, একেবারে নিখুঁত ও দাগবিহীন।' তখন তারা বলে উঠল, 'হ্যাঁ এতক্ষণে তুমি সঠিক তথ্য দিয়েছ।' এরপর তারা ওটাকে

وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

যবেহ করল। তারা তা করতে চেয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল না।[২৮]

রুকূ' ৯

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. ঐ ঘটনা কি তোমাদের মনে আছে, যখন তোমরা এক লোককে মেরে ফেলেছিলে, তারপর ঐ ব্যাপারে তোমরা ঝগড়া করেছিলে এবং একে অপরকে দোষারোপ করেছিলে, তখন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তোমরা যা গোপন করছ তা তিনি প্রকাশ করে দেবেন।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. সে সময় আমি হুকুম দিয়েছিলাম, নিহত ব্যক্তির লাশকে এর এক অংশ দিয়ে আঘাত কর। দেখ এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবন দান করেন এবং তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ দেখান, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. কিন্তু এমন নিদর্শন দেখার পরও তোমাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল—পাথরের মতো শক্ত, বরং তার চেয়েও বেশি শক্ত। কারণ পাথরের মধ্যে তো এমন পাথরও আছে, যা থেকে ঝরনা ফেটে বের হয়, কোনো পাথর ফেটে যায় এবং তা থেকে পানি বের হয়ে আসে, কোনোটা আল্লাহর ভয়ে কেঁপে পড়েও যায়। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর নন।

২৮. মিসরবাসী ও প্রতিবেশী জাতিসমূহের কাছ থেকে গাভীর মর্যাদা ও পবিত্রতার ধারণা এবং গো-পূজার রোগ বনী ইসরাঈলের মধ্যে গভীরভাবে সংক্রমিত হয়েছিল। সে কারণে তারা মিসর থেকে বের হওয়ার পরপরই বাছুরকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ জন্যই তাদেরকে গাভী যবেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। তারা এ হুকুম এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং এ সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলতে থাকে। তারা যতই এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রশ্ন করে ততই তারা সেই প্রশ্নসমূহের বেড়াজালে বেশি করে আটকে যেতে থাকে। এমনকি সে যামানায় তারা যে বিশেষ ধরনের গাভী নিজেদের পূজার জন্য নির্দিষ্ট করত, শেষ পর্যন্ত সেই বিশেষ রঙের গাভী যবেহ করার হুকুম দেওয়া হয়। এ যেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো যে, তারা তাদের পূজার গাভীকেই যবেহ করুক।

৭৫. (হে মুসলমানগণ!) তোমরা কি এখনও তাদের ব্যাপারে আশা রাখ যে, এরা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে?[২৯] তাদের এক দলের নীতি এই ছিল যে, তারা আল্লাহর কালাম শুনত, তারপর খুব ভালো করে বুঝে-শুনে ইচ্ছা করেই তা বিকৃত করত।

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝٧٥

৭৬. তারা যখন [মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি] ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আমরাও তাঁকে মানি; কিন্তু যখন তাদের একে অপরের মধ্যে গোপনে আলাপ হয় তখন তারা বলে, তোমাদের কি বুদ্ধি নেই? তোমরা কি তাদেরকে ঐসব কথা বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন? তাহলে তো তারা ঐসব কথা তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরই বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝٧٦

৭৭. এরা কি জানে না, তারা যা কিছু গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে তা সবই আল্লাহর জানা আছে?

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝٧٧

৭৮. তাদের মধ্যে অশিক্ষিতদের আরেকটা দল আছে, যারা কিতাবের কোনো ইলম রাখে না। তারা শুধু ভিত্তিহীন আশা-ভরসা নিয়ে বসে আছে, আর অমূলক ধারণা-বিশ্বাস নিয়ে চলে।

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝٧٨

৭৯. সুতরাং তাদের জন্যই ধ্বংস, যারা নিজেদের হাতে শরীআতের বিধান রচনা করে। তারপর লোকদের বলে যে, 'এসব

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ

২৯. মদীনার যেসব নওমুসলিম সবেমাত্র নবী (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল, তাদের উদ্দেশেই এ কথা বলা হয়েছে। নবুওয়াত, কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল, শরীআত ইত্যাদির যেসব কথা তারা আগে শুনেছিল সেসব কথা তারা তাদের প্রতিবেশী ইহুদিদের কাছ থেকেই শুনেছিল। তাই তারা আশা পোষণ করছিল, পূর্ব থেকেই যেসব লোক নবী ও আসমানি কিতাব মেনে আসছে এবং যাদের দেওয়া খবরের সাহায্যে তারা ঈমানের নিয়ামত লাভ করে ধন্য হয়েছে তারা এ ব্যাপারে অবশ্যই তাদের সঙ্গী হবে; বরং এ পথে তারাই আগে আসবে।

ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে' যাতে এর বদলে সামান্য কিছু মূল্য পেতে পারে। তাদের হাতের এ লেখাও তাদের ধ্বংসের কারণ এবং তাদের এ রোজগারও তাদের ধ্বংসের বাহন।

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. তারা বলে, দোযখের আগুন আমাদেরকে ছুঁতেও পারবে না। তবে কয়েক দিনের শাস্তি হতেও পারে। তাদের জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো ওয়াদা নিয়েছ? যার বিরুদ্ধে তিনি চলতে পারবেন না? অথবা ব্যাপার এই যে, তোমরা আল্লাহর উপর দায়িত্বারোপ করে এমন কথা বলে বেড়াচ্ছ, যে কথার কোনো দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন কি না, সে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না।

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

৮১. (কী কারণে দোযখের আগুন তোমাদেরকে ছুঁবে না?) হ্যাঁ, যারাই পাপ করবে এবং নিজের পাপের দ্বারা ঘেরাও হয়ে থাকবে, তারাই দোযখের অধিবাসী এবং তারা চিরদিন দোযখেই থাকবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. আর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তারাই বেহেশতের অধিবাসী এবং তারা চিরদিন বেহেশতেই থাকবে।

রুকূ' ১০

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ

৮৩. মনে করে দেখ, বনী ইসরাঈল থেকে আমি মযবুত ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে; জনগণের সাথে ভালো কথা বলবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। কিন্তু কিছু লোক ছাড়া তোমরা সবাই ঐ

إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

ওয়াদা থেকে ফিরে গেছ এবং এখন পর্যন্ত ফিরেই আছ।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আবার মনে করে দেখ, আমি তোমাদের কাছ থেকে মযবুত ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, একে অপরের রক্তপাত করবে না এবং একে অপরকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে না। তোমরা এ কথা স্বীকার করেছিলে। এ বিষয়ে তোমরা নিজেরাই সাক্ষী।

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. কিন্তু আজ তোমরাই ঐ লোক, যারা নিজেদের ভাইদেরকেই হত্যা করছ, নিজেদের কতক আত্মীয়-স্বজনকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিচ্ছ, যুলুম ও বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছ, আর যখন তারা যুদ্ধে বন্দি হয়ে তোমাদের কাছে আসে তখন তাদের মুক্তির জন্য তোমরা ফিদ্‌ইয়ার লেনদেন করছ; অথচ তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করাই তোমাদের উপর একেবারে হারাম ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের এক অংশের উপর ঈমান রাখ আর বাকি অংশকে অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ করবে তাদের জন্য এছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং আখিরাতে তাদেরকে কঠিন আযাবের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তোমরা যা কিছু করছ, সে বিষয়ে আল্লাহ বেখবর নন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. এরাই ঐসব লোক, যারা আখিরাতকে বেচে দুনিয়ার জীবনকে কিনে নিয়েছে। তাই তাদের আযাব থেকে কিছুই কমানো হবে না এবং তাদের কাছে কোনো সাহায্যও পৌঁছতে পারবে না।

রুকূ' ১১

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। এরপর একের পর এক রাসূল পাঠিয়েছি। শেষে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়ে পাঠিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা[৩০] দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। এটা তোমাদের কেমন আচরণ যে, যখনই কোনো রাসূল তোমাদের নাফসের খাহেশের বিপরীত কোনো জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন, তখন তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ই করেছ– কাউকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছ, আর কাউকে হত্যা করেছ।

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. এরা বলে, 'আমাদের দিল নিরাপদ আছে।' না, আসল কথা হলো, তাদের কুফরীর দরুন তাদের উপর আল্লাহর লানত পড়েছে। তাই তারা কমই ঈমান আনে।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾

৮৯. আর এখন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কিতাব তাদের কাছে এল, এর সাথে তাদের ব্যবহার কেমন? এ কিতাব যদিও তাদের কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং যদিও এর আসার আগে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাহায্য পাওয়ার জন্য দোআ করত,[৩১] তবুও যখন তা এসে গেল এবং তারা তা চিনতেও পারল, তখন তারা তা মানতে অস্বীকার করল। ঐ কাফিরদের উপর আল্লাহর লানত।

৩০. 'রূহুল কুদুস' বা 'পবিত্র আত্মা'-এর বিভিন্ন রকম অর্থ হতে পারে– অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)। এ ছাড়া এর মানে হযরত ঈসা (আ)-এর পবিত্র 'আত্মা'ও হতে পারে। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর আত্মাকে পবিত্র গুণাবলি দ্বারা সাজিয়েছিলেন।

৩১. নবী করীম (স)-এর আগমনের পূর্বে ইহুদিরা সেই নবী আসার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করত, যাঁর আগমন সম্পর্কে তাদের নবীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন এবং তারা তাঁর তাড়াতাড়ি আগমনের জন্য দোআও করত, যাতে কাফিরদের দাপট কমে যায় ও তাদের উন্নতির যুগ শুরু হয়।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٠﴾

৯০. যা দ্বারা তারা নিজেদের মনে সান্ত্বনা পায়[৩২] তা কতই না খারাপ! যে হেদায়াত আল্লাহ নাযিল করেছেন তা শুধু এই জিদের কারণে তারা কবুল করতে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উপরই তার অনুগ্রহ (ওহী ও রিসালাত) দান করেছেন।[৩৩] তাই তারা গযবের উপর গযবের যোগ্য হয়ে গেছে এবং এ ধরনের কাফিরদের জন্য অতি অপমানজনক শাস্তি নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾

৯১. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু ঐ জিনিসের উপর ঈমান আনি, যা আমাদের (ইসরাঈল বংশের) উপর নাযিল হয়েছে। এর বাইরে যা এসেছে তা মানতে তারা অস্বীকার করে। অথচ তা সত্য এবং যে শিক্ষা তাদের নিকট রয়েছে তার সত্যতাও তারা স্বীকার ও সমর্থন করে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমাদের উপর যে হেদায়াত এসেছিল যদি তার উপর তোমাদের ঈমান থেকে থাকে তাহলে এর আগে আল্লাহর ঐ নবীদেরকে (যারা বনী ইসরাঈলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন) কেন হত্যা করেছিলে?

৩২. এ আয়াতের আরেকটি তরজমা এরূপ হতে পারে : যার জন্য তারা নিজেদের জীবনকে বিক্রয় করছে তা কত নিকৃষ্ট জিনিস; অর্থাৎ নিজেদের সাফল্য, সৌভাগ্য ও মুক্তিকে তারা বরবাদ করল।

৩৩. তাদের মনের বাসনা ছিল, ভবিষ্যতে যে নবী আসবেন তিনি যেন তাদের কাওমের মধ্যে জন্ম নেন। কিন্তু সেই নবী যখন অন্য একটি কাওমের মধ্যে জন্ম নিলেন, যে কাওমকে তারা নিজেদের তুলনায় ছোট মনে করত, তখন তারা তাঁকে অস্বীকার করল। তাদের মনের ভাবখানা এমন যে, আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে তাদের কথামতো নবী পাঠালে তবে ঠিক হতো।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝

৯২. তোমাদের কাছে মূসা স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। তা সত্ত্বেও তোমরা এমন যালিম ছিলে যে, তিনি অনুপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই তোমরা বাছুরকে মা'বুদ বানিয়ে বসলে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ٭ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৯৩. তূর পাহাড়কে তোমাদের উপর তুলে ধরে তোমাদের কাছ থেকে আমি যে ওয়াদা নিয়েছিলাম, সে কথা মনে করে দেখ। আমি তাকীদ দিয়ে বলেছিলাম, আমি যে হেদায়াত দিচ্ছি তা খুব মযবুতভাবে পালন কর এবং তা কান লাগিয়ে শুন। তোমাদের বাপ-দাদারা বলল, 'আমরা শুনলাম, কিন্তু আমরা মানবো না।' তাদের কুফরীর অবস্থা এমনই ছিল যে, তাদের দিলে বাছুরই কায়েম হয়েছিল। তাদেরকে বলুন, 'তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক তাহলে তোমাদের ঈমান বড়ই অদ্ভুত, যা এ ধরনের খারাপ কাজের হুকুম দেয়।'

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৯৪. তাদেরকে বলুন, যদি সত্যিই আল্লাহর নিকট আখিরাতের যে ঘর আছে তা আর সব মানুষের বদলে শুধু তোমাদের জন্যই খাস করে রাখা হয়ে থাকে, তাহলে তো তোমাদের মৃত্যু কামনা করাই উচিত, অবশ্য যদি তোমাদের এ ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাক।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৯৫. নিশ্চিত জেনে রাখ, তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ তারা নিজ হাতে যা কিছু কামাই করে সেখানে পাঠিয়েছে, তার দাবি এটাই যে, (তারা সেখানে যাওয়ার বাসনা করতে পারে না) আল্লাহ ঐ যালিমদের অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানেন।

৯৬. তোমরা তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোভী দেখতে পাবে। এমনকি এ বিষয়ে তারা মুশরিকদের চেয়েও অগ্রসর। তাদের এক একজন চায় যে, কোনো রকমে হাজার বছর যেন বেঁচে থাকে। অথচ বেশি বয়স তাদেরকে কোনো অবস্থায়ই আযাব থেকে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা কিছু আমল করছে তা তো আল্লাহ্ দেখতেই পাচ্ছেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

রুকূ' ১২

৯৭. তাদেরকে বলুন, যে কেউ জিবরাঈলের সাথে দুশমনির মনোভাব রাখে,[৩৪] তার জানা উচিত, জিবরাঈল আল্লাহরই হুকুমে এ কুরআন আপনার কালবের উপর নাযিল করেছে– যা আগের কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে এবং ঈমানদারদের জন্য হেদায়াত ও সফলতার সুসংবাদ বহন করে এনেছে।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

৯৮. (যদি জিবরাঈলের সাথে তাদের দুশমনির কারণ এটাই হয়ে থাকে তাহলে বলে দিন) যারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ ও তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের দুশমন, আল্লাহ সেই কাফিরদেরও দুশমন।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯. আমি আপনার উপর এমন সব আয়াত নাযিল করেছি, যা স্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশক এবং যারা ফাসিক একমাত্র তারাই তা মানতে অস্বীকার করে।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

৩৪. ইহুদিরা শুধু নবী করীম (স) এবং তাঁর প্রতি যাঁরা ঈমান এনেছিলেন তাঁদেরকেই মন্দ বলত না। আল্লাহর প্রিয় সম্মানিত ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-কেও তারা গাল দিত ও বলত সে আমাদের শত্রু, সে রহমতের ফেরেশতা নয়; বরং আযাবের।

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. সবসময়ই কি এমন হয়নি যে, যখন তারা কোনো ওয়াদা করেছে, তখন তাদের কোনো না কোনো দল অবশ্যই তা ভঙ্গ করেছে, বরং তাদের অধিকাংশ এমনই যে, তারা খাঁটি দিলে ঈমানই আনেনি।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

১০১. আর যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো রাসূল ঐ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থনকারী হিসেবে এসেছেন, যা তাদের কাছে আগে থেকেই ছিল, তখন ঐ আহলে কিতাবদের মধ্যে এক দল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পেছনে ফেলে রেখেছে, যেন তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ

১০২. তারা ঐসব কথা মেনে চলতে লাগল, যা শয়তানেরা সুলাইমানের রাজ্যের নাম নিয়ে পেশ করছিল। অথচ সুলাইমান কখনো কুফরী করেনি। ঐ শয়তানরাই কুফরী করছিল, যারা জনগণকে জাদু শিক্ষা দিচ্ছিল। তারা ঐসব বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে পড়ল, যা ব্যাবিলনে হারূত ও মারূত নামক দুজন ফেরেশতার উপর নাযিল করা হয়েছিল। অথচ ঐ (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে ঐ বিষয়ের শিক্ষা দিত তখন পয়লাই স্পষ্টভাবে সাবধান করে দিত যে, 'দেখ আমরা এক পরীক্ষা মাত্র, তুমি কুফরী করো না।'[৩৫] তবু তারা ফেরেশতাদের কাছ থেকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করত যা দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে

৩৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন কথা আছে। কিন্তু আমি এর যা অর্থ বুঝেছি তা হচ্ছে– বনী ইসরাঈল যখন বাবেলে দাস ও বন্দিজীবন যাপন করছিল তখন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা দুজন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন। লূত (আ)-এর জাতির কাছে যেরূপ ফেরেশতাগণ সুন্দর বালকের আকারে গিয়েছিলেন, বনী ইসরাঈলের কাছে ফেরেশতারা হয়তো পীর ও ফকির হিসেবে গিয়েছিলেন। সেখানে হয়তো তাঁরা একদিকে জাদুর বাজারে নিজেদের দোকান ফেঁদে বসেছিলেন, অন্যদিকে তাঁরা এই বলে প্রতিটি মানুষকে সাবধানও করে দিতেন যে, 'দেখ, আমরা তোমাদের নিকট পরীক্ষাস্বরূপ; তোমরা নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না।' কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকেরা তাঁদের জাদুর ক্রিয়াকাণ্ড, তাবিজ-তুমার ও মন্ত্র-তন্ত্রের জন্য পাগলের মতো ছুটে আসত।

أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অবশ্য আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এ উপায়ে তারা কারো ক্ষতি করতে পারত না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন কথা শিখত, যা তাদের জন্য উপকারী ছিল না, বরং ক্ষতিকর ছিল। তারা ভালো করেই জানত, যে ব্যক্তি এ জিনিসের খরিদ্দার হয় তার জন্য আখিরাতে কোনো হিস্যা নেই। তারা যে জিনিসের বদলে নিজেদের জান বেচে দিয়েছে তা কতই না খারাপ! হায়, তারা যদি সে কথা জানত।

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

১০৩. তারা যদি ঈমান ও তাকওয়া কবুল করত তাহলে আল্লাহর কাছে এর যে বদলা মিলতো তা তাদের জন্য বেশি ভালো হতো। হায়, যদি তারা তা জানতে পারত!

রুকূ' ১৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১০৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা 'রা-য়িনা' বল না, বরং 'উনযুরনা' বল এবং মন দিয়ে কথা শুন।[৩৬] এ কাফিররা তো কঠিন শাস্তিরই যোগ্য।

مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

১০৫. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা হকের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তারা এ কথা মোটেই পছন্দ করে না যে, আপনার রবের কাছ থেকে কোনো মঙ্গল আপনার উপর নাযিল হোক। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের রহমত দেওয়ার জন্য বেছে নেন। আর তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

৩৬. ইহুদীরা যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিসে আসত তখন তারা বিভিন্নভাবে তাদের মনের জ্বালা মেটানোর চেষ্টা করত। নবী করীম (স)-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথা-বার্তার মধ্যে যখন তাদের এ কথা বলার প্রয়োজন হতো যে, 'থামুন, আমাদেরকে এ কথাটা বুঝে নেওয়ার একটু সুযোগ দিন' তখন তারা বলত 'রায়িনা'। এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে– আমাদের জন্য একটু থামুন, একটু খেয়াল করুন বা আমাদের কথা শুনুন; কিন্তু এর খারাপ অর্থও আছে। তাই মুসলমানদের হুকুম দেওয়া হলো, তোমরা এ শব্দ ব্যবহার করো না। এর বদলে 'উনযুরনা' বলতে থাক। এর অর্থ হচ্ছে– 'আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন বা আমাদেরকে একটু বুঝে নিতে সুযোগ দিন'।

১০৬. আমি যে আয়াতই বিলোপ করি বা ভুলিয়ে দেই, তার জায়গায় এর চেয়ে ভালো অথবা কমপক্ষে ঐ রকমই কোনো আয়াত[৩৭] নিয়ে আসি। তোমরা কি জান না, আল্লাহ সব জিনিসের উপরই ক্ষমতা রাখেন?

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১০৭. তোমরা কি জান না, আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই জন্য এবং তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই?

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলের নিকট ঐ রকম প্রশ্ন ও দাবি পেশ করতে চাও, যে রকম এর আগে মূসাকে করা হয়েছে?[৩৮] অথচ যে ঈমানের বদলে কুফরী আচরণ করল, সে সঠিক পথ থেকে সরে গেল।

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

১০৯. আহলে কিতাবের মধ্যে অধিকাংশ লোকই চায় যে, কোনো রকমে যেন তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে কুফরীতে নিয়ে যেতে পারে। যদিও সত্য তাদের কাছে স্পষ্ট, তবু তাদের নাফসের হিংসার কারণে তারা এমন করছে। এর জবাবে তোমরা ক্ষমা ও মার্জনা কর, যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজেই কোনো সিদ্ধান্ত করে দেন। তোমরা নিশ্চিত থাক, আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৩৭. এখানে একটা বিশেষ সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে, যা ইহুদীরা মুসলমানদের দিলে ঢোকানোর চেষ্টা করত। তাদের আপত্তি ছিল– যদি আগের আসমানি কিতাবগুলো আল্লাহর তরফ থেকে এসে থাকে আর এ কুরআনও যদি একই আল্লাহর তরফ থেকে এসে থাকে, তাহলে আগের কিতাবের কতক হুকুমের বদলে কুরআনে অন্য রকম হুকুম কেন দেওয়া হয়েছে?

৩৮. ইহুদীরা খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্ম তর্ক তুলে মুসলমানদের সামনে নানা প্রশ্ন তুলে ধরত এবং নবী (স)-কে নানা প্রশ্ন করার জন্য তাদেরকে উসকে দিত– এটা জিজ্ঞেস কর, ওটা জিজ্ঞাসা কর, সেটা জিজ্ঞাসা কর ইত্যাদি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তোমরা এ ব্যাপারে ইহুদীদের কথা শুনবে না। তোমরা তাদের হাবভাব থেকে বেঁচে থাক।

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

১১০. নামায কায়েম কর, যাকাত দাও। তোমরা পরকালের জন্য ভালো যা কিছু কামাই করে পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তা মওজুদ পাবে। তোমরা যা কিছু কর তা সবই আল্লাহ দেখতে পান।

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা বলে, ইহুদী বা খ্রিস্টান না হওয়া পর্যন্ত কেউ বেহেশতে যাবে না। এটা তাদের কামনা মাত্র। তাদেরকে বলুন, তোমাদের দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. আসলে তোমাদের বা আর কারো কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই। বরং সত্য কথা এই যে, যে-ই নিজের সত্তাকে আল্লাহর অনুগত করে দেবে এবং বাস্তবে নেক হয়ে চলবে, তার জন্য তার রবের নিকট বদলা রয়েছে। তাদের জন্য কোনো ভয় বা দুঃখ নেই।

রুকূ' ১৪

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. ইহুদীরা বলে, 'খ্রিস্টানদের কাছে কিছুই নেই।' খ্রিস্টানরা বলে, 'ইহুদীদের কাছে কিছুই নেই।' অথচ উভয়েই কিতাব পড়ে। যাদের কাছে কিতাবের ইলম নেই তারাও এ ধরনের দাবি করে থাকে। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর মীমাংসা করে দেবেন।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪. যে লোক আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নাম নিতে বাধা দেয় এবং তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে? এ ধরনের লোকদের ঐ ইবাদতের জায়গায় ঢোকাই উচিত নয়। আর যদি তারা যায়-ই তাহলে ভীত অবস্থায় যেন যায়। তাদের জন্য দুনিয়ায় অপমান এবং আখিরাতে কঠোর আযাব রয়েছে।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে। আল্লাহ বড়ই ব্যাপক ও সবকিছুর ইলম রাখেন।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ بَلْ لَهُ مَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তারা বলে, আল্লাহ কাউকে সন্তান বানিয়েছেন। আল্লাহ এসব থেকে পাক-পবিত্র। আসল সত্য এই যে, আসমান ও জমিনের সবকিছুই তাঁর মালিকানায় আছে। সবকিছুই তাঁর অনুগত ও বাধ্য।

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

১১৭. তিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। তিনি যখন কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি শুধু এটুকু হুকুম দেন যে, 'হয়ে যাও'; আর অমনি তা হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ
أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. জাহেল লোকেরা বলে, আল্লাহ নিজে কেন আমাদের সাথে কথা বলে না, অথবা আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ কেন আসে না? এদের আগেও লোকেরা এ ধরনের কথা বলত। এসব (আগের ও পরের গোমরাহ) লোকদের মনের অবস্থা একই রকম। যারা বিশ্বাস করার লোক তাদের জন্য তো আমি সব নিদর্শন স্পষ্ট করে দিয়েছি।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ
عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

১১৯. (এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে,) আমি সত্য জ্ঞান দিয়ে আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি।[৩৯] যারা দোযখের অধিবাসী, তাদের পক্ষ থেকে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

৩৯. অর্থাৎ অন্য নিদর্শনের দরকার কী? সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ তো মুহাম্মদ (স)-এর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের নবুওয়াতপূর্ব অবস্থা, আর যে দেশ ও জাতির মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছেন তার অবস্থা এবং যে অবস্থার মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন ও জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়েছেন তারপর সেই বিরাট ও মহান কার্যাবলি যা নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর তিনি করেছেন— এ সবকিছু এমন উজ্জ্বল নিদর্শন যে, এরপর অন্য কোনো নিদর্শনের দরকার পড়ে না।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾

১২০. আপনি তাদের পথে না চলা পর্যন্ত ইহুদী ও খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। আপনি স্পষ্ট বলে দিন, যে পথ আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছেন সেটাই সঠিক পথ। আপনার কাছে যে ইলম এসেছে তার পরও যদি আপনি তাদের মনমতো চলেন, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে আপনাকে বাঁচানোর জন্য কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা এমনভাবে পড়ে যেমন পড়া উচিত। তারা এর উপর খাঁটি দিলে ঈমান আনে।[৪০] আর যারা এর সাথে কুফরী করে তারাই আসলে ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকূ' ১৫

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২২. হে বনী ইসরাঈল! আমার ঐ নিয়ামতের কথা মনে কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছিলাম। আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার সব জাতির উপর মর্যাদা দিয়েছিলাম।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোনো উপকারে আসবে না, কারো কাছ থেকে ফিদ্‌ইয়া কবুল করা হবে না, কোনো সুপারিশ কোনো উপকারে আসবে না এবং অপরাধীদের কাছে কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পৌঁছতে পারবে না।

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۗ

১২৪. মনে করে দেখ, যখন ইবরাহীমকে তাঁর রব কতক বিষয়ে যাচাই করলেন এবং সব বিষয়েই তিনি সফলকাম হলেন, তখন

৪০. এখানে আহলে কিতাবদের মধ্যকার সৎ ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। যেহেতু তাঁরা আল্লাহর যে কিতাব তাঁদের কাছে আগে থেকেই ছিল তা সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যপ্রিয়তার সঙ্গে পড়তেন সেহেতু তাঁরা কুরআন শুনে বা পড়েই তার প্রতি ঈমান আনেন।

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে সব মানুষের নেতা বানাতে চাই।' ইবরাহীম বললেন, 'আমার সন্তানদের বেলায়ও কি এ ওয়াদা রয়েছে?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমার ওয়াদা যালিমদের ব্যাপারে নয়।'[৪১]

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

১২৫. আরো মনে কর, যখন আমি এই (কা'বা) ঘরকে জনগণের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপদ জায়গা বানিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে হুকুম দিলাম, 'ইবরাহীম যেখানে ইবাদতের জন্য দাঁড়ান সে জায়গাকে স্থায়ী জায়নামায বানিয়ে নাও।' আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ দিয়েছিলাম যে, 'আমার এ ঘরকে তাওয়াফ, ই'তিকাফ, রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র করে রাখুন।'

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

১২৬. এ কথাও মনে কর, যখন ইবরাহীম দোআ করলেন, 'হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ বানাও এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে মানে তাদেরকে সবরকম ফল রিয্ক হিসেবে দান কর।' তখন এর জবাবে তার রব বললেন, যে কুফরী করবে তাকেও আমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জীবিকা দান করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে দোযখের আযাবের দিকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব। আর তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

১২৭. আরো মনে কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের দেয়াল তৈরি করছিলেন, তখন তারা দোআ করেছিলেন, হে আমাদের রব! আমাদের এ খিদমত কবুল করো। তুমি সবকিছু শোন ও দেখ।

৪১. অর্থাৎ, এ ওয়াদা তোমার বংশের শুধু সেসব লোকদের পক্ষে দেওয়া হয়েছে, যারা সৎ। তাদের মধ্যে যারা যালিম, এ ওয়াদা তাদের জন্য নয়। এখানে 'যালিম' শব্দের অর্থ শুধু মানুষের উপর অত্যাচারকারী নয়, এর দ্বারা সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধীদেরকেও বোঝানো হচ্ছে।

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

১২৮. হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার অনুগত (মুসলিম) বানাও। আমাদের বংশ থেকে এমন এক জাতি বানাও, যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদতের নিয়ম শেখাও এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ কর। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم

১২৯. হে আমাদের রব! তাদের জন্য তাদেরই জাতির মধ্য থেকে এমন এক রাসূল পাঠিয়ে দিও, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ শোনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের জীবনকে পবিত্র করে গড়ে তুলবেন। তুমি বড়ই শক্তিমান ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

রুকূ' ১৬

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

১৩০. এমন কে আছে যে, ইবরাহীমের তরীকাকে ঘৃণা করে? যে নিজকে বোকা ও মূর্খ বানিয়ে রেখেছে সে ছাড়া আর কে এমন কাজ করতে পারে? ইবরাহীম তো ঐ লোক, যাকে আমি দুনিয়ার মধ্যে আমার কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছি। আর আখিরাতে তিনি নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবেন।

إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

১৩১. তার অবস্থা তো এমন ছিল, যখন তার রব তাকে বললেন, 'তুমি মুসলিম (অনুগত) হয়ে যাও',[৪২] তখনই তিনি বললেন, আমি সারা জাহানের রবের অনুগত হয়ে গেলাম।

ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن

১৩২. তিনি তার সন্তানদের ঐ তরীকায় চলার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ইয়াকুবও তার সন্তানদের ঐ উপদেশই দিয়ে

৪২. মুসলিম অর্থ– যে আল্লাহর নিকট বিনয়ে মাথানত করে; শুধু আল্লাহকেই নিজের মালিক, প্রভু, শাসক, বিধান ও হুকুমদাতা এবং উপাস্য বলে গণ্য ও মান্য করে; যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে ও আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া হেদায়াত ও নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করে। এই বিশ্বাস ও কর্মধারার নামই 'ইসলাম'। আর এটাই হচ্ছে সকল নবীর দীন বা জীবনধারা, যা সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এসেছে।

اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ ۝

গেছেন। তারা বলেছিলেন, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনই পছন্দ করেছেন। তাই মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়েই থাকবে।

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ
قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ
اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

১৩৩. তোমরা কি ঐ সময় হাজির ছিলে, যখন ইয়াকুব দুনিয়া থেকে বিদায় হচ্ছিলেন? তিনি মৃত্যুর সময় তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবারা! আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা সবাই জবাব দিলো, আমরা ঐ এক আল্লাহর দাসত্ব করব, যাকে আপনি ও আপনার পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক মা'বুদ মেনে গেছেন। আমরা তাঁরই অনুগত আছি।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا
كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৩৪. তারা এক উম্মত ছিলেন, যারা অতীত হয়ে গেছেন। তারা যা কামাই করে গেছেন তা তাদেরই; আর যা তোমরা কামাই করবে তা তোমাদের। তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তারা কী আমল করেছিলেন।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا قُلْ بَلْ
مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১৩৫. ইহুদীরা বলত, 'তোমরা ইহুদী হয়ে যাও, তাহলে হেদায়াত পেয়ে যাবে।' খ্রিস্টানরা বলত, 'তোমরা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তাহলে হেদায়াত পাবে।' তাদেরকে বলে দিন, না (তোমাদের কথা ঠিক নয়) ইবরাহীমের পথই ঠিক, আর ইবরাহীম মুশরিক ছিলেন না।

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى
اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ
وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ
مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝

১৩৬. (হে মুসলিম সমাজ!) তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর; ঐ হেদায়াতের উপর, যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে; আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানদের উপর নাযিল হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা শুধু আল্লাহরই অনুগত।

১৩৭. তোমরা যেমন ঈমান এনেছ, তারাও যদি তেমনি ঈমান আনে তাহলে তারা হেদায়াত পেল। আর যদি তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তো অবশ্যই তারা হঠকারিতায় লিপ্ত। তাই নিশ্চিত থাক, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি সবকিছুই শুনেন ও জানেন।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

১৩৮. আপনি বলুন, আল্লাহর রং ধারণ কর। তাঁর রং থেকে আর কার রং বেশি ভালো হতে পারে? আমরা তাঁরই দাসত্ব করে চলেছি।

صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

১৩৯. হে নবী! তাদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনি আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আর আমরা খাঁটিভাবে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করছি।

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ

১৪০. অথবা তোমরা কি বলতে চাও, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানগণ ইহুদী বা খ্রিস্টান ছিলেন? আপনি বলুন, তোমরা বেশি জানো, না আল্লাহ বেশি জানেন? তার চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ্য দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে, অথচ সে তা গোপন রাখে? তোমাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই অমনোযোগী নন।

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

১৪১. তারা এমন কিছু লোক ছিল, যারা অতীত হয়ে গেছে। তাদের কামাই তাদেরই জন্য, আর তোমাদের কামাই তোমাদের জন্য। তোমাদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

পারা ২

রুকূ' ১৭

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

১৪২. মূর্খ লোকেরা অবশ্যই বলবে, তাদের কী হলো যে, প্রথমে যে কিবলার দিকে মুখ করে তারা সালাত আদায় করত, তা থেকে তারা হঠাৎ ফিরে গেল?[৪৩] হে নবী! তাদেরকে বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর। যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকেই সঠিক পথ দেখান।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

১৪৩. এভাবেই তো আমি তোমাদেরকে এক 'মধ্যমপন্থি উম্মত' বানিয়েছি,[৪৪] যাতে তোমরা দুনিয়ার মানুষের জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।[৪৫] প্রথমে তোমরা (নামাযে) যেদিকে মুখ করতে সে দিকটিকে তো আমি শুধু এ উদ্দেশ্যে কিবলা বানিয়েছিলাম, যেন আমি জেনে নিতে পারি, কে রাসূলকে মেনে চলে আর কে উল্টো দিকে ফিরে যায়। এ ব্যাপারটা তো বড়ই কঠিন ছিল। কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন তাদের জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। আল্লাহ তোমাদের এ ঈমানকে কখনো নষ্ট করবেন না। নিশ্চিত জানবে যে, আল্লাহ মানুষের উপর বড়ই দয়ালু ও মেহেরবান।

৪৩. নবী করীম (স) হিজরতের পর পবিত্র মদীনায় ষোল বা সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। তারপর পবিত্র কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার হুকুম আসে।

৪৪. 'উম্মতে ওয়াসাত' তথা মধ্যমপন্থি বা মধ্যম মর্যাদাসম্পন্ন জাতি ও দলের অর্থ হচ্ছে– এমন একটি আদর্শ ও মর্যাদাবান দল, যারা ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও মধ্যমপন্থার অনুসারী; যাদের আচার-আচরণে বাড়াবাড়ি নেই; যারা দুনিয়ার সব জাতির মধ্যমণি বা নেতৃত্বের আসনে থাকবে; সবার সাথে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে যাদের সম্বন্ধ কায়েম থাকবে এবং কারো সাথেই অন্যায় ও অনুচিত ব্যবহার যারা করবে না।

৪৫. এর অর্থ– পরকালে আমি যখন একত্রে গোটা মানবজাতির হিসাব নেব তখন আমার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে রাসূল (স) তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি তাঁকে যে নির্ভুল চিন্তা, সৎকাজ ও ইনসাফপূর্ণ বিধান শিক্ষা দিয়েছিলাম তা তিনি কিছুমাত্র কম-বেশি না করে সবটুকু তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং বাস্তবে সে অনুসারে কাজ করে তোমাদের দেখিয়েছেন। এরপর রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে আমার সামনে

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾

১৪৪. হে নবী! আপনি যে বারবার আসমানের দিকে মুখ তুলছেন তা আমি দেখতে পাচ্ছি। নিন, এখন আমি ঐ কিবলার দিকেই আপনার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা আপনি পছন্দ করেন। মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরান। অতঃপর যেখানেই থাকুন ঐ দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করুন।[৪৬] আর এসব লোক যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা ভালো করেই জানে যে, (কিবলা বদলানোর) এ হুকুম তাঁদের রবের পক্ষ থেকেই এসেছে এবং তা সত্য। কিন্তু এ সত্ত্বেও এরা যা করছে সে বিষয়ে আল্লাহ্ অমনোযোগী নন।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

১৪৫. হে নবী! আপনি এ আহলে কিতাবদের কাছে যে নিদর্শনই নিয়ে আসেন না কেন, এটা সম্ভব নয় যে, তারা আপনার কিবলা অনুসরণ করবে। আর আপনার জন্যও সম্ভব নয় যে, আপনি তাদের কিবলা অনুসরণ করবেন। তাদের কোনো দলই অন্য কারো কিবলার অনুসরণ করতে রাজি নয়। আপনার কাছে যে ইলম এসেছে তার পরও যদি আপনি তাদের ইচ্ছেমতো চলেন তাহলে তো অবশ্যই আপনি যালিমদের মধ্যে গণ্য হবেন।

দাঁড়াতে হবে ও তোমাদের এই সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রাসূল (স) তোমাদের কাছে যা কিছু পৌছে দিয়েছেন ও কাজ করে যা কিছু দেখিয়ে গিয়েছেন মানুষের কাছে তা তোমাদের সাধ্যমতো পৌছে দিতে ও কাজ করে দেখিয়ে দিতে কোনোরূপ অবজ্ঞা-অবহেলা তোমরা করনি!

৪৬. কিবলা বদল সম্পর্কে এটাই ছিল আসল হুকুম। দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শা'বান মাসে এ হুকুম নাযিল হয়েছিল। নবী করীম (স) এক সাহাবীর বাড়িতে মেহমান হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে যুহরের ওয়াক্তে তিনি ইমাম হিসেবে নামায পড়াচ্ছেন। দু'রাকাআত পড়ানো শেষ হয়েছে; হঠাৎ তৃতীয় রাকাআতে অহীর মাধ্যমে এ আয়াত নাযিল হয়। আর তখনই তিনি ও তাঁর জামাআতের সকল লোক বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ ফেরান। তারপর মদীনা ও তার চারদিকে এই কিবলা বদলের খবর প্রচার করা হয়। আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে– 'আমি বারবার আপনাকে আসমানের দিকে মুখ তুলতে দেখতে পাচ্ছি এবং আমি সেই কিবলার দিকে আপনার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা আপনি পছন্দ করেন।'– এর দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, কিবলা পরিবর্তনের আদেশ আসার পূর্ব থেকেই নবী করীম (স) এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন।

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এ জায়গাকে (যাকে কিবলা বানানো হয়েছে) এমনভাবে চেনে, যেমন তারা নিজের সন্তানকে চেনে।[৪৭] কিন্তু তাদের মধ্যে একটি দল জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করছে।

ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. এটা অবশ্যই আপনার রবের পক্ষ থেকে একটা সত্য বিষয়। সুতরাং এ বিষয়ে আপনি কখনো কোনো সন্দেহে পড়বেন না।

রুকূ' ১৮

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. প্রত্যেকের জন্যই একটা দিক আছে, যেদিকে সে মুখ করে থাকে। কাজেই যা ভালো সেদিকে একে অপরের আগে এগিয়ে চলো। তোমরা যেখানেই থাকবে আল্লাহ তোমাদের সবাইকে নাগালে পাবেন। কোনো জিনিস তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. যেখান থেকেই আপনি বের হয়ে যান না কেন, সেখান থেকেই আপনি (নামাযের সময়) নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরান। কারণ, এটা অবশ্যই আপনার রবের পক্ষ থেকে সঠিক ফায়সালা। আর আল্লাহ তোমাদের আমলের ব্যাপারে অমনোযোগী নন।

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟

১৫০. আর যেখান থেকেই আপনি বের হয়ে যান, আপনার মুখ মসজিদে হারামের দিকেই ফেরাবেন। তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ করেই নামায আদায় কর, যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষ কোনো প্রমাণ না

৪৭. এটা আরবে কথা বলার একটা বিশেষ ধরন। যে জিনিসকে লোকে নিশ্চিতরূপে জানে, চেনে এবং সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ না থাকে সে সম্পর্কে বলা হয়, 'সে এমনভাবে তাকে চেনে, যেমন সে নিজের সন্তানকে চেনে।' ইহুদী ও খ্রিস্টান আলেমরা এ কথা ভালোভাবেই জানত, হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বাঘর তৈরি করেছিলেন। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস এর ১৩শ' বছর পর হযরত সোলাইমান (আ)-এর হাতে তৈরি হয়েছিল। এ কথা সকলেই জানত, কারো কাছে তা গোপন ছিল না।

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۙ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

পায়।[৪৮] অবশ্য যারা যালিম তাদের মুখ কোনো অবস্থায়ই বন্ধ হবে না। সুতরাং তাদেরকে তোমরা ভয় করবে না; বরং আমাকে ভয় কর।[৪৯] এ জন্য যে, আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দেব এবং এ আশায় যে, আমার এ হুকুম পালন করার ফলে তোমরা সফলতার পথ পাবে।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

১৫১. যেমন (তোমরা এভাবে সফলতা লাভ করেছ) আমি তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনান, তোমাদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলেন, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদের ঐসব কথা শেখান, যা তোমরা জানতে না।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

১৫২. কাজেই তোমরা আমাকে মনে রেখ, আমিও তোমাদেরকে মনে রাখবো এবং আমার শোকর আদায় কর, আমার নিয়ামতের কুফরী করো না।

রুকূ' ১৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

১৫৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! সবর ও নামায থেকে সাহায্য লও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা সবর করে।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

১৫৪. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বল না। এরা তো আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা হয় না।

৪৮. অর্থাৎ, কেউ যেন এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, এরা কেমন মু'মিন যারা আল্লাহর সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করেছে।

৪৯. এ কথাটির সম্পর্ক হচ্ছে এই কথার সঙ্গে : 'ওরই দিকে ফিরে নামায পড়, যেন তোমার বিরুদ্ধে লোকদের কাছে কোনো সনদ ও যুক্তি-প্রমাণ না থাকে।'

১৫৫-১৫৬. আমি অবশ্যই ভয়-বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলব। এসব অবস্থায় যারা সবর করে, তাদেরকে সুখবর দাও, যারা বিপদে পড়লে বলে, আমরা আল্লাহরই এবং আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

১৫৭. তাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থেকে বড়ই মেহেরবানী হবে এবং তাঁর রহমত তাদের উপর ছায়া দেবে। আর এ রকম লোকেরাই সঠিক পথে চলছে।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে গণ্য। তাই যে আল্লাহর ঘরের হজ্জ বা ওমরা করে,[৫০] তাদের জন্য এ দুটো পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো কোনো গুনাহের কাজ নয়। আর যে নিজের মর্জি ও আগ্রহে কোনো ভালো কাজ করবে, আল্লাহর তা জানা আছে এবং তিনি এর মূল্য দেবেন।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

১৫৯. যারা আমার নাযিল করা স্পষ্ট শিক্ষা ও হেদায়াত গোপন করে অথচ আমি তা সব মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আমার কিতাবে বর্ণনা করেছি— নিশ্চিত জেনে রাখ, আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করেন এবং লানতকারীরাও তাদের উপর অভিশাপ দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ۝

১৬০. অবশ্য যারা এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা গোপন করেছিল তা প্রকাশ করতে থাকে, তাদেরকে আমি মাফ করে দেবো। আমি বড়ই তাওবা কবুলকারী এবং মেহেরবান।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

৫০. যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখগুলোতে কা'বা শরীফের চারদিকে যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'হজ্জ' বলা হয়। আর এই দিনগুলো ছাড়া অন্য সময়ে যে যিয়ারত করা হয় তাকে 'ওমরাহ' বলা হয়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

১৬১. যারা কুফরী[৫১] করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই মারা গেছে তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লানত।

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝

১৬২. তারা ঐ লানতের অবস্থায়ই চিরদিন থাকবে। তাদের শাস্তি কমও করা হবে না এবং কোনো সময় বিরতিও দেওয়া হবে না।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ۝

১৬৩. তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ। ঐ রাহমান ও রাহীম ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

রুকূ' ২০

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَٰفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

১৬৪. (এ মহাসত্যকে বোঝার জন্য যদি দলীল-প্রমাণের দরকার হয়, তাহলে) যাদের বিবেক-বুদ্ধি আছে তাদের জন্য অগণিত নিদর্শন রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে; রাত ও দিনের পালাক্রমে আসার মধ্যে; ঐ নৌকাসমূহের মধ্যে, যা মানুষের জন্য উপকারী জিনিস নিয়ে নদী-সমুদ্রে চলাচল করে; বৃষ্টির ঐ পানির মধ্যে, যা আল্লাহ উপর থেকে নাযিল করেন, তারপর এর দ্বারা মরা জমিনকে জীবিত করেন এবং এ ব্যবস্থা দ্বারা পৃথিবীতে সবরকম জীব-জন্তুর বিস্তার সাধন করেন; বাতাসের প্রবাহের মধ্যে এবং ঐ মেঘমালার মধ্যে, যাকে আসমান ও জমিনের মাঝখানে অনুগত করে রাখা হয়েছে।

৫১. 'কুফর' শব্দটি 'ঈমান'-এর বিপরীত অর্থ বোঝায়। 'ঈমান' অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস করা, মেনে চলা, সত্য বলে গ্রহণ করা, কবুল করা, স্বীকার করা। এর বিপরীত 'কুফর' অর্থ হচ্ছে অমান্য করা, রদ করা, অস্বীকার করা, ঢেকে রাখা ইত্যাদি। কুরআনের দৃষ্টিতে কুফরের বিভিন্ন রূপ আছে। যেমন–

(ক) আল্লাহকে একেবারেই না মানা, তাঁর সার্বভৌমত্ব তথা তিনিই যে একমাত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এ কথা স্বীকার না করা, আল্লাহকে নিজের ও গোটা বিশ্বজগতের মালিক ও উপাস্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করা।

(খ) আল্লাহকে স্বীকার করা বা মান্য করেও তাঁর নির্দেশ ও হেদায়াতকে ইল্‌ম ও আইন-কানুনের একমাত্র উৎসরূপে মান্য করতে অস্বীকার করা।

১৬৫. (কিন্তু আল্লাহর একত্বের প্রমাণস্বরূপ ঐসব স্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য বানায় এবং তাদেরকে তেমনিভাবে ভালোবাসে, যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। অথচ যারা ঈমানদার তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। হায়! যারা যালিম তারা সামনে আযাব দেখলে যা টের পাবে তা যদি আজই বুঝতে পারত যে, সকল ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর হাতে আছে এবং আল্লাহ শাস্তি দেওয়ার বেলায় খুবই কঠোর।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. (যখন আল্লাহ শাস্তি দেবেন তখন এ অবস্থা হবে যে,) দুনিয়াতে যেসব নেতাকে অনুসরণ করা হতো তারা নিজেদের অনুসারীদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বলে প্রকাশ করবে। কিন্তু তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে এবং তাদের সব কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের ধারা নষ্ট হয়ে যাবে।	اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. ঐসব লোক, যারা দুনিয়াতে তাদেরকে মেনে চলত তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে যদি আবার একটা সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে আজ যেভাবে তারা	وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ۗ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ

(গ) আল্লাহ তাআলার হুকুমমতো চলা জরুরি– এ কথা নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর হেদায়াত ও তাঁর আদেশ-নিষেধ যেসব নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন তাঁদেরকে অস্বীকার করা।

(ঘ) পয়গাম্বরদের মধ্যে পার্থক্য করা; নিজের পছন্দ ও সংস্কার অনুসারে নবীগণের মধ্যে কাউকে স্বীকার করা ও কাউকে অস্বীকার করা।

(ঙ) নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আকাঈদ (বিশ্বাস), আখলাক (নৈতিকতা, চরিত্র ও ব্যবহার) এবং জীবনবিধান সম্পর্কে যে শিক্ষাদান করেছেন সেসবকে বা তার মধ্যকার কোনোকিছুকে মান্য করতে অস্বীকার করা।

(চ) আদর্শ ও মতবাদ হিসেবে এসব কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে জেনে-শুনে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে থাকা এবং এরূপ অমান্য করার ব্যাপারে জেদ করা ও পার্থিব জীবনে আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে না চলে তাঁর নাফরমানি করতে থাকা।

أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

আমাদের প্রতি অবহেলা দেখাচ্ছে, আমরা তেমনি তাদের প্রতি অবহেলা দেখাতাম। এভাবেই আল্লাহ তাদের ঐসব আমল, যা তারা দুনিয়ায় করেছে তা তাদের সামনে এমনভাবে পেশ করবেন যে, তারা শুধু 'হায়! আফসোস' করতে থাকবে। কিন্তু তারা আগুন থেকে বের হওয়ার কোনো পথ পাবে না।

রুকূ' ২১

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. হে মানুষ! জমিনে যেসব হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে তা তোমরা খাও এবং শয়তানের দেখানো পথে চল না। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. সে তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের হুকুম দেয় এবং যেসব কথা আল্লাহ বলেছেন বলে তোমাদের জানা নেই তা আল্লাহর নামে বলার জন্য তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যেসব হুকুম নাযিল করেছেন তা পালন কর। তখন তারা বলে, আমরা তো তা-ই করব, যা আমাদের বাপ-দাদাকে করতে দেখেছি। যদি তাদের বাপ-দাদারা যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে থাকে এবং সঠিক পথ পেয়ে না থাকে তবুও কি তারা তাদেরকেই মেনে চলতে থাকবে?

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

১৭১. এসব লোক, যারা আল্লাহর দেখানো পথে চলতে অস্বীকার করে, তাদের অবস্থা ঠিক তেমনি, যেমনি রাখাল পশুকে ডাকে, কিন্তু ওরা ডাকার আওয়ায ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না। এরা কানেও শুনে না, মুখেও বলে না এবং চোখেও দেখে না। তাই কোনো কথাই এদের বুঝে আসে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা সত্যি আল্লাহরই ইবাদতকারী হও, তাহলে আমি তোমাদের যেসব পাক-পবিত্র জিনিস দান করেছি, তা খাও ও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর শুধু এতটুকু আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা মৃত জীব, রক্ত, শূকরের গোশ্ত খাবে না এবং এমন সব জিনিসও খাবে না, যার উপর আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাম নেওয়া হয়েছে। অবশ্য যে খুব বেশি ঠেকা অবস্থায় পড়ে যায়, সে যদি ঐসব জিনিস থেকে কিছু খায়, কিন্তু তার যদি আইন অমান্য করার নিয়ত না থাকে এবং ঠেকা পরিমাণের বেশি না খায়, তাহলে তার কোনো গুনাহ ধরা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[৫২]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. আসল কথা হলো, যারা ঐসব আইন গোপন করে, যা আল্লাহ নিজের কিতাবে নাযিল করেছেন এবং এর বিনিময়ে দুনিয়ার সামান্য লাভ হাসিল করেছে, তারা আসলে তাদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাই বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র বলেও গণ্য করবেন না। তাদের জন্য কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে।

৫২. এ আয়াতে হারাম (নিষিদ্ধ) জিনিসের ব্যবহারের অনুমতির জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যেমন–

(ক) নিরুপায় অবস্থা। যথা– ক্ষুধা বা পিপাসায় জীবননাশের আশঙ্কা বা রোগের কারণে জীবন বিপন্ন হওয়া এবং ঐসব অবস্থায় হারাম জিনিস ছাড়া অন্য কোনো জিনিস না পাওয়া।

(খ) আল্লাহ তাআলার আইন অমান্য করার কোনো ইচ্ছা অন্তরে না থাকা।

(গ) বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুর চেয়ে বেশি হারাম জিনিস ব্যবহার না করা। অর্থাৎ, হারাম জিনিসের কয়েক লুকমা বা কয়েক টুকরা কিংবা কয়েক ঢোক দ্বারা যদি প্রাণ বাঁচে তবে সে পরিমাণের চেয়ে বেশি ব্যবহার না করা।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. তারাই ঐসব লোক, যারা হেদায়াতের বদলে গোমরাহী এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি কিনে নিয়েছে। তাদের কী সাহস, তারা দোযখের আযাব সহ্য করতে তৈয়ার হয়ে গেছে!

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. এসব কিছু এ কারণে হয়েছে যে, আল্লাহ তো ঠিক ঠিক সত্যসহই কিতাব নাযিল করেছিলেন, কিন্তু যারা কিতাবের মধ্যে মতভেদ বের করেছে তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে সত্য থেকে বহু দূরে সরে গেছে।

রুকূ' ২২

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. নেক কাজ মানে এটা নয় যে, তোমরা পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ করে নিলে; বরং আসল নেক কাজ হলো এই— মানুষ আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণকে অন্তর দিয়ে মানে; আল্লাহর মহব্বতে নিজের পছন্দের মাল আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও গোলাম আযাদ করার জন্য খরচ করে; নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তাছাড়া ঐসব লোকই নেক, যারা যখন ওয়াদা করে তখন তা পালন করে; আর যারা গরিব অবস্থায়, বিপদ-আপদে এবং হক ও বাতিলের লড়াইয়ের সময় সবর করে। আসলে এরাই সত্যপন্থি এবং এরাই মুত্তাকী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ

১৭৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য খুনের মামলায় 'কিসাস'-এর আইন লিখে দেওয়া হয়েছে। নিহত স্বাধীন ব্যক্তির বদলে হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী (মৃত্যুদণ্ডাধীনে আসবে)। অবশ্য যদি কোনো খুনীর সাথে তার ভাই নরম ব্যবহার করতে রাজি হয় তাহলে সাধারণ নিয়মে খুনের বিচার হওয়া উচিত এবং

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۸﴾

সততার সাথে খুনের বদলে উপযুক্ত বিনিময় আদায় করা খুনীর অবশ্য কর্তব্য।[৫৩] এটা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকা শাস্তি ও দয়া। এরপরও যে বাড়াবাড়ি[৫৪] করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

১৭৯. হে ঐসব লোক, যাদের আকল-বুদ্ধি আছে! তোমাদের জন্য 'কিসাস'-এর মধ্যেই জীবন রয়েছে। আশা করা যায়, তোমরা এ আইন অমান্য করা থেকে বেঁচে থাকবে।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖۚ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۸۰﴾

১৮০. তোমাদের উপর ফরয করা হলো, যখন তোমাদের মধ্যে কারো মওতের সময় হয় এবং যদি সে কোনো সম্পত্তি রেখে যায়, তাহলে তার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাধারণ নিয়মে যেন 'অসীয়ত' করে।[৫৫] এটা মুত্তাকী লোকদের উপর একটা দায়িত্ব।

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۸۱﴾

১৮১. এরপর যারা অসীয়ত শোনার পর তা বদলে দিলো, এর গুনাহ তাদেরই উপর পড়বে, যারা বদলে দিয়েছে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

৫৩. এর দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামী আইনে খুনির শাস্তি নিহতের আত্মীয়ের সম্মতিতে মাফ করা চলে। খুনিকে মাফ করার অধিকার নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের আছে। সুতরাং খুনিকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য জেদ করা আদালতের জন্য জায়েয নয়। অবশ্য খুনিকে রক্তপণ (শাস্তির বদলে নিহতের উত্তরাধিকারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা) আদায় করতে হবে।

৫৪. 'বাড়াবাড়ি করে' অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ রক্তপণ পাওয়ার পরও আবার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। অথবা হত্যাকারী রক্তপণ আদায় করতে টালবাহানা করে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ তার প্রতি যে দয়া করেছে সে তার বদলে অন্যায় আচরণ করে।

৫৫. ঐ সময় মৃতের সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ করার আইন নাযিল হয়নি। তাই অসীয়তের মাধ্যমে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যাতে তার মৃত্যুর পর বংশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না হতে পারে এবং কোনো হকদারের হক নষ্ট না হয়। পরবর্তীকালে যখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মৃতের সম্পত্তি বণ্টনের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন দিলেন (সূরা নিসার ২য় রুকূ'তে এ বিষয়ের বিবরণ আছে), তখন নবী করীম (স) এ সম্পর্কে এ বিধান ঠিক করে দিলেন যে, উত্তরাধিকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে অংশ ঠিক করে দিয়েছেন, তার মধ্যে অসিয়ত দ্বারা কোনো রকম কম-বেশি করা যাবে না এবং উত্তরাধিকারী নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য গোটা সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগের বেশি অসিয়ত করা চলবে না এবং মুসলিম ও কাফির একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১৮২. অবশ্য কেউ যদি এমন আশঙ্কা করে যে, অসীয়তকারী ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কারো হক নষ্ট করেছে। তখন সে যদি এর সাথে সম্পর্কিত লোকদের মধ্যে বিষয়টি সংশোধন করে দেয় তাহলে এতে কোনো গুনাহ হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

রুকূ' ২৩

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

১৮৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করে দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের নবীগণের উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। এর ফলে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ পয়দা হবে।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۭ وَعَلَي الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۭ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۭ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

১৮৪. কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোযা। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে সে অন্য সময় যেন এ দিনগুলোর রোযা আদায় করে নেয়। আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম (হয়েও রোযা রাখে না) তারা যেন 'ফিদ্ইয়া' দেয়। এক রোযার ফিদইয়া হলো একজন মিসকীনকে খাওয়ানো। আর যে ইচ্ছা করে কিছু বেশি সৎকাজ করে, তা তার জন্যই ভালো। কিন্তু যদি তোমরা বুঝ তাহলে রোযা রাখাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো।[৫৬]

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى

১৮৫. রমযান ঐ মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে; যা মানুষের জন্য পুরোটাই হেদায়াত, যা এমন স্পষ্ট উপদেশে

৫৬. ইসলামের অধিকাংশ হুকুম ও বিধানের মতো রোযাও ক্রমিক নিয়মে ফরয করা হয়েছে। নবী করীম (স) শুরুতে মুসলমানদেরকে প্রত্যেক মাসে মাত্র তিনটি করে রোযা রাখার হেদায়াত দিয়েছিলেন; তখন কিন্তু এ রোযা ফরয ছিল না। তারপর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসে রোযা রাখার এ হুকুম নাযিল হয়। কিন্তু এর মধ্যেও লোকদের জন্য এতটুকু সুবিধা রাখা হয়েছিল যে, রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবে না, প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে তারা একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। এরপর দ্বিতীয় হুকুম নাযিল হয়, যা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

পূর্ণ যে, তা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। তাই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাস পায় তার অবশ্য কর্তব্য, সে যেন পুরো মাস রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য সময় ঐ দিনগুলোর রোযা করে নেয়। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা কঠিন তা তিনি চান না। তোমাদেরকে এ জন্যই এ নিয়ম দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পুরা করতে পার, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন এর জন্য তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করতে পার এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পার।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬. হে নবী! আমার বান্দারা যদি আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে তাহলে তাদেরকে বলে দিন, আমি তাদের কাছেই আছি। আমাকে যখন কেউ ডাকে আমি তার ডাক শুনি ও সাড়া দিই। তাই তাদের উচিত, তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে। এ কথা তাদেরকে আপনি শুনিয়ে দিন, হয়তো তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

১৮৭. তোমাদের জন্য রোযার সময় রাতের বেলায় বিবিদের কাছে যাওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা চুপে চুপে নিজেরাই নিজেদের সাথে প্রতারণা করছিলে। কিন্তু তিনি তোমাদের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের বিবিদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা জায়েয

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

করে দিয়েছেন তা হাসিল কর। আর রাতের বেলায় খানাপিনা কর, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের নিকট রাতের কালো রেখা থেকে সকালের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে না ওঠে। তখন এসব কাজ ছেড়ে দিয়ে রাত পর্যন্ত নিজেদের রোযা পুরা কর। আর যখন তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ কর, তখন বিবিদের সাথে সহবাস করো না। এটা আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমা, এর কাছেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর বিধান মানুষের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আশা করা যায়, তারা ভুল আচরণ থেকে বেঁচে থাকবে।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

১৮৮. তোমরা একে অপরের মাল বে-আইনীভাবে খেয়ো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের মালের কোনো অংশ অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য বিচারকদের নিকট দাবি পেশ করো না।[৫৭]

রুকূ' ২৪

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

১৮৯. হে নবী! লোকেরা আপনাকে চাঁদের কমতি-বাড়তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা মানুষের জন্য সময় ঠিক করার ও হজ্জের আলামত। এ কথাও বলে দিন, পেছনের দিক থেকে তোমাদের ঘরে ঢুকা কোনো নেকীর কাজ নয়। কেউ আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকলে সেটাই হলো নেকী। সুতরাং তোমরা দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকো। অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে

৫৭. এ আয়াতের একটি অর্থ হচ্ছে– শাসকদেরকে ঘুষ দিয়ে অবৈধ স্বার্থ লাভের চেষ্টা করা। আরেকটি অর্থ হচ্ছে– তোমরা নিজেরাই যখন জান যে এ মাল অপরের, তখন আসল মালিকের কাছে তার মালিকানার কোনো প্রমাণ না থাকার সুযোগে বা কোনো কলা-কৌশলে তোমরা যে মাল দখল করতে পার— শুধু এই কারণে আদালতে সে সম্পর্কে মামলা নিয়ে যেও না। কেননা, হতে পারে বিচারক ঐ মাল তোমাকে দেয়ে দেবে; কিন্তু তা তোমার জন্য হালাল হবে না।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

থাক। হয়তো তোমরা সফলতা লাভ করবে।[৫৮]

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

১৯০. তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

১৯১. যেখানেই তোমরা তাদেরকে পাও, সেখানেই তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, সেখান থেকে তোমরাও তাদেরকে বের করে দাও। কেননা হত্যা যদিও খারাপ কাজ, কিন্তু ফিৎনা-ফাসাদ এর চেয়েও বেশি খারাপ।[৫৯] অবশ্য মসজিদে হারামের কাছাকাছি তাদের সাথে লড়াই করো না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে লড়াই না করে। কিন্তু তারা যদি সেখানেও লড়াই করে তাহলে তোমরাও বিনা সংকোচে তাদেরকে মারো। কেননা এ ধরনের কাফিরদের এটাই উপযুক্ত সাজা।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

১৯২. তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

১৯৩. তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাক, যে পর্যন্ত না ফিৎনা খতম হয়ে যায় এবং দীন শুধু আল্লাহরই জন্য হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে জেনে রাখ, যালিমদের ছাড়া আর কারো উপর হামলা করা উচিত নয়।

৫৮. সেকালে আরবে অসংখ্য রুসম-রেওয়াজের মধ্যে এ কুপ্রথাও চালু ছিল যে, তারা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার পর নিজেদের ঘরেও দরজা দিয়ে ঢুকত না; বরং পেছন দিক দিয়ে দেয়াল টপকিয়ে বা জানালা দিয়ে ঢুকত। শুধু তাই নয়, এ ছাড়া সফর থেকে ফিরেও তারা নিজেদের ঘরের পেছন দিকের পথ দিয়েই ঢুকত। এ আয়াতে এরূপ কুপ্রথার কেবল প্রতিবাদই করা হয়নি, বরং সকল প্রকারের কুসংস্কারের উপর এই বলে আঘাত হানা হয়েছে যে, এসব রুসম ও প্রথার মধ্যে কোনো নেকী নেই। আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর আদেশ অমান্য করা থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে প্রকৃত নেক কাজ।

৫৯. এখানে 'ফিতনা' অর্থ– মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করার কারণেই শুধু কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রতি যুলুম করা।

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

১৯৪. হারাম মাসের বদলা হারাম মাসই হতে পারে এবং সব পবিত্র জিনিসকেই সমান মর্যাদা দিতে হবে।[৬০] কাজেই যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমরাও তেমনিভাবে তাদের উপর হামলা কর। অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে এবং জেনে রাখ, আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা সীমালঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকে।

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৯৫. আল্লাহর পথে খরচ কর এবং আপন হাতেই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেও না। ইহসানের পথে চল, কেননা আল্লাহ মুহসিনদেরকেই পছন্দ করেন।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۚ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ

১৯৬. আল্লাহকে খুশি করার জন্য যখন তোমরা হজ্জ ও ওমরার নিয়ত কর তখন তা পুরা কর। কিন্তু যদি কোথাও তোমরা ঘেরাও হয়ে পড়, তাহলে যে কুরবানীই জোগাড় হয় তা-ই আল্লাহর খিদমতে পেশ করে দাও[৬১] এবং কুরবানী নির্দিষ্ট জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত মাথা কামাবে না। কিন্তু অসুস্থ বা মাথায় কোনো অসুখ থাকার কারণে যে ব্যক্তি তার মাথার চুল কেটে ফেলেছে, তার উচিত সে যেন 'ফিদইয়া' হিসেবে রোযা রাখে বা সদকা দেয় অথবা কুরবানী করে।[৬২] এরপর

৬০. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকেই আরববাসীদের মধ্যে এ নিয়ম চালু ছিল যে, যিলকদ, যিলহজ্জ ও মহররম— এই তিন মাস হজ্জের জন্য এবং রজব মাস ওমরাহর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই চার মাসে যুদ্ধ-লড়াই, নরহত্যা, লুটতরাজ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কাজ করা সম্পূর্ণ হারাম ছিল; যাতে কা'বার যিয়ারতকারীগণ শান্তিতে ও নিরাপদে আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং যিয়ারত শেষে নিজেদের ঘরে নিরাপত্তাসহ ফিরে যেতে পারে। এ নিয়মের ভিত্তিতে এ মাস চারটিকে 'হারাম মাস' বলা হতো।

৬১. অর্থাৎ, পথে যদি এমন কোনো কারণ ঘটে, যার জন্য আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় এবং নিরুপায় হয়ে থেমে যেতে হয়, তবে উট, গরু, ছাগল যে পশুই পাওয়া যায়— আল্লাহর নামে তা কুরবানী কর।

৬২. হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) এ অবস্থায় তিন দিন রোযা রাখা অথবা ছয়জন গরিবকে খাওয়ানো কিংবা কমপক্ষে একটি ছাগল যবেহ করার হুকুম দিয়েছেন।

أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

যদি নিরাপদ অবস্থা ফিরে আসে[৬৩] (আর তোমরা হজ্জের আগে মক্কা শরীফ পৌঁছে যাও) তাহলে তোমাদের মধ্যে যে হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত ওমরাহ করার ফায়দা নেয়, সে যেন সাধ্যমতো কুরবানী দেয়। আর যদি কুরবানী দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সে যেন হজ্জের সময় তিনটি রোযা এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতটি রোযা রাখে– এভাবে যেন সে দশটি রোযা পুরা করে। এ সুবিধাটুকু তাদের জন্য, যাদের বাড়িঘর মাসজিদে হারামের কাছে নয়। আল্লাহর এসব হুকুম অমান্য করা থেকে বেঁচে থাক এবং ভালো করে জেনে রাখ, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

রুকূ' ২৫

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. হজ্জের মাসগুলো সবারই জানা। যে ব্যক্তি ঐ নির্দিষ্ট মাসগুলোর মধ্যে হজ্জের নিয়ত করে তার সাবধান হওয়া উচিত, যেন হজ্জের সময় তার দ্বারা কোনো যৌন মিলনের কাজ, কোনো খারাপ কাজ ও কোনো লড়াই-ঝগড়া না হয়। আর যে নেক কাজ তোমরা করবে তা আল্লাহর জানা থাকবে। হজ্জের সফরের জন্য সাথে পাথেয় নিয়ে যেও। আর পরহেযগারীই সবচেয়ে ভালো পাথেয়। কাজেই হে সচেতন লোকেরা! আমার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا

১৯৮. যদি হজ্জ করার সাথে সাথে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহও তালাশ করতে থাক তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।[৬৪] তারপর যখন তোমরা আরাফাতের ময়দান

৬৩. অর্থাৎ, যদি সেই কারণ দূর হয়ে যায়, যে জন্য তোমাদেরকে পথের মধ্যেই থেমে যেতে হয়েছিল।

৬৪. আপন রবের মেহেরবানি তালাশ করার অর্থ হজ্জের সময়ের মধ্যে রুযী-রোজগারের জন্য কোনো কাজ করা।

اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

থেকে রওনা হও তখন মাশআরে হারামের (মুযদালিফার) পাশে থেমে আল্লাহর যিক্‌র কর এবং ঐ নিয়মে যিক্‌র কর, যার হেদায়াত তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। তা না হলে তোমরা এর আগে পথহারাদের মধ্যে শামিল ছিলে।

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. অতঃপর যেখান থেকে সব লোক ফিরে আসে, তোমরাও সেখান থেকেই ফিরে আস এবং আল্লাহর কাছে মাফ চাও।[৬৫] অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾

২০০. তারপর যখন তোমরা হজ্জের সব রুকন আদায় করে ফেলবে, তখন তোমরা আগে যেভাবে তোমাদের বাপ-দাদাদের কথা চর্চা করতে তেমনিভাবে এখন আল্লাহর যিক্‌র কর বরং এর চেয়েও বেশি করে কর। (অবশ্য যারা আল্লাহর যিক্‌র করে তারা সবাই এক রকম নয়) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যারা বলে : হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেই সবকিছু দিয়ে দাও। এ জাতীয় লোকের জন্য আখিরাতে কোনো হিস্যা নেই।

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

২০১. আর তাদের মধ্যে কেউ বলে : হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও মঙ্গল দান কর, আখিরাতেও মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।

৬৫. হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর সময় থেকে আরব দেশে হজ্জের নিয়ম এটাই চালু ছিল যে, লোকেরা মিনা থেকে আরাফাতে যেত এবং সেখান থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় রাত কাটাত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ধীরে ধীরে কুরাইশদের ব্রাহ্মণ্য, প্রভুত্ব ও প্রাধান্য কায়েম হয়ে গেল তখন তারা বলল, 'আমরা হলাম হারাম শরীফের অধিবাসী। সাধারণ লোকদের সঙ্গে মিলে আরাফাত পর্যন্ত যাওয়া আমাদের জন্য অপমানজনক।' সুতরাং তারা নিজেদের জন্য খাস করে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করল যে, তারা মুযদালিফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসত এবং সাধারণ লোকেরা আরাফাত পর্যন্ত যেত। এ আয়াতে তাদের এই আভিজাত্য-গৌরব ও অহংকারের মূর্তিকে চূর্ণ করা হয়েছে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

২০২. এ জাতীয় লোকেরা নিজেদের কাজ অনুযায়ী (দু'জায়গায়ই) তাদের হিস্যা পাবে। আর হিসাব-নিকাশ করতে আল্লাহর মোটেই দেরি হয় না।

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

২০৩. এ কয়টি নির্দিষ্ট দিন আল্লাহর যিক্‌রেই তোমাদের কাটিয়ে দেওয়া উচিত। যে কেউ তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দু'দিনেই ফিরে আসে, তাতে কোনো দোষ নেই। আর যে আরও কিছু দেরি করে ফিরে আসে তাতেও আপত্তি নেই।[৬৬] অবশ্য শর্ত এটাই যে, এ ক'টি দিন সে তাকওয়ার সাথে কাটিয়েছে কি-না। আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক এবং জেনে রাখ, একদিন তাঁর দরবারে তোমাদের হাজির হতেই হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

২০৪. মানুষের মধ্যে কেউ এমন আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের কাছে খুব ভালো লাগে এবং তার নেক নিয়ত সম্পর্কে সে বারবার আল্লাহকে সাক্ষী বানায়। কিন্তু আসলে সে সত্যের সবচেয়ে বড় দুশমন।

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

২০৫. যখন সে ক্ষমতা লাভ করে[৬৭] তখন পৃথিবীতে তার সব চেষ্টা-সাধনা এ জন্য হয়, যাতে সে সেখানে ফিতনা-ফাসাদ ছড়ায়, ফসল নষ্ট করে এবং মানব বংশ ধ্বংস করে। অথচ আল্লাহ (যাকে সে সাক্ষী বানিয়েছিল) ফাসাদ মোটেই পছন্দ করেন না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার নিজের মান রক্ষার চিন্তা তাকে গুনাহের কাজে মযবুত করে রাখে। এ ধরনের লোকের জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর দোযখ বড়ই খারাপ ঠিকানা।

৬৬. অর্থাৎ 'আইয়ামে তাশরীকে'র মধ্যে মিনা থেকে মক্কার দিকে ফিরে আসা– ১২ যিলহজ্জ তারিখে হোক বা ১৩ যিলহজ্জ তারিখে হোক, তাতে কোনো দোষ নেই।

৬৭. এর অনুবাদ এও হতে পারে— 'যখন সে ফিরে যায়' অর্থাৎ, সে ব্যক্তি ভালো ভালো ও চমৎকার চমৎকার কথা বানিয়ে যখন ফিরে যায় তখন বাস্তবে এসব অপকর্ম করে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

২০৭. অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ্ বড়ই মেহেরবান।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

২০৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে দাখিল হও[৬৮] এবং শয়তানের অনুকরণ করো না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২০৯. যে স্পষ্ট হেদায়াত তোমাদের কাছে এসে গেছে, তা পাওয়ার পরও যদি তোমাদের পা পিছলে যায় তাহলে ভালো করে জেনে রাখ, আল্লাহ্ সবার উপর জয়ী এবং পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

২১০. (এসব উপদেশ ও হেদায়াতের পরও যদি মানুষ ঠিক না হয় তাহলে) তারা কি এখন এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ নিজে মেঘের ছায়ায় ফেরেশতার বাহিনী সাথে নিয়ে তাদের সামনে হাজির হোক এবং সবকিছুর শেষ ফায়সালা করেই দেওয়া হোক? শেষ পর্যন্ত সকল ব্যাপার তো আল্লাহরই কাছে পেশ হবে।

রুকূ' ২৬

سَلْ بَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

২১১. বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস কর : আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন দেখিয়েছি। (এ কথাও তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে) আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার পর যে জাতি তা বদলে দেয় আল্লাহ্ তাদেরকে কত কঠিন শাস্তি দেন?

৬৮. অর্থাৎ, কোনো প্রকার বাছাবাছি না করে তোমাদের গোটা জীবনকে ইসলামের অধীনে আন। নিজেদের জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করে কয়েকটি বিভাগে তোমরা ইসলামকে মেনে চলবে আর কয়েকটি বিভাগকে ইসলামের আওতা থেকে দূরে রাখবে— এরূপ যেন না হয়।

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

২১২. যেসব লোক কুফরীর পথ ধরেছে তাদের জন্য দুনিয়ার জীবন বড়ই প্রিয় ও পছন্দনীয় করে দেওয়া হয়েছে। যারা ঈমানের পথে চলছে তাদেরকে এসব লোক ঠাট্টা করে কিন্তু কিয়ামতের দিন পরহেযগার লোকেরাই তাদের তুলনায় উচ্চমর্যাদায় থাকবে। অবশ্য দুনিয়ার রিয্‌কের বেলায় আল্লাহ যাকে চান বে-হিসাব দান করেন।

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

২১৩. (পয়লা) সব মানুষ একই তরীকায় চলত। (পরে এ অবস্থা থাকেনি; বরং মতভেদ দেখা দিয়েছে) তখন আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন, যারা সুপথের জন্য সুসংবাদদাতা এবং কুপথের পরিণাম সম্পর্কে সাবধানকারী ছিলেন। আর তাঁদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছিলেন, যাতে সত্য সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল সে ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন। (এ মতবিরোধ এ জন্য হয়নি যে, প্রথমদিকে মানুষকে সত্য সম্বন্ধে জানানোই হয়নি বরং) তারাই মতবিরোধ করেছে, যাদেরকে হকের ইলম দেওয়া হয়েছিল। তারা স্পষ্ট হেদায়াত পাওয়ার পরও শুধু এ জন্য হককে বাদ দিয়ে বিভিন্ন পথ বের করে নিয়েছে যে, তারা একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল। তাই যারা নবীদের উপর ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুমতিতে ঐ সত্য পথ দেখিয়েছেন, যার সম্বন্ধে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান তাকেই সঠিক পথ দেখান।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ مَسَّتْهُمُ

২১৪. তোমরা কি এ কথা মনে করেছ যে, এমনিতেই তোমরা বেহেশতে ঢুকে যেতে পারবে? অথচ এখনও তোমাদের উপর ঐসব অবস্থা আসেনি, যা তোমাদের আগে যারা

الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ
نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۝

ঈমান এনেছিল তাদের উপর এসেছিল।[৬৯] তাদের উপর দিয়ে কঠিন অবস্থা গেছে, বিপদ-আপদ এসেছে, তাদেরকে কাঁপিয়ে তুলেছে, এমনকি শেষ পর্যন্ত রাসূল নিজে এবং যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছিলেন তারা চিৎকার করে বলে উঠেছেন যে, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? তখন তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ
مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا
تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

২১৫. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে : আমরা কী খরচ করব? জবাব দিন, যে মালই তোমরা খরচ কর; নিজের পিতামাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, ইয়াতীম ও মিসকীনদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য খরচ কর। আর তোমরা যে ভালো কাজই করবে আল্লাহ তা জানবেন।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ
وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

২১৬. তোমাদেরকে যুদ্ধের হুকুম দেওয়া হয়েছে, আর তা তোমাদের কাছে অপছন্দ। হতে পারে, কোনো বিষয় তোমাদের কাছে অপছন্দ অথচ সেটাই তোমাদের জন্য ভালো। আর এ-ও হতে পারে, কোনো জিনিস তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ সেটা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

রুকূ' ২৭

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ
قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ

২১৭. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে : হারাম মাসে যুদ্ধ করা কী? জবাবে বলুন, এ সময় লড়াই করা বড়ই অন্যায়। কিন্তু মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, আল্লাহওয়ালাদের

৬৯. অর্থাৎ, কোনো নবী যখনই দুনিয়াতে এসেছেন তখনই আল্লাহর বিদ্রোহী ও অবাধ্য বান্দাহদের পক্ষ থেকে সেই নবী ও তাঁর প্রতি ঈমানদারদেরকে কঠোর বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে। তাঁরা বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করে নিজেদের রক্ত দিয়ে জান্নাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আল্লাহর বেহেশত এতটা সস্তা নয় যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার করবে না অথচ তা তোমরা এমনিতেই পেয়ে যাবে।

بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهٖ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

জন্য মাসজিদে হারামের পথ বন্ধ করা এবং হারামের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া আল্লাহর নিকট এর চেয়েও বেশি অন্যায়। ফিৎনা-ফাসাদ যুদ্ধ থেকেও বেশি খারাপ।[৭০] তারা তো তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই থাকবে। এমনকি যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তাহলে তারা তোমাদেরকে দীন থেকেই ফিরিয়ে নেবে। (এ কথা ভালো করে বুঝে নাও যে,) তোমাদের মধ্যে যে-ই এই দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফির অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে। এ ধরনের সব মানুষই দোযখের অধিবাসী এবং তারা সব সময় দোযখেই থাকবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجٰهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

২১৮. অপরদিকে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে,[৭১] তারাই সঙ্গতভাবে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা করে। আর আল্লাহ তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করবেন এবং তাদেরকে নিজের রহমত দান করবেন।

৭০. এখানে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরী সনের রজব মাসে নবী করীম (স) আটজন লোককে নিয়ে গঠিত বাহিনীকে 'নাখলা' (মক্কা ও তায়েফের মাঝে) নামক জায়গায় পাঠিয়ে কুরাইশদের গতিবিধি ও তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে খবর জোগাড় করার ব্যবস্থা করেছিলেন। নবী করীম (স) তাদেরকে যুদ্ধের কোনো অনুমতি দেননি। কিন্তু পথে কুরাইশদের একটা ছোট ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে গেল। তাঁরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে একজনকে হত্যা করে বাকি লোকদের মালসহ বন্দি করে মদীনায় নিয়ে আসে। এ ঘটনাটি এমন সময় ঘটে, যখন রজব মাস শেষ হয়ে শাবান শুরু হচ্ছিল। ফলে এ ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়ায় যে, আক্রমণের ঘটনাটা কি রজব মাসে (অর্থাৎ হারাম মাসে) ঘটল না শা'বান মাসে? কিন্তু কুরাইশরা ও তাদের গোপন সহযোগী মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর জন্য এ ঘটনাটি নিয়ে হৈচৈ বাঁধাল। তারা কঠোর আপত্তি তুলল, এসব লোক তো নিজেরা খুব আল্লাহওয়ালা বলে দাবি করে; কিন্তু এদের অবস্থা দেখ! হারাম মাসেও খুন-খারাবি করে। এসব অভিযোগের উত্তর এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

৭১. 'জিহাদ' অর্থ– কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিজের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ও প্রচেষ্টা কাজে লাগানো। 'জিহাদ' মানে যুদ্ধ নয়। 'জিহাদ' বললে শুধু যুদ্ধ বোঝায় না। যুদ্ধের জন্য কুরআনে 'কিতাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'জিহাদ' শব্দের অর্থ ব্যাপক। জিহাদের ব্যাপক অর্থের মধ্যে যুদ্ধও শামিল আছে। অবশ্য যুদ্ধ জিহাদেরই একটি পর্যায়।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيْهِمَآ إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

২১৯-২২০. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে : মদ ও জুয়ার ব্যাপারে কী হুকুম? জবাবে বলুন, এ দুটো জিনিসের মধ্যেই বড় পাপ রয়েছে, যদিও এর মধ্যে মানুষের জন্য কিছু লাভও আছে। কিন্তু এসবে লাভের চেয়ে গুনাহ অনেক বেশি।[৭২] এরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে : আমরা আল্লাহর পথে কী খরচ করব? জবাবে বলুন, যা তোমাদের প্রয়োজনের বেশি আছে।[৭৩] এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে হুকুম জানিয়ে দেন। হয়তো তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত দুটোর জন্যই চিন্তা-ভাবনা করবে। আপনাকে আরও জিজ্ঞেস করে, ইয়াতীমদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে? জবাবে বলুন : যে ধরনের কাজ করলে তাদের কল্যাণ হয় তা করাই ভালো। যদি তোমরা নিজেদের ও তাদের খরচপত্র এবং থাকা-খাওয়া এক সাথে কর তাতে কোনো দোষ নেই। তারা তো তোমাদের ভাই-বন্ধুই বটে। কে মন্দ করছে আর কে ভালো করছে, উভয়ের অবস্থা আল্লাহর জানা আছে। ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের উপর কঠোর হতেন, কিন্তু তিনি ক্ষমতাবান হওয়ার সাথে সাথে পরম জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ

২২১. তোমরা মুশরিক মেয়েদেরকে কখনও বিয়ে করবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না

৭২. মদ ও জুয়া সম্পর্কে এটাই প্রথম হুকুম। শরাব ও জুয়া যে পছন্দনীয় জিনিস নয়, এখানে শুধু সে কথাটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, এর বেশি এখানে কিছু বলা হয়নি। পরে সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত ও সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে পরবর্তী হুকুম জারি করা হয়েছে।

৭৩. আজকাল এ আয়াত থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বের করা হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতের ভাষা ও শব্দ থেকে স্পষ্ট এ অর্থ বোঝা যাচ্ছে, লোকেরা নিজেদের টাকা-পয়সার মালিক নিজেরাই ছিল। তারা জানতে চাইল, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কী পরিমাণ খরচ করব? জবাব দেওয়া হয়েছে, তোমাদের টাকা দ্বারা প্রথমে নিজেদের যা দরকার তা ব্যবস্থা কর। তারপর যা বাঁচে তা আল্লাহর পথে খরচ কর। এটা হচ্ছে নিজের ইচ্ছায় যা বান্দাহ তার মনিবের পথে খরচ করে।

وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

আনবে। কোনো মুশরিক মহিলা তোমাদের যতই পছন্দ হোক, এর চেয়ে একজন ঈমানদার দাসীই বেশি ভালো। আর তোমাদের মেয়েদেরকে কখনও মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দেবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে। কোনো মুশরিক লোক তোমাদের যতই পছন্দ হোক, তার চেয়ে একজন ঈমানদার দাস বেশি ভালো। ঐসব লোক তোমাদেরকে দোযখের দিকে ডাকে। আর আল্লাহ্ নিজের অনুমতিতে তোমাদেরকে বেহেশত ও ক্ষমার দিকে ডাকেন এবং তিনি তার হুকুম স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। হয়তো তারা এ থেকে উপদেশ নেবে।

রুকূ' ২৮

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۚ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

২২২. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে : হায়েয সম্বন্ধে কী হুকুম? জবাবে বলুন, এটা এক অপবিত্র অবস্থা। হায়েয অবস্থায় বিবিদের কাছ থেকে আলাদা থাক। পাক-সাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে যেও না।[৭৪] যখন তারা পাক-সাফ হয়ে যায় তখন আল্লাহ যেভাবে হুকুম দিয়েছেন সেভাবে তাদের কাছে যাও। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা পাপ থেকে ফিরে থাকে ও পবিত্রতার পথে চলে।

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا

২২৩. তোমাদের বিবিগণ তোমাদের ফসলের ক্ষেতের মতো। তোমরা যেভাবে চাও, সেভাবেই তোমাদের এ ফসলের ক্ষেতে যেতে পার। কিন্তু নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কর এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাক।[৭৫] ভালো করে জেনে রেখ

৭৪. অর্থাৎ, এই অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না।

৭৫. এটা ব্যাপক অর্থবোধক কথা। এর দুটি অর্থ হতে পারে এবং দুটি অর্থেরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। একটি অর্থ হচ্ছে নিজের বংশ রক্ষার চেষ্টা কর, যেন তোমরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই তোমাদের জায়গায় কাজ করার জন্য অন্যরা পয়দা হয়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে যে

اللّٰهَ وَاعْلَمُوٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾

যে, একদিন তোমাদেরকে তাঁর সাথে দেখা করতে হবে। হে নবী! যারা আপনার হেদায়াত মেনে চলে তাদেরকে সফলতার সুখবর শুনিয়ে দিন।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

২২৪. নেকী ও তাকওয়া এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ থেকে ফিরে থাকার উদ্দেশ্যে কসম খেতে গিয়ে আল্লাহর নাম ব্যবহার করো না। আল্লাহ তোমাদের সব কথা শুনেন এবং সবকিছু জানেন।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

২২৫. বিনা ইচ্ছায় তোমরা যেসব অর্থহীন কসম খেয়ে থাক, সেজন্য আল্লাহ পাকড়াও করেন না। কিন্তু যেসব কসম তোমরা মন থেকেই করে ফেল, তার জন্য তিনি অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

২২৬. যারা নিজের বিবিদের সাথে সম্পর্ক না রাখার জন্য কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে।[৭৬] যদি তারা ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾

২২৭. আর যদি তারা তালাক দেওয়ার ফায়সালাই করে থাকে তাহলে তারা যেন জেনে রাখে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।[৭৭]

বংশধরকে তোমাদের নিজেদের জায়গায় রেখে যাবে তাদেরকে ঈমানদার, চরিত্রবান ও সৎলোক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা কর।

৭৬. শরীআতের পরিভাষায় একে 'ইলা' বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক সবসময় মধুর না-ও থাকতে পারে। ঝগড়া ও মনোমালিন্যের কারণ ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর শরীআত এমন অবস্থা পছন্দ করে না; যাতে আইনত স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে একে অপরের কাছ থেকে এমন দূরে থাকবে, যেন তারা স্বামী-স্ত্রীই নয়। এ ধরনের অচলাবস্থার জন্য আল্লাহ তাআলা চার মাসের সময়সীমা ঠিক করে আদেশ করেছেন, এ সময়ের মধ্যে হয় তোমরা তোমাদের সম্পর্ক ঠিক করে নাও, নতুবা তোমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারেই ভেঙে দাও।

৭৭. অর্থাৎ যদি তুমি স্ত্রীকে অন্যায় করে ত্যাগ করে থাক তবে আল্লাহ সম্পর্কে তোমার নির্ভয় হওয়া উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ তোমার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে জানেন।

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

২২৮. যেসব মেয়েলোককে তালাক দেওয়া হয়েছে তারা যেন তিনবার হায়েয আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের জন্য জায়েয নয়। যদি তারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহলে তাদের এরূপ করা উচিত নয়। যদি তাদের স্বামীগণ সম্পর্ক ভালো করার ইচ্ছা করে তাহলে তারা ইদ্দতের সময়সীমার মধ্যে তাদেরকে আবার বিবি হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকতর হকদার।[৭৮] মেয়েদের জন্যও তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন তাদের উপর পুরুষদের অধিকার আছে। অবশ্য মেয়েদের উপর পুরুষদের একটা মর্যাদা রয়েছে। আর সবার উপর আল্লাহ ক্ষমতাবান ও মহাজ্ঞানী তো আছেনই।

রুকূ' ২৯

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا

২২৯. তালাক দুবার হয়। এরপর হয় বিধিমতো বিবিকে ফিরিয়ে নিতে হবে, আর না হয় ভালোভাবে তাকে বিদায় দিতে হবে।[৭৯] তোমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছ, তাদেরকে বিদায় দেওয়ার সময় তা থেকে কিছু রেখে দেওয়া তোমাদের পক্ষে জায়েয নয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা মেনে চলতে পারবে না বলে আশঙ্কা হলে তাদের কথা আলাদা। এ অবস্থায় যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, তারা দুজন আল্লাহর বিধান মেনে চলতে

৭৮. এ আদেশ ঐ অবস্থার জন্য, যখন স্বামী স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয়। এ তালাককে 'রাজয়ী' বলা হয়। অর্থাৎ, ইদ্দতের মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে আবার ফিরিয়ে নিতে পারে।

৭৯. এ আয়াতের বিধান অনুসারে একজন পুরুষ একটি বিবাহ বন্ধনকালের মধ্যে নিজের স্ত্রীর উপর 'তালাকে রাজয়ী' দেওয়ার অধিকার মোট দুবার প্রয়োগ করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজ বিবাহিতা স্ত্রীকে দুবার তালাক দিয়ে আবার গ্রহণ করেছে সে জীবনে যখনই তাকে তৃতীয়বার তালাক দেবে তখনই তার স্ত্রী তার কাছ থেকে স্থায়ীভাবে আলাদা হয়ে যাবে।

تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

পারবে না, তাহলে স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে নিষ্কৃতি[৮০] হাসিল করলে তাদের কারো কোনো দোষ হবে না। এটাই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখা। এ সীমা লঙ্ঘন করো না। যারা আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করে তারাই যালিম।

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

২৩০. এরপর যদি (দু'বার তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার) তালাক দেয় তবে এ স্ত্রী আর তার জন্য হালাল থাকবে না। অবশ্য যদি অন্য কোনো লোকের সাথে তার বিয়ে হয় এবং সে ব্যক্তি তাকে তালাক দেয় তাহলে আলাদা কথা।[৮১] তখন যদি প্রথম স্বামী এবং এ মহিলা উভয়েই মনে করে যে, তারা আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে তাদের একে অপরের কাছে ফিরে আসাতে কোনো দোষ নেই। এটাই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখা, যা তিনি ঐ লোকদের হেদায়াতের জন্য স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, যারা (তার সীমা লঙ্ঘন করার কুফল) জানে।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

২৩১. আর যখন তোমরা বিবিদেরকে তালাক দাও এবং তাদের ইদ্দতকাল পুরা হয়ে আসে, তখন হয় বিধিমতো তাদেরকে রেখে দাও আর না হয় বিধিমতো তাদেরকে বিদায় দাও। শুধু যাতনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটক করে রেখ না, কেননা তাতে সীমা লঙ্ঘন হবে। আর যে এমন

৮০. শরীআতের পরিভাষায় একে 'খোলা' বলে। অর্থাৎ স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে কিছু দিয়ে তালাক হাসিল করা। এ ক্ষেত্রে স্বামী আপসে আলোচনা করে স্ত্রীকে দেওয়া মাল বা তার কোনো অংশ স্ত্রীর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে। এটা তার জন্য বৈধ হবে। কিন্তু পুরুষ যদি নিজেই স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে তার দেওয়া মালের কোনোকিছুই ফেরত নিতে পারবে না।

৮১. অর্থাৎ, কোনো সময় দ্বিতীয় স্বামী যদি নিজের ইচ্ছায় তালাক দেয়। কিন্তু নিছক প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে অল্পদিনের জন্য বিয়ে করা ও তালাক দেওয়ার যে শয়তানী প্রথা আছে তা এ আয়াত দ্বারা জায়েব প্রমাণিত হয় না।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ؗ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

করবে সে আসলে নিজেই নিজের উপর যুলুম করবে। আল্লাহর আয়াতকে তোমরা খেল-তামাশা বানাবে না। তোমরা ভুলে যেও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, যে কিতাব ও হিকমত তিনি তোমাদের উপর নাযিল করেছেন এর মর্যাদা রক্ষা কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং ভালো করে জেনে রাখ, আল্লাহর কাছে সবকিছুর খবর আছে।

রুকূ' ৩০

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

২৩২. যখন তোমরা তোমাদের বিবিদেরকে তালাক দিয়ে ফেল এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পুরা করে নেয়, তখন তারা যদি বিধিমতো উভয়পক্ষ রাজি হয়ে তাদের মনমতো স্বামী বিয়ে করে তাহলে এতে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কখনও এমন আচরণ করবে না। এটাই তোমাদের জন্য সঠিক ও পবিত্র নীতি। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ

২৩৩. যে বাপ চায়, তার সন্তান দুধ পান করার পুরা সময় দুধ পান করুক, তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরা দু'বছর দুধ পান করাক।[৮২] এ অবস্থায় সন্তানের পিতাকে বিধিমতো মায়েদের খাওয়া পরা দিতে হবে। অবশ্য কারো উপর তার ক্ষমতার বেশি বোঝা চাপানো ঠিক নয়। কোনো মাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেওয়া

৮২. এ হুকুম ঐ অবস্থার জন্য, যখন স্বামী ও স্ত্রী একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গেছে এবং স্ত্রীর কোলে তখন দুধের বাচ্চা রয়েছে। তারা যে ধরনের তালাকের দ্বারাই আলাদা হোক, এ হুকুম সব অবস্থায়ই বলবৎ থাকবে।

لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

উচিত নয়, আর কোনো পিতাকেও তার সন্তানের জন্য বেশি চাপ দেওয়া উচিত নয়। দুধ দানকারিণী মায়ের এ অধিকার যেমন সন্তানের পিতার উপর আছে, তেমনি পিতার ওয়ারিশের উপরও রয়েছে। কিন্তু উভয়পক্ষ যদি আপসে রাজি হয়ে ও পরামর্শ করে দুধ ছাড়াতে চায় তবে এতে কোনো দোষ নেই। আর যদি তোমরা নিজেদের সন্তানকে অন্য মেয়েলোকের দুধ খাওয়াতে চাও তাহলে এতেও কোনো দোষ নেই, যদি এর জন্য যে বিনিময় তোমরা ঠিক কর তা বিধিমতো আদায় কর। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, যা কিছু তোমরা কর তা আল্লাহ দেখতে পান।

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায়, আর তাদের পর যদি তাদের বিবিগণ জীবিত থাকে, তবে তারা যেন চার মাস দশ দিন নিজেদেরকে অপেক্ষায় রাখে।[৮৩] তারপর যখন তাদের ইদ্দতকাল পুরা হয়ে যায়, তখন তাদের নিজেদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তা বিধিমতো করার তাদের ইখতিয়ার রয়েছে। এ বিষয়ে তোমাদের উপর আর কোনো দায়িত্ব নেই। আল্লাহ তোমাদের সবার আমলেরই খবর রাখেন।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن

২৩৫. ইদ্দত পালনকালে যদি তোমরা ইশারা-ইঙ্গিতে ঐ বিধবা মেয়েদেরকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কর অথবা এ ইচ্ছা মনে লুকিয়ে রাখ তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। আল্লাহ জানেন যে,

৮৩. স্বামীর মৃত্যুতে এ 'ইদ্দত' সেই স্ত্রীলোকদেরও পালন করতে হবে, যাদের সাথে স্বামীর সহবাস হয়নি। তবে অবশ্য গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কথা আলাদা। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের 'ইদ্দত' সন্তান প্রসব পর্যন্ত– স্বামীর মৃত্যুর পরপরই সন্তান হোক বা কয়েক মাস পরে হোক উভয় ক্ষেত্রেই এক নিয়ম। নিজেকে বিরত রাখার অর্থ শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ থেকে বিরত থাকা নয়, সাজগোজ থেকেও বিরত থাকা।

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

তাদের খেয়াল তোমাদের মনে জাগবেই। কিন্তু সাবধান! তাদের সাথে কোনো গোপন চুক্তি করো না। কোনো কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে তা বিধিমতোই বলবে। আর ইদ্দতকাল পুরা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কাজ সমাধা করার ফায়সালা করো না। ভালো করে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের দিলের অবস্থাও জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় কর। আর এ কথাও জেনে রাখ, আল্লাহ ধৈর্যশীল এবং ছোট ছোট বিষয় মাফ করে দেন।

রুকূ' ৩১

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۝

২৩৬. যদি তোমরা তোমাদের বিবিদেরকে স্পর্শ করা এবং তাদের জন্য মোহর ধার্য করার আগে তাদেরকে তালাক দাও তাহলে এতে কোনো গুনাহ নেই। এ অবস্থায় তাদেরকে অবশ্যই কিছু না কিছু দেওয়া উচিত। সচ্ছল অবস্থার লোক তার তাওফীক অনুযায়ী এবং গরীব লোক তার সাধ্য অনুযায়ী বিধিমতো যেন দেয়। এটা নেক লোকদের কর্তব্য।

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

২৩৭. আর যদি তোমরা হাত লাগানোর আগে এবং মোহর ধার্য করার পর তাদেরকে তালাক দাও তবে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। বিবি যদি মাফ করে দেয় (এবং মোহর না নেয়) অথবা ঐ পুরুষ, যার হাতে বিয়ের বন্ধন হয়েছে, সে যদি দয়া করে (পুরা মোহর দান করে) তবে তা আলাদা কথা। আর তোমরা (পুরুষরা) যদি দয়া কর তাহলে সেটাই তাকওয়ার সাথে বেশি মানায়। তোমরা একে অপরের সাথে উদারতা দেখাতে ভুলে যেও না। তোমরা যা আমল কর তা আল্লাহ দেখছেন।

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

২৩৮. তোমরা নামাযের হেফাযত কর। বিশেষ করে যে নামাযের মধ্যে নামাযের সব গুণাবলি পাওয়া যায়।[৮৪] আর আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও, যেমন অনুগত গোলাম দাঁড়ায়।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

২৩৯. যদি ভয়ের অবস্থা থাকে তাহলে তোমরা পদাতিক হও বা আরোহী হও, যেভাবে সম্ভব নামায আদায় কর। আর যখন নিরাপদ অবস্থা আসে তখন আল্লাহকে ঐ নিয়মে মনে কর, যা তিনি তোমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন এবং যা তোমরা এর আগে জানতে না।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২৪০. তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং বিবিদেরকে রেখে যায়, তারা যেন তাদের বিবিদের পক্ষে এ অসীয়ত করে যায় যে, এক বছর পর্যন্ত তাদেরকে খোরপোষ দিতে হবে এবং তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া যাবে না। তারপর যদি তারা নিজ ইচ্ছায় বের হয়ে যায় তবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত বিধিমতো তারা যা কিছু করুক সে বিষয়ে তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। আল্লাহ সবার উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

২৪১. তেমনিভাবে যে বিবিদেরকে তালাক দেওয়া হলো তাদেরকেও বিধিমতো কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটাই মুত্তাকী লোকদের কর্তব্য।

৮৪. মূলে 'সালাতিল উস্‌তা' শব্দ আছে। 'উস্‌তা' শব্দের অর্থ মধ্যবর্তী হতে পারে, আবার এর অর্থ উত্তম ও উন্নততর উৎকৃষ্ট জিনিসও হতে পারে। সালাতে উস্‌তায়ের অর্থ হতে পারে এরূপ নামায, যা সঠিক সময়ে যথাযথ ভয়-ভক্তি, বিনয় ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোযোগসহ আদায় করা হয় এবং যার মধ্যে নামাযের সকল সৌন্দর্য বর্তমান থাকে। পবিত্র কুরআনের যে সকল মুফাস্‌সির এ শব্দের অর্থ মধ্যবর্তী নামায মনে করেছেন তারা সাধারণত এর অর্থ 'আসরের নামায' বুঝেছেন।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۝

২৪২. এভাবেই আল্লাহ তাঁর বিধান তোমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন। আশা করা যায়, তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে।

রুকূ' ৩২

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ
اللّٰهُ مُوْتُوْا ۟ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ
فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

২৪৩. তুমি ঐসব লোকের অবস্থা চিন্তা করেছ কি, যারা মরণের ভয়ে তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল? অথচ তারা সংখ্যায় হাজার হাজার ছিল। আল্লাহ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। এরপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন।[৮৫] সত্যি বলতে কি, আল্লাহ মানুষের উপর বড়ই মেহেরবান; কিন্তু বেশির ভাগ লোকই শুকরিয়া আদায় করে না।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৪৪. (হে মুসলিম জাতি!) তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং ভালো করে জেনে রাখ, আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۪ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৪৫. তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, আল্লাহকে 'করযে হাসানা' দেয়, যাতে আল্লাহ কয়েক গুণ বাড়িয়ে তা ফেরৎ দেন।[৮৬] কমানোর ও বাড়ানোর ইখতিয়ার আল্লাহরই হাতে রয়েছে। আর তোমাদেরকে তার দিকেই ফিরে যেতে হবে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ
بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا

২৪৬. তারপর তোমরা কি ঐ ব্যাপারেও চিন্তা করেছ, যা মূসার পর বনী ইসরাঈলের সর্দারদের মধ্যে ঘটেছিল? তারা তাদের নবীকে বলেছিল : আমাদের জন্য একজন

৮৫. এখানে বনী ইসরাঈলের মিসর থেকে বের হয়ে আসার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূরা মায়িদায় ৪র্থ রুকূ'তে আল্লাহ তাআলা এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

৮৬. এখানে 'করযে হাসানা' অর্থ– সাওয়াব লাভের খাঁটি জযবা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে মাল খরচ করা। এরূপ খরচকে আল্লাহ তাআলা নিজের যিম্মায় 'করয' বলে গণ্য করেছেন এবং ওয়াদা করেছেন, 'আমি শুধু আসলই আদায় করব না, বরং আসলকে বহুগুণে বাড়িয়ে আদায় করব'।

مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

বাদশাহ নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী জিজ্ঞেস করলেন : এমন হবে না তো যে, তোমাদেরকে যুদ্ধের হুকুম দেওয়ার পর তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল : এটা কী করে হতে পারে যে, আমাদেরকে আমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিকে আমাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে, এ সত্ত্বেও আমরা লড়াই করব না? কিন্তু যখন তাদেরকে লড়াইয়ের হুকুম দেওয়া হলো, তখন অল্পকিছু লোক ছাড়া তারা সবাই পেছন ফিরে গেল। আল্লাহ যালিমদের প্রত্যেককে চেনেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

২৪৭. তাদের নবী তাদেরকে বললেন : আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ বানিয়েছেন। তারা শুনে বলল : আমাদের উপর বাদশাহ হয়ে বসার অধিকার তার কী করে হলো? তার তুলনায় বাদশাহ হওয়ার অধিকার আমাদেরই বেশি। সে তো কোনো বড় ধনী লোক নয়। নবী জবাব দিলেন : আল্লাহ তোমাদের বদলে তাকেই বাছাই করেছেন এবং তাকে মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক দিয়েই যথেষ্ট যোগ্যতা দান করেছেন। আর এটা আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে যে, তিনি যাকে চান তাকেই তার রাজ্য দান করেন। আল্লাহ বড়ই প্রশস্ততার অধিকারী এবং সবকিছু তার জানা আছে।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ

২৪৮. তাদের নবী তাদেরকে আরও বললেন : আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন এই যে, তাঁর বাদশাহীর আমলেই ঐ সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যার মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সান্ত্বনার বিষয় রয়েছে, যার

هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

মধ্যে মূসা ও হারূনের বংশধরদের ছেড়ে যাওয়া বরকতের জিনিস রয়েছে এবং যাকে এখন ফেরেশতারা বহন করছে। যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে।

রুকূ' ৩৩

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۭ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۭ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

২৪৯. তারপর যখন তালূত সেনাবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলো, তখন সে বলল : আল্লাহ এক নদীতে তোমাদেরকে যাচাই করবেন। যে এর পানি পান করবে সে আমার সাথী নয়। আমার সাথী শুধু সে-ই, যে তা থেকে পিপাসা মিটাবে না। অবশ্য কেউ যদি এক-আধ আজলা পান করে তো করল। কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া সবাই ঐ নদী থেকে পুরোপুরি পান করল।

যখন তালূত ও তার সাথী মুসলমানরা নদী পার হয়ে এগিয়ে গেল, তখন তারা তালূতকে বলল : আজ জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করার কোনো শক্তিই আমাদের নেই।[৮৭] কিন্তু যারা মনে করত, একদিন তাদেরকে আল্লাহর সাথে দেখা করতেই হবে তারা বলল : অনেকবারই এমন হয়েছে যে, আল্লাহর অনুমতিতে এক ছোট দল এক বড় দলের উপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

২৫০. আর যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় বের হলো তখন তারা দোআ করল : হে আমাদের রব! আমাদেরকে সবর দান কর। আমাদের কদম মযবুত রাখ এবং কাফির কাওমের উপর আমাদের বিজয় দান কর।

৮৭. সম্ভবত এ কথা ঐসব লোকের, যারা এর আগে নদীতে নিজেদের বে-সবরীর পরিচয় দিয়েছিল।

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

২৫১. শেষ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমে তারা কাফিরদের মেরে তাড়িয়ে দিলো এবং দাঊদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং তিনি যে যে বিষয়ে চাইলেন, সেসব বিষয়ে তাকে জ্ঞান দান করলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষের একটা দলকে আর একটা দল দিয়ে দমন করতে না থাকতেন তাহলে দুনিয়ার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুনিয়ার মানুষের উপর আল্লাহর বড়ই দয়া (তিনি এভাবে ফিতনা-ফাসাদ দমন করার ব্যবস্থা করতে থাকেন)।

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

২৫২. এসবই আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি ঠিক ঠিকভাবে তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। আর আপনি অবশ্যই ঐসব লোকদের একজন, যাদেরকে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

পারা ৩

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا

২৫৩. এই রাসূলগণ (যাদেরকে আমার পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়াতের জন্য পাঠানো হয়েছে) তাদের কতককে আমি অন্য কতকের চেয়ে বেশি মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও কেউ ছিল, যার সাথে আল্লাহ নিজেই কথা বলেছেন, তাদের কতককে অন্য দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছি এবং সর্বশেষ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দান করেছি ও পবিত্র রূহ দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে এ রাসূলগণের পর যাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এসেছে, তারা একে অপরের সাথে লড়াই করতে পারত না। কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আল্লাহর নিয়ম নয় বলে) তারা একে অপরের সাথে মতবিরোধ করেছে। তাদের কেউ ঈমান

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

এনেছে, আর কেউ কুফরীর পথে চলেছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা কখনও লড়াই করত না। কিন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

রুকূ' ৩৪

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۭ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৫৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে খরচ কর, ঐ দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো কেনাবেচা হবে না, কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে না এবং কোনো সুপারিশ চলবে না। আসলে তারাই যালিম, যারা কুফরীর নীতি গ্রহণ করে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

২৫৫. আল্লাহ ঐ চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্তা, তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনি ঘুমান না, এমনকি তাঁর ঘুমের ভাবও হয় না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা তাদের অগোচরে আছে তাও তিনি জানেন। যা কিছু তাঁর জ্ঞানের মধ্যে আছে তা থেকে কিছুই তাদের আয়ত্তে আসতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে দিতে চান তাহলে আলাদা কথা। তাঁর শাসন[৮৮] আসমান ও জমিন জুড়ে আছে এবং এসবের দেখাশোনার কাজ তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠতম।

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۣ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ

২৫৬. দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।[৮৯] সঠিক কথাকে ভুল ধারণা থেকে ছাঁটাই করে আলাদা করে রাখা

৮৮. মূল শব্দ 'কুরসী'। এ শব্দ সাধারণত রাষ্ট্রশক্তি ও ক্ষমতার রূপক বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৮৯. অর্থাৎ, কাউকে ঈমান আনার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে না।

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

হয়েছে। এখন যে কেউ 'তাগূতকে'[৯০] অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, সে এমন মযবুত রশি ধরেছে, যা কখনো ছিঁড়বে না। আল্লাহ (যার আশ্রয় সে নিয়েছে) সবকিছু শুনেন ও জানেন।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

২৫৭. যারা ঈমান আনে আল্লাহ-ই তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরীর পথে চলে তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হলো 'তাগূত'[৯১] এবং তা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনে যাওয়ার লোক, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

রুকূ' ৩৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

২৫৮. তুমি কি ঐ লোকের[৯২] অবস্থা চিন্তা করনি, যে ইবরাহীমের সাথে এ কথার উপর ঝগড়া করেছিল যে, ইবরাহীমের রব কে? আর এ জন্য যে, তাকে তার রব রাজত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। যখন ইবরাহীম বললেন, তিনিই আমার রব, যার হাতে হায়াত ও মউতের ক্ষমতা আছে। তখন সে জবাব দিলো, হায়াত-মউত তো আমার হাতে। ইবরাহীম তখন বললেন : আচ্ছা, তাহলে আল্লাহ তো পূর্বদিক থেকে সূর্য ওঠান, তুমি একটু তাকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও তো। একথা শুনে সত্যের দুশমন চুপ হয়ে গেল। আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথ দেখান না।

৯০. আভিধানিক অর্থে এরূপ লোককেই 'তাগূত' বলা যায়, যে নিজের বৈধ সীমা লঙ্ঘন করে। কেউ যখন দাসত্ব বা বন্দেগীর সীমা লঙ্ঘন করে নিজে মনিব ও প্রভু হওয়ার ঠাট জমিয়ে আল্লাহর বান্দাহদেরকে দিয়ে নিজের দাসত্ব করায় তখন কুরআনের পরিভাষায় তাকে 'তাগূত' বলা হয়।

৯১. 'তাগূত' শব্দটি একবচন হলেও এখানে তা বহুবচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তাওয়াগীত বা তাগূতসমূহ। আল্লাহর দিক থেকে মানুষ যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন সে শুধু এক তাগূতের জালে ফাঁসে না, বরং অসংখ্য তাগূত তখন তার কাঁধে চেপে বসে।

৯২. 'ঐ ব্যক্তি' বলতে এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্মভূমি ইরাকের বাদশাহ নমরূদকে বোঝানো হয়েছে।

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

২৫৯. অথবা উদাহরণস্বরূপ ঐ লোকটির দিকে দেখ, যে এমন এক বস্তি পার হয়ে যাচ্ছিল, যা ছাদ উল্টে উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে লোকটি বলল, এ জনপদটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ একে কেমন করে আবার জীবিত করবেন? এরপর আল্লাহ তার জান কবজ করে তাকে একশ' বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তিনি তাকে আবার জীবিত করে জিজ্ঞেস করলেন, বল তুমি কতদিন পড়েছিলে? সে বলল, একদিন বা কয়েক ঘণ্টা পড়েছিলাম হয়তো। আল্লাহ বললেন, তোমার উপর দিয়ে একশ' বছর এ অবস্থায়ই কেটে গেছে। এখন তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে একটু দেখ যে, তাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অপরদিকে তোমার গাধাটির দিকে দেখ (এর হাড্ডি পর্যন্ত পচে যাচ্ছে)। আর আমি এ উদ্দেশ্যে এমন করেছি, যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটা নিদর্শন বানিয়ে দিতে পারি। তারপর দেখ, হাড্ডিসার এ কংকালকে আমি উঠিয়ে কীভাবে তাতে গোশত লাগিয়ে দেই। এভাবে যখন আসল সত্য তার সামনে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন সে বলে উঠল : আমি জানি যে, আল্লাহ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ

২৬০. ঐ ঘটনাটাও মনে রেখ, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দাও কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর। আল্লাহ বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস করো না? তিনি বললেন, বিশ্বাস তো আমি করি, কিন্তু আমার মনকে বুঝ দেওয়া দরকার।[৯৩] আল্লাহ বললেন, তাহলে চারটা পাখি ধর এবং ওদেরকে তোমার সাথে পরিচিত কর। তারপর ওদের এক এক

৯৩. অর্থাৎ, সেটাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস ও পরম প্রশান্তি, যা নিজ চোখে দেখে লাভ করা যায়।

ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

টুকরা এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। এরপর ওদেরকে ডাক, ওরা তোমার দিকে দৌড়ে চলে আসবে। খুব জেনে রাখ যে, আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

রুকূ' ৩৬

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

২৬১. যারা নিজেদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের খরচের উদাহরণ এমন যে, যেমন একটা বীজ বপন করা হলো এবং তা থেকে সাতটা ছড়া বের হলো এবং প্রতিটি ছড়ায় একশ' করে শস্যবীজ হলো। এভাবেই আল্লাহ যার আমলকে চান বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ উদার ও মহাজ্ঞানী।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

২৬২. যারা তাদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করে এবং এরপর তা বলে বেড়ায় না ও কষ্ট দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই।

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

২৬৩. একটা মিষ্ট কথা ও কোনো অসন্তুষ্টির বিষয় মাফ করে দেওয়া ঐ দানের চেয়ে ভালো, যার পর দুঃখ দেওয়া হয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সহনশীল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

২৬৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের দান-খয়রাতকে অন্যের কাছে বলে বেড়ায়ে বা কষ্ট দিয়ে ঐ লোকের মতো নষ্ট করে ফেলো না, যে শুধু মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে খরচ করে এবং যে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না। তার খরচ করার উদাহরণ এ রকম—একটা পাথর ছিল, যার উপর কিছু মাটি জমেছিল। যখন এর উপর জোরে বৃষ্টি পড়ল তখন সবটুকু মাটি ধুয়ে মুছে গেল। আর পাথরটি পরিষ্কার পাথরই রয়ে গেল। এ ধরনের লোক দান-খয়রাত করে যেটুকু নেকী

الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

কামাই করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফিরদেরকে সঠিক পথ দেখানো আল্লাহর নিয়ম নয়।[৯৪]

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

২৬৫. অপরদিকে যারা তাদের মাল শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মনের পুরা মযবুতির সাথে খরচ করে তাদের খরচের উদাহরণ এ রকম, যেমন কোনো উঁচু জায়গায় একটা বাগান আছে, যদি জোরে বৃষ্টি হয় তাহলে দ্বিগুণ ফল ধরে, আর জোরে বৃষ্টি যদি না-ও হয় কুয়াশাই এর জন্য যথেষ্ট হয়। তোমরা যা কিছু কর তা সবই আল্লাহ দেখেন।

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖۚ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

২৬৬. তোমাদের কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে, তার একটা সাজানো বাগান হোক, যার নিচে ঝরনা বহমান এবং যা খেজুর, আঙুর ও সবরকম ফলে পূর্ণ; আর ঠিক এমন সময় তা এক আগুনঝরা বাতাসে ঝলসে যাক, যখন সে বৃদ্ধ এবং তখনও তার অল্প বয়সের সন্তানগণ কোনো কাজের উপযুক্ত হয়নি।[৯৫] এভাবেই আল্লাহ তাঁর কথা তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর।

রুকূ' ৩৭

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا

২৬৭. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যে মাল তোমরা কামাই করেছ এবং যা কিছু আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য বের

৯৪. এখানে 'কাফির' শব্দটি অকৃতজ্ঞ এবং নিয়ামত অস্বীকারকারী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৯৫. অর্থাৎ, যখন তোমাদের সারা জীবনের কষ্টের কামাই-রোজগার থেকে ফায়দা হাসিল করা তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি এবং যখন নতুন করে আয় করার কোনো সুযোগই বাকি নেই, এমন এক সংকটকালে তোমাদের সকল ধন-সম্পদ হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া তোমরা পছন্দ করতে পার না। তাহলে তোমরা এ কথা কেমন করে পছন্দ কর যে, দুনিয়ার জীবনে মেহনত করার পর পরকালের জগতে পা রেখেই তোমরা দেখতে পাবে– তোমাদের সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের সেখানে কোনো মূল্যই নেই। দুনিয়ার জন্য তোমরা যা কিছু কামাই করেছিলে তা দুনিয়াতেই রয়ে গিয়েছে এবং পরকালের জন্য তোমরা এমন কিছু করে নিয়ে যাওনি, যার ফল তোমরা সেখানে ভোগ করতে পার?

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

করেছি তা থেকে যা ভালো তা আল্লাহর পথে খরচ কর। তাঁর পথে দেওয়ার জন্য খারাপের চেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না। অথচ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাকে দেয় তাহলে তোমরা কখনো তা নিতে রাজি হবে না। অবশ্য তোমরা যদি নেবার সময় লক্ষ্য না কর তাহলে আলাদা কথা। তোমাদের জানা উচিত, কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই এবং তিনি কারো প্রশংসার ধার ধারেন না।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি গ্রহণ করার জন্য উসকানি দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করার ভরসা দেন। আল্লাহ বড়ই উদার ও জ্ঞানী।

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

২৬৯. তিনি যাকে চান হিকমত দান করেন। আর যাকে হিকমত দেওয়া হলো তাকে আসলে বিরাট সম্পদ দান করা হলো। এসব কথা থেকে শুধু তারাই উপদেশ গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

২৭০. তোমরা যা কিছু খরচ করেছ অথবা তোমরা যা-ই মান্নত[৯৬] মেনেছ, আল্লাহ তা জানেন। যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا

২৭১. যদি তোমাদের সদকা প্রকাশ্যে দান কর তবে তাও ভালো, কিন্তু যদি গোপনে অভাবীদেরকে দাও তাহলে তা তোমাদের

৯৬. নিজের কোনো উদ্দেশ্য সফল হওয়ার বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো নেক কাজ করার ওয়াদা করে, যে কাজ তার উপর ফরয ছিল না, তবে তাকে 'নযর' বা মান্নত বলা হয়। যদি এই উদ্দেশ্য কোনো হালাল ও জায়েয বিষয় সম্পর্কে হয় এবং তা যদি আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া হয় এবং মান্নত পুরা হলে তার বিনিময়ে যে কাজ করার ওয়াদা করা হয় তা যদি শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই হয় তবে এরূপ মান্নত আল্লাহর আনুগত্যের পথেই হয়েছে বলা যায়। এ ধরনের 'নযর' পূর্ণ করা পুরস্কার ও সওয়াবের কাজ। আর যদি এমন না হয়, তবে সে মান্নত মানা ও তা পূর্ণ করা আল্লাহর আযাবের কারণ হবে।

وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ﴿٢٧١﴾

জন্য আরও বেশি ভালো। এরূপ কাজের ফলে তোমাদের অনেক পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ অবশ্যই তার খবর রাখেন।

ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ﴿٢٧٢﴾

২৭২. (হে নবীর!) মানুষকে হেদায়াত দান করার দায়িত্ব আপনার উপর নেই। হেদায়াত তো আল্লাহ-ই যাকে চান দান করেন। আর দান-খয়রাতে তোমরা যে মাল খরচ কর তা তোমাদের নিজেদের জন্যই ভালো। তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যই খরচ করে থাক। কাজেই তোমরা যা কিছু মাল দান-খয়রাতে খরচ করবে এর পুরোপুরি বদলা তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের হক মোটেই নষ্ট করা হবে না।

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ﴿٢٧٣﴾

২৭৩. বিশেষ করে ঐসব অভাবী লোকেরাই সাহায্য পাওয়ার হকদার, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে লেগে গেছে যে, নিজেদের ব্যক্তিগত রুজি-রোজগারের জন্য দুনিয়ায় চেষ্টা-তদবির করতে পারে না। তারা কারো কাছে চেয়ে বেড়ায় না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল মনে করে। তোমরা তাদের চেহারা থেকে তাদের ভেতরের অবস্থা জেনে নিতে পার। কিন্তু তারা এমন লোক নয় যে, নাছোড় বান্দার মতো মানুষের কাছে কিছু চায়। তাদের সাহায্যে তোমরা যে মাল খরচ করবে তা আল্লাহ থেকে গোপন থাকবে না।

রুকূ' ৩৮

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴿٢٧٤﴾

২৭৪. যারা তাদের মাল রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে। তাই তাদের জন্য কোনো ভয় ও দুঃখের কারণ নেই।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۷۵﴾

২৭৫. কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা ঐ লোকের মতো হয়, যাকে শয়তান ছুঁয়ে পাগল[৯৭] বানিয়ে দিয়েছে। তাদের এমন অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে : ব্যবসাও তো আসলে সুদের মতোই।[৯৮] অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যার কাছে তার রবের এ উপদেশ পৌঁছে এবং ভবিষ্যতে সুদখোরী থেকে বিরত হয়, সে যেটুকু সুদ আগে খেয়ে ফেলেছে তা তো খেয়েছেই;[৯৯] তার ব্যাপারটা আল্লাহর উপর নির্ভর করে। আর যারা এ হুকুমের পর আবার তা করবে, তারা দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ﴿۲۷۶﴾

২৭৬. আল্লাহ সুদকে কমিয়ে দেন এবং দান-খয়রাতকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۷۷﴾

২৭৭. তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে আছে। আর তাদের কোনো ভয় ও দুঃখের কারণ নেই।

৯৭. দিওয়ানা বা পাগল ব্যক্তিকে আরববাসী 'মাজনূন' তথা 'জিনে ধরা' বলত। কাউকে পাগল বলতে হলে তারা বলত সে জিনগ্রস্ত হয়েছে। এই বাগ্‌ধারা ব্যবহার করে কুরআন সুদখোরকে পাগল বা জিনে ধরা লোকের সাথে তুলনা করেছে।

৯৮. অর্থাৎ, তাদের ধারণায় এই ভুল আছে যে, ব্যবসায়ে মূলধনের উপর পাওয়া লাভের ধরণ এবং সুদের মধ্যে যে বিরাট তফাত রয়েছে তা তারা বুঝতে পারে না এবং মুনাফা ও সুদকে একই রকমের মনে করে তারা এই যুক্তি পেশ করে যে, ব্যবসায়ে খাটানো টাকার মুনাফা যদি হালাল হয় তবে ধার দেওয়া টাকার মুনাফা হারাম হবে কেন?

৯৯. এ কথা বলা হয়নি যে, যা কিছু তারা খেয়ে নিয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। বরং বলা হয়েছে, সে বিষয়টি আল্লাহরই ইখতিয়ারে আছে। এ কথা থেকে বোঝা যায়, 'যা খেয়ে নিয়েছে তা তো খেয়েই নিয়েছে'– এ কথা বলার অর্থ এই নয়, যা খেয়ে নিয়েছে তার জন্য মাফ করে দেওয়া হলো; বরং এর দ্বারা এতটুকু আইনগত সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যে সুদ আগে নেওয়া হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার জন্য আইনত বাধ্য করা হবে না।

২৭৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের যে সুদ মানুষের কাছে পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২৭৯. যদি তোমরা এরূপ না কর তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।[১০০] এখনও যদি তাওবা কর (এবং সুদ ছেড়ে দাও) তাহলে তোমরা তোমাদের আসল পুঁজির হকদার। তোমরাও যুলুম করবে না, তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۝

২৮০. যদি তোমাদের করযদার অভাবী হয় তাহলে সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে সময় দাও। আর যদি তোমরা দান করে দাও তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশি ভালো, যদি তোমরা বুঝ।[১০১]

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

২৮১. ঐ দিনের অপমান ও বিপদ থেকে বেঁচে থাক, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। যেখানে প্রত্যেকের কামাই করা সওয়াব ও গুনাহের বদলা দেওয়া হবে এবং কারো উপর মোটেই কোনো যুলুম করা হবে না।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

১০০. মক্কা বিজয়ের পর যখন গোটা আরব ইসলামী শাসনাধীনে আসে তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। এর পূর্বে সুদকে পছন্দের জিনিস মনে করা না হলেও আইনত হারাম করা হয়নি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে সুদী কারবারকে ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। আয়াতের শেষাংশের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস (রা), হাসান বসরী (র), ইবনে সিরিন (র), ও রাবী বিন আনাস (র) এই অভিমত পোষণ করেন, যে ব্যক্তি দারুল ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) মধ্যে সুদ নেবে তাকে তাওবা করার জন্য বাধ্য করা হবে এবং যদি সে সুদ থেকে বিরত না হয় তবে তাকে নিহত করা হবে। অন্য ফিক্‌হবিদদের অভিমত হচ্ছে, এরূপ ব্যক্তিকে বন্দি করাই যথেষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সুদ খাওয়া ত্যাগ করার ওয়াদা না করে ততক্ষণ তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

১০১. এ আয়াত থেকে এই শরীআতী বিধান বের করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ধার শোধ করতে অপারগ তাকে ধার আদায়ের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়ার জন্য ইসলামী আদালত ধারদাতাকে বাধ্য করবে। কোনো কোনো অবস্থায় আদালত সম্পূর্ণ ঋণ কিংবা তার অংশবিশেষ একেবারে মাফ করে করানোর অধিকারী হবে। ফিক্‌হবিদগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, এক ব্যক্তির থাকার ঘর, খাবার পাত্র, পরনের কাপড় এবং যেসব হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি দ্বারা সে আয়-উপার্জন করে, কোনো অবস্থাতেই তা ক্রোক করা যাবে না।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَدَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰٓى
اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوۡهُ ؕ وَلۡيَكۡتُبْ بَّيۡنَكُمۡ
كَاتِبٌۢ بِالۡعَدۡلِ ۚ وَلَا يَاۡبَ كَاتِبٌ اَنۡ
يَّكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلۡيَكۡتُبۡ ۚ وَلۡيُمۡلِلِ
الَّذِىۡ عَلَيۡهِ الۡحَـقُّ وَلۡيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا
يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـــًٔا ؕ فَاِنۡ كَانَ الَّذِىۡ عَلَيۡهِ
الۡحَـقُّ سَفِيۡهًا اَوۡ ضَعِيۡفًا اَوۡ لَا يَسۡتَطِيۡعُ اَنۡ يُّمِلَّ
هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهٗ بِالۡعَدۡلِ ؕ وَاسۡتَشۡهِدُوۡا
شَهِيۡدَيۡنِ مِنۡ رِّجَالِكُمۡ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُوۡنَا
رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَّامۡرَاَتٰنِ مِمَّنۡ تَرۡضَوۡنَ مِنَ
الشُّهَدَآءِ اَنۡ تَضِلَّ اِحۡدٰٮهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحۡدٰٮهُمَا
الۡاُخۡرٰى ؕ وَلَا يَاۡبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوۡا ؕ
وَلَا تَسۡـَٔـمُوۡۤا اَنۡ تَكۡتُبُوۡهُ صَغِيۡرًا اَوۡ كَبِيۡرًا
اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمۡ اَقۡسَطُ عِنۡدَ اللّٰهِ وَاَقۡوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَاَدۡنٰۤى اَلَّا تَرۡتَابُوۡۤا اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيۡرُوۡنَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ

রুকূ' ৩৯

২৮২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা একে অপরের সাথে করযের লেনদেন কর[১০২] তখন তা লিখে রেখ। কোনো লোক যেন তোমাদের দু'পক্ষের সাথে ইনসাফ করে দলীল লিখে দেয়। আল্লাহ যাকে লেখা-পড়ার যোগ্যতা দিয়েছেন তার পক্ষে লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়। তাই সে যেন লিখে, আর যে ব্যক্তির উপর দায়িত্ব আসছে (অর্থাৎ ঐ করযদার, যে ধার নেয়) সে লেখার বিষয় যেন বলে দেয়। আর তার রব আল্লাহকে যেন সে ভয় করে, যাতে যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাতে যেন কম-বেশি করা না হয়। কিন্তু করযদার যদি নিজে বোকা বা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয় বলে দিতে না পারে, তাহলে তার অভিভাবক যেন ইনসাফের সাথে লেখার বিষয় বলে দেয়। তারপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী বানিয়ে নাও। আর যদি দুজন পুরুষ পাওয়া না যায় তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে তাদের একজন ভুলে গেলে আরেকজন তাকে তা মনে করিয়ে দিতে পারে। এসব সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হতে হবে, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। সাক্ষীদেরকে যখন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বলা হয় তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। ব্যাপার ছোট হোক বা বড় হোক, মেয়াদ নির্দিষ্ট করে তার দলীল লিখিয়ে নিতে অবহেলা করবে না। এ নিয়ম আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য বেশি ইনসাফপূর্ণ। এতে

১০২. এর থেকে এ বিধান বের হয় যে, ঋণের ব্যাপারে মেয়াদ (সময়সীমা) নির্দিষ্ট থাকা জরুরি।

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

সাক্ষ্য কায়েম হওয়া বেশি সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থেকে যায়। অবশ্য তোমরা একে অপরের সাথে যেসব ব্যবসার লেনদেন হাতে হাতে নগদ করে থাক, তা যদি না লিখ তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তোমরা যখন ব্যবসার কথাবার্তা ঠিক কর তখন সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কষ্ট দেওয়া না হয়। এরূপ করলে তোমাদের গুনাহ হবে। আল্লাহর গযব থেকে বাঁচ। তিনি তোমাদেরকে কাজের সঠিক নিয়ম শিক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কেই জানেন।

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং দলীল লেখার জন্য কোনো লেখক না পাও তাহলে বন্ধক রেখে কাজ চালিয়ে নাও।[১০৩] যদি তোমাদের কেউ অন্য কারো উপর ভরসা করে তার সাথে কোনো কাজ করে তাহলে যার উপর ভরসা করা হয়েছে তার আমানত আদায় করা ও তার রব আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আর কখনো সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার মন গুনাহে লিপ্ত। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্বন্ধে জানেন।

রুকূ' ৪০

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ

২৮৪. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনের কথা তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ অবশ্যই এর হিসাব তোমাদের কাছ

১০৩. আমানতের জিনিসের বিনিময়ে ঋণদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণদাতার ঋণ ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া। কিন্তু ঋণের বদলে আমানতের মাল থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করার অধিকার ঋণদাতার নেই। কেননা, তা সুদ বলে গণ্য হবে। অবশ্য যদি কোনো পশু বন্ধক রাখা হয়, তবে তার দুধ ব্যবহার করা যাবে এবং তাকে যানবাহন ও ভারবহনের কাজে লাগানো যাবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে উক্ত পশুকে ঘাস ও খাবার দেওয়ার বদলা।

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

থেকে নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করে দেবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۗ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

২৮৫. রাসূল ঐ হেদায়াতের উপর ঈমান এনেছেন, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর উপর নাযিল হয়েছে এবং যারা এ রাসূলকে মানে তারাও ঐ হেদায়াতকে মন থেকে মেনে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণকে মানে। আর তারা বলে : আমরা আল্লাহর রাসূলগণের একজন থেকে আর একজনকে আলাদা করি না, আমরা হুকুম শুনেছি ও আনুগত্য কবুল করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে গুনাহ মাফ চাই এবং আপনারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৮৬. আল্লাহ কোনো মানুষের উপর তার শক্তির চেয়ে বেশি দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী কামাই করেছে তার ফল তারই জন্য, আর যে পাপ সে জমা করেছে তার পরিণামও তারই উপর।

(হে ঈমানদারগণ! তোমরা এভাবে দোআ কর) হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুল করি অথবা গুনাহ করি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের উপর ঐ ধরনের বোঝা চাপাবেন না, যেমন আমাদের আগের লোকদের উপর চাপিয়েছেন। হে আমাদের রব! যে বোঝা বইবার সাধ্য আমাদের নেই, সে বোঝা আমাদের উপর রাখবেন না। আমাদের সাথে নরম ব্যবহার করুন, আমাদেরকে মাফ করুন, আমাদের উপর রহম করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। তাই কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

৩. সূরা আলে ইমরান

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

এ সূরার ৩৩ নং আয়াতের 'আলে ইমরান' কথাটিকে ভিত্তি করে সূরাটির এ পরিচয়মূলক নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরাটি চার দফায় নাযিল হয়েছে। যেমন–

১. ১ম রুকূ' থেকে ৪র্থ রুকূ'র দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত অর্থাৎ এক থেকে ৩২ নং আয়াত পর্যন্ত বদর যুদ্ধের পরপর দ্বিতীয় হিজরীতে নাযিল হয়।

২. ৩৩ থেকে ৭১ নং আয়াত পর্যন্ত অর্থাৎ ৭ম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত নবম হিজরীতে ঐ সময় নাযিল হয়, যখন নাজরান থেকে একদল খ্রিস্টান প্রতিনিধি রাসূল (স)-এর সাথে দেখা করতে আসে।

৩. ৮ম রুকূ'র শুরু থেকে ১২তম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭২ থেকে ১২০ নং আয়াত পর্যন্ত এক বা একাধিক ভাষণ হিসেবে নাযিল হয়। এ আয়াতগুলো বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝখানে নাযিল হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ এবং তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহুদের যুদ্ধ হয়।

৪. ১৩তম থেকে শেষ রুকূ' (২০তম) পর্যন্ত অর্থাৎ ১২১ থেকে ২০০ নং আয়াত পর্যন্ত এক বা একাধিক ভাষণ হিসেবে উহুদ যুদ্ধের পরপর নাযিল হয়।

নাযিলের পরিবেশ

১. সূরা আল বাকারার ১৫ ও ১৬ নং রুকূ'তে মুসলিমদেরকে যে কঠিন বিপদ-মুসীবত সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, বদর যুদ্ধের পর তা ব্যাপক আকারে দেখা দিল। বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ে গোটা আরব খেপে গেল। মক্কার কুরাইশদের নেতৃত্বে ছোট-বড় সব শক্তি মদীনার ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্রটিকে ধ্বংস করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল।

২. রাসূল (স) মদীনায় এসেই চারপাশের ইহুদী গোত্রদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন সে অনুযায়ী মদীনার উপর হামলা হলে মুসলমানদের সাথে মিলে তাদেরও মদীনা রক্ষার জন্য চেষ্টা করার কথা; কিন্তু তারা এ চুক্তির বিপরীত কাজই শুরু করল। বনী কায়নুকা গোত্র প্রকাশ্যেই বিরোধিতা করায় তাদেরকে রাসূল (স) এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এতে সব ইহুদী গোত্রের শত্রুতা আরো বেড়ে গেল। মদীনার মুনাফিকদের কারণে মুসলিমদের সমস্যা কঠিন হয়ে পড়ল। ঘরের শত্রু হিসেবে তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সবসময় সাবধান থাকতে হতো। এমনকি রাসূল (স)-এর উপর হামলা হওয়ার ভয়ে সাহাবায়ে কেরাম হামেশা পাহারা দিতে লাগলেন।

৩. কুরাইশরা বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর এর বদলা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন হাজার বীরের এক বাহিনী নিয়ে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে মদীনা আক্রমণ করে বসল। মাত্র এক হাজার মুজাহিদ নিয়ে রাসূল (স) যুদ্ধে রওনা হলেন। কিন্তু মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইর নেতৃত্বে তিনশ' লোক পালিয়ে এল। মুসলিম বাহিনীকে হিম্মতহারা করাই এর উদ্দেশ্য। বাকি সাতশ' লোকের মধ্যেও কিছু মুনাফিক ছিল, যারা বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালাল। এভাবেই মুসলিম বাহিনী ঘরের শত্রুদেরকে চিনে নিল।

৪. উহুদের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের পেছনে ঐ মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ছাড়াও মুসলিমদের মধ্যে এমন কিছু দুর্বলতা ধরা পড়ল, যা দূর না হলে ভবিষ্যতে জয়ের আশা করা যায় না। তাই সূরাটিতে যুদ্ধের পূর্ণ পর্যালোচনা করে তাদেরকে সংশোধন করা হয়। এরই ফলে পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে একটানা বিজয় আসতে থাকে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় যত কথা বলা হয়েছে, তা প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা যায় :

১. আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে রাসূল (স)-এর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া। সূরা আল বাকারায়ই এ দাওয়াত দেওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু এ সূরায় পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত দিয়ে বলা হয়েছে, রাসূল (স) এবং কুরআন তোমাদেরকে ঐ মহান দীনের পথেই ডাকছেন, যেদিকে আগের নবী-রাসূলগণ ডেকেছিলেন। তোমরা কিতাবধারী বলে দাবি করলেও আসলে ঐ দীন থেকে দূরে সরে গিয়েছ। তাই তোমরা আসল দীন কবুল কর।

২. রাসূল (স)-এর উপর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে মানবজাতির শিক্ষক ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যাবতীয় জরুরি উপদেশ দান করা। আগের সব নবীর উম্মতদের অধঃপতনের কাহিনী শুনিয়ে তাদেরকে ঐসব গুমরাহী থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে। মানবজাতির পরিপূর্ণ সংশোধনের জন্য কীভাবে কাজ করা উচিত এবং যারা বাধা দিচ্ছে তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয়ে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে।

সূরাটি নাযিল হওয়ার সময়সূচির দিকে খেয়াল রাখলে ঐ দুই রকম আলোচনার ধারা সহজেই বোঝা যায়। যেমন ঃ

১. ১ থেকে ৩২ নং আয়াত পর্যন্ত বদর যুদ্ধের পরের অবস্থায় কী কী হেদায়াত দেওয়া হয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

২. ৩৩ থেকে ৭১ নং আয়াত পর্যন্ত আহলে কিতাবদের প্রতি হেদায়াত পেশ করে তাদের ভুল আকীদা সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. ৭২ থেকে ১২০ আয়াত পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীকে বহু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। একদিকে আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের অপপ্রচারের জবাব শেখানো হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহর মনোনীত জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যেসব গুণের অধিকারী হতে হবে তা-ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. ১২১ থেকে ২০০ নং আয়াত পর্যন্ত উহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা ছাড়াও মুসলিম জাতিকে আরও অনেক জরুরি উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অনুবাদ পড়লেই বোঝা যায়।

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٢٠٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢٠

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۟ۙ

১. আলিফ, লাম, মীম।

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۟ؕ

২. আল্লাহ ঐ চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্তা, যিনি গোটা জাহানের ধারক। আসলে তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۟ۙ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۟

৩-৪. তিনি আপনার উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যসহ এসেছে এবং যা আগের কিতাবগুলোকে সত্য বলে ঘোষণা করছে। এর আগে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন। আর তিনি কষ্টিপাথর নাযিল করেছেন (যা হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দেয়)। এখন যারা আল্লাহর হুকুম-আহকাম কবুল করতে অস্বীকার করে তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার যোগ্য।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۟ؕ

৫. জমিন ও আসমানের কোনো জিনিস আল্লাহর নিকট গোপন নেই।

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۟

৬. তিনিই তো সে সত্তা, যিনি তোমাদের মায়ের পেটে যেমন চান তেমনিভাবে তোমাদের আকার-আকৃতি বানান। ঐ মহা শক্তিশালী ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ

৭. তিনিই সে, যিনি আপনার উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন, এ কিতাবে দু'রকমের আয়াত আছে। এক.

مُحْكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَأُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهِ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبٰبِ ⑦

'মুহকামাত',[১] যা কিতাবের আসল বুনিয়াদ। আর দুই. 'মুতাশাবিহাত',[২] যাদের মন বাঁকা তারা সব সময় ফিৎনার তালাশে মুতাশাবিহাতের পেছনেই লেগে থাকে এবং এর অর্থ বের করার চেষ্টা করতে থাকে। অথচ এসবের সঠিক অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অপরদিকে যারা ইলমে পাকা তারা বলে, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। এসব-ই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে।[৩] আর এটাই সত্য যে, একমাত্র বুদ্ধিমান লোকই কোনো বিষয় থেকে সঠিক উপদেশ হাসিল করে থাকে।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑧

৮. তারা আল্লাহর কাছে দোআ করে, হে আমাদের রব! যখন তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে চালিয়েছ, তখন আমাদের দিলকে বাঁকা করে দিও না। আমাদেরকে তোমার দয়ার ভাণ্ডার থেকে রহমত দান কর। কেননা আসল দাতা তো তুমিই।

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ⑨

৯. হে আমাদের রব! একদিন তুমি অবশ্যই সব মানুষকে একত্র করবে, যে দিনটি আসার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি কখনো ওয়াদার খেলাফ করো না।

১. 'আয়াতে মুহকামাত' বলতে ঐসব আয়াত বোঝায়, যেসবের অর্থ খুব সহজেই বোঝা যায়। যার অর্থ অস্পষ্ট নয় এবং যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এসব আয়াতই কিতাবের মূল বুনিয়াদ অর্থাৎ, কুরআন যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এর মাধ্যমেই দুনিয়াবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এসবের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশের কথা রয়েছে। এগুলোর দ্বারাই সঠিক পথের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং দীনের বুনিয়াদি নীতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসবের মধ্যেই আকাঈদ (বিশ্বাস), ইবাদত (উপাসনা), আখলাক (নৈতিকতা), ফারায়েয (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) এবং আমর ও নাহীর (আদেশ ও নিষেধমূলক) বিধান দেওয়া হয়েছে।

২. 'মুতাশাবিহাত' মানে ঐসব আয়াত, যার মর্ম বুঝতে অস্পষ্টতা ও সন্দেহের অবকাশ আছে। বিশ্ব প্রকৃতির গোপন বিষয় সম্পর্কে দরকারি জ্ঞান মানুষকে না দিয়ে তাদেরকে কোনো সুস্পষ্ট জীবনপথ দেখানো সম্ভব নয়। যেসব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়ের অতীত, যা কোনোদিন কেউ দেখেনি ও ছোঁয়নি, সেসবের জন্য মানুষের ভাষায় এরূপ শব্দ পাওয়া যেতে পারে না, যা ঐসব জিনিসের জন্য রচিত হয়েছে এবং এমন পরিচিত বর্ণনাভঙ্গিও পাওয়া যেতে পারে না, যার দ্বারা প্রত্যেকের মনে ঐসব জিনিসের সঠিক চিত্র ফুটে উঠতে পারে। তাই এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণনার জন্য এরূপ শব্দ ও বর্ণনাপদ্ধতি ব্যবহার করা দরকার, যা আসল সত্যকে বোঝার জন্য সাহায্য করে। এ

রুকূ' ২

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾

১০. যারা কুফরীর পথে চলেছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের মাল ও সন্তানাদি কোনো কাজে আসবে না। তারা দোযখের লাকড়ি হয়েই থাকবে।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

১১. তাদের পরিণাম ঐ রকমই হবে, যেমন ফিরাউনের সাথী ও তাদের আগের নাফরমান লোকদের হয়েছে। তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফলে আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন। সত্যিই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

১২. অতএব হে মুহাম্মদ! যারা আপনার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে বলে দিন, ঐ সময়টা কাছেই, যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আর দোযখ বড়ই খারাপ ঠিকানা।

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ

১৩. তোমাদের জন্য সেই দু'দলের মধ্যে একটি নিদর্শন ছিল, যারা (বদরে) একে অপরের সাথে লড়াই করেছিল। একদল আল্লাহর পথে লড়াই করেছিল আর অপর দলটি কাফির ছিল। চোখের দেখায় লোকেরা

উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসের জন্য যে মানবীয় ভাষা চালু রয়েছে তা ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। এ কারণেই এ জাতীয় সত্যকে বোঝানোর জন্য কুরআনের এরূপ ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে। 'মুতাশাবিহাত' বলতে ঐসব আয়াতই বোঝায়, যাতে এরূপ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. এখানে কারো মনে এ সন্দেহ জাগা উচিত নয় যে, যখন তারা 'মুতাশাবিহ' আয়াতের সঠিক অর্থই জানে না তখন তারা তার প্রতি কেমন করে ঈমান আনবে? আসলে একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের মনে কুরআন যে আল্লাহ তাআলার বাণী, সে সম্পর্কে ঈমান পয়দা করার জন্য মুহকাম আয়াতই যথেষ্ট। মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্বারা ঈমান পয়দা হয় না। 'মুহকাম' আয়াতসমূহে চিন্তা-গবেষণা করার পর এই কিতাব যখন আল্লাহরই কিতাব বলে তার মনে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চিন্ততা জন্মে তখন 'মুতাশাবিহ' আয়াত তার মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে পারে না।

مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِی الْاَبْصَارِ ﴿۱۳﴾

দেখছিল, কাফিররা মুমিনদের দ্বিগুণ।[৪] কিন্তু (শেষ ফল প্রমাণ করল) আল্লাহ যাকে চান তাকেই বিজয় ও সাহায্য দান করেন। যাদের চোখ আছে তাদের জন্য এর মধ্যে বিরাট উপদেশ রয়েছে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿۱۴﴾

১৪. মানুষের জন্য তাদের পছন্দসই জিনিস– নারী, সন্তান, সোনা-রুপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, পালিত পশু ও চাষের জমি খুবই কামনার বিষয় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব দুনিয়ার ক'দিনের জীবিকা মাত্র। আসলে যা ভালো আশ্রয় তা তো আল্লাহর কাছেই আছে।

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿۱۵﴾

১৫. (হে নবী!) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো যে, ঐসব থেকে ভালো জিনিস কী? যারা তাকওয়ার নীতি পালন করে তাদের জন্য তাদের রবের নিকট বাগান আছে, যার নিচ দিয়ে ঝরনা বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরজীবন লাভ করবে, পাক-পবিত্র বিবিগণ তাদের সাথী হবে এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اِنَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۶﴾

১৬. তারা ঐসব লোক, যারা বলে : হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ মাফ কর এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে বাঁচাও।

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿۱۷﴾

১৭. এসব লোক ধৈর্যশীল, সত্যপন্থি, অনুগত, দানশীল ও শেষরাতে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়।

৪. বদরের যুদ্ধে যদিও কাফিরের সংখ্যা তিন গুণ ছিল, তবুও যেকোনো ব্যক্তি সাধারণভাবে দেখলেও অন্তত এতটুকু মনে করবেই যে, কাফিরদের লোকসংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۟

১৮. আল্লাহ নিজেই এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই এবং ফেরেশতা ও সব আলেমই সততা ও ইনসাফের সাথে এ কথার সাক্ষী যে, সত্যিই ঐ মহাশক্তিশালী ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক ছাড়া আর কেউ মা'বুদ নেই।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۫ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۟

১৯. আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দীন। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা ঐ দীনকে বাদ দিয়ে যেসব পথ বের করেছে তার কারণ এছাড়া আর কিছুই ছিল-না যে, তাদের কাছে ইলম আসার পরও একে অপরের সাথে বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যেই এরূপ করেছে। আর যে আল্লাহর আদেশ ও হেদায়াত মেনে চলতে অস্বীকার করে তার কাছ থেকে হিসাব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরি লাগে না।

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۟

২০. এখন যদি এসব লোক আপনার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তাদেরকে বলুন, 'আমি ও আমার অনুসারীরা তো আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেই দিয়েছি।' এরপর যারা আহলে কিতাব ও যারা আহলে কিতাব নয় তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, 'তোমরাও কি তার আনুগত্য কবুল করেছ?' যদি তারা আনুগত্য করে থাকে তাহলে তারা সঠিক পথ পেয়ে গেছে। আর যদি তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাহলে আপনার উপর শুধু দাওয়াত পৌঁছানোরই দায়িত্ব ছিল (হেদায়াত করার দায়িত্ব ছিল না)। আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাদের অবস্থা দেখেন।

রুকূ' ৩

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ

২১. যেসব লোক আল্লাহর আদেশ ও হেদায়াত মানতে অস্বীকার করে ও তাঁর নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং

জনগণের মধ্য থেকে যারা ইনসাফ ও সততার হুকুম দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

২২. এরাই ঐসব লোক, যাদের আমল দুনিয়া ও আখিরাত দু'জায়গায়ই নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. যাদেরকে কিতাবের ইলম থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে তাদের অবস্থা কি আপনি দেখেননি? তাদেরকে যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়, যাতে ঐ কিতাব তাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করে, তখন তাদের একটা দল পাশ কাটিয়ে যায় এবং এ ফায়সালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ
يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. তারা এ কারণেই এমন করে যে, তারা বলতে চায় : দোযখের আগুন তো আমাদেরকে ছুঁতেও পারবে না। আর যদি দোযখের শাস্তি আমাদের উপর হয়ও, তাহলে তা অল্প কয়েক দিনের জন্য মাত্র। আসলে তাদের মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস তাদেরকে তাদের দীন সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে রেখেছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
مَعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. কিন্তু তাদের কী দশা হবে, যখন আমি তাদেরকে ঐদিন একত্র করব? যে দিনটা আসার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ঐদিন প্রতিটি মানুষকে তার কামাই-এর পুরোপুরি বদলা দেওয়া হবে এবং কারো উপর যুলুম করা হবে না।

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. হে নবী! বলুন, রাজত্বের মালিক হে আল্লাহ! তুমি যাকে চাও তাকেই রাজত্ব দান কর, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা হয় রাজত্ব কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান কর, আর যাকে চাও অপমানিত কর। যা ভালো তা তোমারই ইখতিয়ারে আছে। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও এবং জীবনহীন থেকে জীবন্তকে ও জীবন্ত থেকে জীবনহীনকে বের করে আন। আর তুমি যাকে চাও তাকে বে-হিসাব রিযক দান কর।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰىةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

২৮. মুমিনগণ যেন কখনো ঈমানদারদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে তাদের বন্ধু ও সাথী না বানায়। যে এমন করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। অবশ্য তোমরা যদি তাদের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য বাহ্যত এমন আচরণ কর তাহলে তা মাফ করা হবে।[৫] কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।[৬]

قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. হে নবী! মানুষকে সতর্ক করে দিন যে, তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা তোমরা গোপন কর আর প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন। আসমান-জমিনের কোনো জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তাঁর ক্ষমতা প্রত্যেক জিনিসকেই ঘিরে আছে।

৫. অর্থাৎ, কোনো ঈমানদার ব্যক্তি যদি ইসলামের কোনো দুশমন শক্তির পাল্লায় পড়ে ও তার উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ভয় হয় তাহলে সে তার ঈমানকে তখন গোপন রাখতে পারে এবং কাফিরদের সঙ্গে সে এমনভাবে থাকতে পারে, যেন সে তাদেরই একজন। অথবা তার মুসলমান হওয়ার কথা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে সে জান বাঁচানোর জন্য কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাব দেখাতে পারে। এমনকি কঠিন ভয়ের অবস্থায় যে ব্যক্তির সহ্য করার ক্ষমতা নেই তার জন্য কুফরী কথা পর্যন্তও বলার অনুমতি আছে। (অর্থাৎ এর জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে পাকড়াও করবেন না)।

৬. অর্থাৎ, যদি জান বাঁচানোর জন্য কাফিরদের সাথে আপস করতে তুমি একান্তই বাধ্য হও তবে তা শুধু এতটুকু পর্যন্ত হতে পারে– ইসলামী আন্দোলন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী জামায়াতের স্বার্থ এবং কোনো মুসলমানের জান ও মালের কোনো ক্ষতি না হয় এমনভাবে তুমি নিজের জান ও মাল বাঁচানোর চেষ্টা করতে পার। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, যেন তোমার দ্বারা কুফরী ও কাফিরদের এমন কোনো খিদমত হয়ে না যায়, যার ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে কাফিরদের শক্তি বেড়ে যায় এবং মুসলমানদের উপর কাফিরদের প্রাধান্য সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا ۢ بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾

৩০. ঐদিন অবশ্যই আসবে, যখন প্রত্যেক মানুষ নিজের কাজের ফল হাজির পাবে– সে ভালো কাজই করুক আর খারাপ কাজই করুক। সেদিন মানুষ কামনা করবে যে, হায়! এ দিনটি যদি তার কাছ থেকে বহু দূরে থাকত। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি খুবই দয়ালু।

রুকূ' ৪

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾

৩১. হে নবী! মানুষকে বলুন, যদি সত্যি তোমরা আল্লাহকে মহব্বত কর, তাহলে আমার অনুসরণ কর; তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. তাদেরকে বলুন, 'আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর।' অরপর যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ এমন লোকদেরকে মহব্বত করবেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরদেরকে[৭] গোটা দুনিয়াবাসীর উপর প্রাধান্য দিয়ে (নিজের রিসালাতের জন্য) বাছাই করেছিলেন।

ذُرِّيَّةً ۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۳۴﴾

৩৪. তারা একই ধরনের লোক ছিলেন, যারা বংশানুক্রমে একে অপর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ সবকিছুই শুনেন ও জানেন।

৭. 'ইমরান' হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর পিতার নাম ছিল। বাইবেলে তাঁর নাম 'আমরান' লেখা আছে।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৩৫. (তিনি তখনও শুনছিলেন) যখন ইমরানের বিবি[৮] বলছিল যে, হে আমার রব! আমার পেটে যে বাচ্চা রয়েছে, তাকে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম, সে তোমারই কাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আমার পক্ষ থেকে এ দান তুমি কবুল কর। তুমি সবই শোনো ও জানো।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

৩৬. তারপর যখন সে সন্তান প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার রব! আমার ঘরে তো মেয়ে জন্ম হয়েছে।' অথচ সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহর জানাই ছিল। আর ছেলে তো মেয়ের মতো হয় না। যা হোক, (হে আল্লাহ!) এর নাম মারইয়াম রাখলাম এবং আমি তাকে ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে বিতাড়িত শয়তানের ফিৎনা থেকে তোমার আশ্রয়ে তুলে দিলাম।

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৭. অবশেষে তার রব ঐ মেয়ে সন্তানটিকে খুশির সাথে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে তার অভিভাবক বানিয়ে দিলেন। যাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে যেতেন, তার কাছে কিছু না কিছু খাবার জিনিস পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, 'মারইয়াম! এসব তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে?' মারইয়াম জবাব দিত, আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে চান বে-হিসাব দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

৩৮. এ অবস্থা দেখে যাকারিয়া নিজের রবের নিকট দোআ করলেন, হে আমার রব! তোমার কাছ থেকে আমাকে নেক সন্তান দান কর। তুমিই দোআ শুনে থাক।

৮. 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরানের স্ত্রী' বোঝানো হয়, তবে বুঝতে হবে ইনি সে ইমরান নন, যাঁর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; বরং ইনি মারইয়ামের পিতা। সম্ভবত তাঁর নামও ইমরান ছিল। অপরপক্ষে 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরান-বংশের মহিলা' বোঝায় তবে তার মানে এই হবে যে, হযরত মারইয়ামের মাতা এই বংশেরই ছিলেন।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢبِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বাণীর[৯] সত্য প্রমাণকারী হিসেবে আসবেন। তাঁর মধ্যে নেতাসুলভ গুণ থাকবে, পূর্ণরূপে নিয়ম পালনকারী হবেন, নবুওয়াতের অধিকারী হবেন এবং সৎলোকদের মধ্যে গণ্য হবেন।

قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

৪০. যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব! আমার ঘরে ছেলে কোথা থেকে হবে? আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আর আমার বিবিও বন্ধ্যা। এর জবাব এলো, এ রকমই হবে,[১০] আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۭ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾

৪১. যাকারিয়া নিবেদন করলেন, 'হে আমার রব! তাহলে আমার জন্য কোনো আলামত ঠিক করে দাও।' আল্লাহ বললেন, এর আলামত এই যে, আপনি তিনদিন পর্যন্ত ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কারো সাথে কথা বলবেন না (বা বলতে পারবেন না), এ সময়ের মধ্যে আপনার রবকে বেশি করে মনে করবেন এবং সকাল-সন্ধ্যা তার তাসবীহ করতে থাকবেন।

রুকূ' ৫

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. তারপর ঐ সময় এল, যখন ফেরেশতারা মারইয়ামকে বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ আপনাকে বাছাই করেছেন ও পবিত্রতা দান করেছেন এবং গোটা দুনিয়ার মেয়েদের উপর আপনাকে উচ্চমর্যাদা দিয়ে তাঁর খিদমতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।

৯. 'আল্লাহর ফরমান' বা বাণী'-এর অর্থ হযরত ঈসা (আ)। যেহেতু তাঁর জন্ম আল্লাহ তাআলার বিশেষ এক হুকুমে সাধারণ নিয়মের বাইরে হয়েছিল। সেজন্য পবিত্র কুরআনে তাঁকে 'কালিমাতুম মিনাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর বাণী বা ফরমান' বলা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ, আপনার বুড়ো বয়স ও আপনার স্ত্রীর বন্ধ্যা অবস্থা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা আপনাকে পুত্রসন্তান দান করবেন।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. হে মারইয়াম! আপনার রবের অনুগত হয়ে থাকুন, তার সামনে সিজদারত থাকুন এবং যারা তার নিকট নত হয়ে থাকে তাদের সাথে আপনিও নত হয়ে থাকুন।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. হে নবী! এসবই গায়েবী খবর, যা আমি ওহীর মারফতে আপনাকে জানাচ্ছি। যখন হায়কালের খাদিমগণ মারইয়ামের অভিভাবক কে হবে তা ঠিক করার জন্য নিজ নিজ কলম ফেলছিল[১১] তখন তো আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আপনি ঐ সময়ও হাজির ছিলেন না, যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ আপনাকে তাঁর একটি কথার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি সম্মানিত হবেন এবং আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবেন।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তিনি দোলনায় থাকাকালেও মানুষের সাথে কথা বলবেন এবং বড় হয়েও (কথা বলবেন) আর তিনি এক নেক ব্যক্তি হবেন।

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾

৪৭. এ কথা শুনে মারইয়াম বললেন, 'হে আমার রব! আমার ঘরে কোথা থেকে বাচ্চা হবে? আমার শরীরে তো কোনো লোক হাতও লাগায়নি।' জবাব পাওয়া গেল, এরকমই হবে,[১২] আল্লাহ যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোনো কাজ করার ফায়সালা করেন তখন তিনি শুধু বলেন, 'হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়।'

১১. অর্থাৎ, লটারি করে লোক বাছাই করছিল।

১২. কোনো পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার পেটে সন্তান হবে।

৪৮. (ফেরেশতারা আগের কথার জের টেনে বলল) আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবেন এবং তাওরাত ও ইনজীলের ইলম শেখাবেন।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর তাঁকে বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠাবেন। (যখন তিনি রাসূল হিসেবে বনী ইসরাঈলের কাছে এলেন তখন তিনি বললেন) আমি তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সামনে মাটি দিয়ে পাখির আকারে একটা মূর্তি বানাচ্ছি এবং তাকে ফুঁক মেরে দিচ্ছি। এটা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যাচ্ছে। আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মগত অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিই এবং মৃতকে জীবিত করি। আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমরা কী খাও এবং তোমাদের ঘরে কী জমা করে রাখ। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ۬ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. আর আমি ঐ শিক্ষা ও হেদায়াতের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছি, যা তাওরাতের শিক্ষা থেকে এখনো আমার সামনে রয়েছে। আমি এ জন্যও এসেছি যে, তোমাদের জন্য এমন কতক জিনিস হালাল করে দেবো, যা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল।[১৩] দেখ, আমি তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। তাই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٥٠﴾

১৩. অর্থাৎ, তোমাদের মূর্খ জনগণের অমূলক ধারণা, বিশ্বাস, তোমাদের মুফতীদের চুলচেরা তর্ক-বিতর্ক, তোমাদের সন্ন্যাসীদের কঠোর সাধনা এবং অমুসলিম জাতিসমূহের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির কারণে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর আসল আইনের অতিরিক্ত যে বিধি-নিষেধ চালু রয়েছে আমি তা বাতিল করে দেবো এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যা হালাল ও হারাম করেছেন আমিও তা-ই হালাল ও হারাম করে দেবো।

৫১. আল্লাহ্ আমারও রব তোমাদেরও রব। তাই তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর, এটাই সরল মযবুত রাস্তা।

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

৫২. যখন ঈসা অনুভব করলেন, বনী ইসরাঈল তাঁকে অস্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে, তখন তিনি বললেন, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ[১৪] জবাব দিলো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী,[১৫] আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী)।

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. হে আমাদের রব! তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রাসূলের আনুগত্য করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও।

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তারপর বনী ইসরাঈল (ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্র করতে লাগল। এর জবাবে আল্লাহও তার গোপন তদবীর করলেন। আর এ জাতীয় তদবীরে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অগ্রসর।

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾

রুকূ' ৬

৫৫. (তা আল্লাহর গোপন তদবীরই ছিল) যখন তিনি বললেন, হে ঈসা! এখন আমি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব[১৬] এবং আপনাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব। আর

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ

১৪. আমরা 'আনসার' বলতে যা বুঝি 'হাওয়ারী'র অর্থ প্রায় তা-ই। আনসার মানে সহায়ক বা সাহায্যকারী।

১৫. অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে আপনার সাহায্যকারী।

১৬. মূলে 'মুতাওয়াফ্ফিকা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'তাওয়াফ্ফি'–এর আসল অর্থ 'গ্রহণ করা' বা 'আদায় করা'। রূহ কবজ করার (মউতের সময় শরীর থেকে ফেরেশতা কর্তৃক রূহ বের করা) অর্থে এ শব্দের ব্যবহার হলেও এর আসল অর্থ তা নয়।

الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

যারা আপনাকে অস্বীকার করেছে তাদের কাছ থেকে (তাদের সঙ্গ ও তাদের অপবিত্র পরিবেশ থেকে) আপনাকে পাক করে দেবো এবং আপনার অনুসারীদেরকে আপনার অস্বীকারকারীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী করে রাখব। এরপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে। তখন আমি ঐসব বিষয়ের ফায়সালা করব, যা নিয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

৫৬. যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত দু'জায়গায়ই কঠিন শাস্তি দেবো এবং তারা কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে তাদের পুরস্কার পুরোপুরি দেওয়া হবে। জেনে রাখ, আল্লাহ যালিমদেরকে কখনো মহব্বত করেন না।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝

৫৮. এসব আয়াত ও হিকমতপূর্ণ উপদেশ, যা আমি আপনাকে শুনাচ্ছি।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۭ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৫৯. আল্লাহর কাছে ঈসার উপমা আদমের মতো। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর হুকুম দিয়েছেন যে হয়ে যাও, আর সে হয়ে গেল।[১৭]

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

৬০. এটাই আসল সত্য, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে। সুতরাং যারা সন্দেহ করে আপনি তাদের মধ্যে শামিল হবেন না।

১৭. অর্থাৎ, শুধু 'বিনা পিতায়' জন্ম হওয়াই যদি কারো পক্ষে আল্লাহর ছেলে হওয়ার জন্য বড় যুক্তি হয়ে থাকে তাহলে আদম (আ) সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা খ্রিস্টানদের পক্ষে আরও বেশি উচিত ছিল। কারণ, মাসীহ (আ)-এর জন্ম তো মাত্র বিনা বাপে হয়েছিল; কিন্তু আদম (আ) তো মা ও বাপ উভয় ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিলেন।

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

৬১. হে নবী! এ ইলম আসার পর এখন যে কেউ আপনার সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করে তাকে বলে দিন : এসো, আমরা ও তোমরা নিজেরাও আসি এবং নিজ নিজ বিবি-বাচ্চাদেরও নিয়ে আসি, তারপর আল্লাহর কাছে দোআ করি, যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক।

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

৬২. এটা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। আর আসল সত্য এই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ-ই ঐ সত্তা, যার ক্ষমতা সবার উপর ও যার হিকমত দুনিয়ার বুকে চালু রয়েছে।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারপর যদি এরা (এ শর্তে মুকাবিলায় আসতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তারাই ফাসাদকারী) আল্লাহ তো ফাসাদকারীদের অবস্থা জানেনই।

রুকূ' ৭

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. হে নবী! আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! এমন একটি কথার দিকে এসো, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই রকম। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করব না, তার সাথে আর কাউকে শরীক করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে নিজেদের রব না বানায়। যদি তারা এ দাওয়াত কবুল করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে স্পষ্ট বলে দিন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো মুসলিমই আছি (শুধু আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করছি)।

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبْرٰهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে আমার সাথে কেন ঝগড়া কর? তাওরাত ও ইনজীল তো ইবরাহীমের পরই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি এটুকু কথাও বুঝ না?

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৬৬. যেসব বিষয়ে তোমাদের ইলম আছে তা নিয়ে তো তোমরা খুব তর্ক করেছ, এখন ঐসব বিষয়ে কেন তর্ক করছ, যে বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো ইলম নেই? আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না।

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

৬৭. ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না। তিনি তো একজন মুখলিস[১৮] মুসলিম ছিলেন। আর তিনি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৬৮. ইবরাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে তারাই বেশি হকদার, যারা তাকে অনুসরণ করেছে। আর এখন এ নবী এবং যারা তাকে মেনে নিয়েছে তারাই এ সম্পর্ক রাখার বেশি অধিকারী। যারা ঈমানদার আল্লাহ শুধু তাদেরই অভিভাবক ও সহায়ক।

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৬৯. (হে ঈমানদারগণ!) আহলে কিতাবদের একটা দল তোমাদেরকে কোনো রকমে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। অথচ আসলে তারা শুধু নিজেদেরকেই গোমরাহ করছে। কিন্তু তাদের সে চেতনাই নেই।

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

৭০. হে আহলে কিতাব! তোমরা আল্লাহর আয়াতকে কেন অস্বীকার করছ? অথচ তোমরা নিজেরাই তা দেখতে পাচ্ছ।[১৯]

১৮. মূলে 'হানীফ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলে। এর মর্ম বোঝানোর জন্য আমরা অনুবাদ করেছি 'মুখলিস মুসলমান'।

১৯. আয়াতের এ অংশের আরেকটি অনুবাদ হতে পারে– 'তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছ।' উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে; তাতে কোনো প্রকার পার্থক্য দেখা দেয় না। বস্তুত নবী করীম (স)-এর পবিত্র জীবনধারা, সাহাবাগণের জীবনের উপর তাঁর মহান শিক্ষার প্রভাব এবং কুরআনে বর্ণিত উন্নতমানের বিষয়সমূহ আল্লাহর স্পষ্ট নিশানা। নবীদের বিশেষ অবস্থা ও আসমানি কিতাবের গুণাবলির ধারণা যার আছে তার পক্ষে এসব আয়াত দেখে হযরত (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা বড়ই কঠিন ছিল।

৭১. হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন হককে বাতিলের সাথে মিলিয়ে সন্দেহযুক্ত বানাচ্ছ? কেন জেনে-বুঝে হককে গোপন করছ?	يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَلۡبِسُونَ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٧١﴾
রুকূ' ৮	
৭২. আহলে কিতাবের একদল বলে, এ নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তার প্রতি তোমরা সকালবেলা ঈমান আন এবং শেষবেলা তা অস্বীকার কর। আশা করা যায়, এ কায়দার ফলে তারা নিজেদের ঈমান থেকে ফিরে যাবে।	وَقَالَت طَّآئِفَةٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. তাছাড়া তারা একে অপরকে বলে, তোমরা নিজের ধর্মের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিও না। হে নবী! তাদেরকে বলুন : আসলে হেদায়াত তো হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত। এটাই তার বিধান যে, এক সময়ে তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছিল তা এখন অন্য কাউকে দেওয়া হচ্ছে। অথবা তোমাদের রবের নিকট অন্য লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে মযবুত যুক্তি পেশ করছে। হে নবী! তাদেরকে বলে দিন, 'অনুগ্রহ ও সম্মান আল্লাহর হাতে।' তিনি যাকে চান-তাকে দান করেন। তার দৃষ্টি ব্যাপক[২০] ও তিনি সবকিছু জানেন।	وَلَا تُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمۡ قُلۡ إِنَّ ٱلۡهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤۡتَىٰٓ أَحَدٞ مِّثۡلَ مَآ أُوتِيتُمۡ أَوۡ يُحَآجُّوكُمۡ عِندَ رَبِّكُمۡۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡفَضۡلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ﴿٧٣﴾
৭৪. তিনি নিজের রহমত দান করার জন্য যাকে চান নির্দিষ্ট করে নেন এবং তাঁর অনুগ্রহ অনেক বড়।	يَخۡتَصُّ بِرَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

২০. মূলে 'ওয়া-সিউন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে এ শব্দ সাধারণত তিন প্রকার জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, যেখানে কোনো মানবগোষ্ঠীর সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ চিন্তার কথা আলোচিত হয় এবং এ সত্য তাদের জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় যে, 'আল্লাহ তোমাদের মতো সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন নন, সেখানে এ শব্দ আল্লাহ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যেখানে কারো কৃপণতা, সংকীর্ণমনা ও দুর্বলতার কারণে নিন্দা করে এ কথা বলা দরকার হয় যে, 'আল্লাহর হাত বড়ই উদার, তিনি তোমাদের মতো কৃপণ নন' সেখানেও আল্লাহর পরিচয় হিসেবে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সেখানেও এ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে লোকেরা নিজেদের চিন্তা-বিশ্বাসের সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহর প্রতি কোনো না কোনো দিক দিয়ে সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে এবং তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য হয় যে, আল্লাহ অসীম।

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আহলে কিতাবের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমনও আছে, যদি তোমরা তাকে বিশ্বাস করে মালের বিরাট স্তূপও তার কাছে আমানত রাখ তাহলেও তোমাদেরকে তা ফেরত দেবে। আবার তাদের মধ্যে কোনো কোনো লোকের অবস্থা এমন যে, যদি একটি মাত্র দিনার দিয়েও তাকে বিশ্বাস কর, তাহলে তার উপর চড়াও না হওয়া পর্যন্ত সে তা ফেরত দেবে না। তাদের এ নৈতিক অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলে উম্মীদের (ইহুদী ছাড়া অন্য লোক) ব্যাপারে আমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। আর এ কথাটা তারা মিথ্যা বানিয়ে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়, অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ এমন কোনো কথা বলেননি।

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

৭৬. কেন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না? যে-ই তার ওয়াদা পূরণ করবে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে-ই আল্লাহর প্রিয় হবে। কারণ পরহেযগার লোককে আল্লাহ পছন্দ করেন।

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. আর যারা আল্লাহর ওয়াদা ও নিজেদের কসমকে অল্প দামে বেচে ফেলে, আখিরাতে তাদের জন্য কোনো হিস্যা নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথাও বলবেন না, তাদের দিকে চাইবেনও না এবং তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ

৭৮. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা কিতাব পড়ার সময় জিহ্বাকে এমনভাবে উলট-পালট করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাবের কথাই পড়ছে। অথচ তা কিতাবের কথা নয়। তারা বলে,

وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑦٨

এই যা কিছু আমরা পড়ছি তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে, অথচ তা আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি। তারা জেনে-বুঝে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করছে।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ⑦٩

৭৯. কোনো মানুষের জন্য এ কাজ সাজে না যে, আল্লাহ তো তাকে কিতাব, ফায়সালার ক্ষমতা ও নবুওয়াত দান করলেন, আর সে মানুষকে বলে, 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আমার বান্দাহ হয়ে যাও।' সে তো এ কথাই বলবে, 'সত্যিকার রব্বানী হও।' তোমরা যে কিতাব নিজেরা পড় ও অন্যকে পড়াও সে কিতাবের শিক্ষার দাবি এটাই।

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ⑧٠

৮০. সে কখনো তোমাদেরকে এ কথা বলবে না যে, ফেরেশতা বা পয়গাম্বরগণকে নিজেদের রব বানিয়ে নাও। এটা কি সম্ভব যে, তোমরা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও একজন নবী তোমাদেরকে কুফরী করার হুকুম দেবেন?

রুকূ' ৯

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ

৮১. (ঐ কথা ইয়াদ কর) আল্লাহ পয়গাম্বরদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি। তোমাদের নিকট যে শিক্ষা আগে থেকেই আছে ঐ শিক্ষার সত্যতা ঘোষণা করে কাল যদি অন্য কোনো রাসূল তোমাদের কাছে আসেন তাহলে তোমাদেরকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাঁকে সাহায্য করতে হবে।[২১] এ কথা

২১. অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে বরাবর এ বিষয়ে ওয়াদা নেওয়া হয়েছে। এখানে এতটুকু কথা আরও বুঝে নেওয়া দরকার যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পূর্বে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা নেওয়া হয়েছে বা তিনি নিজের উম্মতকে তাঁর পরবর্তী কোনো নবীর আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে তাঁর (পরবর্তী নবীর) প্রতি ঈমান আনার উপদেশ দিয়েছেন। আর কুরআন মাজীদে নবী করীম (স)-কে সুস্পষ্টভাবে 'খাতিমুন নাবিয়্যীন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না।

قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ۭ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٨١

বলে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ কথা স্বীকার করছ এবং এ বিষয়ে আমার ওয়াদা পালনের দায়িত্ব কি কবুল করছ? তারা বলল : হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ্ বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٨٢

৮২. এরপর যারা ওয়াদা ভঙ্গ করবে তারাই ফাসিক।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝٨٣

৮৩. এখন এসব লোক কি আল্লাহর আনুগত্য করার পথ (আল্লাহর দীন) বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথ তালাশ করে? অথচ আসমান ও জমিনের সব জিনিসই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) হয়েই আছে। আর সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓي اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۠ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۡ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝٨٤

৮৪. হে নবী! আপনি বলুন, আমরা আল্লাহকে মানি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা-ও মানি। ঐসব শিক্ষাকেও আমরা মানি, যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের উপর নাযিল হয়েছিল। আমরা ঐসব হেদায়াতের প্রতিও ঈমান রাখি, যা মূসা, ঈসা ও অন্য নবীদেরকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না এবং আমরা আল্লাহর অনুগত (মুসলিম) আছি।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٨٥

৮৫. এ আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া যে অন্য কোনো পথ তালাশ করে, তার ঐ পথ কখনো কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে বিফল ও ব্যর্থ হবে।

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬. যারা ঈমানের নিয়ামত পাওয়ার পর কুফরী করেছে তাদেরকে আল্লাহ কীভাবে হেদায়াত দান করতে পারেন? অথচ তারা নিজেরাই এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এ রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহও এসেছে। আল্লাহ যালিম কাওমকে তো হেদায়াত দান করেন না।

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তাদের যুলুমের সঠিক বদলা এটাই যে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের লা'নত পড়েছে।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. এ অবস্থায়ই তারা চিরদিন থাকবে। তাদের শাস্তি কমানোও হবে না এবং এ থেকে তাদেরকে বিরামও দেওয়া হবে না।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

৮৯. অবশ্য ঐসব লোক বেঁচে যাবে, যারা এরপর তাওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

৯০. কিন্তু যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে এবং কুফরী করার দিকে এগিয়ে চলেছে[২২] তাদের তাওবাও কবুল হবে না। এ ধরনের লোকেরা একেবারেই গোমরাহ।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

৯১. জেনে রাখ, যারা কুফরী করল এবং কুফরী অবস্থায়ই মারা গেল তাদের কেউ যদি নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য পৃথিবী ভরা পরিমাণ সোনাও ফিদ্‌ইয়া (বিনিময়) হিসেবে দান করে তবুও তা কবুল করা হবে না। এসব লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈরি আছে এবং তারা নিজেদের কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

২২. অর্থাৎ, শুধু অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং বাস্তবে বিরোধিতা করেছে এবং বাধা দিয়েছে। জনগণকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টায় সর্বশক্তি কাজে লাগিয়েছে এবং সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও কু-ধারণার বিস্তার করেছে। মানুষের মনে শয়তানি ওয়াসওয়াসা দিয়েছে। নবী করীম (স)-এর মিশন, তাঁর আন্দোলন এবং আদর্শ ও লক্ষ্যকে ব্যর্থ করার হীন মনোভাবে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্র করেছে।

পারা ৪

রুকূ' ১০

৯২. তোমাদের ঐসব জিনিস, যা তোমরা ভালোবাস তা (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা নেকী হাসিল করতে পার না। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে তা আল্লাহর কাছে অজানা থাকবে না।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ۝

৯৩. সব খাবার জিনিসই (যা মুহাম্মদী শরীআতে হালাল আছে) বনী ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল।[২৩] অবশ্য কতক জিনিস এমন ছিল, যা তাওরাত নাযিল করার আগে ইসরাঈল নিজেই নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলেন। তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা (নিজেদের আপত্তির ব্যাপারে) সত্যবাদী হও, তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা থেকে কোনো বাণী পেশ কর।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

৯৪. এরপরও যারা নিজেদের মিথ্যা মনগড়া কথা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে তারাই আসলে যালিম।

فَمَنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৯৫. হে নবী! আপনি বলুন, আল্লাহ যা কিছু বলেছেন সত্য বলেছেন। তোমাদেরকে একমুখী হয়ে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করা উচিত। আর ইবরাহীম মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۫ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝

২৩. কুরআন মাজীদ এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে ইহুদী আলেমরা যখন কোনো নৈতিক আপত্তি পেশ করার সুযোগ পেল না (কেননা, দীনের মূল ভিত্তির দিক দিয়ে আগের নবীগণের শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ [স]-এর শিক্ষার মধ্যে সামান্য তফাতও নেই।) তখন তারা মাসআলা-মাসাইল নিয়ে আপত্তি তুলতে লাগল। তাদের প্রথম আপত্তি ছিল, রাসূলে করীম (স) এমন অনেক খাবার জিনিস হালাল ঘোষণা করেছেন, যা আগের নবীদের সময় হতে হারাম বলে গণ্য হয়ে আসছে। এখানে ইহুদীদের এই অভিযোগের জবাব দেওয়া হচ্ছে– তাদের আরও একটি অভিযোগ ছিল, বায়তুল মুকাদ্দাসকে ত্যাগ করে কা'বাকে কেন কিবলা নির্ধারণ করা হলো? পরবর্তী আয়াতে তাদের এই অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

৯৬. নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম যে ইবাদত ঘর তৈরি হয় তা ঐ (ঘরই), যা মক্কায় আছে। তাকে বরকত দান করা হয়েছিল এবং সকল দুনিয়াবাসীর জন্য হেদায়াতের কেন্দ্র বানানো হয়েছিল।

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

৯৭. এর মধ্যে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে[২৪] ও ইবরাহীমের ইবাদতের জায়গা রয়েছে। আর এর অবস্থা এমন, যে এর মধ্যে ঢুকল সে-ই নিরাপদ হয়ে গেল। মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার আছে, যে এ ঘরে পৌঁছার ক্ষমতা রাখে সে যেন হজ্জ করে। আর যে এ হুকুম পালন করতে অস্বীকার করে তার জানা উচিত, আল্লাহ দুনিয়ার কারো মুখাপেক্ষী নন।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮. আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর কথা মানতে অস্বীকার করছ? তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ সবই দেখছেন।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ

৯৯. বলুন, হে আহলে কিতাব! এটা তোমাদের কেমন আচরণ যে, যে আল্লাহর কথা মেনে চলে, তাকেও তোমরা আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছ এবং তোমরা চাও যে, সে যেন বাঁকা পথে চলে। অথচ তোমরা নিজেরাই (তার সত্য পথে চলার ব্যাপারে)

২৪. অর্থাৎ, এই ঘরে এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ ঘরটি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে এবং এ ঘরকে আল্লাহ তাআলা নিজের ঘর হিসেবে মনোনীত ও মর্যাদা দান করেছেন। ধূসর মরুভূমির বুকে এ ঘরকে কায়েম করে আল্লাহ তাআলা এর চারপাশের মানুষের রুজি-রোজগারের চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত জাহেলী যুগে সারা আরব দেশে চরম অশান্তি ছিল। কিন্তু সেই অশান্তি ও হাঙ্গামাময় পরিবেশেও কা'বা ও কা'বার চারদিকে এমন একটি এলাকা ছিল, যেখানে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকত। এটা কা'বারই বরকত ছিল যে, বছরে চার মাস কাল এ ঘরেরই উসিলায় সারা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকত। এ ছাড়া মাত্র ৫০ বছর আগে সবাই দেখেছে, আবরাহা যখন কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শহর আক্রমণ করেছিল তখন তার সেনাবাহিনী কীভাবে আল্লাহর গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সে সময় আরবের প্রতিটি শিশুও এ ঘটনা জানত এবং এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় এ ঘটনার বহু সাক্ষী আরবে মওজুদ ছিল।

شُهَدَآءُ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

সাক্ষী আছ। আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অমনোযোগী নন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ۝

১০০. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোনো এক দলের কথা মেনে নাও, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۚ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

১০১. তোমাদের পক্ষে কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াত শোনানো হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বর্তমান রয়েছেন? আর যে আল্লাহকে মযবুতভাবে ধরবে সে অবশ্যই সঠিক পথ পেয়ে যাবে।

রুকূ' ১১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

১০২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে তেমনি ভয় কর, যেমন তাকে ভয় করা উচিত। আর মুসলিম অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

১০৩. সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে[২৫] মযবুতভাবে ধরে থাক এবং দলাদলি করো না। আল্লাহর ঐ নিয়ামতের কথা মনে রেখ, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা যখন একে অপরের দুশমন ছিলে তখন তিনি তোমাদের মধ্যে মনের মিল করে দিয়েছেন এবং তাঁর মেহেরবানীতে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গিয়েছ। তোমরা আগুনভরা এক গর্তের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। হয়তো এসব আলামত থেকে তোমরা সফলতার সরল পথ পেয়ে যাবে।

২৫. 'আল্লাহর রশি' অর্থ তার দীন ইসলাম। দীনকে 'রশি' এ কারণে বলা হয়েছে, এর দ্বারাই একদিকে আল্লাহর সাথে ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক কায়েম হয় এবং অন্যদিকে এই দীনই সকল ঈমানদার লোকদের একে অপরের সাথে মিলিত করে একটি মযবুত দল সৃষ্টি করে।

১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক তো অবশ্যই থাকা উচিত, যারা নেকী ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফল হবে।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

১০৫. তোমরা যেন ঐ লোকদের মতো হয়ে না যাও, যারা বহু দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং অত্যন্ত স্পষ্ট হেদায়াত পাওয়ার পরও যারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। যারা এমন আচরণ করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তি পাবে।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

১০৬. যেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কতক চেহারা কালো হবে। যাদের চেহারা কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা কি ঈমানের নিয়ামত পাওয়ার পরও কুফরী করেছিলে? তাহলে এখন ঐ কুফরীর বদলে আযাবের মজা ভোগ কর।

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝

১০৭. আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর রহমতের ছায়ায় জায়গা পাবে এবং চিরদিন তারা এ অবস্থায় থাকবে।

وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

১০৮. এসবই আল্লাহর বাণী, যা আমি তোমাদের ঠিক ঠিক শুনাচ্ছি। কেননা আল্লাহ দুনিয়াবাসীর উপর যুলুম করার কোনো ইচ্ছা রাখেন না।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

১০৯. জমিন ও আসমানের সব জিনিসের মালিক আল্লাহ এবং সব বিষয় আল্লাহরই দরবারে পেশ হয়ে থাকে।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ۝

রুকূ' ১২

১১০. এখন তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত, যাদেরকে মানব জাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য ময়দানে আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ কর ও মন্দ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ

بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। আহলে কিতাবগণ[২৬] যদি ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্যই তা ভালো ছিল। যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى ۗ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۗ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বড়জোর কিছু কষ্ট দিতে পারে। যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে যুদ্ধ থেকে তারা পালিয়ে যাবে এবং এমন অসহায় হয়ে পড়বে যে, কোথাও থেকে তারা সাহায্য পাবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. এরা যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই এদের উপর অপমানের মার পড়েছে। অবশ্য কোথাও আল্লাহর কারণে বা অন্য মানুষের কারণে তারা যদি আশ্রয় পেয়ে থাকে, তাহলে সে কথা আলাদা।[২৭] এরা আল্লাহর গযবে ঘেরাও হয়ে গেছে, এদের উপর অভাব ও পরাজয় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব শুধু এ কারণে হয়েছে যে, এরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করছিল এবং তারা পয়গাম্বরগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এটা তাদের নাফরমানী ও বাড়াবাড়িরই পরিণাম।

لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. কিন্তু সব আহলে কিতাব এক রকমের নয়। তাদের কিছু লোক এমনও আছে, যারা সঠিক পথে কায়েম আছে, রাতের বেলা আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে এবং তাঁর সামনে সিজদা করে।

২৬. এখানে 'আহলে কিতাব' বলতে ইহুদীদের বোঝানো হয়েছে।

২৭. অর্থাৎ, দুনিয়ার কোথাও অল্পবিস্তর নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা তাদের ভাগ্যে জুটলেও তা তাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের কারণে ছিল না; বরং তা ছিল সবই অন্যের সাহায্য ও দয়ার কল্যাণে। কোথাও কোনো মুসলিম রাষ্ট্র আল্লাহর নামে তাদের নিরাপত্তা দান করেছে, আর কোথাও কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র নিজস্বভাবে তাদের আশ্রয় দান করেছে। এভাবে অনেক সময় তারা দুনিয়ার বুকে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগও পেয়েছে, কিন্তু তা তাদের নিজেদের শক্তির ফল ছিল না, তা ছিল নিছক অন্যের দয়ার দান।

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, নেক কাজের হুকুম দেয়, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং ভালো কাজে তৎপর থাকে। এরা নেক লোকের মধ্যে শামিল।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. আর যে নেক কাজই তারা করবে তার প্রতিদান থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ পরহেযগার লোকদের ভালো করেই জানেন।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. কিন্তু যারা কুফরীর পথে চলেছে, আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের মাল ও সন্তান কোনো কাজে আসবে না। তারা তো দোযখেরই অধিবাসী এবং তারা চিরদিনই সেখানে থাকবে।

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. তারা নিজেদের এ দুনিয়ার জীবনে যা কিছু খরচ করে তা ঐ বাতাসের মতো, যার মধ্যে বরফ রয়েছে। যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদের ফসলের উপর দিয়ে ঐ বাতাস বয়ে যায় এবং তা বরবাদ করে রেখে দেয়। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেননি, আসলে তারা নিজেরাই তাদের উপর যুলুম করছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের নিজ জামাআতের লোক ছাড়া অন্য লোকদেরকে তোমাদের গোপন কথার শরীক বানাবে না। তারা তোমাদের ক্ষতি করার কোনো সুযোগই ছাড়ে না। তারা তা-ই পছন্দ করে, যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। তাদের বিদ্বেষ তাদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। আর যা তাদের মনে গোপন করে রেখেছে তা আরও গুরুতর। আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার হেদায়াত দান করলাম। যদি তোমাদের বুদ্ধি থাকে (তাহলে তাদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে সাবধান হবে)।

هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۭ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. তোমরা তাদেরকে ভালোবাস; কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। অথচ তোমরা সব আসমানী কিতাবকে মান্যো। তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরাও (তোমাদের রাসূল ও কিতাবকে) মেনে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা সরে যায় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশের অবস্থা এমন হয় যে, তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে। তাদেরকে বল, তোমরা নিজেদের রাগের আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরো। আল্লাহ মনের গোপন রহস্য পর্যন্ত জানেন।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۡ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۱۲۰﴾

১২০. তোমাদের কিছু মঙ্গল হলে তাদের কাছে খারাপ লাগে। আর তোমাদের উপর কোনো বিপদ এলে তারা খুশি হয়। যদি তোমরা সবর কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চল তাহলে তাদের কোনো ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা ঘিরে রেখেছেন।

রুকূ' ১৩

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۱﴾

১২১. হে নবী! (মুসলমানদের কাছে ঐ সময়ের কথা উল্লেখ করুন) যখন আপনি খুব সকালে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন এবং (উহুদের ময়দানে) মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য জায়গায় জায়গায় মোতায়েন করছিলেন। আল্লাহ সবই শুনেন এবং তিনি সবকিছুই জানেন।

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲۲﴾

১২২. (ঐ সময়ের কথা মনে কর) যখন তোমাদের মধ্য থেকে দুটো দল কাপুরুষতা দেখাতে লাগল, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্য হাজির ছিলেন। আর ঈমানদারদের আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা উচিত।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

১২৩. এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, অথচ তখন তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। তাই আল্লাহর না-শোকরী থেকে তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত। আশা করা যায়, এখন তোমরা শোকর-গুজার হবে।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ۝

১২৪. হে নবী (ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনি মুমিনদেরকে বলছিলেন, তোমাদের জন্য কি এ কথা যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা নাযিল করে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন?

بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝

১২৫. নিশ্চয়ই যদি তোমরা সবর কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে যখনই দুশমন তোমাদের উপর চড়াও হয়ে আসবে তখনই তোমাদের রব (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

১২৬. তোমাদেরকে আল্লাহ এ কথা জানিয়ে দিলেন, যাতে তোমরা খুশি হয়ে যাও এবং এ দ্বারা তোমাদের মন নিশ্চিন্ত হয়। আসলে বিজয় ও সাহায্য যতটুকুই হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, যিনি বড়ই শক্তিমান এবং পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ۝

১২৭. (আর তিনি তোমাদেরকে এ সাহায্য এ জন্য দেবেন) যাতে যারা কুফরীর পথে চলে তিনি তাদের এক হাত কেটে দেন অথবা তাদেরকে এমন অপমানজনক পরাজয় দান করেন যে, তারা ব্যর্থ হয়ে পিছু হটে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۝

১২৮. (হে নবী!) ফায়সালা করার ব্যাপারে আপনার কোনো হাত নেই। এটা আল্লাহরই ইখতিয়ার। তিনি ইচ্ছা হলে তাদেরকে মাফ করবেন, ইচ্ছা হলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কেননা তারা যালিম।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۹﴾

১২৯. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে খুশি মাফ করেন, যাকে খুশি শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[২৮]

রুকূ' ১৪

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۳۰﴾

১৩০. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করবে।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْۤ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۳۱﴾

১৩১. ঐ আগুন থেকে বাঁচ, যা কাফিরদের জন্য তৈরি রাখা হয়েছে।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩২. আর আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে নাও। আশা করা যায়, তোমাদের উপর দয়া করা হবে।

وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

১৩৩. ঐ পথে দৌড়ে চল, যে পথ তোমাদের রবের ক্ষমা ও ঐ বেহেশতের দিকে যায়, যা জমিন ও আসমানের মতো বিশাল এবং যা ঐ খোদাভীরু লোকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾

১৩৪. যারা সব অবস্থায়ই নিজেদের মাল খরচ করে– সচ্ছল অবস্থাই থাকুক আর অভাবের মধ্যেই থাকুক; যারা রাগকে দমন করে এবং অপরের দোষ মাফ করে দেয়; এমন নেক লোক আল্লাহ খুব পছন্দ করেন।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَمَنْ

১৩৫. আর যাদের অবস্থা এমন যে, যদি কখনো কোনো অশ্লীল কাজ তাদের দ্বারা হয়ে যায় অথবা কোনো গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসে, তাহলে সাথে সাথেই আল্লাহর কথা তাদের মনে হয়

২৮. উহুদের যুদ্ধে যখন নবী করীম (স) আহত হন, তখন তাঁর মুখ থেকে কাফিরদের জন্য 'বদ দোয়া' বের হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'যে জাতি নিজেদের নবীকে আহত করে সে জাতি কেমন করে মুক্তি ও সাফল্য পেতে পারে', এর উত্তরেই এ আয়াত নাযিল হয়।

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

এবং তাঁর কাছে তারা নিজেদের গুনাহ মাফ চায়। কেননা আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে, যে গুনাহ মাফ করতে পারে? এসব লোক যেটুকু (গুনাহের) কাজ করে ফেলেছে তা জেনে-বুঝে আর করতে থাকে না।

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

১৩৬. তারাই ঐসব লোক, যাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে রয়েছে। তা এই যে, তিনি তাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং এমন সব বাগানে তাদের প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে। আর তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। নেক আমলকারীদের জন্য কতই না ভালো পুরস্কার রয়েছে।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

১৩৭. তোমাদের আগে বহু যুগ অতীত হয়ে গেছে। দুনিয়ায় ঘোরাফেরা করে দেখে নাও যে, ঐসব লোকের দশা কী হয়েছে, যারা (আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ۝

১৩৮. এই (কুরআন) মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সাবধানবাণী এবং যারা আল্লাহকে ভয় পায় তাদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

১৩৯. তোমরা মন ভাঙা হয়ো না, চিন্তা করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী থাকবে।

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

১৪০. এ সময় যদি তোমাদের উপর আঘাত লেগে থাকে, তাহলে এর আগে তোমাদের বিরোধী দলের উপরও এ ধরনেই আঘাত লেগেছে।[২৯] এটা তো সময়ের উত্থান ও পতন মাত্র, যা আমি মানুষের মধ্যে একের পর এক দিয়ে থাকি। তোমাদের উপর এ

২৯. এখানে বদর যুদ্ধের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– বদর যুদ্ধে কাফিররা আঘাত খেয়েও যখন সাহস হারায়নি, তখন তোমরা উহুদের যুদ্ধে আঘাতের ফলে কেন সাহস হারাবে?

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

সময়টা এ জন্য আনা হয়েছে যে, আল্লাহ দেখে নিতে চেয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে সাচ্চা মুমিন কারা এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকে ঐ লোকদেরকে বাছাই করে নিতে চেয়েছিলেন, যারা আসলেই (সত্যের) সাক্ষী।[৩০] কেননা যালিমদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

১৪১. আর তিনি এ পরীক্ষার মাধ্যমে মুমিনদের আলাদা করে নিয়ে কাফিরদেরকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

১৪২. তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা এমনিই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখে নেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কারা আছে, যারা তাঁর পথে জীবন দিতে পারে এবং তাঁরই খাতিরে সবর করতে পারে।

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

১৪৩. তোমরা তো মৃত্যু কামনা করেছিলে; কিন্তু তা ঐ সময়ের কথা, যখন মৃত্যু সামনে আসেনি। নাও, এখন তা সামনে এসেছে এবং তোমরা তা নিজের চোখেই দেখেছ।

রুকূ' ১৫

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ

১৪৪. মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর আগে আরো বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা উল্টা দিকে ফিরে যাবে? মনে রেখ, যারা উল্টা দিকে ফিরে যাবে, তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে

৩০. মূলে আছে 'ইয়াত্তাখাযা মিনকুম শুহাদা' এর এক অর্থ– তোমাদের মধ্য থেকে কতককে শহীদ হিসেবে কবুল করতে চাচ্ছিলেন। অর্থাৎ, কিছু লোককে শাহাদাতের মর্যাদা দান করতে চাচ্ছিলেন। আর দ্বিতীয় অর্থ– ঈমানদার ও মুনাফিকদের সেই যুক্ত ও মিলিত দল থেকে যার মধ্যে এখন তোমরাও শামিল রয়েছ, সেই লোকদেরকে ছাঁটাই করে নিতে চাচ্ছিলেন; যারা প্রকৃতপক্ষে 'শুহাদা-আ আ'লান্ নাস' তথা মানবজাতির উপর সাক্ষীস্বরূপ। অর্থাৎ সেই মহান দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য, যে পদ আমি মুসলিম জাতিকে দান করেছি।

شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

পারবে না। অবশ্য যারা আল্লাহর শোকর-গুজার বান্দাহ হয়ে থাকবে তাদেরকে তিনি এর বদলা দেবেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. কোনো প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মউতের সময় তো লিখিতই আছে। যে দুনিয়ার ফলের আশায় কাজ করবে তাকে আমি দুনিয়া থেকেই দেবো এবং যে আখিরাতের ফলের আশায় কাজ করবে সে আখিরাতের সুফল পাবে। আর শোকর আদায়কারীদেরকে আমি তাদের প্রতিফল অবশ্যই দান করব।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. এর আগে কত নবীই গত হয়ে গেছেন, যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা লোক যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে যত মুসীবতই তাদের উপর পড়েছিল, সে জন্য তারা হতাশ হয়নি, তারা কোনো দুর্বলতা দেখায়নি এবং তারা (বাতিলের সামনে) মাথানত করেনি। এমনই ধরনের ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তাদের দোআ শুধু এতটুকুই ছিল, হে আমাদের রব! আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা কর, আমাদের কাজে তোমার দেওয়া সীমা যেটুকু লঙ্ঘন হয়ে গেছে তা মাফ কর, আমাদের কদম মযবুত করে দাও এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সুফলও দিয়েছেন এবং আখিরাতের সওয়াব এর চেয়েও ভালো দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে এমন ধরনের নেক লোকই পছন্দনীয়।

রুকূ' ১৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি ঐসব লোকের কথামতো চল, যারা কুফরীর পথে চলে, তাহলে তারা তোমাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ফিরবে।

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. (তাদের কথা ভুল) আসলে আল্লাহ তোমাদের সহায়ক এবং তিনি খুব ভালো সাহায্যকারী।

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫১. শিগগিরই ঐ সময় আসবে, যখন আমি কাফিরদের মনে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করব। কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক করেছে, যার শরীক হওয়ার পক্ষে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। দোযখই তাদের শেষ ঠিকানা এবং এ যালিমদের থাকার জায়গা বড়ই খারাপ।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ

১৫২. আল্লাহ (সমর্থন ও সাহায্যের) যে ওয়াদা করেছিলেন তা তো তিনি পুরা করে দিয়েছেন। প্রথমদিকে তোমরা তাঁরই হুকুমে তাদেরকে হত্যা করেছিলে। কিন্তু যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে, নিজেদের কাজে একে অপরের সাথে মতবিরোধ করলে এবং যখনই আল্লাহ তোমাদেরকে ঐ জিনিস দেখালেন, যার মহব্বতে তোমরা পাগল ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল) তোমরা নিজেদের নেতার বিরোধিতা করে বসলে। কারণ তোমাদের কতক লোক দুনিয়ার লোভী ছিল, আর কতক লোক আখিরাতের আকাঙ্ক্ষী ছিল। তখন আল্লাহ কাফিরদের মুকাবিলায় তোমাদেরকে পেছনে হটিয়ে দিলেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

করতে পারেন। আর সত্য এটাই, এরপরও আল্লাহ তোমাদেরকে মাফই করে দিলেন। কেননা মুমিনদের উপর আল্লাহ বড়ই দয়ার খেয়াল রাখেন।

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. মনে করে দেখ, যখন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছিলে এবং কারো দিকে ফিরে তাকানোর খেয়ালও তোমাদের ছিল না এবং রাসূল তোমাদেরকে পেছন থেকে ডাক দিচ্ছিলেন,[৩১] তখন আল্লাহ তোমাদের এ আচরণের এ বদলা দিলেন যে, তোমাদের উপর দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যাতে ভবিষ্যতের জন্য তোমাদের এ শিক্ষা হয় যে, তোমরা যা হারিয়ে ফেল অথবা যে মুসীবত তোমাদের উপর নাযিল হয় তাতে যেন তোমরা হতাশ না হও। আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন।

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ

১৫৪. এ দুঃখ-বেদনার পর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিছু লোকের উপর এমন সান্ত্বনার অবস্থা কায়েম করলেন যে, তাদের ঘুম পেতে লাগল।[৩২] কিন্তু অন্য আর একটি দল ছিল, যাদের নিকট শুধু তাদের স্বার্থেরই গুরুত্ব ছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে নানারকম জাহেলী ধারণা করতে লাগল, যা সরাসরি সত্যের বিরোধী ছিল। তারা এখন বলছে :

৩১. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যখন হঠাৎ দু'দিক দিয়ে একই সময় হামলা হলো, তখন কিছু লোক মদীনার দিকে পলায়ন করল আর কিছু লোক উহুদ পাহাড়ের উপর উঠে গেল। কিন্তু নবী করীম (স) নিজের জায়গা ছেড়ে এক ইঞ্চিও হটেননি। চারদিকে দুশমনদের প্রচণ্ড ভিড়। তাঁর নিকট মাত্র দশ-বারোজন লোকের একটি ক্ষুদ্র দল ছিল। কিন্তু রাসূল (স) এই সঙ্গীন সময়েও পাহাড়ের মতো অটল হয়ে নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং পলায়নকারী লোকদেরকে এভাবে ডাকলেন, 'ইলাইয়া ইবাদাল্লাহ, ইলাইয়া ইবাদাল্লাহ' অর্থাৎ, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে এসো, আল্লাহর বান্দারা! আমার দিকে এসো।

৩২. এ সময় ইসলামী সৈন্যবাহিনীর কিছু লোক এক আজব ধরনের অবস্থা দেখতে পান। হযরত আবূ তালহা (রা)– যিনি নিজে এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন তিনি বর্ণনা করেন, এ সময় আমাদের উপর ঘুমের এমন চাপ পড়ে যে, তলোয়ার পর্যন্ত আমাদের হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল।

شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

এ কাজের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমাদের কোনো অংশ আছে কি? তাদেরকে বলুন : (কারো কোনো অংশ নেই) এ কাজের সব ক্ষমতাই আল্লাহর হাতে। আসলে এরা তাদের দিলে যে কথা গোপন করে রেখেছে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলতে চায়, যদি (নেতৃত্বের) ক্ষমতায় আমাদের কোনো অংশ থাকত তাহলে এখানে আমরা নিহত হতাম না। তাদের বলে দিন, যদি তোমরা নিজেদের ঘরেও থাকতে তাহলে যাদের মউত লেখা ছিল তারা নিজেই তাদের নিহত হওয়ার জায়গার দিকে বের হয়ে আসত। আর এই যে ব্যাপার ঘটে গেল তার কারণ এই যে, যা কিছু তোমাদের মনে গোপন রয়েছে আল্লাহ্ তা পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। আর তোমাদের মনে যে ত্রুটি আছে তা দূর করতে চেয়েছেন। আল্লাহ মনের অবস্থা খুব জানেন।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা মুকাবিলার দিন পেছনে হটে গিয়েছিল তাদের এই আচরণের কারণ এটাই ছিল, তাদের কিছু দুর্বলতার দরুন শয়তান তাদের পা টলটলায়মান করে দিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

রুকূ' ১৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً

১৫৬. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এ কাফিরদের মতো কথা বলো না, যাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন যদি কখনো সফরে যায় বা যুদ্ধে শরীক হয় (এবং সেখানে কোনো বিপদে পড়ে) তাহলে তারা বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তাহলে মারাও যেত না এবং নিহতও হতো

فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

না। আল্লাহ এ ধরনের কথাকে তাদের মনে আফসোসের কারণ বানিয়ে দেন। অথচ আসলে আল্লাহ-ই তো জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তোমাদের সব কাজ-কর্মই তিনি দেখছেন।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও তাহলে আল্লাহর যে রহমত ও দান তোমাদের ভাগ্যে জুটবে তা ঐসব জিনিস থেকে অনেক ভালো, যা তারা জমা করে।

وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. আর তোমরা মারাই যাও বা নিহতই হও, সব অবস্থায় তোমাদেরকে একত্র হয়ে আল্লাহরই কাছে যেতে হবে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হলে যদি আপনি কড়া হতেন ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দোআ করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মযবুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে।

إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কোনো শক্তি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? কাজেই যারা সাচ্চা মুমিন তাদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

১৬১. খিয়ানত করা কোনো নবীর কাজ হতে পারে না। আর যে খিয়ানত করে সে কিয়ামতের দিন তার খিয়ানতসহ হাজির হয়ে যাবে। তারপর প্রত্যেক লোকই তার কামাইয়ের পুরা বদলা পাবে এবং কারো উপর কোনো যুলুম করা হবে না।

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

১৬২. এটা কী করে হতে পারে, যে লোক হামেশা আল্লাহর মর্জিমতো চলে সে ঐ লোকের মতো কাজ করবে, যে আল্লাহর গযবে ঘেরাও হয়ে পড়েছে এবং যার শেষ ঠিকানা হলো দোযখ, যা খুবই খারাপ জায়গা?

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

১৬৩. আল্লাহর কাছে এ দুরকম লোকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আর আল্লাহ সবার কাজের দিকে লক্ষ্য রাখেন।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

১৬৪. আসলে আল্লাহ তো ঈমানদারদের উপর বিরাট মেহেরবানী করেছেন যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে এমন এক নবী বানিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনান, তাদের জীবনকে পবিত্র করে সাজান এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। অথচ এর আগে এসব লোক স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়েছিল।

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৬৫. তোমাদের এ কী অবস্থা হলো, যখন তোমাদের উপর মুসীবত এসে পড়ল তখন তোমরা বলতে লাগলে, এ কোথা থেকে এলো? অথচ (বদরের যুদ্ধে) তোমাদেরই হাতে (বিরোধীদের উপর) এর দ্বিগুণ মুসীবত এসে পড়েছিল। হে নবী! আপনি তাদেরকে বলে দিন, এ মুসীবত তোমাদের নিজেদের কারণেই এসেছে। আল্লাহ এসব বিষয়ের উপর ক্ষমতা রাখেন।

وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. যুদ্ধের দিন তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা আল্লাহর অনুমতিতেই হয়েছিল। এটা এজন্য হয়েছিল যে, আল্লাহ দেখে নিতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে কারা মুমিন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِ ادْفَعُوْا ۖ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. আর কারা মুনাফিক। ঐ মুনাফিকদেরকে যখন বলা হলো, এসো! আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, অথবা কমপক্ষে (নিজের শহরের) হেফাযত কর। তখন তারা বলতে লাগল : আমরা যদি জানতাম, আজই যুদ্ধ হবে তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে যেতাম। তারা যখন এ কথা বলছিল তখন তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীর বেশি কাছে ছিল। তারা নিজেদের মুখে ঐ কথা বলে, যা তাদের মনের মধ্যে নেই। আর যা কিছু তাদের মনে গোপন রাখে তা আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন।

الَّذِيْنَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ أَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ۗ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. এরা ঐসব লোক, যারা নিজেরা তো বসেই রইল, আর তাদের যেসব ভাই-বন্ধু যুদ্ধ করতে গেল এবং নিহত হলো তাদের সম্বন্ধে এরা বলে দিলো, যদি তারা আমাদের কথা মেনে নিত তাহলে তারা মারা যেত না। হে নবী! ওদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা এ কথায় সত্যবাদী হও তাহলে যখন তোমাদের মৃত্যু আসবে তখন তোমাদের নিজেদের থেকে তা ফিরিয়ে দিও।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা তো আসলে জীবিত। তারা তাদের রবের কাছ থেকে রিযক পাচ্ছে।

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ

১৭০. আল্লাহ তাদেরকে নিজ মেহেরবানী থেকে যা কিছু দিয়েছেন, তাতে তারা খুশি ও

بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

তৃপ্ত। আর তারা এ বিষয়েও নিশ্চিত, যেসব ঈমানদার লোক তাদের পেছনে দুনিয়াতে রয়ে গেছে এবং এখনো সেখানে পৌঁছেনি, তাদের জন্য কোনো ভয় ও দুঃখের কারণ নেই।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৭১. তারা আল্লাহর নিয়ামত ও মেহেরবানী পেয়ে আনন্দিত এবং তারা জানতে পেরেছে, আল্লাহ ঈমানদারদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।

রুকূ' ১৮

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১৭২. যারা যখম হওয়ার পরও আল্লাহ এবং রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে,[৩৩] তাদের মধ্যে যেসব লোক নেককার ও পরহেযগার তাদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

১৭৩. আর যাদেরকে লোকেরা বলেছে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাবাহিনী একত্র হয়েছে, তাই তাদেরকে ভয় কর,'–এ কথা শুনে তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না ভালো কাজ সমাধাকারী।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ

১৭৪. শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নিয়ামত ও দয়াসহ ফিরে এল এবং তাদের কোনো রকম ক্ষতিই হলো না। আর আল্লাহর মর্জি

৩৩. উহুদের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মুশরিকরা কয়েক মঞ্জিল দূরে চলে যাওয়ার পর তাদের মনে এ খেয়াল উদয় হলো যে, 'আমরা করলাম কী!' মুহাম্মদের শক্তি চূর্ণ করার মহাসুযোগ হাতে পেয়েও আমরা তার সদ্ব্যবহার না করে ফিরে এলাম! তখন তারা এক জায়গায় জমায়েত হয়ে পরামর্শ করে স্থির করল, মদীনার উপর এখনই দ্বিতীয় বার আক্রমণ করতে হবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সাহসে কুলাল না এবং তারা মক্কায় ফিরে গেল। এদিকে নবী করীম (স) কাফিরদের পুনরায় ফিরে আসার আশঙ্কা করেছিলেন; তাই তিনি উহুদ যুদ্ধের পর দ্বিতীয় দিনই মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন, কাফিরদের পেছনে ধাওয়া করা দরকার। যদিও এটা বড়ই সঙ্গীন ব্যাপার ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খাঁটি মুমিনগণ জান দেওয়ার জন্য তৈরি হলেন এবং নবী করীম (স)-এর সাথে 'হাজরাউল আসওয়াদ' নামক জায়গা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। এ জায়গাটি মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে। এ আয়াতে জান কুরবান করতে তৈরি লোকদের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

অনুযায়ী চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করল। আল্লাহ বড়ই মেহেরবান।[৩৪]

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, যারা তোমাদেরকে অনর্থক বন্ধুদের ভয় দেখাচ্ছিল তারা আসলে শয়তান ছিল। তাই ভবিষ্যতে তোমরা মানুষকে ভয় করবে না। যদি সত্যিই তোমরা ঈমানদার হও তাহলে আমাকে ভয় করবে।

وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. (হে রাসূল!) আজ যারা কুফরীর পথে খুব তৎপর রয়েছে, তারা যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। তারা আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ চান যে, তাদের জন্য আখিরাতে কোনো অংশই রাখবেন না এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. যারা ঈমান ছেড়ে দিয়ে কুফরী কিনে নিল, তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর কোনো ক্ষতি করছে না। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি তৈয়ার আছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. কাফিরদেরকে আমরা এই যে ঢিল দিয়ে চলেছি, এটাকে তারা যেন নিজেদের জন্য ভালো মনে না করে। আমরা তো তাদেরকে এ জন্য ঢিল দিয়ে থাকি, যাতে তারা বেশি করে গুনাহ করে নেয়। তারপর তাদের জন্য কঠিন অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

৩৪. উহুদ থেকে ফেরার সময় আবূ সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল, আগামী বছর বদরে তোমাদের ও আমাদের আবার মুকাবিলা হবে; কিন্তু সময় যখন কাছে এল তখন তার আর সাহস হলো না। অতএব মুখ রক্ষার জন্য সে একটু চালাকি করল। সে গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠাল। ঐ ব্যক্তি মদীনায় এসে মুসলমানদের মধ্যে এই সংবাদ রটানো শুরু করল যে, এ বছর কুরাইশরা আক্রমণের জন্য বিরাট প্রস্তুতি নিয়েছে এবং এমন শক্তিশালী বাহিনী জোগাড় করেছে, সারা আরবে কারো পক্ষে তাদের মুকাবিলা করার সাধ্য নেই। এ অপপ্রচারে মুসলমানরা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন আল্লাহর রাসূল (স) পূর্ণ মজলিসে ঘোষণা করলেন, 'যদি আর কেউ এগিয়ে না যায় তাহলে আমি একাই যাব।' এ কথা শুনে ১৫০০ জানবাজ সাহাবী তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। নবী করীম (স) বদরের ময়দানে তাঁদেরকে নিয়ে রওনা হলেন। আবূ সুফিয়ান মোকাবিলার জন্য এল না। মুসলমানরা আট দিন পর্যন্ত সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর লাভ নিয়ে ফিরে আসেন।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. আল্লাহ মুমিনদেরকে কিছুতেই এমন অবস্থায় থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় তোমরা এখন আছ। তিনি পবিত্র লোকদেরকে নাপাক লোকদের থেকে আলাদা করবেনই। কিন্তু আল্লাহর এটা নিয়ম নয় যে, তোমাদেরকে গায়েবী কথা জানিয়ে দেবেন।[৩৫] গায়েবের কথা জানার জন্য তো তিনি তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁকে বাছাই করে নেন। তাই (গায়েবী বিষয়ে) আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ। যদি তোমরা ঈমান ও তাকওয়ার পথে চল তাহলে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

১৮০. যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ দান করেছেন এবং এরপরও তারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে ভালো। না, এটা তাদের জন্য বড়ই খারাপ। তারা কৃপণতা করে যা কিছু জমা করেছে তা-ই কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হয়ে যাবে। আসমান ও জমিনের উত্তরাধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

রুকূ' ১৯

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾

১৮১. আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলে, আল্লাহ ফকির, আর আমরা ধনী।[৩৬] তাদের এ কথাও আমি লিখে রাখব এবং এর আগে যে তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত তা-ও তাদের আমলনামায় রয়েছে। (যখন সময় আসবে তখন) আমি তাদেরকে বলব, নাও, দোযখের মজা বুঝ।

৩৫. অর্থাৎ, তোমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে, তোমাদের মধ্যে কে মুমিন ও কে মুনাফিক?

৩৬. কুরআন মাজীদে যখন এ আয়াত নাযিল হলো– 'আল্লাহকে করযে হাসানা দিতে কে তৈরি আছ?' তখন ইহুদীরা এ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, 'জী হ্যাঁ, আল্লাহ মিয়া তো গরীব হয়ে গেছেন। তাই তিনি এখন তার বান্দাহদের কাছ থেকে করয চাওয়া শুরু করেছেন।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾

১৮২. এটা তোমাদের নিজের হাতের কামাই। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যালিম নন।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৩. যারা এ কথা বলে, আল্লাহ আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমরা কাউকেও রাসূল বলে মানবো না, যতক্ষণ না তিনি আমাদের সামনে এমন কুরবানী করবেন, যা (গায়েবী) আগুন এসে খেয়ে ফেলবে। হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার আগে তোমাদের কাছে বহু রাসূল এসেছেন, যারা অনেক স্পষ্ট নিদর্শন এনেছিলেন এবং তারা ঐসব নিদর্শনও এনেছিলেন, যা তোমরা স্বীকার কর। যদি (ঈমান আনার জন্য এ শর্ত আরোপ করার ব্যাপারে) তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে ঐ রাসূলগণকে তোমরা কেন হত্যা করেছিলে?

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. হে নবী! এখন যদি এরা আপনাকে মানতে অস্বীকার করে তাহলে আপনার আগে বহু রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে, যারা স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিলেন।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. অবশেষে প্রত্যেক লোককেই মরতে হবে এবং তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন যার যার পুরস্কার পাবে। সেখানে যারা দোযখের আগুন থেকে বেঁচে যাবে এবং যাদেরকে বেহেশতে দাখিল করা হবে তারাই আসলে কামিয়াব। আর দুনিয়ার জীবন তো নিছক ছলনাময় জিনিস ছাড়া আর কিছুই নয়।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ

১৮৬. (হে মুসলমানগণ!) তোমাদের উপর মাল ও জানের দিক দিয়ে পরীক্ষা আসবেই এবং তোমরা অবশ্যই আহলে কিতাব ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক

الَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

কথা শুনতে পাবে। যদি এসব অবস্থায় তোমরা সবর কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চলতে থাক তাহলে তা বড়ই হিম্মতের কাজ।

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ز فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ۝

১৮৭. এসব আহলে কিতাবকে ঐ ওয়াদার কথাও মনে করিয়ে দাও, যা আল্লাহ তাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা জনগণের মধ্যে ছড়াতে হবে, তা গোপন করে রাখা চলবে না। কিন্তু তারা কিতাবকে পেছনে ফেলে রাখল এবং কম দামে তা বেচে দিলো। কত বড় খারাপ ব্যবসাই না তারা করছে!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَنْ يُّحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১৮৮. তোমরা ঐসব লোককে আযাব থেকে বেঁচে গেছে বলে মনে করো না, যারা নিজেদের কাজের উপর খুশি এবং যারা চায় যে, তাদেরকে এমন কাজের জন্য প্রশংসা করা হোক, যা আসলে তারা করেইনি। তাদের জন্য বেদনাদায়ক আযাব তৈরি আছে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১৮৯. আল্লাহ-ই আসমান ও জমিনের মালিক এবং তিনি সবকিছুর উপরই ক্ষমতা রাখেন।

রুকূ' ২০

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

১৯০. আসমান ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে ঐসব বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

১৯১. যারা উঠতে, বসতে ও শুইতে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। (তারা দিল থেকে বলে উঠে) হে আমাদের রব! এসব কিছু তুমি অনর্থক ও বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করনি। বেহুদা কাজ করা থেকে তুমি পবিত্র। তাই হে আল্লাহ! আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও।

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯২. হে আমাদের রব! তুমি যাকে দোযখে দিয়েছ তাকে সত্যি বড় অপমান ও লজ্জায় ফেলেছ। আর এসব যালিমদের কোনো সাহায্যকারী হবে না।

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. হে প্রভু! আমরা একজনকে ঈমানের দিকে দাওয়াত দিতে শুনেছি, যে বলছিল : তোমাদের রবকে মেনে নাও। তারপর আমরা তার দাওয়াত কবুল করেছি। সুতরাং হে আমাদের রব! আমাদের যা অপরাধ হয়েছে তা মাফ কর, যেসব দোষ-ত্রুটি আমাদের মধ্যে রয়েছে তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের মউতের মতো আমাদের মৃত্যু দাও।

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. ইয়া আল্লাহ! রাসূলগণের মাধ্যমে তুমি যে ওয়াদা করেছ তা আমাদের সাথে পুরা কর এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমান করো না। নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না।

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. এ দোআর জবাবে তাদের রব বললেন, তোমরা পুরুষ হও বা নারী হও, আমি তোমাদের কারো আমল নষ্ট করব না। তোমরা একে অপরের সমান। তাই যারা আমার খাতিরে নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে, যাদেরকে আমার কারণে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে আমার পথে কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং যারা আমারই জন্য যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সব দোষ আমি মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাব, যার নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে। এটাই আল্লাহর কাছে তাদের পুরস্কার এবং আল্লাহরই কাছে ভালো পুরস্কার রয়েছে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. হে নবী! আল্লাহর নাফরমান লোকদের দেশে দেশে দাপটের সাথে চলাফেরা আপনাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. এটা শুধু কয়েকদিনের জীবনের সামান্য মজা। তারপর এরা সব দোযখে যাবে, যা বড়ই খারাপ জায়গা।

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. এর বিপরীত যারা তাদের রবকে ভয় করে চলে, তাদের জন্য এমন বাগিচা রয়েছে, যার নিচে ঝরনা বহমান। ঐ বাগানে তারা চিরদিন থাকবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারির আয়োজন। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে নেক লোকদের জন্য তা-ই সবচেয়ে ভালো।

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. আহলে কিতাবদের মধ্যেও কিছু লোক এমন আছে, যারা আল্লাহকে মানে, তোমাদের উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে, ঐ কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখে, যা এর আগে তাদের উপর নাযিল হয়েছিল, আল্লাহর প্রতি বিনয়ে অবনত হয়ে আছে এবং আল্লাহর আয়াতকে অল্প দামে বেচে ফেলে না। তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে আছে। আর হিসাব পুরা করতে আল্লাহর দেরি লাগে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

২০০. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! সবর কর, বাতিলপন্থিদের বিরুদ্ধে মযবুতী দেখাও, হকের খিদমতের জন্য তৈয়ার থাক এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।

৪. সূরা নিসা

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

তৃতীয় আয়াতের 'আন নিসা' শব্দ থেকে এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

হিজরী ৩য় সনের শেষ ভাগ হতে ৪র্থ হিজরীর শেষ বা ৫ম হিজরীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কয়েক কিস্তিতে এ সূরাটি নাযিল হয়। এ সূরায় যেসব হুকুম ও বিধি-বিধান রয়েছে তা এমন কিছু ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, যা থেকে বিভিন্ন বিধি-বিধান নাযিল হওয়ার সময় সহজেই জানা যায়। যেমন–

১. মৃতদের সম্পত্তি বা মীরাস বণ্টনের বিধান এবং ইয়াতীমদের হক সম্পর্কে হুকুম উহুদের যুদ্ধের পরপরই নাযিল হয় বলে বোঝা যায়। কারণ, ঐ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়ার কারণে তাদের সম্পত্তি বণ্টন ও তাদের ইয়াতীম সন্তানদের ব্যবস্থা করা ঐ সময়ই দরকার হয়।

২. 'যাতুর-রিকা' নামক যুদ্ধের সময় 'যুদ্ধকালীন জামাআতে নামাযের বিধান' নাযিল হয় ৪র্থ হিজরীতে।

৩. ৫ম হিজরীতে বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় ওযূর পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেওয়া হয়।

নাযিলের পরিবেশ

যে সময় এ সূরাটি নাযিল হয় তখন মদীনার নতুন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার জন্য দুটো কাজ করা খুবই জরুরি ছিল :

১. জাহেলী যুগের রীতিনীতি, চরিত্র, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বদলে ইসলামী আদর্শে এসব গড়ে তোলাই ছিল ঐ সময়ের প্রথম দাবি।

২. ইসলামের দাওয়াত জনগণের নিকট এমন আকর্ষণীয় রূপে পেশ করা, যাতে মানুষ ইসলামী জীবনবিধানকে মনে-প্রাণে কবুল করে।

এ দুটো ইতিবাচক কাজের পথে ইসলামবিরোধী সব শক্তি একজোট হয়ে উঠে-পড়ে লেগে গেল। বিশেষ করে উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজয়ের ফলে গোটা আরবের মুশরিক গোত্রসমূহ, মদীনার চারপাশের ইহুদীরা ও ঘরের শত্রু মদীনার মুনাফিকদের সাহস অনেক বেড়ে গেল। ব্যাপক গুজব রটিয়ে তারা মুসলমানদের মনে হতাশা সৃষ্টির চেষ্টা চালাল। এ রকম পরিবেশে যখন যা প্রয়োজন, সে অনুযায়ী এ সূরায় মুসলামানদেরকে হেদায়াত দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

ইসলামী সমাজ গঠনের ভিত্তিই হলো পরিবার। তাই সূরার প্রথম চারটি রুকূ'তে বিয়ে, তালাক, ফারায়েয (সম্পত্তি বণ্টন), ইয়াতীমদের লালন-পালন ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে। সূরার অন্যান্য রুকূ'তেও এসব বিষয়ে আরও বিধান রয়েছে। তাই রুকূ'র হিসাবে আলোচ্য বিষয় চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। সূরাটি নাযিলের সময়কাল ও পরিবেশ মনে তাজা থাকলে অনুবাদ পড়েই আলোচ্য বিষয় বোঝা সম্ভব।

এ সূরার আলোচ্য বিষয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়

১. পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, নৈতিক চরিত্র, তমদ্দুন ইত্যাদি নির্মাণের জন্য হেদায়াত ও বিধি-বিধান।

২. জাহেলী যুগের যেসব আকীদা-বিশ্বাস, কুপ্রথা, কুসংস্কার ও অন্যায় আচরণ মানুষকে আল্লাহর গোলামির পরিবর্তে মানুষের গোলাম বানিয়ে রেখেছে, সেসবকে উৎখাত করার নির্দেশ।

৩. বিরোধী শক্তির মুকাবিলা করার যোগ্য হওয়ার উদ্দেশ্যে একদিকে মুসলিমদের ব্যক্তিগত জীবনে উন্নত নৈতিক মান ও আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাদের মধ্যে মযবুত সাংগঠনিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা কায়েমের হেদায়াত ও নির্দেশ রয়েছে; অপরদিকে বিরোধী মুশরিক, ইহুদী ও মুনাফিকদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিধান রয়েছে।

গোটা সূরায় এসব বিষয়ে আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান ও উপদেশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

সূরা নিসা

১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ نِسَآءٍ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٧٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

১. হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এ দুজন থেকে বহু পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঐ আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপর থেকে নিজেদের হক দাবি করে থাক। নিশ্চিত জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ②

২. ইয়াতীমের মাল তাদেরকে ফেরত দাও। ভালো মাল খারাপ মাল দ্বারা বদলিয়ে নিও না। আর তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিশায়ে খেয়ে ফেলো না। এটা খুবই বড় গুনাহ।

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

৩. যদি তোমরা আশঙ্কা কর, ইয়াতীমের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে যেসব মহিলা তোমাদের পছন্দ হয়[১] তাদের মধ্য থেকে এক, দুই, তিন বা চারজনকে বিয়ে করে নাও।[২] কিন্তু যদি তোমাদের

১. মনে রাখা দরকার যে, একাধিক স্ত্রী বিবাহের অনুমতি দেওয়ার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়নি। কেননা, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব থেকেই তা বৈধ ছিল এবং নবী করীম (স)-এরও ঐ সময় একাধিক বিবি ছিলেন। আসলে যুদ্ধে শহীদদের ইয়াতীম সন্তান-সন্ততির সমস্যা সমাধানের জন্য এ আয়াত নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি তোমরা এমনিতেই ইয়াতীমদের হক আদায় করতে না পার, তবে তোমরা ঐ স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর, যাদের কাছে ইয়াতীম সন্তান-সন্ততি রয়েছে।

২. ফকীহগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, এ আয়াত দ্বারা স্ত্রীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং একসঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এ আয়াত একমাত্র ইনসাফের শর্তে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সুযোগ দেয়। যে ব্যক্তি ইনসাফের শর্ত পূর্ণ

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾	আশঙ্কা হয় যে, তোমরা তাদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজনকেই বিয়ে কর। অথবা ঐসব মহিলাদেরকে বিবি বানাও, যারা তোমাদের মালিকানায় এসেছে।[৩] অবিচার থেকে বাঁচার জন্য এটাই বেশি সহজ।
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾	৪. বিবিদের মোহর খুশি মনে (ফরয মনে করে) আদায় কর। অবশ্য যদি তারা নিজের মর্জিতে মোহরের কোনো অংশ তোমাদেরকে মাফ করে দেয় তাহলে তোমরা তা মজা করে খেতে পার।
وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾	৫. আর তোমাদের ঐ মাল, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবন ধারণের উপকরণ বানিয়েছেন, তা অবুঝ লোকদের হাতে তুলে দিও না। অবশ্য তাদের খাওয়া-পরার জন্য দাও এবং তাদেরকে ভালো উপদেশ দাও।
وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ	৬. ইয়াতীমদের বিয়ের বয়স হওয়া পর্যন্ত তাদের দিকে খেয়াল রাখ।[৪] তারপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও তাহলে তাদের মাল তাদেরকে দিয়ে দাও।

করে না অথচ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে, সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ধোঁকাবাজির অপরাধ করে। যেসব স্ত্রীর প্রতি ইনসাফ হয় না, ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতে তাদের মামলা করার অধিকার রয়েছে। পাশ্চাত্য মতবাদ ও ধারণার প্রভাবে কোনো কোনো ব্যক্তি এ কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, কুরআনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করা, যা ইউরোপীয় দৃষ্টিতে আসলেই খারাপ; কিন্তু এ ধরনের কথা নিছক মানসিক গোলামিরই ফল। একাধিক বিয়ে মন্দ মনে করার কোনো যুক্তি নেই। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ দরকার হতে পারে। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এটা বৈধ ঘোষণা করেছে এবং ইশারা-ইঙ্গিতেও এর দোষ বর্ণনায় কুরআন এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেনি, যার দ্বারা বোঝা যেতে পারে যে, কুরআন তা বন্ধ করতে চায়।

৩. এর অর্থ ক্রীতদাসী। অর্থাৎ, যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধবন্দী হয়ে এসেছে এবং যুদ্ধবন্দী বিনিময় না হওয়ার কারণে যাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ, যখন তারা বয়সে সাবালক হতে থাকে তখন লক্ষ্য করতে থাক, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কতটা বিকাশ লাভ করছে এবং তাদের নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেদের দায়িত্বে চালানোর যোগ্যতা কতটা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

তারা বড় হয়ে নিজেদের হক দাবি করবে মনে করে তোমরা কখনো ইনসাফের সীমা লঙ্ঘন করে তাদের মাল জলদি খেয়ে ফেলো না। যে ইয়াতীমের দেখাশোনা করে সে যদি সচ্ছল হয় তাহলে সে যেন নিজেকে অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর যদি সে গরীব হয় তাহলে সে যেন সঙ্গত নিয়মে খায়।[৫] তারপর যখন তোমরা তাদের মাল তাদের হাতে তুলে দাও, তখন অন্য লোককে সাক্ষী বানাবে। হিসাব নেবার জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

৭. পুরুষদের জন্য ঐ মালে হিস্যা রয়েছে, যা বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে এবং মহিলাদের জন্যও ঐ মালে হিস্যা রয়েছে, যা বাপ-মা ও আত্মীয়-স্বজনরা রেখে গেছে, সে মাল অল্পই হোক আর বেশিই হোক।[৬] এ হিস্যা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ফরয করা হয়েছে।

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

৮. আর মীরাস ভাগ-বাটোয়ারা করার সময় যখন পরিবারের লোক, ইয়াতীম ও মিসকীনরা আসে তখন ঐ মাল থেকে তাদেরকেও কিছু দিও এবং তাদের সাথে ভালো মানুষের মতো কথা বল।

৫. অর্থাৎ, নিজের খিদমতের বদলে এতটুকু নেবে, যা সকল নিরপেক্ষ বিবেচক লোক যুক্তিসঙ্গত মনে করবে। তা ছাড়া যা সে নেবে তা গোপনে লুকিয়ে চোরের মতো নেবে না; বরং প্রকাশ্যভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে নেবে ও তার হিসাব রাখবে।

৬. এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পাঁচটি আইনগত দফা রয়েছে : প্রথমত, উত্তরাধিকার শুধু পুরুষের হক নয়; স্ত্রীলোকেরও এর মধ্যে হক রয়েছে। দ্বিতীয়ত, মীরাস অবশ্যই বণ্টন করতে হবে, তা পরিমাণে যতই কম হোক না কেন। তৃতীয়ত, এ আয়াতে মৃতের রেখে যাওয়া মাল ভাগ করতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে— সে সম্পত্তি স্থাবর হোক বা অস্থাবর হোক, আবাদি হোক বা অনাবাদি হোক, ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া হোক বা না হোক; বণ্টনযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে এর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। চতুর্থত, এ আয়াত দ্বারা জানা যায়, মৃতের জীবিতকালে তার সম্পত্তিতে কেউ ওয়ারিশ হতে পারে না। ওয়ারিশের হক শুধু তখনই হয়, যখন কেউ ধন-সম্পদ রেখে মারা যায়। পঞ্চমত, এ আয়াতে এ নিয়মও জানা যায়, নিকটতম আত্মীয়ের বর্তমানে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় মীরাস পাবে না। এ নিয়মের বিশদ বিবরণ ১১ নং আয়াতের শেষাংশে ও ৩৩ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩

৯. তাদের এ কথা খেয়াল করে ভয় করা উচিত যে, যদি তারা নিজেদের অসহায় সন্তান রেখে মরে যেত, তাহলে মরার সময় তাদের আপন সন্তানের জন্য কেমন ভয় করত। তাই তাদের উচিত, যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰلَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝١٠

১০. যারা যুলুম করে ইয়াতীমের মাল খায়, তারা আসলে নিজেদের পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করে এবং তাদেরকে অবশ্যই জ্বলন্ত আগুনে ফেলা হবে।

রুকূ' ২

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ

১১. তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়াত দিচ্ছেন যে, পুরুষের হিস্যা দুজন মেয়েলোকের সমান।[৭] যদি (মৃতের ওয়ারিশ) দুই মেয়ের বেশি হয় তাহলে তাদের জন্য মালের তিন ভাগের দুই ভাগ থাকবে।[৮] আর যদি একই মেয়ে ওয়ারিশ হয় তাহলে তার জন্য অর্ধেক। যদি মৃতের সন্তান থাকে তবে বাপ-মায়ের এক-একজনের ছয় ভাগের এক ভাগ।[৯] কিন্তু মৃত যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ মা-ই যদি ওয়ারিশ

৭. যেহেতু শরীআত পারিবারিক জীবনে পুরুষের উপর বেশি আর্থিক দায়িত্বের বোঝা চাপিয়েছে এবং বহু আর্থিক দায়িত্ব থেকে স্ত্রীলোককে রেহাই দিয়েছে, সেহেতু ইনসাফের দাবি এটাই– মীরাসে স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষের অংশ থেকে কম হবে।

৮. দুই কন্যার বেলায়ও একই হুকুম। অর্থাৎ, যদি মৃতের কোনো পুত্রসন্তান উত্তরাধিকারী না থাকে, শুধু কন্যাসন্তানই থাকে তবে কন্যাসন্তান সংখ্যায় দুজন হোক বা বেশি হোক, তার গোটা সম্পত্তির ২/৩ অংশ কন্যা সন্তানদের মধ্যে ভাগ হবে এবং বাকি ১/৩ অংশ অন্য উত্তরাধিকারীরা পাবে। কিন্তু মৃতের যদি মাত্র একটি পুত্রসন্তানও থাকে, তবে সকলের মতে আর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে সে গোটা সম্পদেরই উত্তরাধিকারী হবে এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারী যদি থাকে তবে তাদের নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার পর বাকি সম্পত্তি সেই পুত্র পাবে।

৯. অর্থাৎ মৃতের সন্তান-সন্ততি থাকলে তার মাতা-পিতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির ১/৬ অংশের হকদার হবে। এক্ষেত্রে মৃতের উত্তরাধিকারী শুধু কন্যা বা পুত্র বা পুত্র-কন্যা উভয় থাকুক কিংবা মাত্র এক পুত্র বা এক কন্যা থাকুক— এসব অবস্থাতেই একই বিধান। বাকি ২/৩ অংশ অন্য উত্তরাধিকারীরা পাবে।

فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

হয় তাহলে মায়ের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ।[১০] আর যদি মৃতের ভাই-বোন থাকে তাহলে মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ।[১১] মৃতের অসীয়ত পুরা করা ও তার ঋণ শোধ করার পর এসব হিস্যা দিতে হবে।[১২] তোমরা জানো না, তোমাদের মা-বাপ আর সন্তানাদির মধ্যে লাভের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশি কাছে। এ হিস্যা আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ অবশ্যই সব সত্য জানেন এবং তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا

১২. আর তোমাদের বিবিরা যা রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমাদের, যদি তারা নিঃসন্তান হয়। কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের ছেড়ে যাওয়া মালের চার ভাগের এক ভাগ। তাদের অসীয়ত পুরা করা ও তাদের ঋণ শোধ করার পর এ হিস্যা পাবে। যদি তোমরা নিঃসন্তান হও তাহলে তোমাদের ছেড়ে যাওয়া মালের চার ভাগের এক ভাগ তোমাদের বিবিরা পাবে।[১৩] আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের

১০. মাতাপিতা ছাড়া যদি অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকে তবে বাকি $\frac{২}{৩}$ অংশ পিতা পাবে। তা না হলে $\frac{২}{৩}$ অংশে বাপ ও অন্য উত্তরাধিকারীরা শরীক হবে।

১১. ভাই-বোন থাকলে মৃতের মায়ের $\frac{১}{৩}$ অংশের বদলে $\frac{১}{৬}$ অংশ হবে। এভাবে মায়ের অংশ থেকে যে $\frac{১}{৬}$ অংশ নেওয়া হলো তা বাপের অংশে যোগ হবে। কেননা, সে অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বেড়ে যায়। এ কথা জানা দরকার যে, মৃতের মাতাপিতা জীবিত থাকলে তার ভাই-বোনেরা কোনো অংশ পাবে না।

১২. যদিও অসীয়তের কথা ঋণের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উম্মতের সকলের মতে, অসীয়তের আগে ঋণ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, যদি মৃতের জিম্মায় কোনো ঋণ থাকে তবে সবার আগে মৃতের সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে, তারপর অসীয়ত পালন করা হবে। এরপরে উত্তরাধিকার বণ্টন করা হবে।

১৩. অর্থাৎ, এক স্ত্রী হোক বা একাধিক স্ত্রী হোক, সন্তান-সন্ততি থাকলে স্ত্রী বা স্ত্রীরা $\frac{১}{৮}$ অংশ ও সন্তান-সন্ততি না থাকলে $\frac{১}{৪}$ অংশের হকদার হবে এবং ঐ $\frac{১}{৪}$ অংশ বা $\frac{১}{৮}$ অংশ স্ত্রীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।

تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

ছেড়ে যাওয়া মালের আট ভাগের এক ভাগ বিবিরা পাবে। তোমাদের অসীয়ত পুরা করা ও ঋণ শোধ করার পর তারা এ হিস্যা পাবে। ঐ পুরুষ বা মেয়েলোক (যার মীরাস ভাগ করা হচ্ছে) যদি নিঃসন্তান হয় এবং তাদের বাপ-মাও না থাকে, কিন্তু যদি তাদের এক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে ভাই-বোনের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। আর ভাই-বোন যদি একের বেশি থাকে তাহলে মৃতের অসীয়ত পুরা করা ও ঋণ শোধ করার পর তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের শরীকদার হবে।[১৪] অবশ্য এ শর্ত থাকবে যে, অসীয়ত যেন ক্ষতিকর না হয়।[১৫] এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম। আল্লাহ নিশ্চয়ই সব জানেন ও তিনি খুবই সহনশীল।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

১৩. এসব আল্লাহর দেওয়া সীমা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে তাকে আল্লাহ এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনা বইতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর এটাই বড় সফলতা।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿١٤﴾

১৪. আর যে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করবে এবং আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে দোযখে ফেলবেন, যেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে।

১৪. এ আয়াত সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একমত যে, এখানে ভাই ও বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃতের সঙ্গে যাদের শুধু মায়ের দিক দিয়ে সম্পর্ক এবং পিতা তাদের ভিন্ন। আর আপন ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন যারা বাপের দিক দিয়ে মৃতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং মা যাদের ভিন্ন তাদের সম্পর্কে বিধান এই সূরার শেষ আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

১৫. অসীয়ত দ্বারা ক্ষতি করার অর্থ– এরূপভাবে অসীয়ত করা, যাতে হকদার আত্মীয়দের হক বাদ পড়ে যায় এবং ঋণ দ্বারা ক্ষতি করার অর্থ– হকদারদের বঞ্চিত করার জন্য নিজের উপর এরূপ ঋণের কথা বলা, যা আসলে নেওয়াই হয়নি অথবা এরূপ অন্য কোনো অপকৌশল অবলম্বন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে হকদার উত্তরাধিকারীদের তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা।

রুকূ' ৩

وَالّٰتِيْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿١٥﴾

১৫. তোমাদের মেয়েলোকদের মধ্যে যারা অশ্লীল কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী জোগাড় কর। যদি চারজন লোক সাক্ষ্য দেয় তাহলে তাদেরকে ঘরে আটক করে রাখ– যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন।

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

১৬. আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা এ কাজ করে তাদের দুজনকেই শাস্তি দাও। তারপর যদি তারা তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তাহলে তাদের ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ বড়ই তাওবা কবুলকারী ও মেহেরবান।[১৬]

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾

১৭. জেনে রাখ, আল্লাহর কাছে একমাত্র তাদেরই তাওবা কবুল হতে পারে, যারা না জেনে কোনো খারাপ কাজ করে ফেলে এবং এরপর দেরি না করে তাওবা করে নেয়। এ ধরনের লোকদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ সব খবর রাখেন এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٨﴾

১৮. কিন্তু তাদের তাওবা কবুল হতে পারে না, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে এবং যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে হাজির হয় তখন সে বলে, 'এখন আমি তাওবা করলাম।' এমনিভাবে তাদের তাওবাও কবুল হতে পারে না, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফিরই থাকে। এসব লোকের জন্য তো আমি বেদনাদায়ক শাস্তি তৈয়ার করে রেখেছি।

১৬. এটা হচ্ছে ব্যভিচার সম্পর্কীয় প্রাথমিক হুকুম। এর পরে সূরা নূরের আয়াত নাযিল হয়। তাতে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান দেওয়া হয়— প্রত্যেককে একশত করে বেত মারা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

১৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! জবরদস্তি করে মহিলাদের ওয়ারিশ হয়ে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়।[১৭] আর যে মোহরানা তোমরা তাদের দিয়েছ, তার কিছু অংশ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদের জ্বালাতন করো না। অবশ্য তারা যদি সুস্পষ্ট অশ্লীলতার কাজ করে (তাহলে তাদেরকে জ্বালাতন করার অধিকার আছে)[১৮] তাদের সাথে ভালোভাবে জীবনযাপন কর। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ কর, তাহলে হতে পারে, তোমরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করছ, আল্লাহ যাতে অনেক মঙ্গল রেখে দিয়েছেন।

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

২০. আর যদি তোমরা এক বিবির বদলে আরেক বিবি আনার ইচ্ছাই করে থাক, তাহলে তাকে তোমরা ঢের মাল দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে ও স্পষ্ট অন্যায় করে তা ফেরত নেবে?

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

২১. আর কীভাবে তোমরা তা ফেরত নেবে, অথচ তোমরা একে অপর থেকে তৃপ্তি লাভ করেছ এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে পাকা ওয়াদা নিয়েছে।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

২২. যেসব মহিলাকে তোমাদের পিতা বিয়ে করেছে তাদের তোমরা কখনো বিয়ে করো না। অবশ্য যা আগে হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে।[১৯] আসলে এটা একটা অশ্লীল ও ঘৃণ্য কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।[২০]

১৭. অর্থাৎ, স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকজন যেন তার বিধবা স্ত্রীকে মৃতের সম্পত্তি মনে করে তার ওলী ও উত্তরাধিকারী হয়ে না বসে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী হবে স্বাধীনা, ইদ্দত পালনের পর সে যেখানে ইচ্ছা যেতে ও যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে।

১৮. মাল চুরি করার জন্য নয়; বরং তার বদ চাল-চলনের শাস্তি হিসেবে।

১৯. এর অর্থ এ নয় যে, জাহিলিয়াতের যামানায় যে ব্যক্তি সৎ মাকে বিবাহ করেছিল সে এ হুকুম আসার পরও তার সেই সৎ মাকে নিজের স্ত্রীরূপে রাখতে পারবে; বরং এর দ্বারা এখানে বোঝানো হচ্ছে, আগে এ ধরনের যেসব বিয়ে হয়েছিল তার ফলে যে সন্তান হয়েছে তারা 'হারামী' বলে গণ্য হবে না, তারা পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে।

২০. ইসলামী আইনে এ কাজ ফৌজদারি অপরাধ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের উপযোগী।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ
وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ
الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ
الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ ز فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ لا وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط

রুকূ' ৪

২৩. তোমাদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের মা,[২১] তোমাদের মেয়ে,[২২] তোমাদের বোন,[২৩] তোমাদের ফুফু, খালা, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়ে[২৪] ও তোমাদের ঐসব মা, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন; তোমাদের দুধ বোন,[২৫] তোমাদের বিবিদের মা, তোমাদের বিবিদের ঐসব মেয়েরা, যারা তোমাদের কোলে প্রতিপালিত হয়েছে,[২৬] ঐসব বিবির মেয়েরা, যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ; কিন্তু যদি (শুধু বিয়ে হয়ে থাকে আর) সহবাস না হয়ে থাকে তাহলে (তাদেরকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করায়) তোমাদের কোনো দোষ হবে না। আর তোমাদের আপন ছেলেদের বিবিদেরকে (বিয়ে করাও হারাম)।[২৭] এক সাথে দুই বোনকে[২৮] (বিয়ে

২১. 'মা' বলতে 'আপন' ও 'সৎ' উভয় প্রকার মা-ই বোঝায়। কাজেই এই উভয় প্রকার মাকে বিবাহ করা হারাম। তা ছাড়া এর দ্বারা পিতার মা এবং মাতার মা-ও বোঝায়।

২২. মেয়ে সম্পর্কে এখানে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মেয়ের মেয়ে এবং ছেলের মেয়েও শামিল আছে।

২৩. আপন বোন, বৈপিত্রেয়া বোন ও বৈমাত্রেয়া বোন সবার বেলায়ই সমানভাবে এ হুকুম জারি হবে।

২৪. এসব আত্মীয়তার বেলায়ও 'আপন' ও 'সৎ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

২৫. এ বিষয়েও উম্মতের মধ্যে ঐকমত্য আছে যে, কোনো ছেলে বা কোনো মেয়ে কোনো স্ত্রীলোকের দুধ পান করে থাকলে সেই ছেলে ও মেয়ের জন্য সেই স্ত্রীলোক মায়ের মতো ও তার স্বামী পিতার মতো গণ্য হবে এবং আপন মা ও বাপের সম্পর্কের দিক দিয়ে যেসব আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ হারাম, দুধ মা ও দুধ বাপের দিক দিয়েও তা হারাম হবে। যার সঙ্গে দুধ পান করা হয়েছে দুধ মায়ের সেই সন্তানটি শুধু হারাম নয়; বরং দুধ মায়ের সকল সন্তান-সন্ততি আপন ভাই-বোনের মতো গণ্য হবে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আপন ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নির মতো গণ্য হবে।

২৬. এ ধরনের মেয়েদের বিবাহ করা হারাম হওয়া কেবল সৎ পিতার ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার শর্তের উপর নির্ভর করে না। উম্মতের ফিকহ শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, সৎ কন্যা সৎ পিতার জন্য সবসময়ই হারাম– সে সৎ কন্যা সৎ পিতার ঘরে লালিত-পালিত হোক বা না হোক।

২৭. ছেলের স্ত্রীর মতো ছেলের ছেলে ও মেয়ের ছেলের স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম।

২৮. নবী করীম (স)-এর হুকুম হচ্ছে, খালা ও ভাগ্নি এবং ফুফু ও ভাইজিকেও একসঙ্গে বিবাহ করা হারাম। এ সম্পর্কে একটি মূলনীতি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন– এমন দুজন স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম, যাদের একজন যদি পুরুষ হতো, তাহলে অন্যের সঙ্গে তার বিবাহ হারাম হতো।

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

করাও হারাম)। অবশ্য যা আগে হয়ে গেছে তা তো হয়েই গেছে। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[২৯]

পারা ৫

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

২৪. আর ঐ মহিলারাও তোমাদের জন্য হারাম, যাদেরকে অন্য লোক বিয়ে করেছে। অবশ্য ঐসব মহিলাদের কথা আলাদা, যারা (যুদ্ধের মাধ্যমে) তোমাদের হাতে আসে।[৩০] এটা আল্লাহর আইন, যা মেনে চলা তোমাদের কর্তব্য। (উপরিউক্ত ১৪ রকম মেয়েলোক ছাড়া) আর যত মহিলা আছে তাদেরকে তোমাদের মালের বিনিময়ে হাসিল করা তোমাদের জন্য এ শর্তে হালাল করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে, তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করবে না। তারপর বিবাহিত জীবনের যে মজা তোমরা হাসিল কর তার বদলে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে আদায় কর। অবশ্য মোহরানা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর যদি তোমাদের মধ্যে আপসে কোনো সমঝোতা হয়, তাতে কোনো দোষ নেই। আল্লাহ সবই জানেন ও তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে স্বাধীন মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করার সাধ্য রাখে না, সে যেন ঐ দাসীদের কাউকে বিয়ে করে, যারা তোমাদের মালিকানায় আছে এবং মুসলমান হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের

২৯. অর্থাৎ, এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না; কিন্তু যে ব্যক্তি কাফির থাকা অবস্থায় দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করে রেখেছে ইসলাম গ্রহণের পর তাদের একজনকে রেখে আরেকজনকে তালাক দিতে হবে।

৩০. অর্থাৎ, যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসে, তাদের কাফির স্বামী দারুল হারবে তথা কাফির শত্রুদের দেশে বেঁচে থাকলেও তারা তোমাদের জন্য হারাম নয়। কেননা, দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের আগের বিয়ে ভেঙে গেছে।

أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

ঈমানের হাল-অবস্থা ভালো করেই জানেন। তোমরা একই দলের লোক। তাই তাদের অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে তাদের বিয়ে কর এবং প্রচলিত নিয়মে মোহরানা আদায় করে দাও, যাতে তারা বিবাহ বন্ধনে নিরাপদে থাকে, স্বাধীনভাবে যৌন চর্চা করে না বেড়ায় এবং গোপনে প্রেম না করে। যখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এরপরও যদি তারা অশ্লীল কাজ করে তাহলে তাদেরকে স্বাধীন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক শাস্তি দিতে হবে।[৩১] তোমাদের মধ্যে ঐসব লোকের জন্য এ সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের বিয়ে না করার দরুন তাকওয়ার বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিন্তু যদি তোমরা সবর কর, তাহলে সেটাই তোমাদের জন্য ভালো। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

রুকূ' ৫

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

২৬. তোমাদের আগে যেসব নেক লোক চলে গেছেন, তারা যে তরীকা মেনে চলত আল্লাহ তা তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে এবং সে অনুযায়ী তোমাদের চালাতে চান। তিনি নিজের রহমতসহ তোমাদের দিকে মনোযোগ দিতে চান। আল্লাহ সবই জানেন এবং তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

৩১. এই রুকূ'তে 'মুহসানাত' (সুরক্ষিতা মেয়েরা) শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, বিবাহিতা স্ত্রীলোক, যারা স্বামীর হেফাযতে আছে। দ্বিতীয়ত, ঐসব মহিলা, যারা পারিবারিক ও বংশীয় হেফাযতে আছে, যদিও তারা বিবাহিতা না হয়। ২৪ নং আয়াতে 'মুহসানাত' শব্দটি কেনা দাসীর বিপরীত অর্থে অবিবাহিতা বংশীয় মহিলাদের বোঝানো হয়েছে। আয়াতের বক্তব্য থেকে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। অপরদিকে কেনা দাসীদের ক্ষেত্রে 'মুহসানাত' শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে বিবাহের মাধ্যমে হেফাযতে আনা হবে, তখন অদের 'যিনার অপরাধের জন্য মুহসানাত তথা অবিবাহিতা বংশীয় স্ত্রীলোকদের তুলনায় অর্ধেক শাস্তি দেওয়া হবে।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۫ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾

২৭. হ্যাঁ, আল্লাহ তো তাঁর রহমতসহ তোমাদের দিকে মনোযোগ দিতে চান। কিন্তু যারা নিজেদের নাফসের গোলামি করে তারা চায়, তোমরা সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যাও।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

২৮. আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে বোঝা হালকা করতে চান, কেননা মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۫ وَلَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

২৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেও না। আপসে রাজি হয়ে লেনদেন করা উচিত।[৩২] তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।[৩৩] নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ তোমাদের উপর মেহেরবান।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০. যে যুলুম ও বাড়াবাড়ি করে এরূপ করবে তাকে আমি অবশ্যই আগুনে ফেলব। আর এটা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩১. যদি তোমরা ঐসব বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি তোমাদের হিসাবে ধরবো না এবং তোমাদেরকে সম্মানের জায়গায় দাখিল করব।

৩২. 'বাতিল পন্থা' দ্বারা সেই সব পন্থা উদ্দেশ্য, যা সত্যের বিপরীত এবং শরীআত ও নৈতিক উভয় দিক দিয়ে অবৈধ। দুপক্ষই রাজি হওয়ার অর্থ– স্বাধীনভাবে জেনে ও বুঝে যে সম্মতি দেওয়া হয়; কোনো চাপ ও ধোঁকা দিয়ে রাজি করানো 'সন্তোষ' বা 'সম্মতি' নয়।

৩৩. এ কথাটি এর আগের কথার পরিপূরকও হতে পারে, আবার এটি একটি আলাদা কথাও হতে পারে। যদি আগের কথার পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে এর অর্থ হবে, অপরের মাল অবৈধভাবে ভোগ করে নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। আর যদি এটিকে একটি আলাদা কথা মনে করা হয়, তবে এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে : প্রথমত, একে অপরকে হত্যা করো না, আর দ্বিতীয়ত আত্মহত্যা করো না।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ⑬

৩২. আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে অন্যের চেয়ে বেশি কিছু দিয়ে থাকলে তোমরা তার লোভ করো না। পুরুষরা যা কামাই করেছে, সে অনুযায়ী তাদের অংশ আছে, আর মহিলারা যা কামাই করেছে, সে হিসাবে তাদের হিস্যা আছে। আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহের জন্য দোআ করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ⑭

৩৩. পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন যা কিছু রেখে যায় আমি তার প্রত্যেকটির হকদার ঠিক করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমাদের কোনো ওয়াদা রয়েছে তাদের অংশ তাদেরকে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের প্রতিই খেয়াল রাখেন।[৩৪]

রুকূ' ৬

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ

৩৪. পুরুষরা নারীদের পরিচালক।[৩৫] কারণ আল্লাহ তাদের মধ্যে একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং পুরুষরা তাদের মাল (নারীদের জন্য) খরচ করে থাকে। তাই নেক মেয়েরা অনুগত হয় এবং পুরুষরা যখন থাকে না, তখন আল্লাহর হেফাযতের অধীনে তারা পুরুষদের হক রক্ষা করে। আর যেসব বিবিদের অবাধ্য হওয়ার আশঙ্কা করে, তাদেরকে তোমরা বুঝাও,

৩৪. আরববাসীদের মধ্যে এ নিয়ম ছিল যে, যেসব লোকের মধ্যে ভাই-ভাই বা বন্ধু হিসেবে সম্পর্ক করার ওয়াদা করা হতো তারা একে অপরের সম্পত্তির ওয়ারিস হওয়ার হকদার হতো। তেমনিভাবে যাকে পালকপুত্র রাখা হতো সেও মুখ-ডাকা (পালক) পিতার উত্তরাধিকারী হতো। এ আয়াতে জাহেলী যুগের এই নিয়মকে বাতিল ঘোষণা করে বলা হয়েছে, আমি মীরাস বণ্টনের যে বিধান দান করেছি, সেই নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তা ভাগ করে দিতে হবে। অবশ্য যেসব লোকের সঙ্গে তোমাদের কোনো ওয়াদা থাকে তাদেরকে তোমরা জীবিতকালে তোমাদের যা ইচ্ছা তা দান করতে পার।

৩৫. 'কাউয়াম' অথবা 'কাইয়িম' সেই লোককে বলা হয়, যে লোক কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনা করার, হেফাযত করার, পাহারাদারি করার ও তার সকল প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দায়িত্বশীল হয়ে থাকে।

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝

বিছানায় তাদের থেকে আলাদা থাক এবং তাদেরকে মারধর কর।[৩৬] এরপর যদি তারা অনুগত হয় তাহলে শুধু শুধু তাদের উপর অন্যায় করার জন্য বাহানা তালাশ করো না। নিশ্চিত জেনে রাখ, উপরে আল্লাহ্ আছেন, যিনি বড় ও মহান।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

৩৫. আর যদি কোথাও তোমরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ভয় কর, তাহলে স্বামীর আত্মীয় থেকে একজন ও স্ত্রীর আত্মীয় থেকে একজন বিচারক ঠিক কর। তারা দুজনই[৩৭] মিটমাট করতে চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মিলমিশের ব্যবস্থা করে দেবেন। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন ও খবর রাখেন।

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

৩৬. তোমরা সবাই আল্লাহর গোলামি কর; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে নেক আচরণ কর এবং আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী[৩৮] মুসাফির ও তোমাদের অধীনে যেসব দাস-দাসী রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও। নিশ্চয়ই জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে বড় হওয়ার গৌরব করে ও অহংকার করে।

৩৬. তিনটি কাজ একই সময়ে করার কথা বলা হচ্ছে না; বরং এখানে অর্থ হচ্ছে– স্ত্রীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা গেলে এ তিনটি উপায়ে চেষ্টা-তদবির করার অনুমতি আছে। অবশ্য এই চেষ্টা-তদবিরের ক্ষেত্রে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে মিল থাকতে হবে। যেখানে সহজ ও হালকা তদবিরে সংশোধন সম্ভব সেখানে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ উচিত হবে না। নবী করীম (স) স্ত্রীদেরকে প্রহার করার অনুমতি যখনই দিয়েছেন, খুবই অনিচ্ছাসত্ত্বে দিয়েছেন, তবুও তিনি মারধরকে অপছন্দই করেছেন।

৩৭. এখানে 'দুজন' অর্থ– দুজন সালিসও বোঝায় এবং স্বামী-স্ত্রীও বোঝায়। সব ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসাই সম্ভব– অবশ্য যদি দুপক্ষই মীমাংসা চায় এবং সালিসরাও যেকোনো প্রকারে তাদের মধ্যে শান্তির জন্য আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করে।

৩৮. 'সাহিবি বিল জাম্বি' বা পাশের সাথী অর্থ– একত্রে বসবাসকারী বন্ধুও হতে পারে। কোথাও কোনো সময় সাময়িকভাবে কেউ সঙ্গী হলে তাকেও বোঝাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ– আপনি বাজারে চলেছেন এবং কোনো ব্যক্তি আপনার সঙ্গে পথ চলছে বা আপনি কোনো দোকানে জিনিস খরিদ করছেন আর দ্বিতীয় কোনো খরিদ্দারও আপনার পাশেই বসেছে বা সফরে কোনো ব্যক্তি

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

৩৭. ঐসব লোকও আল্লাহ পছন্দ করেন না, যারা কৃপণতা করে এবং অন্যকেও কৃপণতার আদেশ দেয় এবং আল্লাহ দয়া করে যা কিছু দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এ রকম নিয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্য আমি অপমানজনক আযাব ঠিক করে রেখেছি।

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

৩৮. আর ঐসব লোকও আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, যারা নিজেদের টাকা-পয়সা শুধু মানুষকে দেখানোর জন্য খরচ করে। এরা আসলে আল্লাহর উপরও ঈমান রাখে না, আখিরাতেও বিশ্বাস রাখে না। সত্যি বলতে কি, শয়তান যার সাথী হয়েছে তার ভাগ্যে খুব খারাপ সঙ্গীই জুটেছে।

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

৩৯. যদি এরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনতো এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে যদি তারা দান করত তাহলে তাদের কোন্ ক্ষতিটা হতো? যদি তারা এরূপ করত তাহলে তাদের নেক কাজ আল্লাহর কাছে অজানা থাকত না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

৪০. আল্লাহ কারো উপর বিন্দু পরিমাণ যুলুমও করেন না। কেউ যদি একটা নেক কাজ করে তাহলে আল্লাহ তা দ্বিগুণ করে দেন এবং এরপর তিনি নিজের কাছ থেকে আরও বড় পুরস্কার দান করেন।

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

৪১. হে নবী! তারপর ভেবে দেখুন, আমি যখন প্রতি উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী আনব এবং এদের উপর আপনাকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাব তখন তারা কী করবে?

আপনার সহযাত্রী হয়েছে। এসব অস্থায়ী ও সাময়িক প্রতিবেশীরও প্রত্যেক ভদ্র ও ভালো মানুষের উপর কিছু না কিছু হক আছে। সুতরাং তার প্রতি যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার করা ও তাকে দুঃখ দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

৪২. তখন ঐসব লোক, যারা রাসূলের কথা মেনে নেয়নি এবং রাসূলকে অমান্য করেই চলেছিল তারা কামনা করবে যে, হায়! যদি জমিন ফেটে গিয়ে তাদেরকে জায়গা করে দিত। আল্লাহর নিকট থেকে তাদের কোনো কথাই গোপন করে রাখতে পারবে না।

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

রুকূ' ৭

৪৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নেশায় মাতাল থাক তখন নামাযের কাছেও যেও না।[৩৯] নামায তখন পড়া উচিত, যখন তোমরা কী বলছ তা তোমরা জানো।[৪০] তেমনিভাবে গোসল না করে নাপাক অবস্থায়ও[৪১] তোমরা নামাযের কাছে যেও না, অবশ্য সফরের[৪২] কথা আলাদা। আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হও, অথবা সফরে থাক, অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ পেশাব-পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস করে থাক[৪৩],

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

৩৯. এটা হচ্ছে মদ সম্পর্কে দ্বিতীয় হুকুম। প্রথম হুকুম সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে আছে।

৪০. নামাযে মানুষের এতটুকু চেতনা থাকা আবশ্যক যে, সে নামাযে যা পড়ে সে সম্পর্কে যেন তার খেয়াল থাকে। তার জানা দরকার যে, সে নিজ মুখে কী উচ্চারণ করছে। এ রকম যেন না হয় যে, দাঁড়ানো হলো নামায পড়তে কিন্তু শুরু করা হলো গান।

৪১. স্ত্রীর সাথে সহবাসের ফলে বা ঘুমে স্বপ্নদোষের কারণে বীর্যপাত হলে তাকে 'জানাবাত' বা অপবিত্রতা বলে।

৪২. একদল ফকীহ ও তাফসীরকার এ আয়াতের এ অর্থ বুঝেছেন যে, জানাবাতের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নয়; তবে কোনো দরকারে মসজিদের ভেতর দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া বৈধ হবে। দ্বিতীয় দলের মতে এর অর্থ সফর অর্থাৎ, সফরকালে কোনো ব্যক্তির জানাবাতের অবস্থা হলে সে তায়াম্মুম করে পাক হতে পারে।

৪৩. 'লামাস' বা স্পর্শ করা অর্থ কী– এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কতক ইমামের মতে, এর অর্থ স্ত্রী-সহবাস। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শাগরিদগণের এ মত। অপর কতক ফকীহর মতে, এর অর্থ স্পর্শ করা বা হাত লাগানো মাত্র। ইমাম শাফেয়ীও এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিকের মতে, যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোক কামনার সাথে একে অন্যকে স্পর্শ করে তবে ওযু নষ্ট হবে; কিন্তু কামভাব ছাড়া যদি একের দেহে অন্যের স্পর্শ লাগে তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ⊛

তারপর যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে ওযূর কাজ সেরে নাও[৪৪] এবং তা দিয়ে তোমাদের চেহারা ও হাত মুছে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সহজ ব্যবস্থা করেন ও তিনি ক্ষমাশীল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ⊛

৪৪. আপনি কি ঐসব লোককেও দেখেছেন, যাদেরকে কিতাবের ইলম থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে? তারা নিজেরাই গোমরাহীর খরিদ্দার সেজে বসেছে এবং তারা চায়, তোমরাও যেন পথ হারিয়ে বসো।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ⊛

৪৫. আল্লাহ তোমাদের দুশমনদেরকে ভালো করেই জানেন। আর তোমাদেরকে সমর্থন ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا

৪৬. যারা ইহুদী হয়ে গেছে তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা কথাকে তার আসল অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়[৪৫] এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাদের জিহ্বাকে টেরা-বাঁকা করে বলে 'সামি'না ওয়া আ'সাইনা'[৪৬] এবং 'ইসমা'

৪৪. এ হুকুমের বিস্তারিত কথা এই যে, কারো যদি ওযূ না থাকে বা কারো যদি গোসলের দরকার হয়; কিন্তু পানি পাওয়া না যায়, তবে তায়াম্মুম করে সে নামায পড়তে পারবে। আর যদি কেউ অসুস্থ হয় এবং গোসল বা ওযূ করলে তার ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকে, তবে পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম করার অনুমতির সুযোগ সে নিতে পারে।

৪৫. এর তিন রকম অর্থ হতে পারে : প্রথমত, তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দ রদ-বদল করত। দ্বিতীয়ত, তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহর কিতাবের আয়াতের বিকৃত অর্থ করত। তৃতীয়ত, তারা হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবীগণের কাছে এসে তাদের কথা শুনত এবং ফিরে গিয়ে লোকদের সামনে অন্য রকম বিবরণ দিত। সাহাবীগণ এক কথা বলতেন, কিন্তু ওরা নিজেদের শয়তানির কারণে অন্য কথা বানিয়ে লোকদের মধ্যে প্রচার করত।

৪৬. অর্থাৎ, যখন আল্লাহর হুকুম শোনানো হতো তখন তারা জোরে জোরে বলত 'সামি'না' অর্থাৎ 'আমরা শুনেছি', কিন্তু সেই সঙ্গে চুপে চুপে বলত 'আ'সাইনা' অর্থাৎ আমরা মানি না কিংবা 'আ'তাইনা' (আমরা মেনে নিলাম) শব্দটি এমনভাবে জিহ্বা বাঁকিয়ে বিকৃত করে বলত, তা 'আ'সাইনা' (আমরা মানি না) হয়ে যেত।

فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

গাইরা মুসমাঈ'ন'[৪৭] এবং 'রা-ঈ'না'।[৪৮] অথচ তারা যদি বলত 'সামি'না ও আতা'না' এবং 'ইসমা ও উনযুরনা', তাহলে তা তাদের জন্যই ভালো হতো এবং এটাই সঠিক নীতি ছিল। কিন্তু তাদের উপর তো তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ লা'নত করেছেন। তাই তারা কমই ঈমান আনে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

৪৭. হে ঐসব লোক, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল! এখন আমি যে কিতাব নাযিল করেছি তাকে মেনে নাও। তোমাদের কাছে আগে থেকেই যে কিতাব রয়েছে তা সত্য বলে এ কিতাব স্বীকার করে। আমি চেহারা বিকৃত করে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে অথবা শনিবারওয়ালাদের উপর যেভাবে লা'নত করেছিলাম তাদের উপর তেমনি লা'নত করার আগে এ কিতাবের উপর ঈমান আন। জেনে রাখ, আল্লাহর হুকুম জারি হয়েই থাকে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

৪৮. আল্লাহ কেবল শিরকের গুনাহই মাফ করেন না। এছাড়া অন্য যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা করেন তাকে মাফ করে দেন। যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে, সে তো বড় মিথ্যা তৈরি করল এবং বিরাট গুনাহ করল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

৪৯. তুমি কি ঐ লোকদেরকে দেখেছ, যারা নিজেদেরকে খুব পাক-পবিত্র বলে দাবি করে থাকে। অথচ আসল পবিত্রতা তো আল্লাহ-ই যাকে খুশি দান করেন। আর (যাদেরকে পবিত্রতা দেওয়া হয় না আসলে) তাদের উপর সামান্য পরিমাণ যুলুমও করা হয় না।

৪৭. অর্থাৎ, কথাবার্তা বলার মধ্যে যখন তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কিছু বলার ইচ্ছা করত তখন তারা বলত 'ইসমা' (শুনুন) এবং সঙ্গে সঙ্গে বলত 'গাইরা মুসমাঈ'ন' এ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে : একটি অর্থ হচ্ছে– আপনি এরূপ সম্মানিত ব্যক্তি, আপনার মর্জির খেলাপ কোনো কথা আপনাকে শোনানো যেতে পারে না। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– তোমাকে কোনো কথা বলা যেতে পারে– তুমি এর যোগ্যই নও। এর আরও একটি অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ যেন তোমাকে বধির করেন।

৪৮. সূরা বাকারার ৩৬ নং টীকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ۝

৫০. দেখ দেখ! এরা আল্লাহর উপরও মিথ্যা আরোপ করতে ক্ষান্ত হয় না এবং এদের স্পষ্ট গুনাহগার হওয়ার জন্য এ একটা গুনাহ-ই যথেষ্ট।

রুকূ' ৮

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝

৫১. তুমি কি ঐ লোকদেরকে দেখনি, যাদের কিতাবের ইলম থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, অথচ তাদের অবস্থা এই যে, তারা 'জিব্‌ত'[৪৯] ও 'তাগূতকে'[৫০] মেনে চলে এবং তারা কাফিরদের[৫১] সম্বন্ধে বলে যে, ঈমানদারদের চেয়ে এরাই তো বেশি সঠিক পথে আছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝

৫২. এসব লোকের উপরই আল্লাহ লা'নত করেছেন। আর যার উপর আল্লাহ লা'নত করেন তুমি তার কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝

৫৩. রাজশক্তিতে তাদের কোনো হিস্যা আছে কি? যদি তা থাকত তাহলে এরা অন্যদের একটা কানাকড়িও দান করত না।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

৫৪. তাহলে এরা কি অন্যদের সাথে এ কারণে হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদের উপর নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করেছেন? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে তারা যেন জেনে রাখে, আমি তো ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব, হিকমত ও বিশাল রাজ্য দান করে দিয়েছি।

৪৯. 'জিব্‌ত'-এর আসল অর্থ– অর্থহীন, ভিত্তিহীন নিষ্ফল জিনিস। ইসলামী পরিভাষায় জাদু, ভাগ্য গণনা, ভবিষ্যৎ বলা, টোনা-টোটকা এবং অন্য সকল প্রকার কুসংস্কারপূর্ণ অমূলক ধারণা, খেয়ালি কথাবার্তা ও জিনিসকে 'জিব্‌ত' বলা হয়।

৫০. সূরা বাকারার ৮৯-৯০ নং টীকা দেখুন।

৫১. এখানে 'কাফির' বলতে আরবের মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে।

فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ۝

৫৫. কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর উপর ঈমান এনেছে, আর কেউ কেউ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্য দোযখের জ্বলন্ত আগুনই যথেষ্ট।[৫২]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৫৬. যারা আমার আয়াতগুলোকে মানতে অস্বীকার করেছে তাদের অবশ্যই আমি আগুনে ফেলব। আর যখন তাদের শরীরের চামড়া জ্বলে যাবে তখন সে জায়গায় অন্য চামড়া তৈরি করে দেবো, যাতে তারা আযাবের মজা পুরোপুরি ভোগ করতে পারে। আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফায়সালা অনুযায়ী কাজ করার কলা-কৌশল ভালো করেই জানেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ؗ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ۝

৫৭. আর যারা আমার আয়াতকে মেনে নিয়েছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে আমি এমন বাগানে প্রবেশ করাবো, যার নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র বিবি থাকবে এবং তাদেরকে আমি ঘন ছায়ার মধ্যে রাখবো।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ

৫৮. (হে মুসলিম সমাজ!) আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, সবরকম আমানত আমানতদার লোকদের হাতে তুলে দাও। আর যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা

৫২. মনে রাখা দরকার, এখানে বনী ইসরাঈলের হিংসাত্মক কথাবার্তার জবাব দেওয়া হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে– তোমরা কোন্ কথাটায় জ্বলে মরছো? তোমরা যেমন ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান, এই বনী ইসমাঈলরাও তো সে রূপ ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান। ইবরাহীমকে দুনিয়ার নেতৃত্ব সম্পর্কে যে ওয়াদা আমি দিয়েছিলাম তা ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্যে মাত্র সেইসব লোকদের জন্য ছিল, যারা আমার কিতাব মেনে চলবে। এই কিতাব ও হিকমত প্রথমে আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেদের অযোগ্যতার ফলে তা থেকে বিমুখ হয়ে গেলে। এখন সেই জিনিসই আমি বনী ইসমাঈলকে দান করেছি এবং এটা তাদের সৌভাগ্য যে, তারা এর উপর ঈমান এনেছে।

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم
بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে।[৫৩] আল্লাহ তোমাদেরকে অত্যন্ত ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

৫৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! (যদি তোমরা সত্যি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক তাহলে) আল্লাহকে মেনে চল এবং রাসূলকে মেনে চল। আর তোমাদের মধ্যে যাদের হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে তাদেরকেও (মানো)। তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।[৫৪] এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং শেষ ফলের দিক দিয়েও এটাই ভালো।

৫৩. অর্থাৎ, বনী ইসরাঈল যেসব পাপে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে তোমরা তা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখ। বনী ইসরাঈলের লোকদের মৌলিক ভুল-ত্রুটির মধ্যে একটি হলো, তারা তাদের পতন যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বের পদ এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় কর্তৃত্বের মর্যাদা ও দায়িত্ব অযোগ্য, চরিত্রহীন, নীতিহীন, বিশ্বাসঘাতক, পাপী ও ব্যভিচারী লোকদের হাতে তুলে দিত। ফলে খারাপ লোকদের নেতৃত্বে গোটা জাতি খারাপের পথে চলতে লাগল। মুসলমানদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তোমরা এমন কাজ করো না। বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় খারাপ দুর্বলতা ছিল, তাদের মধ্য থেকে ইনসাফের চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থের জন্য ঈমানের দাবি ত্যাগ করতে তাদের বিবেকে একটুও বাধত না। সুস্পষ্ট হঠকারিতার কাজ করতে তারা লজ্জাবোধ করত না। ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে তারা মোটেই পরওয়া করত না। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা এ রকম অবিবেচক হয়ো না। কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা থাকুক, সব অবস্থায়ই তোমরা যখন কথা বলবে তখন ইনসাফের সাথে কথা বল এবং যখন কোনো ফায়সালা করবে তখন ন্যায়বিচার করবে।

৫৪. এ আয়াতটি ইসলামের সকল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাথমিক ধারা। এতে নিম্নলিখিত চারটি বুনিয়াদি নীতি ঠিক করে দেওয়া হয়েছে : (১) ইসলামী জীবনবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মূল আনুগত্যের হকদার একমাত্র আল্লাহ তাআলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম আল্লাহর বান্দাহ। (২) ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে রাসূলের আনুগত্য। (৩) আর উপরিউক্ত দুই প্রকার আনুগত্যের পর এবং এই দুটির অধীন তৃতীয় যে আনুগত্য মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্য তা হচ্ছে, 'উলিল আমর'-এর আনুগত্য। অবশ্য এই 'উলিল আমর' (যার হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে) মুসলিমদের মধ্য থেকে হতে হবে। 'উলিল আমর' বলতে সেসব লোককেই বোঝায়, যারা মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারের পরিচালক, আলেম বা রাজনৈতিক নেতা, দেশের শাসনব্যবস্থার পরিচালক, আদালতের বিচারপতি বা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে বংশ, গোত্র, মহল্লা ও গ্রামের নেতৃত্ব দানকারী সর্দার-মাতুব্বরগণ

রুকূ' ৯

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ۞

৬০. হে নবী! আপনি কি ঐসব লোকদের দেখেননি, যারা দাবি করে, তারা ঈমান এনেছে ঐ কিতাবের উপর, যা আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ঐসব কিতাবের উপরও, যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল? কিন্তু তারা নিজেদের ব্যাপারে বিচার-ফায়সালা করার জন্য তাগূতের কাছে যেতে চায়। অথচ তাগূতকে অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল।[৫৫] শয়তান তাদেরকে পথহারা করে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۞

৬১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ঐ জিনিসের দিকে এসো, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন আপনি ঐ মুনাফিকদেরকে দেখতে পান যে, তারা আপনার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا ۞

৬২. তারপর যখন তাদের কাজের ফলেই তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন তাদের কী অবস্থা হয়? তখন তারা কসম খেতে খেতে আপনার কাছে হাজির হয় এবং বলে, আল্লাহর কসম, আমরা তো শুধু ভালোই চেয়েছি। আর আমাদের নিয়ত তো এই ছিল যে, দুপক্ষের মধ্যে কোনো রকমে মিলমিশ হয়ে যাক।

সকলেই 'উলিল আমর'-এর মধ্যে গণ্য। (৪) আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের আদর্শ হচ্ছে বুনিয়াদি কানুন ও আখেরী সনদ (Final Authority)। মুসলমানদের একে অপরের মধ্যে অথবা সরকার ও জনগণের মধ্যে যে বিষয় ও ব্যাপারেই বিরোধ সৃষ্টি হোক না কেন, তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাহকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে এবং তা থেকে যে ফায়সালাই পাওয়া যাবে তার সামনে সবার মাথা নত করতেই হবে।

৫৫. এখানে 'তাগূত' বলতে সম্পূর্ণরূপে বোঝানো হচ্ছে সেই শাসককে, যে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং আল্লাহর কিতাবকে সর্বোচ্চ সনদরূপে মান্য করে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝

৬৩. যা কিছু তাদের অন্তরে আছে আল্লাহ তা জানেন। আপনি তাদের থেকে ফিরে থাকুন এবং তাদেরকে বুঝান। আর তাদেরকে এমন উপদেশ দিন, যা তাদের দিলে প্রবেশ করে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝

৬৪. (তাদেরকে বলুন) আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি, এ জন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তাকে মান্য করা হবে। যদি তারা এ নিয়ম পালন করত যে, যখন তারা নিজের উপর যুলুম করে বসত তখন তারা আপনার কাছে এসে যেত ও আল্লাহর কাছে মাফ চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য মাফ চাইতেন, তাহলে তারা আল্লাহকে অবশ্যই তাওবা কবুলকারী ও মেহেরবানরূপে পেত।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

৬৫. না, হে রাসূল! আপনার রবের কসম, এরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না; যে পর্যন্ত এরা নিজেদের মতবিরোধের বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়, তারপর যে ফায়সালাই আপনি দিন তা মেনে নিতে তাদের মন খুঁত খুঁত না করে এবং তা মনে-প্রাণে গ্রহণ না করে।

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۝

৬৬. যদি আমি তাদেরকে হুকুম দিতাম, তোমরা নিজেদেরকে মেরে ফেল অথবা তোমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে তাদের মধ্যে কম লোকই তা করত। অথচ তাদেরকে যে নসীহত করা হয়, যদি তারা সে অনুযায়ী কাজ করত তাহলে তাদের জন্য বেশি ভালো হতো এবং তাদের অবস্থা বেশি মযবুত হতো।

وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

৬৭-৬৮. (যদি তারা তা করত) তাহলে আমার পক্ষ থেকে তাদের বিরাট বদলা দিতাম এবং তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথ দেখিয়ে দিতাম।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ﴿٦٩﴾

৬৯. যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তারা ঐসব লোকের সাথেই থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। তাঁরা হলেন– নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহ (নেক) লোকগণ।[৫৬] তাঁরা কতই না ভালো সাথী।

ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ﴿٧٠﴾

৭০. এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান। (আসল বিষয় জানার জন্য) আল্লাহর ইলমই যথেষ্ট।

রুকূ' ১০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ﴿٧١﴾

৭১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! (দুশমনের) মুকাবিলা করার জন্য সব সময় তৈয়ার থাক। তারপর (অবস্থা বুঝে) হয় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অথবা সবাই এক সাথে বের হয়ে যাও।[৫৭]

وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ﴿٧٢﴾

৭২. হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে লড়াইকে এড়িয়ে চলে। তোমাদের উপর কোনো মুসীবত এলে সে বলে, এটা আমার উপর আল্লাহর মেহেরবানী যে, আমি তাদের সাথে (যুদ্ধে) যাইনি।

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৩. আর যখন তোমাদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে কোনো অনুগ্রহ আসে, তখন সে এমনভাবে কথা বলে, যেন তোমাদের সাথে তার মহব্বতের কোনো সম্পর্কই ছিল না। সে বলে, হায় আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম তাহলে বিরাট লাভবান হতাম।

৫৬. এর অর্থ পরকালে সে এসব লোকের সাথে থাকবে। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের মধ্যে কেউ নিজের এই কাজের ফলে 'নবী' হয়ে যাবে।

৫৭. এ কথা জানা দরকার যে, এই ভাষণ সেই সময় নাযিল হয়েছিল, যখন উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণে চারদিকে আরব গোত্রসমূহের সাহস বেড়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা চারদিক থেকে বিপদে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল।

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا

৭৪. (এসব লোকের জানা উচিত) যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করে দেয়, তাদেরই আল্লাহর পথে লড়াই করা উচিত। তারপর যে আল্লাহর পথে লড়াই করবে সে হয় নিহত হবে আর না হয় বিজয়ী হবে, তাকে আমি অবশ্যই বিরাট বদলা দান করব।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرًا

৭৫. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা ঐসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করছ না, যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিমদের এ বস্তি থেকে উদ্ধার কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা কর।[৫৮]

اَلَّذِينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

৭৬. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরী করেছে তারা তাগূতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখ, শয়তানের চাল আসলে বড়ই দুর্বল।[৫৯]

রুকূ' ১১

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ

৭৭. তোমরা কি ঐ লোকদের দেখেছ, যাদের বলা হয়েছিল, তোমাদের হাত গুটিয়ে রাখ, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর? এখন যখন তাদেরকে লড়াই

৫৮. মক্কায় ও আরবের অন্যান্য গোত্রে যেসব শিশু, বালক, স্ত্রীলোক ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সেজন্য অত্যাচারিত হচ্ছিল; কিন্তু তারা হিজরত করতে এবং নিজেদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না— এখানে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই বেচারাদের উপর নানা রকম অত্যাচার চালানো হচ্ছিল ও তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে কাতর হয়ে ফরিয়াদ জানাচ্ছিল যে, এ যুলুম থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য আল্লাহ যেন কোনো সাহায্যকারী পাঠান।

৫৯. অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহর দীনের খিদমতের আঞ্জাম দাও ও তাঁর পথে প্রাণপণ চেষ্টা কর তবে এটা কখনও সম্ভব নয় যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের এ কাজের পুরস্কার নষ্ট হয়ে যাবে।

عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

করার হুকুম করা হলো, তখন তাদের এক দলের অবস্থা এমন হয়েছে যে, তারা মানুষকে এতটা ভয় করছে, যতটা আল্লাহকে ভয় করা উচিত অথবা এর চেয়েও বেশি (ভয় করছে)। আর তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের যুদ্ধ করার হুকুম কেন দিলেন? আমাদের আরো কিছু সময় কেন দেওয়া হলো না? (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, দুনিয়ার জীবিকা সামান্য। মুত্তাকী লোকের জন্য আখিরাতই উত্তম। তোমাদের উপর সামান্য যুলুমও করা হবে না।

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

৭৮. তোমরা যেখানেই থাক, যত মযবুত দালানেই থাক না কেন, মউত তোমাদের নাগাল পাবেই। যখন তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়, তখন তারা বলে যে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। কিন্তু যখন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তারা বলে, (হে রাসূল!) আপনার কারণেই এটা হয়েছে। (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। কী ব্যাপার! এদের কী হয়েছে, কোনো কথা এদের বুঝে আসে না?

مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

৭৯. (হে মানুষ) যে মঙ্গলই তোমার লাভ হয় তা আল্লাহরই দান। আর তোমার উপর যে মুসীবতই আসে তা তোমার আমলেরই ফল। (হে রাসূল!) আপনাকে আমি মানুষের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। এ বিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

৮০. যে রাসূলকে মেনে চলে, সে আসলে আল্লাহকেই মেনে চলছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (হে রাসূল!) আমি তো আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

৮১. এরা সামনাসামনি বলে, আমরা তো মেনেই চলছি। (হে রাসূল!) এরা যখন আপনার কাছ থেকে চলে যায়, তখন তাদের একদল আপনার কথার বিরুদ্ধে রাতে জোট বেঁধে শলা-পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এসব কানাঘুষা লিখে রাখছেন। আপনি তাদের পরওয়া করবেন না। আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নির্ভর করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

৮২. এরা কি কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারো তরফ থেকে আসত, তাহলে এর মধ্যে অনেক এমন কথা পাওয়া যেত, যা পরস্পরবিরোধী।[৬০]

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

৮৩. এদের কাছে যখনই কোনো নিরাপদজনক বা ভয়ের খবর পৌছে তখনই তারা তা প্রচার করে বেড়ায়। যদি তারা তা রাসূল এবং তাদের দায়িত্বশীল লোকের নিকট পৌছাত তাহলে তা এমন লোকেরা জানতে পারত, যারা (এ জাতীয় খবর থেকে) সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।[৬১] তোমাদের উপর যদি আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমত না হতো, তাহলে (তোমাদের এমন দুর্বলতা ছিল যে) অল্প কিছু লোক ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের পেছনে চলে যেতে।

৬০. এ বাণী স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটা আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য কারো বাণী হতেই পারে না। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন সুযোগে এবং বিভিন্ন বিষয়ে এমন কথা বলা, যাতে প্রথম থেকে সর্বশেষ পর্যন্ত একই ভাবধারা প্রকাশ পায়; যার কোনো অংশ অপর কোনো অংশের বিরোধী ভাব প্রকাশ করে না; যাতে মত বদলের সামান্য কোনো চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না; বক্তার মানসিক অবস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বলে ধরা পড়ে না এবং যার কথা রদবদল করে সংশোধনের প্রয়োজন হয় না– এমনটা কোনো মানুষের ক্ষমতা ও সাধ্যে কখনও সম্ভব হতে পারে না।

৬১. হাঙ্গামাকালীন অবস্থা থাকার দরুন চতুর্দিকে গুজব রটছিল। কখনও বিপদের ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত সংবাদ এসে পৌছাত এবং তার ফলে সহসা মদীনা ও তার আশপাশে ব্যাপক পেরেশানি সৃষ্টি হতো। কখনও কোনো চালাক শত্রু কোনো প্রকৃত বিপদকে লুকানোর জন্য ভালো খবর দিত

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾

৮৪. সুতরাং (হে রাসূল!) আল্লাহর পথে লড়াই করতে থাকুন। আপনি নিজের জন্য ছাড়া আর কারো জন্য জিম্মাদার নন। অবশ্য মুমিনদেরকে (যুদ্ধের জন্য) উদ্বুদ্ধ করুন। হয়তো আল্লাহ কাফিরদের শক্তি খর্ব করে দেবেন। আল্লাহই তো সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। আর তাঁর শাস্তিই সবচেয়ে বেশি কঠোর।

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴿٨٥﴾

৮৫. যে ভালো কাজের সুপারিশ করবে, সে তা থেকে হিস্যা পাবে। আর যে মন্দ কাজের সুপারিশ করবে সেও এ থেকে হিস্যা পাবে। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর নজর রাখেন।

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

৮৬. যখন কেউ তোমাদেরকে সম্মানের সাথে সালাম দেয়, তখন এর চেয়ে আরো ভালোভাবে এর জবাব দাও। অথবা কমপক্ষে ঐভাবেই দাও (যেভাবে সে দিয়েছে)। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিয়ে থাকেন।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾

৮৭. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই ঐ কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহর কথার চেয়ে আর কার কথা বেশি সত্য হতে পারে?

রুকূ' ১২

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا

৮৮. তারপর তোমাদের কী হলো যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে দুরকম মত পাওয়া যাচ্ছে? অথচ তারা যেসব মন্দ কামাই করেছে, এর ফলে আল্লাহ

এবং জনগণ তা শুনে অসাবধান হয়ে যেত। সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, এ ধরনের দায়িত্বহীন গুজব প্রচারের ফল কত ক্ষতিকর হতে পারে। তাদের কানে কোনো একটু কথা এসে পৌছালেই তারা তা নিয়ে যেখানে-সেখানে রটিয়ে ফিরত। এ আয়াতে এসব লোককে অমূলক গুজব রটনা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আর যখনই কোনো প্রকার সংবাদ পৌছাবে, তখনই তা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে পৌছিয়ে দিয়ে চুপ হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

مَنْ أَضَلَّ اللّٰهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

তাদেরকে (গোমরাহীর দিকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেননি তাকে কি তোমরা হেদায়াত করতে চাও? আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন তার জন্য তোমরা কোনো পথ পাবে না।

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

৮৯. ওরা তো এটাই চায় যে, তারা যেভাবে কাফির হয়ে আছে তোমরাও তেমনিভাবে কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা তাদের মতো একই রকম হয়ে যাও। তাই তাদের কাউকে আল্লাহর পথে হিজরত করে না আসা পর্যন্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। যদি তারা হিজরত করা থেকে ফিরে থাকে, তাহলে তাদেরকে যেখানেই পাও পাকড়াও কর এবং হত্যা কর।[৬২] আর তাদের মধ্যে কাউকেই বন্ধু ও সহায়ক বানাবে না।

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

৯০. অবশ্য ঐ মুনাফিকদের কথা আলাদা, যারা এমন কোনো কাওমের সাথে মিশে যায়, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে,[৬৩] অথবা যারা যুদ্ধের বিরোধী হিসেবে তোমাদের কাছে চলে আসে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে বা তাদের নিজ কাওমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় না। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তাদেরকে তোমাদের উপর বিজয়ী করতে পারতেন। তখন তারা তোমাদের সাথে লড়াইও করতে পারত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের সাথে (সংঘর্ষ) এড়িয়ে চলে, লড়াই না করে এবং তোমাদের দিকে সন্ধির জন্য হাত বাড়ায় তাহলে তাদের উপর হাত তোলার জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে অনুমতি দেননি।

৬২. এ নির্দেশ ঐ মুনাফিকদের প্রতি, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফির কাওমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কাজে বাস্তবে অংশগ্রহণ করে।

৬৩. এর অর্থ এই নয় যে, এরূপ মুনাফিকদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী মনে করা যেতে পারে; বরং এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে ধরা ও মারা যাবে না। কেননা, তারা এমন জাতির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে, যাদের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি আছে।

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ ۚ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

৯১. তোমরা আরো এক ধরনের মুনাফিক পাবে, যারা তোমাদের কাছ থেকে নিরাপদে থাকতে চায়। তাদের নিজ কাওম থেকেও নিরাপদ হতে চায়। কিন্তু এরা যখনই কোনো ফিতনার সুযোগ পাবে তখনই তার মধ্যে লাফিয়ে পড়বে। এ ধরনের লোকেরা যদি তোমাদের সাথে (সংঘর্ষ) এড়িয়ে না চলে, সন্ধির জন্য হাত না বাড়ায় এবং হাত গুটিয়ে না রাখে তাহলে তাদেরকে যেখানে পাও পাকড়াও কর এবং হত্যা কর। এরাই ঐসব লোক, যাদের উপর হাত তোলার জন্য তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ইখতিয়ার দিলাম।

রুকূ' ১৩

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

৯২. কোনো মুমিনের জন্য এটা সাজে না যে, সে অপর মুমিনকে হত্যা করবে। তবে ভুলবশত হয়ে গেলে আলাদা কথা। কেউ কোনো মুমিনকে ভুলে মেরে ফেললে এর কাফ্ফারা হলো, তাকে একজন মুমিন দাস আযাদ করতে হবে[৬৪] এবং নিহত ব্যক্তির পরিবারকে রক্তমূল্য দিতে হবে।[৬৫] যদি তারা রক্তমূল্য মাফ করে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা। যদি নিহত মুমিন তোমাদের কোনো দুশমন কাওমের লোক হয় তাহলে শুধু একজন মুমিন দাস আযাদ করলেই চলবে। আর যদি (নিহত মুমিন) এমন কাওমের

৬৪. নিহত ব্যক্তি মুমিন হওয়ার কারণে তার হত্যার কাফ্ফারা হিসেবে একজন মু'মিন গোলামকে মুক্ত করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

৬৫. নবী করীম (স) রক্তপণের পরিমাণ ঠিক করেছেন– একশত উট অথবা দুইশত গাভী কিংবা দুই হাজার ছাগল। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কেউ রক্তের বিনিময়মূল্য দিতে চাইলে ঐসব জিনিসের বাজারদর হিসেবে তা ঠিক করতে হবে। যেমন বলা যেতে পারে– নবী করীম (স)-এর যামানায় নগদ মূল্যে রক্তপণ নির্দিষ্ট ছিল ৮ (আট) শত দিনার বা ৮ (আট) হাজার দিরহাম। হযরত ওমর (রা)-এর যামানা এলে তিনি বললেন, এখন উটের দাম বেড়ে গেছে, সুতরাং এখন সোনার টাকায় এক হাজার দিনার বা রুপার টাকায় ১২ হাজার দিরহাম রক্তপণ দিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, রক্তপণের এই পরিমাণ যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য নয়। এটা হচ্ছে ভুলবশত হত্যার জন্য।

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

লোক হয়, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তাহলে নিহত লোকের পরিবারকে রক্তমূল্য দিতে হবে এবং একজন মুমিন দাসকেও আযাদ করতে হবে।[৬৬] অবশ্য যদি দাস না পাওয়া যায় তাহলে তাকে একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে।[৬৭] আল্লাহর নিকট (এ গুনাহের) তাওবা করার এটাই নিয়ম।[৬৮] আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও চরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

৯৩. যে ব্যক্তি (ভুলে নয়) ইচ্ছা করে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার বদলা হলো দোযখ, যেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার উপর আল্লাহর গযব ও লা'নত পড়বে। আর তার জন্য আল্লাহ কঠোর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ

৯৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হও তখন (শত্রু ও মিত্রের মধ্যে) পার্থক্য করবে। যে তোমাদের সালাম দিয়ে

---

৬৬. এ আয়াতের নির্দেশের সারাংশ এই যে, যদি নিহত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে রক্তের বিনিময়মূল্য দিতে হবে এবং গুনাহ মাফ পাওয়ার জন্য একজন গোলামকেও আযাদ করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হারবের বাসিন্দা হয়, তবে হত্যাকারীকে শুধু গোলাম আযাদ করতে হবে। এর জন্য রক্তপণ দিতে হবে না। নিহত ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিম রাষ্টের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে একজন দাস আযাদ করতে হবে। তা ছাড়া তাকে রক্তপণও দিতে হবে; কিন্তু এক্ষেত্রে রক্তের বিনিময়মূল্যের পরিমাণ হবে চুক্তিবদ্ধ জাতির কোনো অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার জন্য চুক্তি অনুযায়ী যে পরিমাণ দেওয়া উচিত।

৬৭. অর্থাৎ, রোযা একটানা রাখতে হবে। মাঝে মধ্যে রোযা ভাঙা যাবে না। যদি শরীআতসঙ্গত কোনো কারণ ছাড়া মাঝে একদিনও রোযা বাদ দেওয়া হয়, তবে পুনরায় নতুন করে প্রথম থেকে একটানা রোযা শুরু করতে হবে।

৬৮. অর্থাৎ, এটা জরিমানা নয়; এটা হচ্ছে তাওবা ও কাফ্ফারা। জরিমানা দেওয়ার বেলায় কোনো আন্তরিক অনুতাপ, লজ্জা ও আত্মসংশোধনের জযবা থাকে না; বরং সাধারণত তা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির সাথে নিরুপায় হয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। ফলে অসন্তুষ্টি ও মনের তিক্ততা থেকেই যায়। আল্লাহ চান, যে বান্দাহর ভুল হয়েছে সে ইবাদত, সৎকাজ ও হক আদায় করার মাধ্যমে নিজের আত্মার উপর থেকে এর মন্দ ভাব মুছে ফেলুক এবং বিনয়, লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুক; যাতে শুধু বর্তমান গুনাহই নয়, বরং ভবিষ্যতেও সে এমন ভুলত্রুটি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿٩٤﴾

এগিয়ে আসে তাকে তখনই বলে দিও না যে, 'তুমি মুমিন নও।' যদি তোমরা দুনিয়ার লাভ চাও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য বহু গনীমতের মাল রয়েছে। (ঈমান আনার) আগে তোমাদের অবস্থাও এমনই ছিল। তারপর আল্লাহ তোমাদের উপর মেহেরবানী করেছেন। সুতরাং যাচাই করে দেখবে।[৬৯] তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ এর খবর রাখেন।

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٩٥﴾

৯৫. মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো ওযর ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাদের উভয়ের মর্যাদা এক রকম নয়। আল্লাহ বসে থাকা লোকদের তুলনায় জান-মাল দিয়ে জিহাদে শামিল লোকদের মর্যাদা বড় রেখেছেন। যদিও প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ মঙ্গলের ওয়াদাই করেছেন। তবু আল্লাহ বসে থাকা লোকদের চেয়ে মুজাহিদদের খিদমতের বদলা অনেক বেশি দেবেন।

৬৯. ইসলামের সূচনাকালে 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দটি মুসলমানদের ধর্মীয় কৃষ্টির বিশেষ চিহ্ন হিসেবে গণ্য হতো এবং এক মুসলমান অপর মুসলমানকে দেখে এ শব্দ এ অর্থে ব্যবহার করত যে, আমি তোমাদেরই দলের লোক; আমি তোমাদের বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী– শত্রু নই। বিশেষত সে সময়ে এই শেআর (ধর্মীয় চিহ্ন)-এর গুরুত্ব বেশি থাকার কারণ ছিল। তখন আরবের নতুন মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পোশাক, ভাষা বা অন্য কোনো জিনিসের এরূপ কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সাধারণভাবে দেখে তাকে মুসলমান বলে চিনতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের সময় একটা সমস্যা দেখা দিত। মুসলমান যখন কোনো শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালাত, সেখানে যদি কোনো মুসলমান এই আক্রমণের পাল্লায় পড়ে যেত তবে সে আক্রমণকারী মুসলমানকে সে যে তার দীনী ভাই এ কথা বোঝানোর জন্য 'আসসালামু আলাইকুম' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠত। তখন মুসলমানদের তার উপর সন্দেহ হতো যে, এ ব্যক্তি কোনো কাফিরই হবে; নিছক জান বাঁচানোর জন্য ধোঁকা দিচ্ছে। এভাবে অনেক সময় তাকে হত্যা করে ফেলা হতো। আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে– যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করে তার সম্পর্কে যাচাই না করে হালকাভাবে তোমাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার নেই যে, সে শুধু জান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলছে। সে সত্যবাদীও হতে পারে, আবার মিথ্যাবাদীও হতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার তো যাচাই করার পরই জানা যেতে পারে। তদন্ত ছাড়া ছেড়ে দিলে যেমন একজন কাফিরের মিথ্যা বলে জান বাঁচিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা আছে, তেমনি তদন্ত ছাড়া তাকে হত্যা করার মধ্যেও একজন মু'মিনের তোমাদের হাতে নিহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾

৯৬. তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে রয়েছে বড় মর্যাদা, মাগফিরাত ও রহমত। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

রুকূ' ১৪

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۚ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۚ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. যেসব লোক নিজেদের উপর যুলুম করেছিল[৭০] তাদের রূহ যখন ফেরেশতারা কবজ করল, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেমন অবস্থায় তোমরা ছিলে? তারা জবাবে বলল, আমরা দুনিয়ায় বড়ই দুর্বল অবস্থায় ছিলাম। ফেরেশতারা আবার জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে পারতে? এরাই ঐসব লোক, যাদের ঠিকানা হলো দোযখ। আর তা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾ فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

৯৮-৯৯. অবশ্য পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা সত্যিই দুর্বল ছিল এবং যারা বের হওয়ার জন্য কোনো পথ ও সুযোগ পায়নি, তাদের হয়তো আল্লাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দোষ উপেক্ষাকারী।

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۚ وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ

১০০. যে আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে দুনিয়ায় আশ্রয় নেবার জন্য বহু জায়গা ও জীবন-যাপনের জন্য অনেক সুযোগ পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে তার বাড়ি থেকে বের হয় এবং পথেই তার মউত এসে যায়, তাকে বদলা

৭০. অর্থাৎ, সেইসব লোক, যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও কোনো বাধ্যবাধকতা ও অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও আপন কাফির কাওমের মধ্যেই বসবাস করছিল এবং আধা মুসলমানী ও আধা কাফেরী জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট ছিল। অথচ একটি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়ে গেছে এবং সেখানে হিজরত করে দীন ও ঈমান মোতাবেক পূর্ণ ইসলামী জীবন-যাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল এবং দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে তাদেরকে দাওয়াতও দেওয়া হয়েছিল যে, নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য তারা হিজরত করে সেখানে আসুক।

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ ۗ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[৭১]

রুকূ' ১৫

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝

১০১. যখন তোমরা সফরে বের হও তখন কসর নামায পড়ায়[৭২] কোনো ক্ষতি নেই। (বিশেষ করে) যখন তোমরা ভয় কর যে, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে। কারণ কাফিররা তো অবশ্যই তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَائِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ

১০২. (হে রাসূল!) যখন আপনি মুসলমানদের মধ্যেই উপস্থিত থাকেন এবং (যুদ্ধের অবস্থায়ই) তাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ান, তখন তাদের একদল যেন সাথে অস্ত্র নিয়েই নামাযে শরীক হয়।[৭৩] (এক রাকাআতের) সিজদা যখন শেষ হয় তখন তারা যেন পেছনে সরে যায় এবং আর একদল, যারা নামায পড়েনি তারা যেন (দ্বিতীয় রাকআতে এসে) নামাযে শরীক হয়। এরাও যেন সতর্ক থাকে এবং অস্ত্র সাথেই রাখে। কেননা কাফিররা তো এটাই চায় যে, তোমরা তোমাদের হাতিয়ার ও মালপত্র থেকে একটু অমনোযোগী হও, আর (এ সুযোগে) তারা এক সাথে তোমাদের

৭১. এ কথা বুঝে নেওয়া আবশ্যক, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে কাফেরী সমাজব্যবস্থার অধীনে জীবন-যাপন করা শুধু দুই কারণে বৈধ হতে পারে। প্রথমত, সে ঐ এলাকায় ইসলামকে বিজয়ী এবং কাফেরী ব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে ইসলামী ব্যবস্থায় পরিণত করার জন্য সাধ্য সাধনা করতে থাকবে– যেমন নবীগণ ও তাঁদের প্রাথমিক সাথীরা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, সে সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায়ই পাচ্ছে না এবং তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের সঙ্গে নিরুপায় হয়ে সেখানে বসবাস করছে।

৭২. শান্তির সময়কার সফরে কসর হচ্ছে– চার রাকাআতবিশিষ্ট ফরয নামায দুরাকাআত করে পড়া। যুদ্ধের অবস্থায় কসরের জন্য কোনো সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যখন যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবেই নামায পড়ার অনুমতি আছে।

৭৩. ভয়কালীন নামাযের এই হুকুম সেই অবস্থার জন্য, যখন শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা আছে বটে, তবে বাস্তবে তখনও যুদ্ধ বাঁধেনি।

عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوْا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশ্য বৃষ্টির দরুন যদি তোমরা কষ্টকর মনে কর অথবা যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে পড় তাহলে অস্ত্র সরিয়ে রাখায় কোনো ক্ষতি নেই। তবে খুব সতর্ক হয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ۝

১০৩. তারপর যখন তোমরা নামায আদায় করে ফেল তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া (সব) অবস্থায় আল্লাহর যিকর করতে থাক। তারপর যখন (আশঙ্কা দূর হয়ে যায় এবং) তোমরা নিশ্চিন্ত হও তখন পুরা নামায আদায় কর। আসলে নামায এমন এক ফরয, যা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য মুমিনদের উপর ফরয করা হয়েছে।

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১০৪. এ (কাফির) কাওমের পেছনে ধাওয়া করার ব্যাপারে দুর্বলতা দেখাবে না। যদি তোমাদের নিকট এটা কষ্টকর মনে হয় তাহলে (জেনে রাখ) ওরাও তোমাদের মতোই কষ্ট করছে। অথচ তোমরা আল্লাহর নিকট যা আশা কর ওরা তা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও অতিশয় জ্ঞান-বুদ্ধি রাখেন।

রুকূ' ১৬

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۝

১০৫. হে রাসূল! আমি এ কিতাব হকসহকারে আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, সে অনুযায়ী জনগণের মধ্যে ফায়সালা করেন। আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষ হয়ে ঝগড়া করবেন না।

وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

১০৬. (হে রাসূল) আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. (হে রাসূল) যারা নিজের সাথেই প্রতারণা করে[৭৪] তাদের পক্ষে আপনি তর্ক করবেন না। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের পছন্দ করেন না, যারা খিয়ানতকারী ও পাপী।

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. এরা মানুষের কাছ থেকে (কুকর্ম) গোপন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করতে পারে না। এরা যখন রাতে আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে গোপনে শলা-পরামর্শ করে তখন আল্লাহ ওদের সাথেই থাকেন। আল্লাহ তাদের সব আমলকেই ঘিরে রেখেছেন।

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

১০৯. তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো এসব অপরাধীর পক্ষে ঝগড়া করলে। কিন্তু আখিরাতে কে তাদের পক্ষে ঝগড়া করবে? অথবা ওখানে কে ওদের পক্ষে ওকালতি করবে?

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾

১১০. যদি কেউ মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে এবং এরপর আল্লাহর কাছে মাফ চায় তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও মেহেরবান হিসেবেই পাবে।

وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾

১১১. যে পাপ কামাই করবে তার এ কামাই তার নিজের বিরুদ্ধেই যাবে। আল্লাহ সব কথা জানেন এবং তিনি অতিশয় জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾

১১২. আর যে ব্যক্তি কোনো ভুল বা গুনাহ করে এবং এর দোষ কোনো নির্দোষ লোকের উপর চাপায়, সে তো অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহের বোঝা বহন করে।

৭৪. যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আসলে এর দ্বারা প্রথমে নিজ সত্তার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে।

রুকূ' ১৭

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَیْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾

১১৩. (হে রাসূল!) যদি আপনার উপর আল্লাহর মেহেরবানী না থাকত এবং তাঁর রহমত আপনার সাথে না থাকত তাহলে তাদের একটি দল তো আপনাকে ভুল পথে নেবার ফায়সালা করেই ফেলেছিল। আসলে ওরা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে ভুল পথে নিতে পারেনি। ওরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারত না।[৭৫] আল্লাহ আপনার উপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনার উপর তো আল্লাহর ফযল অনেক বিরাট।

لَا خَيْرَ فِیْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. তাদের বেশির ভাগ গোপন শলা-পরামর্শেই কোনো মঙ্গল থাকে না। অবশ্য যদি কেউ গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্য আদেশ করে, অথবা কোনো নেক কাজ অথবা জনগণের মধ্যে সংশোধনমূলক কাজের তাকিদ দেয় (তাহলে তা ভালোই)। আর কেউ যদি এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে, তাহলে তাকে আমি বিরাট প্রতিদান দেবো।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

১১৫. সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে রাসূলের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগে যায় এবং মুমিনদের থেকে আলাদা পথে চলে, তাকে আমি ঐ দিকে চলতে দেবো, যেদিকে সে ফিরে গেছে। তারপর তাকে আমি দোযখে ঠেলে দেবো, যা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

৭৫. অর্থাৎ, (হে রাসূল!) যদি তারা ভুল বিবরণ ও সাক্ষ্য পেশ করে আপনাকে ভুল বোঝাতেও পারত এবং নিজেদের পক্ষে ইনসাফের খেলাপ ফায়সালাও হাসিল করে নিত, তবু ক্ষতি তাদেরই হতো। আপনার তাতে কোনো ক্ষতি হতো না। কেননা, এর জন্য আল্লাহর কাছে তারাই দোষী সাব্যস্ত হতো, আপনি নন। যে ব্যক্তি বিচারককে ধোঁকা দিয়ে নিজের পক্ষে অন্যায় ফায়সালা হাসিল করে, সে আসলে এ ভুল ধারণাই করে যে, এই তদবিরের ফলে 'হক' তারই পক্ষে এসে গেছে। অথচ আসল হক যার, আল্লাহর কাছে হক তারই আছে। কোনো ভুল ধারণার ভিত্তিতে আদালতের বিচারক ভুল ফায়সালা দিলে তার দ্বারা প্রকৃত সত্য বদলে যায় না।

রুকূ' ১৮

১১৬. আল্লাহ শুধু শিরকের গুনাহই মাফ করেন না। এছাড়া আর সব গুনাহই মাফ করেন, যার বেলায় তিনি ইচ্ছা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো গোমরাহীতে বহুদূর চলে গেল।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾

১১৭-১১৮. ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীদেরকে মা'বুদ বানায়।[৭৬] ওরা ঐ বিদ্রোহী শয়তানকে মা'বুদ বানায়, যার উপর আল্লাহ লা'নত করেছেন। (ওরা ঐ শয়তানকে মেনে চলে) যে আল্লাহকে বলেছিল, আমি তোমার বান্দাহদের মধ্য থেকে এক নির্দিষ্ট হিস্যা দখল করেই ছাড়ব।[৭৭]

إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ۚ وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾

১১৯. (সে আরো বলেছিল) অবশ্যই আমি তাদেরকে গোমরাহ করব, আশার ছলনায় ভুলাব, তাদের আমি হুকুম করব এবং আমার হুকুম মতো তারা পশুর কানে ছিদ্র করবে,[৭৮] আমি তাদেরকে হুকুম করব এবং তারা

وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ

---

৭৬. শয়তানকে কেউ এ অর্থে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে না যে, তার সামনে কেউ পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পালন করে বা তাকে আল্লাহ হিসেবে মর্যাদা দান করে। শয়তানকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করার অর্থ মানুষের নাফসের লাগাম শয়তানের হাতে তুলে দেওয়া এবং সে যেদিকে চালায় সেদিকেই চলা— যেন সে বান্দাহ আর শয়তান তার মনিব। এর থেকে এ সত্যও জানা যায় যে, অন্ধ এবং প্রশ্নাতীতভাবে কারো আনুগত্য ও আদেশ পালন করাকেও 'ইবাদত' বলা হয়। যে ব্যক্তি কারো এরূপ আনুগত্য করে, সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাকেই নিজের মা'বুদ বানিয়েছে বলা যেতে পারে।

৭৭. অর্থাৎ তার সময়ের মধ্যে, তার শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার মধ্যে, শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতার মধ্যে, তার মাল ও আওলাদের মধ্যে আমার নিজের জন্য অংশ বসাবো এবং তাকে ধোঁকা দিয়ে রাজি করাব; যাতে সে এসব জিনিসের অংশবিশেষ আমার কথামতো খরচ করে।

৭৮. এখানে আরববাসীদের অসংখ্য কুসংস্কারের মধ্যে একটির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তাদের নিয়ম ছিল, উট পাঁচটি কিংবা দশটি বাচ্চা দেওয়ার পর তার কান কেটে তাকে তারা দেবতার নামে ছেড়ে দিত এবং তার দ্বারা কোনো কাজ করানো হারাম মনে করত। তেমনিভাবে যে উটের ঔরসে দশটি বাচ্চার জন্ম হতো তাকেও দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো এবং কান চিরে দেওয়া এরূপ 'পণ' করার চিহ্ন হিসেবে গণ্য হতো। তার দ্বারা সকলে বুঝত যে, এ পশুকে দেবতার নামে দান করা হয়েছে।

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রদবদল করবে।[৭৯] যে আল্লাহর বদলে এ শয়তানকে মুরব্বী বানাবে সে সুস্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে পড়বে।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢٠﴾

১২০. সে তাদের সাথে ওয়াদা করে এবং তাদেরকে আশা দিয়ে ভুলায়। কিন্তু শয়তানের ওয়াদা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۫ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿١٢١﴾

১২১. এদের ঠিকানা হলো দোযখ, যেখান থেকে মুক্তির কোনো উপায় ওরা পাবে না।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾

১২২. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে আমি এমন বাগানে দাখিল করব, যার নিচে নদী বহমান থাকবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহর খাঁটি ওয়াদা। আর আল্লাহর চেয়ে নিজের কথায় আর কে বেশি সত্যবাদী হতে পারে?

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ۚ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾

১২৩. শেষ পরিণতি তোমাদের এবং আহলে কিতাবদের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করে না। যে-ই মন্দ কাজ করবে, সে এর ফল পাবে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে তার পক্ষে কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারী পাবে না।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾

১২৪. আর যে নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, যদি সে মুমিন হয়, তাহলে এমন লোকেরাই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে দেওয়া হবে না।

৭৯. আল্লাহর তৈরি গঠনে পরিবর্তন করার অর্থ– জিনিসের জন্মগত গঠনে পরিবর্তন করা নয়; বরং আসলে এখানে যে পরিবর্তনকে শয়তানি কাজ বলা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি সে জিনিসকে ঐ কাজে ব্যবহার করা এবং যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সে কাজ না নেয়া। অন্য কথায়, মানুষ নিজের ও আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর স্বভাবের বিরুদ্ধে যে কাজই করে এবং সে প্রকৃতির উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে যা কিছু করে তা সবই এ আয়াতের দৃষ্টিতে শয়তানের শেখানো। যেমন– হযরত লূত (আ)-এর জাতির অপকর্ম, বৈরাগ্যবাদ, ব্রহ্মাচর্য, স্ত্রী ও পুরুষ বন্ধ্যাকরণ, পুরুষদের খোজা বানানো, প্রকৃতি নারীকে যেসব কাজের দায়িত্ব দিয়েছে তা থেকে তাদের সরিয়ে রাখা এবং সমাজ-সভ্যতার যেসব বিভাগে কাজ করার জন্য আল্লাহ পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন সেইসব বিভাগে মেয়েদেরকে টেনে এনে নিযুক্ত করা।

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

১২৫. দীনের দিক দিয়ে ঐ লোকের চেয়ে কে বেশি ভালো হতে পারে, যে নেক নিয়তে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং একমুখী হয়ে ইবরাহীমের তরীকা মেনে চলেছে। ঐ ইবরাহীমের তরীকা (মেনে চলেছে), যাকে আল্লাহ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

১২৬. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা আল্লাহরই। আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসকেই ঘিরে আছেন।

রুকূ' ১৯

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

১২৭. (হে রাসূল! লোকেরা) আপনার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে।[৮০] আপনি বলুন, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন। সে সঙ্গে তিনি ঐসব হুকুমের কথাও স্মরণ করাচ্ছেন, যা আগে থেকেই এই কিতাবে তোমাদেরকে শুনানো হচ্ছে। অর্থাৎ ঐ ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে হুকুম (শুনানো হচ্ছে), যাদের হক তোমরা আদায় করছ না এবং যাদের বিয়ে দেওয়া থেকে তোমরা বিরত থাকছ (অথবা লোভের কারণে নিজেরাই বিয়ে করতে চাও)।[৮১] আর ঐ শিশুদের সম্পর্কে হুকুমও (স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে), যারা বড়ই দুর্বল। আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে। আর তোমরা যে ভালো কাজই কর অবশ্যই আল্লাহর নিকট তা জানা।

৮০. তারা কী ফতোয়া জিজ্ঞেস করত, তা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু ১২৮ থেকে ১৩০ নং পর্যন্ত আয়াতে যে উত্তর দেওয়া হয়েছে তা থেকে প্রশ্নের ধরন বোঝা যায়।

৮১. 'ওয়া তারগাবূনা আন তানকিহূ হুন্না'-এর অর্থ হতে পারে– 'তোমরা তাদেরকে যে বিয়ে করার আগ্রহ কর'। আবার এ অর্থও হতে পারে যে– তোমরা তাদের বিবাহ করতে ইচ্ছা করো না।

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

১২৮. যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে খারাপ ব্যবহার বা অবহেলার আশঙ্কা করে,[৮২] তাহলে স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের মধ্যে আপস করলে কোনো দোষ নেই।[৮৩] বরং আপস সবসময়ই ভালো। লোভ ও কৃপণতার দিকেই মন ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু যদি তোমরা ইহসান ও তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে তোমরা যা করছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার খবর রাখেন।

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

১২৯. তোমরা যতই ইচ্ছা করো না কেন, বিবিদের সাথে সমান ব্যবহার করতে কখনো পারবে না। তাই (আল্লাহর মর্জি পূরণ করার জন্য এটুকু করলেই চলবে যে) এক বিবির প্রতি সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়বে না[৮৪] এবং আর একজনকে ঝুলিয়ে রাখবে না। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং আল্লাহকে ভয় করে চল তাহলে আল্লাহ তো অবশ্যই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

৮২. এখান থেকে লোকদের প্রশ্নের উত্তর শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, একাধিক বিবাহের ব্যাপারে ন্যায়বিচারের যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তা কীভাবে বাস্তবে করা হবে। যদি এক স্ত্রী চির-রুগ্ণ বা কোনো কারণে সহবাসের যোগ্য না হয় তাহলে সে অবস্থাতেও কি স্বামীকে দুজনের প্রতি একই প্রকার আকর্ষণবোধ করতে হবে? একইভাবে দুজনকে ভালোবাসতে হবে? দৈহিক সম্পর্কের দিক দিয়েও কি সমতা রক্ষা করতে হবে? যদি সে এরূপ না করতে পারে তবে এটাই কি বিচারের দাবি যে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেবে? তা ছাড়া এ প্রশ্নও থেকে যায় যে, যদি ঐ স্ত্রী নিজে তালাক নিতে না চায় তবে কি সে নিজের কিছু অধিকার ও ন্যায্য দাবি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে স্বামীকে তালাক না দিতে রাজি করতে পারে? এটা কি ন্যায় বিচারের বিরোধী হবে?

৮৩. অর্থাৎ, এরূপ সমঝোতা দ্বারা যদি কোনো স্ত্রীলোক তার সেই স্বামীর সঙ্গে থাকে– যার সঙ্গে সে জীবনের এক অংশ কাটিয়েছে তাহলে তা তালাক থেকে উত্তম।

৮৪. এ আয়াত থেকে কোনো কোনো লোক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসেছে যে, কুরআন একদিকে 'আদল' করার শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহের অনুমতি দিয়েছে, অপরদিকে 'আদল' রক্ষা করা অসম্ভব ঘোষণা করে সে অনুমতিকে বাস্তবে বাতিল করে দিয়েছে; কিন্তু এ আয়াত থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কুরআনে যদি কেবল "তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' রক্ষা করতে পারবে না" বলে ক্ষান্ত করা হতো, তাহলে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যুক্তি থাকতে পারত। কিন্তু তারপরই বলা হয়েছে. 'সুতরাং এক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড় না'– এ কথা ঐ রকম সিদ্ধান্তের বিরোধী। আসলে খ্রিস্টান-ইউরোপের অনুসরণকারী লোকেরাই এ আয়াত থেকে ঐরূপ অর্থ বের করতে চায়।

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

১৩০. যদি স্বামী ও স্ত্রী একে অপর থেকে আলাদা হয়েই যায় তাহলে আল্লাহ্ তাঁর অসীম কুদরত থেকে তাদের প্রত্যেকের অভাবই দূর করে দেবেন। আল্লাহর হাত বড়ই প্রশস্ত এবং তিনি পরম জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

১৩১. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তাদেরকেও আমি এ উপদেশ দিয়েছিলাম, আর এখন তোমাদেরকেও দিচ্ছি যে, আল্লাহকে ভয় করে চল। কিন্তু তোমরা তা না মানলে না মানো (আল্লাহর কী আসে যায়?), আসমান ও জমিনের সবকিছুর মালিক তো আল্লাহই। কারো কাছে তাঁর কোনো ঠেকা নেই এবং সকল প্রশংসার মালিক তিনিই।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

১৩২. আর আল্লাহ তো ঐসব কিছুরই মালিক, যা আসমান ও জমিনে আছে। সব কাজ সমাধা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

১৩৩. হে মানুষ! আল্লাহ যদি চান তাহলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্যদেরকে নিয়ে আসতে পারেন। আর তিনি এর পুরা ক্ষমতা রাখেন।

مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

১৩৪. যে শুধু দুনিয়ার সওয়াব চায় তার জানা উচিত, আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সওয়াবও আছে, আখিরাতের সওয়াবও রয়েছে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

রুকূ' ২০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ

১৩৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা (তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সে ধনী হোক

أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

বা গরীব হোক (তা বিবেচনার বিষয় নয়), আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশি তাদের হিতকামী। কাজেই নাফসের তাঁবেদারি করতে গিয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

১৩৬. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা (খাঁটি দিলে) ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর, যে কিতাব আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন[৮৫] এবং যে কিতাব এর পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন সেসবের উপর। যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতের দিনকে অবিশ্বাস করল[৮৬] সে গোমরাহ হয়ে বহু দূরে চলে গেল।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝

১৩৭. আর যারা ঈমান আনল, তারপর কুফরী করল, আবার ঈমান আনল, তারপর আবার কুফরী করল এবং কুফরীর পথেই এগিয়ে চলল, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই মাফ করবেন না এবং কখনো তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন না।

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ

১৩৮-১৩৯. যে মুনাফিকরা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে 'সুসংবাদ' দিন যে, তাদের জন্য

৮৫. ঈমানদার লোকদের 'তোমরা ঈমান আন' কথাটি বলা আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু আসলে এখানে 'ঈমান' শব্দটি দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে– অস্বীকার করার পরিবর্তে স্বীকার ও গ্রহণ করা, অমান্যকারীদের থেকে পৃথক হয়ে মান্যকারীদের মধ্যে শামিল হওয়া। আর এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– যে জিনিসকে মানতে রাজি হয়েছে তাকে আন্তরিকভাবে মানা ও অকপটে নিষ্ঠার সঙ্গে মানা। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে যে সকল মুসলমান মান্যকারীদের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তাদেরকে এ আয়াতে হুকুম করা হচ্ছে যে, তোমরা দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েও খাঁটি মু'মিন হয়ে যাও।

৮৬. কুফরী করারও দুটি অর্থ আছে। প্রথমত, সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা। দ্বিতীয়ত, মুখে মান্য করা; কিন্তু অন্তর দিয়ে মান্য না করা কিংবা নিজের কাজ ও চাল-চলন দ্বারা প্রমাণ করা যে, সে মুখে স্বীকার করে বটে, বাস্তবে মান্য করে না।

الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ
لِلَّهِ جَمِيعًا ۝

যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত রয়েছে। এরা কি ইজ্জতের তালাশে ওদের কাছে যায়? অথচ ইজ্জত তো সবটুকুই আল্লাহর জন্য রয়েছে।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ
آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ
إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝

১৪০. আল্লাহ এই কিতাবের মধ্যে (ইতঃপূর্বে) তোমাদেরকে হুকুম করেছেন, যেখানে তোমরা আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরী কথা অথবা ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনতে পাবে, সেখানে তোমরা বসবে না; যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে আলোচনা করে। যদি তোমরা তা কর তাহলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে গেলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সবাইকে দোযখে একত্র করবেন।

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ
اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ
نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

১৪১. এ মুনাফিকরা তোমাদের ব্যাপারে এ অপেক্ষায় আছে (শেষ পর্যন্ত কী হয়)। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের বিজয় হয় তাহলে ওরা বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? আর যদি কাফিরদের পাল্লা ভারী হয় তাহলে ওদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতাম না? আমরা কি তোমাদেরকে মুমিনদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেইনি? আল্লাহই কিয়ামতের দিন তোমাদের ও তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করবেন। আর (ঐ ফায়সালার মধ্যে) কাফিরদের জন্য মুসলমানদের উপর বিজয়ী হওয়ার কোনো পথই আল্লাহ রাখেননি।

রুকূ' ২১

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৪২. এ মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে, অথচ আল্লাহই এদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছেন। এরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন অলসভাবে শুধু লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।

مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

১৪৩. এরা কুফরী ও ঈমানের মধ্যে দোটানায় পড়ে আছে, পুরোপুরি এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার জন্য তুমি কোনো পথই পেতে পার না।[৮৭]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

১৪৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর হাতে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট দলীল তুলে দিতে চাও?

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

১৪৫. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা দোযখের সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

১৪৬. অবশ্য তাদের মধ্যে যারা তাওবা করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করবে, আল্লাহকে মযবুতভাবে ধরবে এবং তাদের আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য খাস করে নেবে তারা ঐসব লোক, যারা মুমিনদের সাথেই আছে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দেবেন।

مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তোমরা যদি (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ বান্দাহ হও এবং ঈমানের পথে চল তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? আল্লাহ নেকীর উচিত মূল্যদাতা[৮৮] ও সবার অবস্থা জানেন।

৮৭. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূলের জীবন থেকে হেদায়াত পায়নি, যাকে সত্য থেকে বিমুখ ও বাতিলের অনুরাগী দেখে আল্লাহ তাআলাও তাকে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন, যেদিকে সে নিজে মুখ ফেরানোর কামনা করেছিল এবং যার ভুল ও গোমরাহীর প্রতি আগ্রহের কারণে আল্লাহ তার প্রতি হেদায়াতের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুধু গোমরাহীর পথ খুলে দিয়েছেন– এমন ব্যক্তিকে সত্য-সঠিক পথ দেখানো আসলেই সম্ভব নয়।

৮৮. 'শোকর' যখন বান্দাহর পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ কৃতজ্ঞতা এবং যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হয় তখন তার অর্থ হয় আমল কবুল হওয়া, কাজের স্বীকৃতি, মূল্য ও মর্যাদাদান।

পারা ৬

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝

১৪৮. আল্লাহ মন্দ কথা মুখে আনা পছন্দ করেন না। অবশ্য কারো উপর যুলুম করা হয়ে থাকলে আলাদা কথা।[৮৯] আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।

اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْۗءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ۝

১৪৯. (মযলুম অবস্থায় তুমি মন্দ কথা বলতে পার) তবে যদি তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে ভালো কাজ করতে থাক এবং (অন্যের) মন্দ কাজকে মাফ করে দাও তাহলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল (যদিও শাস্তি দেওয়ার) পূর্ণ ক্ষমতা তিনি রাখেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

১৫০-১৫১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি কুফরী করে এবং (বিশ্বাসের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে, আর বলে যে, আমরা কতককে মানবো আর কতককে মানবো না এবং এভাবে ওরা ঈমান ও কুফরীর মাঝামাঝি কোনো পথ বের করতে চায়, তারা সব পাক্কা কাফির। এ জাতীয় কাফিরদের জন্য আমি অপমানজনক আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰۗىِٕكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

১৫২. (অপরদিকে) যারা আল্লাহ ও তাঁর সকল রাসূলকে মানে এবং তাঁদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করে না তাদেরকে আমি অবশ্যই পুরস্কার দান করব। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

রুকূ' ২২

يَسْــَٔــلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاۗءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ

১৫৩. (হে রাসূল!) আহলে কিতাবরা আজ আপনার কাছে দাবি জানাচ্ছে যে, আপনি আসমান থেকে তাদের নিকট কিতাব নাযিল করান। এরা তো মূসার কাছে এর চেয়েও

৮৯. অর্থাৎ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার অত্যাচারিতের হক বা অধিকার আছে।

فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ۝

বড় দাবি করেছিল। তারা বলেছিল, আমাদের প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে দেখাও। তাদের এই বিদ্রোহের কারণেই হঠাৎ তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছিল। তারপর তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলি আসার পরও তারা বাছুরকে মা'বুদ বানিয়ে নিল। এরপরও আমি তাদের মাফ করে দিলাম। আর আমি মূসাকে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দিয়েছিলাম।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ۝

১৫৪. আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে ধরে (মূসাকে মেনে চলার) ওয়াদা নিয়েছিলাম। আর আমি তাদেরকে হুকুম করেছিলাম, দরজা দিয়ে নতশিরে ঢুকো।[৯০] তাদেরকে আরো বলেছিলাম, শনিবারের নিয়ম ভঙ্গ করো না এবং এ বিষয়ে তাদের কাছ থেকে মযবুত ওয়াদা নিয়েছিলাম।

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

১৫৫. তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করা, আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি কুফরী করা, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং এ কথা বলা যে, 'আমাদের দিল গেলাফের মধ্যে হেফাযতে আছে'[৯১] বরং তাদের কুফরীর দরুন তাদের দিলে আল্লাহই মোহর মেরে দিয়েছেন, এসব কারণে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ঈমান আনে।

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَٰنًا عَظِيمًا ۝

১৫৬. তারপর তাদের কুফরীতে তারা এতটা এগিয়ে গেল যে, তারা মারইয়ামের উপর জঘন্য অপবাদ চাপিয়ে দিলো।

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ

১৫৭. আর তারা বলল, আমরা আল্লাহর রাসূল ঈসা ইবনে মারইয়ামকে হত্যা

৯০. সূরা বাকারার ৫৮-৫৯ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে।

৯১. অর্থাৎ, তুমি যাই বল না কেন, আমার দিলে তার কোনো প্রভাবই পড়বে না।

করেছি।[৯২] অথচ আসলে তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি। বরং বিষয়টা তাদের জন্য সন্দেহজনক করে দেওয়া হয়েছিল।[৯৩] আর যারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিল তারাও সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে। শুধু অনুমানের অনুসরণ ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

১৫৮. বরং আল্লাহ (ঈসাকে) তাঁর নিকট উঠিয়ে নিলেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিমান ও অতিশয় প্রজ্ঞাবান।

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

১৫৯. আহলে কিতাবদের সবাই মৃত্যুর পূর্বে ঈসার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে।[৯৪] আর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন।

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

১৬০-১৬১. মোটকথা, ইহুদীদের এসব অন্যায় আচরণের দরুন এবং এ কারণে যে, এরা অনেককেই আল্লাহর পথে বাধা দেয়, নিষেধ করা সত্ত্বেও এরা সুদ নেয় এবং মানুষের মাল অবৈধভাবে খায়, আমি এমন

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

৯২. অর্থাৎ, তাদের অপরাধমূলক দুঃসাহস এতদূর পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল যে, রাসূলকে রাসূল বলে চিনতে ও জানতে পেরেও হত্যা করার চেষ্টা করেছিল এবং গর্বভরে বলত– 'আমরা আল্লাহর রাসূলকে হত্যা করেছি।' এ প্রসঙ্গে এ টীকার সঙ্গে যদি সূরা মারইয়ামের দ্বিতীয় রুকূ' পাঠ করা যায় তবে জানা যাবে, বনী ইসরাঈল হযরত ঈসা (আ)-কে রাসূল বলে জানত; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের ধারণায় তাঁকে শূলে দিয়ে হত্যা করেছে।

৯৩. এ আয়াত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে যে, হযরত মাসীহ (আ)-কে শূলে চড়ানোর আগেই তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। খ্রিস্টান ও ইহুদীদের এ ধারণা যে, তিনি শূলের উপর মারা গেছেন– সে কথা একেবারেই ভুল। ইহুদীরা হযরত মাসীহ (আ)-কে শূলের উপর চড়ানোর কোনো একসময় আল্লাহ তাআলা তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর ইহুদীরা যাকে শূলে চড়িয়েছিল, সে ছিল অন্য এক লোক। কিন্তু আল্লাহই জানেন, কী কারণে ইহুদীরা তাকেই ঈসা ইবনে মারইয়াম মনে করেছিল।

৯৪. এ কথাটির দুরকম অর্থ করা হয়েছে। ভাষার প্রতি লক্ষ করলেই দু'অর্থের সমভাবে অবকাশ রয়েছে। একটি অর্থ তো এখানে অনুবাদে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মউতের আগে মাসীহ (আ)-এর উপর ঈমান না এনেছে।

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

অনেক পাক জিনিস এদের উপর হারাম করে দিয়েছি, যা আগে তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল।[৯৫] তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈরি করে রেখেছি।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

১৬২. কিন্তু (হে রাসূল!) তাদের মধ্যে যারা মযবুত ইলম রাখে, আর যারা মুমিন তারা আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে ও আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে এসবের উপর ঈমান আনে এবং যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনে, তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে আমি বিরাট পুরস্কার দান করব।

রুকূ' ২৩

اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

১৬৩. (হে রাসূল!) আমি আপনার উপর তেমনিভাবে ওহী পাঠিয়েছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের উপর পাঠিয়েছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইয়াকূবের সন্তানগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকট ওহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যাবূর দিয়েছি।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝

১৬৪. আমি ঐসব রাসূলের উপরও ওহী পাঠিয়েছি, যাদের কথা ইতঃপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি এবং যাদের কথা আপনার কাছে বর্ণনা করিনি। আর আল্লাহ মূসার সাথে তেমনিভাবে কথা বলেছেন, যেমনভাবে কথা বলা হয়ে থাকে।

৯৫. সূরা আনআমের ১৪৬ নং আয়াতে যে বিষয় আসবে সম্ভবত সেই বিষয়ের প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে সকল পশুর নখ আছে তা সবই বনী ইসরাঈলের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তা ছাড়া ইহুদীদের ফিক্‌হশাস্ত্রে যেসব বিধি-নিষেধ আছে সম্ভবত সেদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে। এভাবে কোনো জাতির জীবনে এত বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়া আসলেই তাদের উপর রীতিমতো শাস্তি।

১৬৫. এসব রাসূলকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, যাতে রাসূলগণকে পাঠানোর পর মানুষের কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি না থাকে।[৯৬] আল্লাহ অবশ্যই শক্তিমান ও অতিশয় জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৬৬. (লোকেরা মানুক বা না মানুক) কিন্তু (হে রাসূল!) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আপনার উপর যা তিনি নাযিল করেছেন তা নিজের ইলম থেকেই করেছেন। ফেরেশতারাও এ কথার সাক্ষী। অবশ্য সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

১৬৭. যারা নিজেরা এ কথা মানতে অস্বীকার করে এবং অন্যকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে তারা নিশ্চিতভাবেই গোমরাহীতে বহু দূরে চলে গেছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

১৬৮-১৬৯. এভাবেই যারা কুফরীর পথে চলেছে এবং যুলুম করে বেড়াচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই মাফ করবেন না এবং দোযখের পথ ছাড়া তাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখাবেন না। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এটা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۝ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

১৭০. হে মানুষ! এ রাসূল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছেন। তাঁর উপর ঈমান আন।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا

৯৬. অর্থাৎ, এসব পয়গাম্বর পাঠানোর একটিই উদ্দেশ্য ছিল, তা হচ্ছে– আল্লাহ তাআলা মানবজাতির প্রতি পূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে সত্যকে তুলে ধরে তাদেরকে সতর্ক করে তাদের প্রতি নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। যেন শেষ বিচারের সময় কোনো পথভ্রষ্ট অপরাধী আল্লাহ তাআলার সামনে এই ওযর পেশ করতে না পারে যে, 'আমি জানতাম না এবং আসল সত্য আমাকে জানানোর জন্য আপনি কোনো ব্যবস্থা করেননি।'

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

এটা তোমাদের জন্যই ভালো। যদি তোমরা মানতে অস্বীকার কর তাহলে জেনে রাখ, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। আর তিনি মহাজ্ঞানী ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।[৯৭]

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلْقٰهَآ إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلٰثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلٰهٌ وٰحِدٌ ۖ سُبْحٰنَهُۥٓ أَن

১৭১. হে আহলে কিতাব! তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না[৯৮] এবং আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোনো কথা আরোপ করো না। নিশ্চয়ই মারইয়াম-পুত্র ঈসা মাসীহ (এছাড়া আর কিছু নয় তিনি) আল্লাহর রাসূল ও তাঁর ফরমান, যা আল্লাহ মারইয়ামের নিকট পাঠিয়েছেন।[৯৯] আর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক 'রূহ'[১০০] (যা মারইয়ামের পেটে বাচ্চার আকারে পরিণত

৯৭. অর্থাৎ, তোমাদের আল্লাহ এমন বেখবর নন যে, তোমরা তাঁর রাজত্বে বাস করে অপরাধ-অপকর্ম করবে, অথচ তিনি তা জানতে পারবেন না। আর এটাও হতে পারে না যে, তাঁর হুকুম যারা অমান্য করে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার উপায় তিনি জানেন না।

৯৮. এখানে আহলে কিতাব বলতে খ্রিস্টানদের বোঝানো হয়েছে এবং বাড়াবাড়ি অর্থ হচ্ছে– কোনো বিষয়কে সমর্থন করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করা। ইহুদীদের অপরাধ ছিল, তারা মাসীহ (আ)-কে অস্বীকার করে তাঁর বিরোধিতায়ও সীমালঙ্ঘন করেছিল। আর খ্রিস্টানদের অপরাধ ছিল, তারা মাসীহ (আ)-এর প্রতি ভক্তি-ভালোবাসায় এতটা বাড়াবাড়ি করেছিল যে, তাঁকে তারা আল্লাহর পুত্র এমনকি স্বয়ং আল্লাহ বলে ঘোষণা করেছিল।

৯৯. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে 'কালেমা'। মারইয়ামের প্রতি 'কালেমা' পাঠানোর অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা মারইয়াম (আ)-এর পেটের প্রতি এই হুকুম জারি করলেন যে, কোনো পুরুষের শুক্রকীট ছাড়াই যেন গর্ভধারণ করে। খ্রিস্টানরা প্রথমে কালেমার অর্থ 'কথা' বা 'বাক' (Logos)-এর সমার্থক মনে করল। তারপর এ 'কথা' ও 'বাক' বলতে তারা আল্লাহ তাআলার নিজস্ব সত্তা ও গুণবিশিষ্ট 'কথা' বুঝল। এরপর তারা আরো এগিয়ে অনুমান খাড়া করল যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই সত্তাগত গুণ হিসেবে মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে প্রবেশ করে মাসীহর দৈহিক আকারে দুনিয়ায় নাযিল হলেন। এভাবে খ্রিস্টানদের মধ্যে মাসীহ (আ)-এর ইলাহ হওয়ার বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং এই ভুল ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হলো যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজেকে অথবা নিজস্ব আদিম সত্তাগত গুণের মধ্য থেকে 'বাক' বা 'কথা'র গুণকে মাসীহর রূপে প্রকাশ করেছেন।

১০০. এখানে স্বয়ং মাসীহকে 'রূহুম মিনহু' (আল্লাহর নিকট হতে আসা রূহ) বলা হয়েছে এবং সূরা বাকারার ৮৭ নং আয়াতে এ বিষয়কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "আমি 'পবিত্র রূহ' দ্বারা মাসীহকে সাহায্য করেছি।" উভয় বর্ণনার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তাআলা হযরত মাসীহ আলাইহিস

হয়)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও রাসূলগণের উপর ঈমান আন। এ কথা বলো না যে, (আল্লাহ) তিনজন।[১০১] তোমরা বিরত থাক। তোমাদের জন্য এটাই ভালো। আল্লাহ তো একই মাত্র মা'বুদ। তাঁর কোনো পুত্র হওয়া থেকে তিনি পবিত্র।[১০২] আসমান ও জমিনের সব জিনিস তাঁরই মালিকানায় রয়েছে। আর এসব দেখাশোনা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

রুকূ' ২৪

১৭২. ঈসা মাসীহ আল্লাহর বান্দাহ হওয়াতে লজ্জার বিষয় মনে করেননি। নিকটবর্তী ফেরেশতারাও তা মনে করে না। যে আল্লাহর দাসত্ব করতে লজ্জাবোধ করে এবং অহংকার করে এমন সবাইকে ঘেরাও করে আল্লাহ তার সামনে হাজির করবেন।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۗ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ۝

সালামকে যে পবিত্র রূহ দিয়েছিলেন, তা সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ থেকে পবিত্র ছিল এবং তা ছিল পরিপূর্ণ সত্যবাদিতা ও ন্যায়বাদিতা। খ্রিস্টানরা এ ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করেছে। তারা 'রূহুম মিনাল্লাহ' তথা 'আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ'-এর অর্থ স্বয়ং আল্লাহরই রূহ বলে মনে করল এবং রূহুল কুদুস বা 'পবিত্র আত্মা'র অর্থ এই গ্রহণ করল যে, তা আল্লাহ তাআলার নিজস্ব পবিত্র আত্মা, যা ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এভাবে আল্লাহ ও মাসীহ আলাইহিস সালামের সঙ্গে পবিত্র আত্মা নামে আরেকটি তৃতীয় খোদাও তারা বানিয়ে নিল।

১০১. অর্থাৎ, তিন খোদার ধারণা ত্যাগ কর, সে ধারণা তোমাদের মধ্যে যেভাবেই বর্তমান থাকুক না কেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, খ্রিস্টানরা একই সাথে তাওহীদকে স্বীকার করে আবার ত্রিত্ববাদকেও মান্য করে। ইনজীল গ্রন্থসমূহে হযরত ঈসা (আ)-এর যেসব সুস্পষ্ট কথা পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে কোনো খ্রিস্টানের পক্ষে 'আল্লাহ যে মাত্র একজন এবং তিনি ছাড়া আর কোনো খোদা নেই- এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাওহীদই আসল ধর্ম- এ কথা স্বীকার করতে তারা বাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাসীহ (আ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করার কারণে তারা ত্রিত্ববাদকেও মান্য করে এবং আজ পর্যন্ত তারা এর কোনো শেষ মীমাংসাই করতে পারেনি যে, এ দুটি পরস্পর বিপরীত ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে তারা কীভাবে সমন্বয় সাধন করবে।

১০২. এখানে খ্রিস্টানদের চতুর্থ বাড়াবাড়ির খণ্ডন করা হয়েছে। খ্রিস্টানদের বর্ণনা বিশেষত প্রথম তিনটি ইনজীল গ্রন্থে যা পাওয়া যায় তা যদি সত্যও হয়ে থাকে, তবে তা থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রমাণিত হয় না যে, মাসীহ (আ) আল্লাহ ও বান্দাহর সম্পর্কের সঙ্গে পিতা ও সন্তানের সম্পর্কের

১৭৩. তখন ঐসব লোক, যারা ঈমান এনে নেক আমল করেছে তাদের পুরস্কার পুরোপুরিই তাদেরকে দেওয়া হবে এবং আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে আরো অতিরিক্ত দান করবেন। আর যারা দাসত্ব করতে লজ্জাবোধ করত এবং অহংকার করত, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে। আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা অভিভাবক ও সাহায্যকারী মনে করেছিল তাদের কাউকে সেখানে পাবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে এবং আমি তোমাদের কাছে এমন আলো পাঠিয়েছি, যা তোমাদেরকে পরিষ্কার পথ দেখায়।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ۝

১৭৫. এখন যারা আল্লাহর কথা মেনে নেবে এবং তাঁরই আশ্রয় তালাশ করবে তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত ও দয়ার মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাঁর দিকে আসবার সরল পথ তাদেরকে দেখাবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

উপমা দিয়েছেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে 'পিতা' শব্দটি তিনি নিছক গৌণ ও রূপক অর্থে ব্যবহার করতেন। এটা শুধু মাসীহ (আ)-এর বৈশিষ্ট্যই ছিল না; প্রাচীনকাল থেকেই বনী ইসরাঈল আল্লাহর জন্য 'পিতা' শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে এর প্রচুর উদাহরণ আছে। মাসীহ (আ) এ শব্দটি নিজের জাতির প্রচলিত ধারা অনুযায়ীই ব্যবহার করেছিলেন এবং আল্লাহকে শুধু নিজেরই নয়; বরং গোটা মানবজাতির পিতা বলে তিনি বলতেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা এ ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে এবং ঈসা (আ)-কে আল্লাহর একমাত্র পুত্র বলে গণ্য করেছে।

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ
إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ
يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. (হে রাসূল!) এরা আপনাকে 'কালালা'[১০৩] সম্বন্ধে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন। যদি কেউ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন থাকে[১০৪] তাহলে সে তার রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর যদি বোন সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তাহলে ভাই তার ওয়ারিশ হবে।[১০৫] যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ দুজন বোন হয় তাহলে তারা ছেড়ে যাওয়া সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে।[১০৬] আর যদি কয়েক ভাই-বোন ওয়ারিশ হয় তাহলে পুরুষের হিস্যা দুজন মহিলার সমান হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর হুকুম স্পষ্ট করে দেন, যাতে তোমরা ভুল পথে না যাও। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জ্ঞান রাখেন।

১০৩. 'কালালা' শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে, ঐ লোকই কালালা, যার সন্তান নেই এবং বাপ-দাদাও নেই। আর কারো মতে, শুধু নিঃসন্তান মৃতব্যক্তিকেই 'কালালা' বলা হয়। কিন্তু সাধারণ ফিক্হবিদগণ হযরত আবূ বকর (রা)-এর অভিমতকে মেনে নিয়ে প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন। খোদ কুরআন মাজীদ থেকেও এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, সেখানে 'কালালা'র বোনকে মৃতের সম্পত্তির অর্ধেকের হকদার বলা হয়েছে; কিন্তু 'কালালা'র পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় বোন কোনো অংশই পেতে পারে না।

১০৪. এখানে সেই ভাই-বোনদের মীরাসের কথা বলা হয়েছে, যারা মৃতের সঙ্গে মা-বাপ উভয় দিক দিয়ে কিংবা শুধুমাত্র বাপের দিক দিয়ে সম্পর্কযুক্ত ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) একবার তাঁর এক ভাষণে এ অর্থই প্রকাশ করেছিলেন এবং সাহাবাগণের মধ্যে কেউ এ বিষয়ে আপত্তি করেননি। এ হিসেবে এ বিষয়ে সবাই একমত বলা চলে।

১০৫. অর্থাৎ, ভাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে, যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী অপর কেউ না থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী অন্য কেউ থাকে, যেমন– স্বামী, তবে তার অংশ দেওয়ার পর বাকি সবটুকু ভাই পাবে।

১০৬. দুইয়ের অধিকসংখ্যক বোনের বেলায়ও একই হুকুম বহাল থাকবে।

৫. সূরা মায়িদা

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ১১২ নং আয়াতের 'মায়িদা' শব্দ থেকেই নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরার আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, সূরাটি হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে নাযিল হয়। হুদাইবিয়া নামক জায়গায় মক্কার কুরাইশনেতাদের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তা ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসের ঘটনা। সুতরাং ঐ বছরের শেষ দিকে বা সপ্তম হিজরীর প্রথমদিকে সূরাটি নাযিল হয়। সূরাটির বিবরণধারা থেকে মনে হয়, কিছু কিছু অংশ ছাড়া সবটুকু সূরা একই সাথে নাযিল হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ

সূরা নিসা নাযিলের পরিবেশে বলা হয়েছে, হিজরী তৃতীয় বছরের শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের পর ইসলামবিরোধীদের হিম্মত এত বেড়ে গেল যে, তারা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রটিকে খতম করে দেওয়ার জন্য অতি উৎসাহের সাথে তৎপর হয়ে উঠল। কিন্তু দুবছরের মধ্যেই তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। বিশেষ করে পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে গোটা আরবশক্তি একজোট হয়ে মদীনা অবরোধ করেও ঐ যুদ্ধে (আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ) তারা পরাজিত হওয়ার পর ইসলামবিরোধী শক্তি নিরাশ হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, ইসলামকে আর ঠেকানো যাবে না।

খন্দকের যুদ্ধের পর এক বছরের মধ্যে গোটা আরবে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল, বহু গোত্র বিরোধিতা ছেড়ে দিলো এবং বিভিন্ন ইহুদী গোত্র আত্মসমর্পণ করল। ইসলামকে এখন শুধু কতক আকীদা-বিশ্বাসই নয়; বরং একটি বিজয়ী রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে স্বীকার করতে সবাই বাধ্য হলো। মুসলিম শক্তিকে বাধা দেওয়ার সাধ্য আর কারো রইল না।

এ পরিবেশে ইসলামবিরোধী আরবশক্তির সাথে মুসলিমদের একটা প্রকাশ্য যুদ্ধবিরোধী চুক্তির প্রয়োজন ছিল। এটা দুটি কারণেই জরুরি ছিল :

১. ইসলামবিরোধী পরাজিত শত্রুশক্তিকে একটি চুক্তির মাধ্যমে সম্মানজনকভাবে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। এভাবে তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে উদ্ধার করে বিরোধিতা থেকে বিরত রাখলে আর কোনো বাধা থাকে না।

২. গোটা আরবের সকল গোত্র ও মহলে বিনা বাধায় ইসলামের দাওয়াত জনগণের নিকট তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি করা।

আল্লাহ তাআলা হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ঐ দুটো প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করলেন। স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীযোগে রাসূল (স) ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাওয়ার হুকুম পেলেন। বাইতুল হারামের শেষ সীমার নিকট হুদাইবিয়া নামক স্থানে ১৪০০ সাহাবীসহ পৌঁছলেন। তখন যিলকদ মাস। গোটা আরবে হজ্জ ও ওমরার মাস হিসেবে রজব, যিলকদ, যিলহাজ্জ ও মহররম– এ চার মাস হারাম মাস বিধায় সবাই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে।

কুরাইশ নেতারা বিপাকে পড়ল। হারাম মাস বলে যুদ্ধ করা চলে না; কিন্তু বিনা বাধায় ওমরা করতে দিলে তাদের ইজ্জত থাকে না। তাই তারা হুদাইবিয়ায় রাসূল (স)-এর সাথে এমন একটি চুক্তিতে দস্তখত করল, যা উপরিউক্ত দুটো প্রয়োজন পূরণ করে। ২৬ পারার ৪৮ নং সূরার (সূরা ফাত্হ) আলোচনায় এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার সরাসরি হুকুমে যে সন্ধিটি হলো, তা বাহ্যিক দিক দিয়ে কুরাইশদের বিজয় মনে হলেও আসলে এটি যে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়েরই ভিত্তি ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল। যুদ্ধবিরতি চুক্তির কারণে বিনা বাধায় ইসলামী আন্দোলন চারদিকে এগিয়ে চলল। কুরাইশদের নেতৃত্বে আর মদীনায় আক্রমণ হবে না বলে রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বেড়ে যেতে লাগল দেখে অন্য সব মহলই আত্মসমর্পণ করল।

এ অবস্থায় একদিকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের পূর্ণ সুযোগ পাওয়া গেল, অপরদিকে ইসলামী জীবনবিধান বাস্তবে কায়েম করে আরববাসীকে এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো। এ দুটো দায়িত্ব পালনের জন্য ঐ সময় যেসব আইন-কানুন, বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ ও হেদায়াত দরকার ছিল তা এ সূরাটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দান করলেন। তখনকার পরিবেশকে সামনে রেখে সূরাটির অনুবাদ পড়লে সহজেই বোঝা যায়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিধান ও হেদায়াত। আগের কয়েকটি সূরায় এসব বিষয়ে যে বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে তার সাথে আরো বিস্তারিত বিধান এ সূরায় রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় হলো–

   ক. হজ্জ সফরের নিয়ম, কাবা যিয়ারতকারীদের বাধা না দেওয়া ও আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান দেখানোর নির্দেশ।

   খ. খানা-পিনার ব্যাপারে জাহেলী যুগের বাধা-বন্ধন দূর করে হালাল-হারামের সীমা ঠিক করা হয়।

   গ. আহলে কিতাবদের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার জন্য মুসলিমদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়।

   ঘ. আল্লাহর নামে শপথ করে তা ভঙ্গ করার কাফ্ফারা ঠিক করে দেওয়া হয় এবং সাক্ষ্য-আইনের কতক ধারা যোগ করা হয়।

২. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে আল্লাহর কিতাবকে সঠিকভাবে মেনে চলা, জনগণের মধ্যে ইনসাফ ও সুবিচার যথাযথভাবে কায়েম করা ও ক্ষমতার অপব্যবহার না করার জন্য মুসলিমজাতিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্বে আহলে কিতাবরা এসব ব্যাপারে যে অন্যায় করেছে, তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে ক্ষমতার নেশা বহু শাসকজাতিকে ধ্বংস করেছে, সে নেশা থেকে সাবধান করা হয়েছে।

৩. ইহুদী ও নাসারাদেরকে রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়ে তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য আবারও উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর (দীনের বাঁধন মেনে চল)।[১] তোমাদের জন্য চতুষ্পাদ গৃহপালিত পশু হালাল করা হলো,[২] ঐসব পশু বাদে, যা পরে পাঠ করে জানানো হবে। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল মনে করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যেমন ইচ্ছা তেমনই হুকুম করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর নামে দেওয়া কোনো আলামতের অসম্মান করো না।[৩] কোনো হারাম মাসকে হালাল করে নিও না। কুরবানীর পশুর উপর হাত তুলবে না। ঐসব পশুর উপরও হাত তুলবে না, যাদের গলায় আল্লাহর নামে দান করার চিহ্ন হিসেবে পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ঐসব লোককে বিরক্ত করো না, যারা তাদের রবের দয়া ও সন্তুষ্টির তালাশে সম্মানিত (কাবা) ঘরের দিকে যাচ্ছে।

১. অর্থাৎ, সেই সীমা ও নিয়মগুলো পালন কর, যা তোমাদের উপর হুকুম করা হয়েছে।

২. 'আনআ'ম' (গৃহপালিত চতুষ্পাদ পশু) শব্দটি আরবী ভাষায় উট, গরু, দুম্বা, ভেড়া ও ছাগলকে বোঝায়। আর 'বাহীমাত' শব্দটি সব রকমের চতুষ্পাদ জন্তুকে বোঝায়। 'গৃহপালিত ধরনের চতুষ্পাদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হলো'– এ কথার অর্থ হচ্ছে, সকল পশু যা গৃহপালিত তা সবই হালাল। অর্থাৎ, যেসব পশু কোনো প্রাণী খায় না, গাছ-গাছড়া খায় এবং আরবের গৃহপালিত চতুষ্পাদ জন্তুর সঙ্গে মিল খায় সেসবই হালাল। নবী করীম (স)-এর এক হুকুমে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যার দ্বারা তিনি ঐসব পশু ও পাখি হারাম বলে ঘোষণা করেছেন, যারা হিংস্র ও শিকারি এবং যারা অন্য প্রাণী মেরে খায় বা মরা পশু খায়।

৩. প্রতিটি জিনিস যা কোনো আদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তাধারা, কর্মপদ্ধতি বা কোনো জীবনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, তা তার 'শেআর' বা প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গণ্য হয়। কেননা, তা তার জন্য চিহ্ন বা

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

অবশ্য ইহরাম অবস্থা শেষ হয়ে গেলে তোমরা শিকার করতে পার। আর দেখ, একদল লোক, যারা তোমাদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, সে কারণে তোমাদের রাগ যেন তোমাদেরকে এতটা খেপিয়ে না দেয় যে, তোমরাও তাদের প্রতি সীমা লঙ্ঘন করে বস।[৪] নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সাথে সহযোগিতা কর। গুনাহের কাজ ও বাড়াবাড়ির কাজে একে অপরকে সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠোর।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ

৩. তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে– মৃত পশু, রক্ত, শূকরের গোশত, ঐসব পশু, যা আল্লাহর নাম ছাড়া আর কারো নামে যবেহ করা হয়েছে, যা গলা টিপে মারা হয়েছে, আঘাতের কারণে মরেছে, উপর থেকে পড়ে গিয়ে মরেছে, শিংয়ের গুঁতায় মরেছে ও হিংস্র জানোয়ার মেরে খেয়েছে।

নিদর্শনের কাজ করে। রাষ্ট্রীয় পতাকা, ফৌজ ও পুলিশ প্রভৃতির ইউনিফর্ম বা নির্দিষ্ট পোশাক, মুদ্রা, নোট ও স্ট্যাম্প ইত্যাদি সরকারের নিদর্শন বা প্রতীকচিহ্ন। গির্জা, বলিদানের স্থান, ক্রুশ খ্রিস্টান ধর্মের নিদর্শন। টিকি, পৈতা ও মন্দির ব্রাহ্মণ ধর্মের চিহ্ন। মাথার ঝুঁটি, হাতের বলয় ও কৃপাণ ইত্যাদি শিখ ধর্মের প্রতীকচিহ্ন। হাতুড়ি ও কাস্তে কমিউনিজমের নিদর্শন। এসব মত ও পথই নিজ নিজ অনুসারীদের কাছে নিজ নিজ নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান দেখানোর দাবি রাখে। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মতবাদ বা আদর্শের কোনো একটি প্রতীকচিহ্নের প্রতি অসম্মান দেখায় তবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে উক্ত আদর্শের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী এবং তার অসম্মান দেখানো শত্রুতারই লক্ষণ। আর যদি অসম্মানকারী নিজেই ঐ আদর্শের অনুসারীদের একজন হয়, তবে তার এই কাজের অর্থ হবে– সে তার আদর্শের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে এবং এখন সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। 'শাআ'য়িরাল্লাহ' বলতে সেসব প্রতীকচিহ্ন ও নিদর্শন বোঝায়, যা শিরক, কুফর ও নাস্তিকতার বিপরীতে খাঁটি আল্লাহভক্তি ও ঈমানের প্রতিনিধিত্ব করে।

৪. কাফিররা সে সময়ে মুসলমানদেরকে কাবা যিয়ারতে বাধা সৃষ্টি করে তাদের হজ্জ করা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। এ কারণে মুসলমানদের মনে এ খেয়াল দেখা দিল যে, যেসব কাফির গোত্রের হজ্জে যাওয়ার পথ মুসলিম এলাকার কাছ দিয়ে গিয়েছে তাদের হজ্জ করতে যাওয়ায় আমরাও বাধা দেবো এবং হজ্জের মৌসুমে তাদের কাফেলাসমূহের উপর হঠাৎ হামলা শুরু করে দেবো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে মুসলমানদেরকে এ খেয়াল থেকে বিরত করেন।

السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ

(হিংস্র জানোয়ারের ধরা পশু) জীবিত অবস্থায় যদি যবেহ করে থাক তবে হারাম নয়। আর (ঐ পশুও হারাম করা হয়েছে) যা কোনো আস্তানায়[৫] যবেহ করা হয়েছে। জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য জানাও জায়েয নয়। এসবই ফাসেকী কাজ।

আজ কাফিররা তোমাদের দীনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেছে। তাই তোমরা ওদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর।[৬] আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে আমি দীন হিসেবে দান করে সন্তুষ্ট হলাম।[৭] (তাই হালাল ও

৫. আসলে 'নুসুব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ– এমন সব জায়গা, যা গায়রুল্লাহর তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নযর-নিয়াযের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে– সেখানে কোনো পাথর বা কাঠের মূর্তি থাকুক বা না থাকুক। আমাদের ভাষায় এর কাছাকাছি অর্থে বলা হয় 'আস্তানা' বা 'মাযার', যা কোনো বুজুর্গ বা কোনো দেবতা কিংবা বিশেষ কোনো মুশরিকী বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। এ জাতীয় কোনো আস্তানায় যবেহ করা পশুও হারাম।

৬. 'আজ' বলতে এখানে কোনো বিশেষ দিন বা তারিখ বোঝাচ্ছে না; বরং এর অর্থ সেই যুগ বা কাল, যখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। আমাদের ভাষায়ও বর্তমান কাল বোঝাতে 'আজ' শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়। কাফিররা তোমাদের দীনের প্রতি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, তোমাদের দীন একটি স্থায়ী জীবনব্যবস্থার রূপ লাভ করেছে ও তা নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতায় বাস্তবে কায়েম হয়ে আছে। কাফিররা এ দীনকে মেটাতে পারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেছে। তারা এ সম্পর্কেও নিরাশ হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে আর আগের জাহিলিয়াতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় কর। অর্থাৎ, এ দীনের হুকুম ও এর আইন-উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে এখন কোনো কুফরী শক্তির প্রভুত্ব, আধিপত্য, বলপ্রয়োগ ও বাধার সম্ভাবনা আর নেই। এখন তোমাদের আল্লাহর প্রতি এই ভয় রাখা উচিত যে, তাঁর হুকুম পালনে এখন যদি তোমরা কোনো অবহেলা কর তবে তোমাদের কাছে তেমন কোনো ওযর থাকবে না, যার ভিত্তিতে তোমাদের প্রতি নরম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. দীনকে সম্পূর্ণ করে দেওয়ার অর্থ– দীনের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী চিন্তা ও জীবনবিধান এবং এমন এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করা, যার মধ্যে জীবনের সকল প্রশ্নের জবাব ও সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে এবং পথনির্দেশ ও আদেশ-উপদেশ লাভ করার জন্য কোনো অবস্থাতেই আর কোথাও হাত বাড়ানোর দরকার হবে না। নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেওয়ার অর্থ– হেদায়াত বা জীবনপথের ব্যবস্থাদানের কাজ সম্পূর্ণ করা। ইসলামকে একমাত্র দীন হিসেবে কবুল করে নেওয়ার অর্থ– তোমরা আমার আনুগত্য ও দাসত্ব করার যে স্বীকৃতি দিয়েছিলে– যেহেতু

غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

হারামের যে বিধি-নিষেধ আমি আরোপ করেছি তা মেনে চল)। তবে কেউ গুনাহের দিকে না ঝুঁকে (ভুখের কারণে) বাধ্য হয়ে যদি কিছু (হারাম জিনিস) খেয়ে ফেলে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল[৮] ও মেহেরবান।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

৪. (হে রাসূল!) লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে যে, তাদের জন্য কী কী জিনিস হালাল করে দেওয়া হয়েছে।[৯] বলে দিন, তোমাদের জন্য সব পবিত্র জিনিসই হালাল করা হয়েছে। আল্লাহর দেওয়া শিক্ষা অনুযায়ী তোমরা যেসব শিকারি প্রাণীকে শিকার করা শেখাও, ওরা যেসব শিকার তোমাদের জন্য ধরে রাখে তা তোমরা খেতে পার।[১০] তবে শিকারিকে আল্লাহর নাম নিয়ে ছাড়বে (আর শিকারকে জীবিত পেলে আল্লাহর নাম নিয়ে

তোমরা তোমাদের চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা তা খাঁটি, আন্তরিক ও অকপট স্বীকৃতি বলে প্রমাণ করেছ, সেহেতু আমি তাকে আমার মঞ্জুরি ও কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করেছি। এখন তোমাদেরকে আমি বাস্তবে এমন অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিয়েছি যে, আমার ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্যের শিকল তোমাদের গলায় আর নেই। তোমরা আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে যেমন মুসলিম হয়েছ, তেমনি বাস্তব জীবনেও আমার ছাড়া অন্য কারো অনুগত থাকতে বাধ্য বলে মনে করা উচিত নয়।

৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন : সূরা আল বাকারা, টীকা ৫২।

৯. প্রশ্নকারীরা চায় যে, তাদেরকে সকল হালাল জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ জানানো হোক, যেন তারা সেগুলো ছাড়া অন্যসব জিনিসকে হারাম গণ্য করতে পারে। কিন্তু এর উত্তরে কুরআন শুধু হারাম জিনিসের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে, সব পবিত্র জিনিসই হালাল। এভাবে পুরাতন ধর্মীয় ধারণা সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া হলো। প্রাচীন ধর্মীয় ধারণা এই ছিল যে, সবকিছু হারাম– শুধু সেই জিনিসগুলো ছাড়া, যেগুলোকে হালাল বলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে কুরআন এই নীতি ঠিক করে দিল যে, যেগুলো হারাম বলে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ছাড়া সবকিছুই হালাল। হালালের জন্য পাক-পবিত্র হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কোনো নাপাক ও অপবিত্র জিনিসকে যেন হালাল করার চেষ্টা না করা হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে, কোনো জিনিসের পাক-পবিত্র হওয়া কেমন করে জানা যাবে। তার উত্তর হচ্ছে– শরীআতের কোনো নীতির ভিত্তিতে যে বস্তুকে নাপাক স্থির করা হবে বা সুস্থ রুচিবোধ যেসব জিনিসের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে অথবা সুসভ্য শালীনতাবোধসম্পন্ন মানুষ যেসব জিনিসকে সাধারণত নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতাবোধের বিপরীত মনে করবে, সেগুলো ছাড়া সবকিছু পাক-পবিত্র বলে গণ্য করতে হবে।

১০. 'শিকারি জন্তু' বলতে বোঝায়– কুকুর, চিতাবাঘ, বাজ ও যেসব পশু-পাখি দ্বারা মানুষ শিকার করার কাজ করে থাকে তা সবই। শিক্ষা দেওয়া প্রাণীর বিশেষত্ব এই যে, তারা যা কিছু শিকার করে তারা তা মনিবের জন্য শুধু আহত করে বটে কিন্তু নিজেরা খায় না। নিজ মালিকের জন্য তারা মারে বা ধরে রাখে। এ কারণে অন্যান্য হিংস্র জন্তুর ধরা মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম, কিন্তু শিক্ষিত শিকারি জন্তুর শিকার হালাল।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

যবেহ করবে)।[১১] আল্লাহর আইন অমান্য করাকে ভয় কর। (জেনে রাখ) হিসাব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরি লাগে না।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۭ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۠ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۡ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۡ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৫. আজ তোমাদের জন্য সব পবিত্র জিনিস হালাল করে দেওয়া হলো। আহলে কিতাবদের খাবার জিনিস তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবার জিনিসও তাদের জন্য হালাল।[১২] ঈমানদার সতী নারী এবং আহলে কিতাবদের সতী নারী তোমাদের জন্য হালাল[১৩] তবে শর্ত এই যে, তোমাদেরকে মোহর আদায় করে বিয়ের মাধ্যমে তাদেরকে হেফাযতে রাখতে হবে। যৌন লালসা পূরণ বা গোপন প্রেম করা চলবে না। যে ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আর আখিরাতে সে দেউলিয়াদের মধ্যে শামিল হবে।

১১. অর্থাৎ, শিকারি জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে ছাড়। আলোচ্য আয়াত থেকে এ মাসয়ালাটি জানা গেল যে, শিকারি জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম নেওয়া জরুরি। এরপর শিকার যদি জীবন্ত অবস্থায় হস্তগত হয় তবে পুনরায় তাকে যবেহ করা চাই, আর যদি জীবন্ত না পাওয়া যায় তবে তা যবেহ ছাড়াই হালাল হবে। কেননা, শুরুতেই শিকারি জন্তু ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে। তীর দিয়ে শিকার করার বিধানও একই।

১২. আহলে কিতাবের খাদ্যে তাদের যবেহ করা জন্তুও শামিল রয়েছে। আমাদের জন্য তাদের ও তাদের জন্য আমাদের খাদ্য হালাল হওয়ার অর্থ এই যে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো বাধা-নিষেধ ও কোনো প্রকার ছুতমার্গের ব্যাপার নেই। আমরা তাদের সঙ্গে খেতে পারি ও তারা আমাদের সঙ্গে খেতে পারে। কিন্তু এই সাধারণ অনুমতি দেওয়ার পূর্বে এ কথা আবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তোমাদের জন্য পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করে দেওয়া হয়েছে।' এর থেকে জানা গেল, আহলে কিতাবগণ যদি পবিত্রতা সম্পর্কীয় সেই সকল নিয়ম-কানুন পালন না করে, যা শরীআতের দৃষ্টিতে জরুরি কিংবা তাদের খাদ্যে যদি হারাম জিনিস শামিল থাকে, তবে তা খাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা আল্লাহর নাম না নিয়ে কোনো জন্তু যবেহ করে বা তার উপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম নেয় তবে তা খাওয়া আমাদের জন্য জায়েয হবে না।

১৩. এখানে ইহুদী ও নাসারা বা খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে। কেবল তাদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তাদের 'মুহসিনা' অর্থাৎ পবিত্রা নারী হতে হবে। তাদের মধ্যে যারা অবাধে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করে তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আয়াতের শেষদিকে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইহুদী কিংবা খ্রিস্টান বিবির খাতিরে যেন 'ঈমান' নষ্ট করে ফেলা না হয়।

রুকূ' ২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৬. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠো তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নাও, তোমাদের মাথা মাসেহ কর ও গিরা পর্যন্ত পা ধুয়ে ফেল।[১৪] যদি নাপাক অবস্থায় থাক তাহলে গোসল করে পাক হও। যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ পেসাব-পায়খানা করে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর আর এ অবস্থায় যদি পানি না পাও তাহলে পাক-সাফ মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, (অর্থাৎ) মাটি হাতে মেখে মুখ ও হাত মাসেহ কর।[১৫] আল্লাহ তোমাদের জীবনে কঠোরতা চাপাতে চান না। তিনি তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে চান। আর তিনি তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৭. তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা মনে রেখ। তোমরা যখন বলেছিলে, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম' তখন আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে যে মযবুত ওয়াদা নিয়েছিলেন তা ভুলে যেয়ো না। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের (গোপন) কথাও জানেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ

৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহর খাতিরে সত্যের উপর কায়েম থাক

১৪. নবী করীম (স) এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তা থেকে জানা যায়, মুখমণ্ডল ধৌত করার মধ্যে কুলি ও নাক সাফ করাও শামিল আছে। এটা না করলে মুখমণ্ডল ধৌত করা সম্পূর্ণ হয় না। কান যেহেতু মাথারই একটা অংশ, সেহেতু মাথা মাসেহ করার মধ্যে কানের বাহির ও ভেতর দিক মাসেহ করাও শামিল। ওযূ শুরু করার পূর্বে হাত দুটি ধৌত করাও দরকার। কেননা, যে হাত দ্বারা ওযূ করা হয় সেই হাত প্রথমেই পাক করে নেওয়া দরকার।

১৫. সূরা নিসার ৪১ ও ৪৩ নং টীকা দেখুন।

بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

এবং ইনসাফের সাক্ষী হও। কোনো দলের দুশমনী যেন তোমাদেরকে এতটা খেপিয়ে না দেয় যে, তোমরা ইনসাফ থেকে ফিরে যাও। ইনসাফ কর। এটাই তাকওয়ার কাছাকাছি। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার পুরোপুরি খবর রাখেন।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

৯. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের কাছে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তাদের মাফ করা হবে এবং বিরাট পুরস্কার দেওয়া হবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

১০. আর যারা কুফরী করে ও আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় তারাই দোযখের বাসিন্দা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

১১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর ঐ মেহেরবানীর কথা মনে কর (যা অল্পদিন হয়) তোমাদের উপর করা হয়েছে। একটি দল যখন তোমাদের উপর হাত তুলতে চেয়েছিল, আল্লাহ তখন তাদের হাত তোমাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন।[১৬] আল্লাহকে ভয় করে চল। অবশ্য মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

রুকূ' ৩

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ

১২. আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের নিকট থেকে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে বারোজন নেতা[১৭] নিয়োগ করেছিলেন।

১৬. এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইহুদীদের একটি দল নবী করীম (স) ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়েছিল এবং গোপনে এই ষড়যন্ত্র করেছিল যে, হঠাৎ তাদেরকে আক্রমণ করে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেওয়া হবে। কিন্তু যথাসময়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে এ ষড়যন্ত্রের কথা রাসূলে করীম (স) জানতে পেরে ঐ দাওয়াতে তাঁরা যাননি।

১৭. 'নকীব'-এর অর্থ পরিদর্শক ও অনুসন্ধানকারী। বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতিটি গোত্রের জন্য একেকজন নকীব সেই গোত্রের লোকদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন সে নিজ গোত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে ও তাদেরকে বে-দীন ও অসৎ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑫

তাদেরকে আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথেই আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম রাখ, যাকাত দাও এবং আমার রাসূলদেরকে মানো ও তাদের সাহায্য কর আর আল্লাহকে করযে হাসানা দান কর তাহলে আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দেবো এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগানে দাখিল করব, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বহমান থাকবে। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা সঠিক পথ[১৮] হারিয়ে ফেলেছে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑬

১৩. তারপর তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণেই তাদেরকে আমার রহমত থেকে দূরে ফেলে দিয়েছি এবং তাদের দিল শক্ত করে দিয়েছি। এখন তাদের অবস্থা এই যে, তারা শব্দের ওলট-পালট করে কথাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়। তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল এর বড় অংশ তারা ভুলে গেছে। তাদের মধ্যে অল্প কিছু লোক ছাড়া সবাইকে সবসময়ই তুমি খিয়ানত করতে দেখতে পাবে। (এই যখন তাদের অবস্থা, তখন তাদের কাছ থেকে শয়তানী ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না।) সুতরাং ওদেরকে মাফ কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন, যারা ইহসানের পথে চলে।

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصٰرٰى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ

১৪. এমনিভাবে আমি তাদের কাছ থেকেও পাকা ওয়াদা নিয়েছিলাম, যারা বলেছিল, 'আমরা নাসারা (খ্রিস্টান)'। তাদেরকেও যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল এর বড় অংশ তারা ভুলে গেল। সবশেষে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য শত্রুতা ও হিংসা

১৮. 'সাওয়া-আসসাবীল'-এর অর্থ– গন্তব্যে পৌছানোর জন্য নির্দিষ্ট রাজপথ। তা হারিয়ে ফেলার অর্থ– সে রাজপথ হারিয়ে মানুষের পায়ে মাড়ানো অনিশ্চিত পথে বিভ্রান্ত হয়ে চলা।

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿১৪﴾

লাগিয়ে দিয়েছি। অবশ্যই একটি সময় আসবে, যখন আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেবেন যে, তারা দুনিয়ায় কী সব বানাচ্ছিল।

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿১৫﴾

১৫. হে আহলে কিতাব! আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছেন, আল্লাহর কিতাবের এসব বহু কথা তোমরা গোপন করতে, যা তিনি তোমাদের সামনে প্রকাশ করছেন। অবশ্য অনেক কথা তিনি বাদও দেন।[১৯] তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আলো এবং সুস্পষ্ট কিতাব এসে গেছে।

يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿১৬﴾

১৬. আল্লাহ এ কিতাবের মাধ্যমে ঐসব লোককে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টি তালাশ করে এবং তাঁর নিজের মর্জিতে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর তাদেরকে তিনি সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করেন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿১৭﴾

১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, মারইয়ামের পুত্র মাসীহ হলেন আল্লাহ। হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ যদি মারইয়ামের পুত্র মাসীহকে এবং তার মা ও সকল দুনিয়াবাসীকে ধ্বংস করে দিতে চান তাহলে তাঁকে বিরত রাখার ক্ষমতা কার আছে? আল্লাহ তো জমিন ও আসমান এবং এ দুয়ের মাঝখানে যত জিনিস আছে সবকিছুরই মালিক। তিনি যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন।[২০] আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপরই ক্ষমতা রাখেন।

১৯. অর্থাৎ, তোমাদের সেইসব চুরি ও খিয়ানত, যেগুলো প্রকাশ করে দেওয়া সত্য দীন কায়েম করার জন্য জরুরি, সেগুলো তিনি প্রকাশ করে দেন। আর যেগুলো প্রকাশ করা দরকার নয়, সেগুলো ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না ও তার জন্য পাকড়াও করেন না।

২০. অর্থাৎ, মাসীহ (আ) শুধু বিনা বাপে সৃষ্টি হওয়ার কারণে তোমরা তাকে খোদা বানিয়ে নিয়েছ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাহকে অসাধারণভাবে সৃষ্টি করলেই সে খোদা হয়ে যায় না।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

১৮. ইহুদী ও নাসারারা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়। হে রাসূল! ওদের জিজ্ঞেস করুন, তাহলে তিনি তোমাদের গুনাহের জন্য শাস্তি দেন কেন? আসলে তোমরাও তেমনি মানুষ, যেমন আরও মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করেন, আর যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহই আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এর মালিক। সবাইকে তাঁরই কাছে যেতে হবে।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

১৯. হে আহলে কিতাব! আমার এ রাসূল এমন এক সময়ে তোমাদের কাছে এসেছেন এবং দীনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা তোমাদেরকে দিচ্ছেন, যখন অনেক দিন রাসূল আসা বন্ধ ছিল, যাতে তোমরা এ কথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসেনি। এখন দেখ, তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।[২১]

রুকূ' ৪

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

২০. মনে করে দেখ, যখন মূসা তাঁর কাওমকে বলেছিলেন, হে আমার কাওম, আল্লাহর ঐ নিয়ামতের কথা খেয়াল কর, যা তিনি তোমাদের দিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের মধ্যে নবী পয়দা করেছেন এবং তোমাদেরকে শাসক বানিয়েছেন। আর তোমাদেরকে ঐসব কিছু দিয়েছিলেন, যা দুনিয়ার আর কাউকে দেননি।

২১. অর্থাৎ, যদি তোমরা এই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর কথা না মান তবে মনে রেখ, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করলে বিনা বাধায় যেকোনো শাস্তি তোমাদেরকে দিতে পারেন।

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ۝٢١

২১. হে আমার কাওম! তোমরা এ পবিত্র ভূমিতে দাখিল হও, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন।[২২] পেছনে হটবে না, তাহলে তোমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসবে।

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۝٢٢

২২. তারা বলল, হে মূসা! সেখানে তো দুর্দান্ত কাওম থাকে। ওরা সেখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কিছুতেই দাখিল হব না। হ্যাঁ, যদি ওরা সেখান থেকে বের হয়ে যায় তাহলে আমরা দাখিল হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٢٣

২৩. যারা ভয় পেয়েছিল তাদের মধ্যে দুজন এমন লোকও ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছিলেন।[২৩] তারা বলল, ঐ দুর্দান্তদের সাথে মুকাবিলা করেই তোমরা দরজার ভেতরে ঢুকে পড়। যখন তোমরা এর ভেতরে ঢুকে যাবে তখন তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ যদি তোমরা মুমিন হও।

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ۝٢٤

২৪. কিন্তু তারা আবার ঐ কথাই বলল, হে মূসা! ওরা যতক্ষণ সেখানে আছে আমরা কখনো ঢুকবো না। তুমি ও তোমার রব যাও এবং তোমরা দুজনেই লড়াই কর। আমরা এখানেই বসে গেলাম।

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ

২৫. তখন মূসা বললেন, হে আমার রব! আমার নিজের ও আমার ভাইয়ের উপর ছাড়া

২২. এখানে ফিলিস্তিনের সরেজমিনকে বোঝানো হচ্ছে। সে সময় ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা চরম মুশরিক ও বদকার ছিল। বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে এলে আল্লাহ তাআলা এ এলাকাটি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেন ও তাদেরকে তা জয় করার জন্য হুকুম দেন।

২৩. এই দুই বুযুর্গের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত ইউশা বিন নূন। হযরত মূসা (আ)-এর পর তিনি তাঁর খলীফা হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত কালেব। তিনি হযরত ইউশার ডানহাত ছিলেন। চল্লিশ বছর যাবৎ বিভ্রান্ত হয়ে চলার পর যখন বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে ঢুকল তখন হযরত মূসা (আ)-এর সাথীদের মধ্যে শুধু এ দুই বুযুর্গই জীবিত ছিলেন।

فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

আর কারো উপর আমার ইখতিয়ার নেই। তাই আমাদেরকে এই ফাসিক কাওম থেকে আলাদা করে দিন।

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

২৬. এর জবাবে আল্লাহ বললেন, আচ্ছা বেশ, তাহলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য ঐ দেশ নিষিদ্ধ করা হলো। এরা এখন পৃথিবীতে পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়াক। এ নাফরমানদের জন্য আপনি আফসোস করবেন না।[২৪]

রুকূ' ৫

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۖ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

২৭. তাদেরকে আদমের দুই ছেলের কাহিনীটি সঠিকভাবে শুনিয়ে দিন। যখন দুজনে কুরবানী করল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো, অপরজনেরটি কবুল হলো না। সে বলল, আমি তোমাকে মেরে ফেলব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকীদেরই কুরবানী কবুল করেন।

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৮. যদি তুমি আমাকে মারার জন্য আমার উপর হাত তোল, (তবুও) আমি তোমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত তুলব না।[২৫] আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি।

إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْٓأَ بِإِثْمِيْ وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝

২৯. আমি চাই, আমার ও তোমার গুনাহ তুমিই নিয়ে নাও এবং দোযখবাসী হয়েই থাক। যালিমদের যুলুমের এটাই উপযুক্ত বদলা।

২৪. এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে– বনী ইসরাঈলকে জানিয়ে দেওয়া যে, মূসা (আ)-এর যামানায় নাফরমানি ও ভীরুতা প্রদর্শন করার ফলে তোমরা যে শাস্তি ভোগ করেছিলে তার থেকে অনেক বেশি শাস্তি তোমরা পাবে, যদি তোমরা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে না মানো।

২৫. এর অর্থ এই নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি নিহত হওয়ার জন্য তোমার সামনে বসে পড়ে নিজেকে তোমার হাতে তুলে দেব; বরং এর অর্থ হচ্ছে, তুমি আমাকে মারার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হলেও আমি তোমাকে মারার চেষ্টা করব না।

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৩০. অবশেষে তার নাফস তার ভাইয়ের হত্যাকে তার জন্য আসান করে দিলো এবং সে তাকে মেরে ফেলল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۚ قَالَ يٰوَيْلَتٰۤى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۝

৩১. তারপর আল্লাহ একটা কাক পাঠিয়ে দিলেন। সে মাটি খুঁড়তে লাগল এবং তার ভাইয়ের লাশ কীভাবে লুকাবে তা দেখিয়ে দিলো। এটা দেখে সে বলল : আমার জন্য আফসোস, আমি এ কাকটির মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে ফেলতে পারতাম। এরপর সে অনুতাপ করতে লাগল।[২৬]

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝

৩২. এ কারণেই আমি বনী ইসরাইলদের প্রতি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম, যে কোনো মানুষকে খুনের বদলে বা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যে কারো জীবন রক্ষা করল, সে যেন সকল মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দিলো। (কিন্তু তাদের অবস্থা এই) আমার রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে এলেন, এরপরও তাদের বেশির ভাগ লোকই পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করল।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْۤا اَوْ يُصَلَّبُوْۤا

৩৩. যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করে[২৭] তাদের শাস্তি হলো– তাদেরকে

২৬. এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, ইহুদীরা নবী করীম (স) ও তাঁর সাহাবীদেরকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেজন্য তাদেরকে মন্দ বলা। উভয় ঘটনার মধ্যে মিল সুস্পষ্ট। ইহুদীরা হিংসা-বিদ্বেষের কারণে নবী করীম (স)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং আদম (আ)-এর এক পুত্রও হিংসার দরুনই নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল।

২৭. এখানে 'জমিন'-এর অর্থ– সেই দেশ বা সেই এলাকা, যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েমের দায়িত্ব নিয়েছে। আর আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ– ইসলামী শাসন দেশে যে জীবনব্যবস্থা কায়েম করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইসলামী ফিকহবিদদের মতে, এর দ্বারা সেইসব লোকদের বোঝানো হচ্ছে, যারা অস্ত্রসজ্জিত ও দলবদ্ধ হয়ে খুন, ডাকাতি ও ধ্বংসাত্মক কাজ করে।

أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

হত্যা করা হবে, অথবা তাদেরকে শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। এটা তো হলো তাদের জন্য দুনিয়ার অপমান। আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাশাস্তি।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৩৪. তবে তোমাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই যারা তাওবা করে (তাদের কথা আলাদা)। তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[২৮]

রুকূ' ৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৩৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় করে চল, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় তালাশ কর[২৯] এবং তাঁর পথে জিহাদ কর। হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৩৬. জেনে রাখ, যারা কুফরীর পথে চলেছে, যদি তাদের হাতে সারা পৃথিবীর ধন-দৌলতও থাকে এবং এ সঙ্গে এর সমান পরিমাণ আরও থাকে, আর তারা এসব কিছু বদলা হিসেবে দিয়ে কিয়ামতের দিনের আযাব থেকে বাঁচতে চায়, তবু তা তাদের নিকট থেকে কবুল করা হবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

২৮. অর্থাৎ, যদি তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে থাকে এবং সৎ সমাজ ও জীবনব্যবস্থাকে উৎখাত করার চেষ্টা ত্যাগ করে থাকে এবং তাদের পরবর্তী কার্যধারা যদি প্রমাণ করে যে, তারা শান্তিপ্রিয় ও আইনানুগ হয়েছে তাদের আগের অপরাধের খোঁজ পাওয়া গেলেও উপরে বর্ণিত কোনো শাস্তিই তাদের দেওয়া হবে না। অবশ্য মানুষের কোনো অধিকার নষ্ট করে থাকলে তার দায়িত্ব থেকে তারা রেহাই পাবে না। যেমন– যদি কোনো লোককে হত্যা করে থাকে, কারো ধন-সম্পদ দখল করে থাকে কিংবা মানুষের জান-মালের বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে সে অপরাধের বিচারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে। কিন্তু ইতঃপূর্বে বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং আল্লাহ-রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কোনো মোকদ্দমা দায়ের করা হবে না।

২৯. অর্থাৎ, এমন প্রতিটি উপায়, মাধ্যম এবং পথ তালাশ কর, যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সন্তোষ লাভ করতে পার।

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

৩৭. তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে যেতে চাইবে; কিন্তু তারা তা থেকে বের হতে পারবে না। তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৩৮. চোর পুরুষ হোক আর নারী হোক, তাদের উভয়েরই হাত কেটে দাও।[৩০] এটা তাদের কামাইয়ের বদলা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আদর্শ শাস্তি। আল্লাহ মহাশক্তিশালী এবং পরম জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৩৯. অতঃপর যে যুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজকে সংশোধন করে নেয় নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।[৩১] আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪০. তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহই আসমান ও জমিনের রাজত্বের মালিক? যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা মাফ করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

৩০. উভয় হাত নয়; বরং একটি হাত। প্রথম চুরির অপরাধে ডান হাত কাটা হবে। 'চুরি' অর্থ অন্যের মাল তার হেফাযত থেকে বের করে নিয়ে নিজের কব্জায় আনা। একটি ঢালের মূল্য থেকে কম মূল্যের জিনিস চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না। নবী করীম (স)-এর যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। সেকালে দিরহামে তিন মাশা ১ $\frac{১}{৫}$ রতি রুপা থাকত। অনেক জিনিস এমন আছে, যার চুরিতে হাত কাটার শাস্তি দেওয়া যাবে না। যেমন– ফল, তরকারি, খাওয়ার জিনিস, সামান্য ও তুচ্ছ জিনিস, পাখি বা বায়তুল মাল হতে চুরি। এসব চুরিতে হাত না কাটা যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, এসব চুরি একেবারেই মাফ। এর জন্য অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে।

৩১. এর অর্থ এই নয় যে, এরূপ চোরের হাত কাটা যাবে না; বরং এর অর্থ হচ্ছে– হাতকাটার পর যে ব্যক্তি তাওবা করবে ও নিজের নাফসকে চুরির কলুষ থেকে পবিত্র করে আল্লাহর সৎ বান্দাহ হয়ে যাবে, সে আল্লাহর গযব থেকে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহ তাআলা তার থেকে সে কলঙ্কচিহ্ন মুছে দেবেন। কিন্তু কোনো লোক যদি তার হাত কাটা যাওয়ার পরও নিজেকে কু-ইচ্ছা থেকে পাক না করে এবং যে জন্য তার হাত কাটা গিয়েছে সেই জঘন্য ইচ্ছাপ্রবণতাকে নিজের মধ্যে লালন করে তবে তার অর্থ হচ্ছে তার দেহ থেকে তার হাত তো আলাদা হয়েছে; কিন্তু তার নাফসের মধ্যে 'চুরি' যথারীতি বর্তমান আছে। সেজন্য সে হাত কাটা যাওয়ার পূর্বে যেরূপ আল্লাহর গযবের পাত্র ছিল, হাত কাটা যাওয়ার পরও সে একইরূপ গযবের পাত্র হয়ে রয়েছে। এ জন্যই কুরআন মাজীদ চোরকে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়ার ও নিজেকে সংশোধন করার জন্য উপদেশ দেয়। কারণ, নাফসের পবিত্রতা আদালতী শক্তির দ্বারা হাসিল হয় না। এ পবিত্রতা লাভ করা যায় শুধু তাওবা বা আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মাধ্যমে।

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

৪১. হে রাসূল! যারা কুফরীর পথে খুব এগিয়ে চলেছে তাদের মধ্যে যারা মুখে বলে ঈমান এনেছি কিন্তু তাদের দিল ঈমান আনেনি এবং যারা ইহুদী, তারা যেন আপনার জন্য বেদনাবোধ করার কারণ না হয়। ইহুদীদের অবস্থা এই যে, তারা মিথ্যার জন্য কান পেতে থাকে এবং অন্য যেসব লোক আপনার কাছে আসেনি তাদের (কাছে আপনার বিরুদ্ধে কথা লাগানোর) জন্য কিছু শুনে বেড়ায়। (আল্লাহর কিতাবের) শব্দগুলোকে সঠিক হালে থাকা সত্ত্বেও আসল অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়। আর জনগণকে বলে যে, যদি তোমাদেরকে অমুক হুকুম দেয় তাহলে মেনে নাও, তা না হলে মানবে না।[৩২] যাকে আল্লাহই ফিতনার মধ্যে ফেলার ইচ্ছা করেছেন, তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর জন্য আপনি কিছুই করতে পারেন না।[৩৩] এরাই ঐসব লোক, যাদের দিলকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি। তাদের জন্য দুনিয়াতে অপমান আর আখিরাতে কঠিন আযাব রয়েছে।

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ

৪২. এরা মিথ্যা কথা শুনে, আর হারাম মাল খায়। (হে রাসূল!) যদি তারা আপনার কাছে (তাদের মুকদ্দমা নিয়ে) আসে তাহলে

৩২. অর্থাৎ, অজ্ঞ জনসাধারণকে তারা বলে, 'আমরা তোমাদেরকে যে হুকুম দিচ্ছি মুহাম্মদ যদি সে হুকুম দেয় তবে তা মানো। তা না হলে মেনে নিও না।'

৩৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে ফিতনায় নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে- কোনো লোকের মধ্যে যখন আল্লাহ তাআলা খারাপ মনোভাব লালিত-পালিত হতে দেখেন তখন তিনি তার সামনে একের পর এক এমন সুযোগ করে দেন, যার ফলে সে কঠিন পরীক্ষায় পড়ে যায়। যদি সে তখনও মন্দের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে না থাকে, তবে ঐ পরীক্ষা দ্বারা সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মধ্যে পাপ ও মন্দের মুকাবিলা করার জন্য যেটুকু শক্তি আছে তা জেগে ওঠে ও বেড়ে যায়। কিন্তু যদি সে মন্দের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে গিয়ে থাকে এবং তার মনের নেকীভাব তার মন্দভাবের কাছে ভেতরে ভেতরে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এরূপ প্রতিটি পরীক্ষার বেলায় সে আরও বেশি পাপ ও মন্দের জালে জড়িত হয়ে পড়তে থাকে। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সেই 'ফিতনা', যার থেকে কোনো মন্দ মানুষকে উদ্ধার করা তার কোনো হিতাকাঙ্ক্ষীর পক্ষেও সম্ভব হয় না।

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

(আপনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হলো) ইচ্ছা হলে তাদের মধ্যে বিচার করে ফায়সালা করে দিন অথবা বিচার করতে অস্বীকার করুন। অস্বীকার করলে ওরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি বিচার-ফায়সালা করেন তাহলে ঠিক ইনসাফের সাথে করুন। আল্লাহ ইনসাফকারীকে পছন্দ করেন।[৩৪]

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এরা কেমন করে আপনাকে বিচারক বানায়, অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহর হুকুম লেখা আছে। তারপরও ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আসল কথা হলো এরা মুমিনই নয়।

রুকূ' ৭

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আমি তাওরাত নাযিল করেছি, যার মধ্যে হেদায়াত ও আলো ছিল। নবীগণ যারা আল্লাহর অনুগত ছিলেন (ঐ হেদায়াত) অনুযায়ী তারা ইহুদীদের ব্যাপারে ফায়সালা করতেন। ইহুদী ওলামা ও ফকীহগণও[৩৫] (তা-ই করতেন)। কেননা তাদের উপর আল্লাহর কিতাবের হেফাযত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর তারাই এর সাক্ষী ছিল। তাই (হে ইহুদী সমাজ!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহকে কম দামে বিক্রি করো না। যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না তারা কাফির।

৩৪. সে সময় পর্যন্ত ইহুদীরা ইসলামী রাষ্ট্রের যথারীতি নাগরিক হয়নি; ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের চুক্তিভিত্তিক সম্বন্ধ ছিল। সেজন্য নবী করীম (স)-এর আদালতে আসা তাদের জন্য জরুরি ছিল না। কিন্তু যেসব ব্যাপারে তারা তাদের নিজেদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা করতে না চাইত, সেসব বিষয়ে তারা এই আশা নিয়ে নবী করীম (স)-এর কাছে ফায়সালা করানোর জন্য আসত যে, হয়তো ইসলামী শরীআতে সেসব ব্যাপারে এমন বিধান থাকতে পারে, যা তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইনের চেয়ে কম কঠোর।

৩৫. 'রাব্বানী' অর্থ– আলেমগণ। 'আহবার' অর্থ– ফকীহগণ।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. তাওরাতে আমি ইহুদীদের উপর এ হুকুম দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত ও সবরকমের জখমের বদলে অনুরূপ জখম (বৈধ)। তবে যদি কেউ মাফ করে দেয় তাহলে তা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা যালিম।

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তারপর আমি ঐ নবীদের পরে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাঠিয়েছি। তাওরাত থেকে যা কিছু তার সামনে মওজুদ ছিল, তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন। আর আমি তাকে ইনজীল দিয়েছিলাম, যার মধ্যে হেদায়াত ও আলো ছিল। তা-ও তাওরাতের মধ্য থেকে তখন যা মওজুদ ছিল এর সত্যতা প্রমাণ করেছিল এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও নসীহত ছিল।

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. (আমার নির্দেশ ছিল যে) যারা ইনজীলকে মানে, তারা যেন আল্লাহ এতে যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ীই বিচার-ফায়সালা করে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা ফাসিক।[৩৬]

৩৬. যারা আল্লাহ তাআলার নাযিল করা আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না এখানে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য তিনটি ফায়সালা দিয়েছেন : ১. তারা কাফির, ২. তারা যালিম এবং ৩. তারা ফাসিক। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভুল এবং নিজের বা অন্য কারো হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ ফায়সালা করে, সে পরিপূর্ণ কাফির, যালিম ও ফাসিক। আর যে আল্লাহর হুকুমকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু বাস্তবে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ ফায়সালা করে, সে যদিও ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যায় না, কিন্তু নিজের ঈমানকে 'কুফর', 'যুলুম' ও 'ফিসক'-এর সঙ্গে শরীক করে। তেমনিভাবে যে সকল ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত পথে চলে সে সকল ব্যাপারেই কাফির, যালিম ও ফাসিক। আর যে ব্যক্তি কোনো কোনো ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত ও কোনো কোনো ব্যাপারে বিপথগামী, তার ঈমান ও ইসলামে 'কুফর', 'যুলুম' ও 'ফিসক'-এর ভেজাল ঠিক সে অনুপাতেই থাকে, যে অনুপাতে সে অনুগত ও বিপথগামী হয়।

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ

৪৮. (হে রাসূল!) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে। আর আল কিতাব থেকে যা কিছু এর সামনে মওজুদ রয়েছে তার সত্যতা প্রমাণ করে[৩৭] এবং এর হেফাযত করে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে (আইন) অনুযায়ী (জনগণের) মধ্যে বিচার-ফায়সালা করুন। আর যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীআত ও কাজের তরীকা ঠিক করে দিয়েছি। যদিও আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু (তিনি তা করেননি) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন। কাজেই তোমরা নেক কাজে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের (ঐসব বিষয়ে আসল সত্য) জানিয়ে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছিলে।

৩৭. এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও কথাটি এভাবেও বলা যেত– 'পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্য থেকে যা কিছু আসল ও সঠিক অবস্থায় বাকি আছে, কুরআন তার সত্যতা স্বীকার করে।' কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখানে 'পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ'-এর স্থলে 'আল কিতাব' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা এ তত্ত্ব জানতে পারা যায় যে, কুরআন এবং ঐসব কিতাব, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তা সবই আসলে একই কিতাব। এগুলোর রচনাকারীও একই, তাদের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যও একই, তাদের শিক্ষাও একই এবং সে জ্ঞানও একই, যা সেই গ্রন্থাবলির মাধ্যমে মানবজাতিকে দেওয়া হয়েছে। পার্থক্য কিছু থাকলে তা মাত্র ভাষা এবং ভঙ্গির। একই উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য রেখে একই কথা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কুরআনকে আল কিতাবের 'মুহাইমিন' ও 'মুহাফিয' তথা 'নেগাহবান' ও 'সংরক্ষক' বলার অর্থ হচ্ছে– সকল সত্য-সঠিক শিক্ষা, যা অতীতের সব আসমানি কিতাবে দেওয়া হয়েছিল, সে সবই কুরআন নিজের মধ্যে গ্রহণ করে হেফাযত করে দিয়েছে। ঐসব শিক্ষার কোনো অংশই এখন আর বিনষ্ট হতে পারবে না।

৪৯. (হে রাসূল!) আল্লাহর নাযিল করা বিধান মোতাবেক আপনি জনগণের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করুন। তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আপনি সাবধান থাকুন, যাতে তারা আপনাকে ফিতনায় ফেলে ঐ হেদায়াতের কোনো অংশ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে, যা আল্লাহ আপনার উপর নাযিল করেছেন। আর যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখুন, আল্লাহ তাদের কতক গুনাহের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়ার ফায়সালা করেই ফেলেছেন। আসলে মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. (যদি তারা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরায়) তাহলে কি তারা আবার জাহিলিয়াতের[৩৮] বিচার-ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর উপর ইয়াকীন রাখে, তাদের কাছে আল্লাহ থেকে কে বেশি ভালো ফায়সালাকারী হতে পারে?

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

রুকূ' ৮

৫১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। এরা আপসে একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু বানায়, সে তাদের মধ্যেই গণ্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম কাওমকে হেদায়াত করেন না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

৩৮. 'জাহিলিয়াত' শব্দটি 'ইসলাম' শব্দের বিপরীত অর্থেই ব্যবহার করা হয়। ইসলামের পথ হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানের পথ। ঐ আল্লাহই এ পথ দেখিয়েছেন, যিনি সব গভীর তত্ত্ব ও মৌলিক তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। আর ইসলাম থেকে ভিন্ন যেকোনো পথই হলো জাহিলিয়াতের পথ। আরবের ইসলামপূর্ব যুগকে এ অর্থে জাহিলিয়াতের যুগ বলা হয়েছে যে, সে সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া নিছক ভিত্তিহীন অলীক অনুমান, কল্পনা, ধারণা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের জীবনপদ্ধতি রচনা করেছিল। এ ধরনের নিয়ম যেখানে, যে যুগেই অবলম্বন করা হোক না কেন, তাকে জাহিলিয়াতেরই তরীকা বলতে হবে।

৫২. তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, যাদের দিলে মুনাফেকীর রোগ আছে, তারা ওদের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে। তারা বলে, আমাদের ভয় হয়, আমরা কোনো বিপদের ফেরে পড়ে না যাই। হয়তো আল্লাহ যখন তোমাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় দেবেন অথবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু প্রকাশ করবেন (যা বিজয়ের ইঙ্গিত দেয়) তখন তারা তাদের ঐ মুনাফিকীর জন্য আফসোস করবে, যা তারা দিলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর তখন যারা ঈমানদার তারা বলবে, এরা কি ঐসব লোকই, যারা আল্লাহর নাম নিয়ে কড়া কড়া কসম খেয়ে বিশ্বাস জন্মাত যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে? তাদের সব আমল নষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার নিজের দীন থেকে ফিরে যায়, আল্লাহ আরও অনেক এমন লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালো বাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালো বাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে,[৩৯] আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৩৯. মুমিনের প্রতি 'নরম' হওয়ার অর্থ– যারা ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে সে কখনও নিজ শক্তি প্রয়োগ করবে না। তার বুদ্ধি, প্রতিভা, সতর্কতা, বিচক্ষণতা, যোগ্যতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন, দৈহিক বল– কোনো কিছুই সে মুসলমানদের দমন করা ও তাদের অনিষ্ট সাধনে নিয়োগ করবে না। মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে তাকে সব সময় বিনয়ী, দয়ালু, সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যশীল মানুষরূপে পাবে। 'কাফিরদের প্রতি কঠোর'-এর অর্থ– একজন মুমিন নিজ ঈমানের মযবুতি, দীনদারির আন্তরিকতা, আদর্শ ও নীতির দৃঢ়তা, চরিত্রশক্তি ও ঈমানী দূরদর্শিতার কারণে ইসলামের বিরোধীদের মুকাবিলায় বিশাল পাথরের ন্যায় ভারী, মযবুত ও দৃঢ় হবে– যাকে কোনোভাবেই নিজের জায়গা থেকে সরানো যাবে না। কাফিররা কখনও তাকে মোমের পুতুল বা 'নরম খাদ্য' হিসেবে পাবে না। যখনই কাফিরদের সঙ্গে তার কোনো সংঘর্ষ ঘটবে তখন তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, আল্লাহর এ বান্দাহ মরতে রাজি হতে পারে; কিন্তু কোনো মূল্যেই তাকে কেনা যেতে পারে না এবং কোনো চাপেই তাকে নত করা যায় না।

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾

কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহর দয়া, যা তিনি যাকে চান তাকেই দান করেন। আল্লাহ বিপুল উপকরণের মালিক এবং সবকিছুই জানেন।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তোমাদের সত্যিকার বন্ধু একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঐসব মুমিন, যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে ও আল্লাহর সামনে নত হয়।

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের বন্ধু বানায় তার জানা উচিত, আল্লাহর দলই জয়ী হবে।

রুকূ' ৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও খেলার জিনিস বানিয়ে নিয়েছে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে আল্লাহকে ভয় করে চল।

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. যখন তোমরা নামাযের জন্য ডাক (আযান দাও), তখন ওরা এটাকে ঠাট্টা ও খেলার বিষয় বানায়।[৪০] এটা এ কারণে যে, এরা এমন এক কাওম, যাদের আকল নেই।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা কি এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে আমাদের সাথে দুশমনি করছ যে, আমরা আল্লাহর প্রতি (ঐ দীনের প্রতি), যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে এবং যা আমাদের পূর্বেও নাযিল হয়েছিল, তার উপর ঈমান এনেছি? আসলে তোমাদের বেশির ভাগ লোকই ফাসিক।

৪০. অর্থাৎ, 'আযান'-এর শব্দ শুনে হাসি-তামাশা আর নকল করে। আযানের শব্দ পরিবর্তিত ও বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে, ব্যঙ্গ করে ও নানারকম কৌতুকপূর্ণ আওয়াজ করে।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ ۚ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

৬০. (তাদেরকে) আরও বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তাদের খবর বলব, যাদের পরিণাম আল্লাহর নিকট ফাসিকদের চেয়েও বেশি খারাপ রয়েছে? তারা ঐসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ লা'নত করেছেন, যাদের উপর আল্লাহর গযব পড়েছে, যাদের মধ্য থেকে বানর ও শূকর বানানো হয়েছে এবং যারা তাগূতের দাসত্ব করেছে। এদের অবস্থা আরও খারাপ এবং এরা সরল-সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

৬১. যখন এরা তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ কুফরী নিয়েই তারা এসেছিল এবং কুফরী নিয়েই বের হয়ে গেল। তাদের দিলে যা কিছু গোপন করে রেখেছে তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. তোমরা দেখছ যে, তাদের অনেকেই গুনাহ্, যুলুম ও বাড়াবাড়ির কাজে খুব তৎপর এবং হারাম মাল খায়। এরা যা কিছু করছে তা বড়ই মন্দ।

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. তাদের আলেম ও পীরগণ কেন তাদেরকে গুনাহ করা ও হারাম মাল খাওয়া থেকে নিষেধ করে না? এরা যা কিছু তৈয়ার করছে তা বড়ই খারাপ।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا

৬৪. ইহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে।'[৪১] (আসলে) তাদেরই হাত বাঁধা রয়েছে।[৪২] আর এরা যে প্রলাপ বকছে সে জন্য তাদের উপর লা'নত পড়েছে। বরং আল্লাহর হাত তো বড়ই খোলা, যেভাবে চান তিনি খরচ করেন। (হে রাসূল! আসল কথা

৪১. আরবী বাগধারা অনুযায়ী কারো হাত বদ্ধ হওয়ার অর্থ– সে কৃপণ, দান-খয়রাত করা থেকে তার হাত বিরত।

৪২. অর্থাৎ, তারা নিজেরা কৃপণতার দোষে দোষী। নিজেদের কৃপণতা, ক্ষুদ্রমনা ও ছোটলোকি মনের জন্য তারা দুনিয়ার মানুষের কাছে উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

হলো) আপনার রবের কাছ থেকে আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে তা ওদের অনেকের বিদ্রোহ ও কুফরী বাড়িয়ে দেওয়ার কারণ হয়ে গেছে। ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত দুশমনী ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি। যখনই এরা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় তখনই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। এরা জমিনে ফাসাদ ছড়ায়। আল্লাহ ফাসাদী লোকদের পছন্দ করেন না।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

৬৫. হায়! যদি (বিদ্রোহ না করে) আহলে কিতাবরা ঈমান আনত ও তাকওয়ার পথে চলত তাহলে আমি অবশ্যই তাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দিতাম এবং নিয়ামতভরা বেহেশতে দাখিল করতাম।

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝

৬৬. হায়! তারা যদি তাওরাত ও ইনজীল এবং আরও যা কিছু তাদের রবের কাছ থেকে তাদের উপর নাযিল করা হয়েছিল তা কায়েম করত, তাহলে তারা উপর থেকেও রিযক পেত এবং নিচে থেকেও। অবশ্য তাদের মধ্যে কতক লোক সঠিক পথেই আছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই যা করে তা বড়ই মন্দ।

রুকূ' ১০

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

৬৭. হে রাসূল! যা কিছু আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌছে দিন। যদি তা না করেন তাহলে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের ক্ষতি থেকে বাঁচাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে (আপনার বিরুদ্ধে) সফলতার পথ দেখাবেন না।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٦٨

৬৮. আপনি পরিষ্কার বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের রবের নিকট থেকে আরও যা কিছু তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা কায়েম না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তিই নেই। আপনার রবের কাছ থেকে আপনার উপর যা নাযিল হয়েছে তা তাদের অনেকের বিদ্রোহ ও কুফরী বাড়িয়েই দেবে। কাজেই কাফির কাওমের জন্য আফসোস করবেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝٦٩

৬৯. (জেনে রাখ, আল্লাহর নিকট কারো একচেটিয়া বন্দোবস্ত নেই) মুসলিম হোক আর ইহুদী হোক, আর সাবেয়ী হোক আর নাসারা হোক– যে-ই আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, তাদের জন্য অবশ্যই কোনো ভয় নেই। আর তারা দুঃখিতও হবে না।[৪৩]

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ۭ كُلَّمَا جَاۤءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۝٧٠

৭০. আমি বনী ইসরাঈল থেকে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলাম এবং তাদের নিকট অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু যখন কোনো রাসূল তাদের নাফসের চাহিদার বিপরীত কোনো বিষয় নিয়ে এসেছেন তখন তারা কাউকে অস্বীকার করেছে আর কাউকে হত্যা করেছে।

وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝٧١

৭১. আর তারা ধারণা করে নিয়েছে যে, কোনো ফিতনা সৃষ্টি হবে না। তাই তারা অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। এরপরও আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন। তখন তাদের অনেকেই আরও বেশি অন্ধ ও বধির হতে লাগল। এরা যা কিছু করেছে তা আল্লাহ দেখছেন।

৪৩. সূরা বাকারার ২৬ নং টীকা দেখুন।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

৭২. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, মাসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ। অথচ মাসীহ বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমারও রব তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে আল্লাহ তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিয়েছেন। দোযখই তার ঠিকানা। এমন যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. যারা বলেছে, আল্লাহ তিনের মধ্যে একজন, তারা অবশ্যই কুফরী করেছে। অথচ একজন ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। যদি এরা যা বলেছে তা থেকে বিরত না হয় তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেওয়া হবে।

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. তবে কি তারা আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে মাফ চাইবে না? আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. মাসীহ ইবনে মারইয়াম তো একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। তাঁর আগে আরও বহু রাসূল গত হয়ে গেছেন। আর তাঁর মা সত্যপথের একজন পথিক ছিলেন। তারা দুজনে-ই খানা খেতেন। দেখুন, তাদের সামনে সত্যের নিশানাগুলোকে আমি কেমন স্পষ্টভাবে তুলে ধরি। আরও দেখুন, কোন্ উল্টা দিকে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।[৪৪]

৪৪. এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দে ঈসা (আ)-এর খোদায়ী মর্যাদার অধিকারী হওয়া সম্পর্কে খ্রিস্টানদের বিশ্বাসকে এমন স্পষ্টরূপে ও সুন্দরভাবে খণ্ডন করা হয়েছে, এর চেয়ে ভালোভাবে খণ্ডন করা সম্ভব নয়। হযরত ঈসা মাসীহ (আ) প্রকৃতপক্ষে কী ছিলেন— কেউ যদি তা জানতে চায় তবে ঐ চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, তিনি একজন মানুষ ছিলেন। যিনি এক স্ত্রীলোকের গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছেন, যাঁর বংশনামা পর্যন্ত বর্তমান আছে, যিনি মানুষের দেহবিশিষ্ট ছিলেন, মানবীয় সীমা ও নিয়মে বদ্ধ ছিলেন, মানুষের জন্য নির্দিষ্ট গুণাবলির অধিকারী ছিলেন, যিনি ঘুমাতেন ও খেতেন, গরম ও ঠাণ্ডা অনুভব করতেন– এমনকি খ্রিস্টানদেরই নিজেদের বর্ণনামতে, যাঁকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল তাঁর সম্পর্কে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ কি এ ধারণা করতে পারে যে, তিনি স্বয়ং খোদা কিংবা খোদার খোদায়ীতে অংশীদার বা সহকারী ছিলেন?

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۖ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾

৭৬. তাদেরকে বলুন, তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোনো ক্ষমতা যার নেই, এমন কিছুকে কি তোমরা আল্লাহর বদলে পূঁজা কর? অথচ তিনিই আল্লাহ, যিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾

৭৭. বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমাদের দীনের ব্যাপারে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং ঐসব লোকের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের আগে গোমরাহ হয়েছে, অনেককে গোমরাহ করেছে ও সরল-সঠিক পথ থেকে সরে গেছে।

রুকূ' ১১

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের উপর দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে লা'নত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল ও সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তারা একে অপরকে খারাপ কাজ থেকে বারণ করা বাদ দিয়েছিল।[৪৫] এরা যা করছিল তা বড়ই মন্দ।

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. আজ আপনি তাদের অনেককেই দেখছেন, যারা (মুমিনদের বিরুদ্ধে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করছে। তাদের নাফস তাদের জন্য যা করছে এর পরিণাম বড়ই মন্দ। আল্লাহ তাদের উপর ভীষণ রাগ করেছেন। আর তারা চিরস্থায়ী আযাবের ভাগী হবে।

৪৫. এ কথা অতি স্পষ্ট যে, প্রত্যেক জাতির পতন ও ধ্বংস প্রথমে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের দ্বারাই হয়। তখন জাতির সমষ্টিগত চেতনা ও অনুভূতি যদি জীবন্ত থাকে, তবে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোকদেরকে দমন করে রাখতে পারে এবং গোটা জাতি বিগড়ে যেতে পারে না। কিন্তু জাতি যদি ঐ কয়েকজন লোক সম্পর্কে শিথিলতা দেখায়, সতর্ক না হয় এবং জাতীয় দুষ্ট লোকদেরকে নিন্দা-তিরস্কার করার পরিবর্তে যদি সমাজের মধ্যে খারাপ কাজ করার জন্য তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে সেই খারাবী, যা প্রথমে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ধীরে ধীরে গোটা জাতির মধ্যে ছড়াবেই। এটাই মূল কারণ, যা শেষ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿٨١﴾

৮১. যদি সত্যিই এরা আল্লাহ, নবী এবং যা কিছু নবীর উপর নাযিল করা হয়েছে এর প্রতি ঈমান আনত তাহলে কখনো (ঈমানদারদের বিরুদ্ধে) কাফিরদেরকে বন্ধু বানাত না। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই তো নাফরমান।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصٰرَىٰ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. আপনি ঈমানদারদের প্রতি দুশমনীতে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে সবচেয়ে কঠোর পাবেন। আর ঈমানদারদের জন্য বন্ধুত্বের দিক দিয়ে তাদেরকে বেশি কাছে পাবেন, যারা বলে যে, 'আমরা নাসারা'। কারণ তাদের মধ্যে ইবাদাতকারী আলেম ও দুনিয়াত্যাগী দরবেশ পাওয়া যায় এবং তারা অহংকারও করে না।

পারা ৭

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩. তারা যখন ঐসব কথা শুনে, যা রাসূলের উপর নাযিল হয়েছে, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, সত্যকে চিনতে পেরেছে বলে তাদের চোখ পানিতে ভিজে যায়। তখন তারা বলে উঠে, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। আমাদের নাম সাক্ষীদাতাদের মধ্যে লিখে নিন।

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪. (তারা আরও বলে) আমরা কেন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনব না এবং যে সত্য আমাদের সামনে এসেছে তা কেন মানব না, যখন আমরা কামনা করি যে আমাদের রব যেন আমাদেরকে সালেহ লোকদের মধ্যে শামিল করেন?

فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তাদের এসব কথার কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন বেহেশত দান করবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বহমান রয়েছে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। নেক লোকদের কর্মফল এমনই হয়ে থাকে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

৮৬. আর যারা কুফরী করেছে ও আমার আয়াতসমূহকে মানতে অস্বীকার করেছে, তারাই ঐসব লোক, যারা দোযখের বাসিন্দা।

রুকূ' ১২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তাকে হারাম করো না।[৪৬] এবং (এ বিষয়ে) সীমা লঙ্ঘন করো না। যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু হালাল রিযক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা খাও। আর যে আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান এনেছ তার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাক।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ

৮৯. তোমরা যেসব বেহুদা কসম খেয়ে ফেল, সেসবে আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করেন না। কিন্তু যে কসম তোমরা জেনে-বুঝে খাও, সে জন্য অবশ্যই পাকড়াও করবেন। (এ ধরনের কসম ভঙ্গ করার) কাফফারা হলো দশজন মিসকীনকে এমন মধ্যম মানের খানা খাওয়ানো, যেমন তোমাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াও অথবা তাদেরকে কাপড় পরানো অথবা একজন দাসকে মুক্তি দেওয়া। তবে যে তা পারবে না তার জন্য তিনটি রোযা— এটাই তোমাদের কসমের কাফফারা, যখন তোমরা তা ভঙ্গ কর। তোমাদের কসমের হেফাযত কর। এভাবেই আল্লাহ তার হুকুমসমূহ

৪৬. এ আয়াতে দুটি কথার আদেশ করা হয়েছে। প্রথমত, নিজেরা হালাল ও হারাম করার স্বাধীন অধিকারী বনে বস না। হালাল তা-ই, যা আল্লাহ হালাল করেছেন এবং হারাম তা-ই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। নিজেদের ইচ্ছায় যদি কোনো হালালকে হারাম কর তবে আল্লাহর আইনের বদলে নাফসের আইনের অধীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় আদেশ হচ্ছে– খ্রিস্টান সন্ন্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও মরমিয়াবাদীদের মতো বৈরাগী হয়ে যেয়ো না এবং দুনিয়ার হালাল জিনিস ব্যবহার করার মজা ত্যাগ করো না।

اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদি ও কিসমত তালাশ করার তীর নাপাক শয়তানী কাজ। এসব থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফল হতে পার।[৪৭]

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾

৯১. অবশ্যই শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে দুশমনী ও হিংসার জন্ম দিতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর ও নামায থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾

৯২. আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চল এবং সতর্ক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখ, আমার রাসূলের উপর শুধু স্পষ্ট ভাষায় হুকুমগুলো পৌছানোর দায়িত্বই ছিল।

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْۤا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۚ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা এর আগে যা কিছু খেয়েছে এর জন্য দোষ ধরা হবে না, যদি ভবিষ্যতে তারা এসব থেকে বেঁচে চলে (যা হারাম করা হয়েছে), ঈমানের উপর মযবুত থাকে ও নেক কাজ করতে থাকে, তারপর (যা থেকে ফিরে থাকতে বলা হয়) তা থেকেও বিরত থাকে, আল্লাহ যা হুকুম করেন তা মানতে থাকে এবং ভালোভাবে নেক আমল করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন।

৪৭. মদ খাওয়া হারাম হওয়া সম্পর্কে এর আগে দুটি আদেশ এসেছিল। তা সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াত ও সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শেষ হুকুম আসার পূর্বে নবী করীম (স) এক ভাষণে লোকদের সতর্ক করে দেন যে, আল্লাহ তাআলা শরাবকে খুবই অপছন্দ করেন। সুতরাং এটা চূড়ান্তরূপে হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব, যাদের কাছে মদ মওজুদ আছে তারা তা বিক্রয় করে ফেলুক। এর কিছুদিন পরে এই আয়াত নাযিল হয় এবং তিনি ঘোষণা করে দেন, এখন যার কাছে শরাব আছে সে তা খেতেও পারবে না, বিক্রিও করতে পারবে না। তাকে তা নষ্ট করে ফেলতে হবে। ফলে তখনই সমস্ত শরাব মদীনার গলিতে গলিতে ঢেলে ফেলা হলো।

রুকূ' ১৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ তোমাদেরকে ঐসব শিকারের ব্যাপারে কঠিন পরীক্ষায় ফেলবেন, যা একেবারে তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যে আসবে, যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে না দেখেও ভয় পায়। এরপরও যে সীমা লঙ্ঘন করে সে-ই ঐ লোক, যার জন্য কঠিন আযাব রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

৯৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা (পশু) শিকার করো না।[৪৮] তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করে কোনো পশু হত্যা করলে এর বদলে (ঐ শিকার করা) পশুর মতো একটি পশুকে কুরবানী দিতে হবে। তোমাদের মধ্য থেকে দুজন সুবিচারক (পশু বাছাই করার ব্যাপারে) ফায়সালা করে দেবে। কুরবানীর এ পশু কাবা শরীফে পৌঁছাতে হবে। অথবা কাফফারা হিসেবে মিসকীনদের খাওয়াতে হবে। অথবা এর অনুপাতে রোযা রাখতে হবে। (এসব এ জন্য) যাতে সে যা করেছে এর শাস্তি ভোগ করে। এর আগে যা হয়ে গেছে তা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন, কিন্তু আবার যদি কেউ তা করে তাহলে তার কাছ থেকে আল্লাহ বদলা নেবেন। আল্লাহ বড়ই শক্তিমান এবং বদলা নেবার ক্ষমতা রাখেন।

৪৮. স্বয়ং শিকার করা বা অন্য কারো শিকারে কোনোরূপ সাহায্য করা– দুটো কাজই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হারাম। এমনকি 'মুহরিম' ব্যক্তির জন্য যদি অন্য কেউ শিকার করে তবে তা খাওয়াও 'মুহরিম' ব্যক্তির জন্য জায়েয নয়। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জন্য নিজে শিকার করে এবং তা থেকে 'মুহরিম' ব্যক্তিকে কিছু দেয় তবে 'মুহরিম' ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়ায় কোনো দোষ নেই। অবশ্য মুহরিম অবস্থায় শিকার করা হারাম– এই সাধারণ নির্দেশের আওতা থেকে ক্ষতিকর জন্তু-জানোয়ার বাদ। ইহরাম বাঁধা অবস্থায়ও সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর এবং এদের মতো ক্ষতিকর জন্তু-জানোয়ার মারা জায়েয।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. তোমাদের জন্য পানিতে শিকার করা ও তা খাওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা থাক সেখানেও খেতে পার এবং সফরের পাথেয়ও বানাতে পার। অবশ্য ইহরামে থাকাকালে শুকনায় (পশু) শিকার করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা ঐ আল্লাহর নাফরমানী থেকে বাঁচ, যার সামনে তোমাদেরকে ঘেরাও করে হাজির করা হবে।

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭. আল্লাহ পবিত্র কাবাঘরকে মানুষের (সমাজজীবন) কায়েমের মাধ্যম বানিয়েছেন এবং পবিত্র মাস, কুরবানীর পশু ও গলায় মালাপরানো পশুগুলোকেও (এ ব্যাপারে সহায়ক বানিয়ে দিয়েছেন), যাতে তোমরা জানতে ও বুঝতে পার যে, আল্লাহ আসমান ও জমিনের সব অবস্থার খবর রাখেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ইলম রাখেন।

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮. তোমরা সাবধান হয়ে যাও, আল্লাহ শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও কঠিন; আবার তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. রাসূলের উপর তো শুধু বাণী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বই রয়েছে। আর তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর তা জানার মালিক আল্লাহ।

قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ

১০০. (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, পাক ও নাপাক অবশ্যই এক সমান নয়, যদিও বেশি বেশি নাপাকি তোমাদের আকর্ষণ করে।[৪৯] হে বুদ্ধিমান লোকেরা! তোমরা

৪৯. এ আয়াতটি মূল্য ও মর্যাদার অন্য এমন একটি মানদণ্ড পেশ করে, যা বস্তুবাদী মানুষের মূল্যমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দুনিয়াদার মানুষের দৃষ্টিতে ১০০ (একশত) টাকা অবশ্য ৫ (পাঁচ) টাকা থেকে বেশি মূল্যবান। কারণ, একটা সংখ্যা একশ এবং আরেকটা মাত্র পাঁচ। কিন্তু এ আয়াতে কারীমা বলে, শত টাকা যদি আল্লাহর নাফরমানির রাস্তা দিয়ে আয় করা হয় তাহলে তা নাপাক আর মাত্র পাঁচ টাকা যদি আল্লাহর পছন্দের পথে আসে তবে তা পাক-পবিত্র। আর অপবিত্র জিনিস পরিমাণে যতই বেশি হোক না কেন তা কখনও কোনোরূপেই পবিত্র বস্তুর সমান হতে পারে না।

يَٰٓأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাক। আশা করা যায়, তোমরা সফলতা লাভ করবে।

রুকূ' ১৪

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

১০১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করলে তা তোমাদের দুঃখ দেবে।[৫০] যদি কুরআন নাযিল হওয়ার সময় তোমরা তা জিজ্ঞেস কর তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। এ পর্যন্ত তোমরা যা করেছ তা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ ۝

১০২. তোমাদের পূর্বে এক কাওম এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল। তারপর ওরা এ কারণেই কাফির হয়ে গিয়েছিল।

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

১০৩. আল্লাহ বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসীলা ও হাম স্থির করেননি;[৫১] বরং যারা কাফির তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাদের বেশির ভাগ লোকেরই আকল নেই (বলেই ঐসব আজগুবী কথা মেনে নেয়)।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

১০৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো, তখন তারা জবাব

৫০. নবী করীম (স)-এর কাছে লোকেরা অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থহীন এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত, যা দীনের ব্যাপারে বা দুনিয়ার ব্যাপারে মোটেই দরকারি ছিল না। এরূপ অনর্থক প্রশ্ন করা সম্পর্কে এখানে সতর্ক করা হয়েছে।

৫১. এখানে আরববাসীদের কতক কুসংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে। বাহীরা ঐ উটনীকে বলা হয়, যেটি পাঁচবার বাচ্চা দিয়েছে এবং শেষবারে নর বাচ্চা প্রসব করেছে। জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসীরা এরূপ উটের কান চিরে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার জন্য ছেড়ে দিত। তারপর কেউ তার পিঠে চড়ত না এবং তার দুধও খেত না, তার পশমও কাটা হতো না এবং সে যেকোনো ক্ষেতে ও যেকোনো চারণভূমিতে চরে বেড়াতে পারত এবং যেকোনো ঘাটে ইচ্ছা পানি পান করতে পারত– তাকে বাধা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ۝

দেয়, আমাদের বাপ-দাদাকে যে নিয়মে চলতে দেখেছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এদের বাপ-দাদা যদিও কিছুই জানত না এবং তারা হেদায়াতও পায়নি (তবুও কি তাদেরকেই এরা মেনে চলবে)?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

১০৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজের ভাবনা ভাবো। তোমরা যদি হেদায়াতের উপর কায়েম থাক তাহলে যে গোমরাহ, সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[৫২] তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা (দুনিয়ায়) যা কিছু করছিলে তা তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

সায়িবা ঐ উটকে বলা হতো, যাকে কোনো 'মান্নত' পূর্ণ হওয়ায় বা কোনো রোগ ভালো হওয়ায় কিংবা কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার শুকরিয়া হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হতো। তা ছাড়া যে উটনী দশবার বাচ্চা দিয়েছে এবং প্রতিবারই মাদী বাচ্চা প্রসব করেছে তাকেও ছেড়ে দেওয়া হতো।

ওয়াসীলা : ছাগীর প্রথম বাচ্চা নর হলে তাকে দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হতো। আর যদি সে প্রথম বার স্ত্রী শাবক প্রসব করত তবে তাকে রেখে দেওয়া হতো। কিন্তু যদি 'পুং' শাবক ও 'স্ত্রী' শাবক একসঙ্গেই সৃষ্টি হতো তবে 'পুং'টিকে যবেহ না করে এমনিই দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া হতো– আর একেই বলা হতো 'ওয়াসীলা'।

হাম : কোনো উটনীর নাতি নিজের উপর 'সওয়ার' নেওয়ার উপযুক্ত হলে সেই বুড়ো উটনীকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেওয়া হতো। আবার কোনো উটের ঔরসে যদি দশটি সন্তান জন্মলাভ করত তবে সেও স্বাধীনতা লাভের হকদার হতো।

৫২. অর্থাৎ অন্যে কী করছে, তার বিশ্বাসের মধ্যে কী খারাবী আছে, তার কাজের মধ্যে কী দোষ-ত্রুটি আছে সব সময় তা দেখতে থাকার বদলে মানুষের নিজের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার যে, সে নিজে কী করছে। কিন্তু এ আয়াতের অর্থ কখনও এই নয় যে, মানুষ মাত্র নিজের নাজাতের চিন্তা করুক, অন্যের সংশোধনের চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নিজের এক ভাষণে এই ভুল ধারণা খণ্ডন করে বলেছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পাঠ কর ঠিকই, কিন্তু তার ভুল অর্থ গ্রহণ করে থাক। আমি রাসূলে কারীম (স)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– যখন লোকদের এই অবস্থা হবে যে, তারা খারাপ কাজ দেখবে কিন্তু তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না; যালিমকে যুলুম করতে দেখবে কিন্তু তাকে হাত ধরে ফেরাবে না– তবে তখন এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাঁর গযব দ্বারা সকলকে ঘেরাও করবেন। আল্লাহর কসম! ভালো কাজের হুকুম দেওয়া, খারাপ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করা তোমাদের উপর অবশ্যই কর্তব্য। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে খারাপ লোকদের তোমাদের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেবেন এবং তারা তোমাদের কঠোর দুঃখ-যন্ত্রণা দেবে। এ অবস্থায় তোমাদের সৎলোকগণ আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, কিন্তু তা কবুল হবে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের মধ্যে কারো মউত এসে যায় এবং সে অসীয়ত করতে থাকে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে দুজন সুবিচারকারীকে যেন সাক্ষী রাখা হয়।[৫৩] আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং তখন মউতের মুসীবত এসে যায় তাহলে অন্য লোকদের মধ্য থেকেই সাক্ষী বানাও। যদি (সাক্ষীদের বিশ্বাসী হওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে নামাযের পর (মসজিদেই) তাদেরকে আটকে রাখ। তাদের দুজনকেই আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলতে হবে, আমাদের নিকটাত্মীয় হলেও আমরা নিজেদের কোনো স্বার্থে সাক্ষ্য বিক্রি করি না। আর আল্লাহর ওয়াস্তের সাক্ষী আমরা গোপন করব না। যদি তা করি তাহলে আমরা গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব।

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. কিন্তু যদি জানা যায়, এ দুজনই গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেছে তাহলে তাদের বদলে যাদের হক নষ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সাক্ষী হিসেবে বেশি যোগ্য তাদের দুজন দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য থেকে বেশি সত্য এবং আমরা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করিনি। যদি আমরা তা করি তাহলে যালিমদের মধ্যে গণ্য হব।

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. এ নিয়মে বেশি আশা করা যায় যে, মানুষ ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দেবে। অথবা কমপক্ষে তারা এ ভয় করবে যে, তাদের কসমের পর অপর কোনো কসম দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। আল্লাহকে ভয় করো এবং (মন দিয়ে) শোন। আল্লাহ ফাসিক কাওমকে হেদায়াত করেন না।

৫৩. অর্থাৎ ধর্মপরায়ণ, সত্যপন্থি ও নির্ভরযোগ্য মুসলমান।

রুকূ' ১৫

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۰۹﴾

১০৯. যখন আল্লাহ রাসূলগণকে একত্র করে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরা (তোমাদের দাওয়াতের) কেমন সাড়া পেয়েছিলে?[৫৪] তারা জবাবে বলবেন, আমরা তো কিছুই জানি না। নিশ্চয়ই আপনি গায়েবী ইলমের অধিকারী।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۟ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۰﴾

১১০. (ঐ সময়ের কথা চিন্তা করে দেখুন) আল্লাহ যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আমার ঐ নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাকে ও তোমার মাকে দিয়েছিলাম। আমি পবিত্র রূহ দ্বারা তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি দোলনায় থেকেও মানুষের সাথে কথা বলতে এবং বড় হয়েও কথা বলতে। আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি আমার হুকুমে মাটি দিয়ে পাখির আকারে পুতুল তৈরি করতে এবং তাতে তুমি ফুঁ দিতে, আর আমার হুকুমে তা পাখি হয়ে যেত। আমার হুকুমে তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিতে। তুমি মৃত মানুষকেও আমার হুকুমে জীবিত করতে।[৫৫] তারপর যখন তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে বনী ইসরাইলের নিকট পৌঁছলে, তখন তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল তারা বলল, 'এটা তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়', (ঐ অবস্থায়) আমিই বনী ইসরাইলকে তোমার কাছ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিলাম (বা তোমাকে রক্ষা করেছিলাম)।

৫৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন রাসূলদের কাছে প্রশ্ন করা হবে– তোমরা দুনিয়াতে মানুষকে ইসলামের দিকে যে ডেকেছিলে, তারা সে ডাকের কী জবাব দিয়েছিল?

৫৫. অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে জীবনের অবস্থায় নিয়ে আসত।

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

১১১. আর আমি যখন হাওয়ারীদেরকে ইশারা করেছিলাম যে, আমার ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. (হাওয়ারীদের ব্যাপারে এ ঘটনাও মনে থাকা দরকার) যখন হাওয়ারীরা[৫৬] বলল, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার রব কি আসমান থেকে আমাদের জন্য খানা-ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করতে পারেন? তখন ঈসা বললেন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহকে ভয় কর।

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তারা বলল, আমরা শুধু এটাই চাই, আমরা খাঞ্চা থেকে খানা খাব ও আমাদের দিল নিশ্চিন্ত হবে। আর আমরা জানতে পারবো যে, আপনি যা কিছু বলেছেন তা সত্য এবং আমরা এর সাক্ষী হয়ে থাকব।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম দোআ করলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের জন্য খানাভর্তি খাঞ্চা নাযিল করুন, যা আমাদের ও আমাদের পরবর্তীদের জন্য খুশির উপলক্ষ হয় এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিশানা হয়ে থাকে। আমাদেরকে রিযক দান করুন। আর আপনিই তো সবচেয়ে উত্তম রিযিকদাতা।

৫৬. মাঝখানে হাওয়ারীদের আলোচনা এসে যাওয়ায় ভাষণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে এখানে হাওয়ারীদের সম্পর্কেই আরও এমন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; যা থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, মাসীহ (আ)-এর কাছে সরাসরি যেসব লোক শিক্ষা পেয়েছিলেন তারা মাসীহকে একজন মানুষ ও আল্লাহর একজন বান্দাহ বলেই জানতেন। তাদের দূরতম চিন্তা ও কল্পনায়ও নিজেদের নবী সম্পর্কে এ ধারণা ছিল না যে, তিনি খোদা বা খোদার শরীক কিংবা খোদার পুত্র ছিলেন। তা ছাড়া এ কথাও জানা যায়, মাসীহ (আ) নিজেও তাঁদের সামনে নিজেকে আল্লাহর একজন বান্দাহ হিসেবে পেশ করেছিলেন।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. আল্লাহ বললেন, আমি তা তোমাদের উপর নাযিল করব। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেইনি।

রুকূ' ১৬

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. (এসব নিয়ামতের কথা মনে করানোর পরে) আল্লাহ যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ বানাও?[৫৭] এর জবাবে ঈসা বলবেন, সুবহানাল্লাহ! যে কথা বলার কোনো অধিকার আমার নেই, সে কথা বলা আমার কাজ ছিল না। যদি এমন কথা আমি বলতাম তাহলে আপনি অবশ্যই তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা তো আপনি জানেন। কিন্তু আপনার অন্তরে যা কিছু আছে তা তো আমি জানি না। নিশ্চয়ই আপনি সব গায়েবী ইলম রাখেন।

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِيْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ

১১৭. আপনি আমাকে যা কিছু আদেশ করেছেন তা ছাড়া তাদেরকে আমি আর কিছুই বলিনি। (আর তা এই যে) ঐ আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম তত সময়ের জন্য তাদের উপর আমি সাক্ষী ছিলাম। যখন আমাকে আপনি তুলে নিলেন তারপর তো আপনিই তাদের

৫৭. আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মাসীহ ও 'পবিত্র আত্মা'কেই খোদা বানিয়ে খ্রিস্টানরা ক্ষান্ত হয়নি; এটা ছাড়াও তারা মাসীহের সম্মানিতা মা মারইয়ামকে এক স্থায়ী দেবী গণ্য করে বসেছিল। মাসীহ (আ)-এর দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর প্রথম তিন শ' বছর পর্যন্ত খ্রিস্টান জগৎ এ ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয় খ্রিস্টীয় শতকের শেষ দিকে আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন ধর্মীয় পণ্ডিত প্রথমবারের মতো হযরত মারইয়ামকে 'খোদার মাতা' এই আখ্যায় আখ্যায়িত করে এবং তারপর ধীরে ধীরে গির্জায় মারইয়াম-পূজা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

তদারককারী ছিলেন। আপনি তো সব জিনিসের উপরই সাক্ষী।

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

১১৮. যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনারই বান্দাহ। আর যদি তাদেরকে মাফ করে দেন তাহলে আপনি তো শক্তিমান ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

১১৯. তখন আল্লাহ বলবেন, এটা ঐদিন, যেদিন সত্যপন্থিদেরকে তাদের সত্যতা উপকার দেয়। তাদের জন্য এমন বেহেশত রয়েছে, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। এটাই বিরাট সাফল্য।

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে এর বাদশাহী আল্লাহরই জন্য এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

৬. সূরা আনআ'ম

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

১৬ ও ১৭ রুকূ'তে গৃহপালিত পশুর হালাল ও হারাম হওয়া সম্পর্কে জাহেলী যুগের কুসংস্কারের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সেখানে গৃহপালিত পশুকে 'আনআ'ম' বলা হয়েছে। ঐ শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

মাক্কী যুগের শেষদিকে এ সূরাটি নাযিল হয়। সম্ভবত হিজরতের এক বছর আগে কয়েক কিস্তিতে নাযিল হয়েছে।

নাযিলের পরিবেশ

ঐ পরিবেশকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে কয়েক দিক দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। যেমন—

১. এ সূরাটি নাযিল হওয়ার আগে দীর্ঘ ১২ বছর রাসূল (স) কঠোর পরিশ্রম করে মক্কাবাসীকে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। কুরাইশ সর্দারদের নেতৃত্বে মক্কার বেশির ভাগ লোক সে দাওয়াত কবুল করার বদলে চরম বিরোধিতা করেছে।

২. যুলুম-নির্যাতন বাড়ার সাথে সাথে নবুওয়াতের পঞ্চম বছরেই রাসূল (স)-এর অনুমতি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্য থেকে কয়েকজন হিজরত করে লোহিত সাগরের অপর পারে হাবশায় (বর্তমান ইরিত্রিয়া) আশ্রয় নেন। এরপর আরও সাহাবী হিজরত করতে থাকেন।

৩. কিন্তু রাসূল (স) আল্লাহর হুকুম ছাড়া হিজরত করতে পারেন না বলে তিনি হযরত আবূ বকর (রা), আলী (রা) এবং আরও কতক সাহাবী বিরোধীদের অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হন। নবুওয়াতের নবম বছর থেকে তিনটি বছর রাসূল (স)-এর নিজ বংশ গোটা বনী হাশিম 'শিআবে আবী তালিব' নামক এক উপত্যকায় চরম বন্দিদশায় কাটান।

৪. নবুওয়াতের দশম বছরে কয়েক মাসের মধ্যে রাসূল (স)-এর চাচা আবূ তালিব ও বিবি খাদীজা (রা) ইনতিকাল করায় তিনি তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ সহায়টুকুও হারান। তখন মক্কাবাসীরা আরও বেশি মারমুখী হয়ে ওঠে।

৫. মক্কাবাসী থেকে নিরাশ হয়ে তিনি এ আশায় তায়েফ গেলেন যে, হয়তো তায়েফবাসী দীন কবুল করবে; কিন্তু সেখানে তিনি আরও বেশি নির্যাতিত হলেন। তাঁর পেছনে একদল ছেলেকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তাঁর পবিত্র দেহের রক্তে জুতো পর্যন্ত ভিজে যায়।

৬. চারদিক থেকে চরমভাবে নিরাশ হওয়ার পর নবুওয়াতের ১১ ও ১২তম বছরে হজ্জের সময় মদীনা থেকে আগত কিছু লোক গোপনে ইসলাম কবুল করায় রাসূল (স) আশার আলো দেখতে পেলেন। মদীনাবাসী রাসূল (স)-কে তাদের দেশে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি খুশি হলেন এবং আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এ রকম পরিবেশে রাসূল ও মুসলিম মিল্লাতের জন্য যে যে হেদায়াত দরকার ছিল তা-ই এ সূরায় দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয়কে সাতটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় :

১. মক্কাবাসীকে তাওহীদের প্রতি শেষবারের মতো দাওয়াত দেওয়া এবং শিরককে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা বাতিল বলে ঘোষণা করা।

২. 'এ দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, এরপর আর কিছুই নেই'– এ মিথ্যা, ভিত্তিহীন মতবাদ খণ্ডন করে আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার জোরালো দাওয়াত।

৩. ইসলামের বিপরীত যত জাহেলী অমূলক ধারণা, বিশ্বাস ও চিন্তা মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিচ্ছিল, সেসবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

৪. সমাজ গঠনের জন্য ইসলাম যেসব নৈতিক মূলনীতি শিক্ষা দেয়, তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা।

৫. রাসূল (স) ও তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেসব প্রশ্ন, আপত্তি ও কু-যুক্তি তোলা হচ্ছিল, সেসবের জোরালো জবাব।

৬. গত ১২ বছর এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও জনগণ ইসলাম কবুল না করায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে অস্থিরতা ও মনভাঙা অবস্থা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্য অতীতের নবীগণের কাহিনী উল্লেখ করে তাদেরকে সান্ত্বনাদান।

৭. বিরোধীদের প্রতি কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করে জানিয়ে দেওয়া যে, তোমাদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ।

গোটা সূরায় এ কয়েকটি বিষয় এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এবং একই বক্তব্য বিভিন্নভাবে একাধিক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রুকূ' হিসেবে ভাগ করে ঐ বিষয়গুলো চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। অনুবাদ পড়ার সময় একটু খেয়াল করলে কোথায় কোন্ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٦٥ رُكُوْعَاتُهَا ٢٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ؕ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُوْنَ ①

১. সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও জমিন বানিয়েছেন এবং আলো ও অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন। এ সত্ত্বেও যারা (হকের দাওয়াত কবুল করতে) অস্বীকার করেছে তারা অন্যকে তাদের রবের সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছে।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰۤی اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّی عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ②

২. তিনিই ঐ (সত্তা) যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদের জন্য যিন্দেগীর একটা মেয়াদ ঠিক করে দিয়েছেন। এছাড়া আরও একটি মুদ্দত রয়েছে, যা তাঁর নিকট নির্দিষ্ট হয়ে আছে।[১] কিন্তু তোমরা সন্দেহেই পড়ে আছ।

وَهُوَ اللّٰهُ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ ؕ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③

৩. তিনিই এক আল্লাহ, যিনি আসমানেও আছেন, জমিনেও আছেন। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থায়ই জানেন। আর (ভালো ও মন্দ) যা-ই তোমরা কামাই কর তাও তিনি জানেন।

وَمَا تَاْتِیْهِمْ مِّنْ اٰیَةٍ مِّنْ اٰیٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِیْنَ ④

৪. (মানুষের অবস্থা এই যে) তাদের রবের নিশানাগুলোর মধ্যে কোনো নিশানা এমন নেই, যা তাদের সামনে এসেছে অথচ তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি!

১. অর্থাৎ, কিয়ামতের সময় যখন আগের ও পরের সব লোককে নতুনভাবে জীবিত করা হবে এবং হিসাব দেওয়ার জন্য তাদের প্রভুর সামনে হাজির করা হবে।

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⊙

৫. তেমনিভাবে এখন যে সত্য তাদের সামনে এসেছে তাকে তারা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তবে যে বিষয়ে তারা এ পর্যন্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এসেছে, শিগ্‌গিরই সে সম্পর্কে তাদের কাছে কিছু খবর পৌছবে।[২]

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ⊙

৬. তারা কি দেখে না, তাদের আগে এমন কত কাওমকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে (নিজ নিজ যুগে) দুনিয়াতে এত ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যতটা তোমাদেরকে দেইনি? তাদের জন্য আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি ও তাদের নিচে নদী বহায়ে দিয়েছি। (কিন্তু যখন তারা নিয়ামতের না-শুকরী করল তখন) অবশেষে তাদের গুনাহের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পর আর এক যুগের কাওমকে সৃষ্টি করেছি।

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ⊙

৭. (হে রাসূল!) যদি আমি আপনার উপর কাগজে লিখে কোনো কিতাবও নাযিল করতাম এবং তারা নিজেদের হাত দিয়ে তা ধরেও দেখত তবুও কাফিররা অবশ্যই বলত, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ⊙

৮. তারা বলে যে, এ নবীর উপর কেন কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না?[৩] যদি আমি ফেরেশতাই নাযিল করতাম তাহলে তো কবেই ফায়সালা হয়ে যেত এবং তাদের কোনো অবকাশই দেওয়া হতো না।

২. এখানে হিজরত ও হিজরতের পর একের পর এক ইসলাম যে সাফল্য লাভ করবে সে সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে সময় এ ইঙ্গিত করা হয় তখন কী ধরনের খবর তাদের কাছে পৌছবে সে সম্পর্কে না কাফিররা কোনো অনুমান করতে পেরেছিল, আর না মুসলমানদের মনেও কোনো ধারণা ছিল।

৩. অর্থাৎ এ ব্যক্তি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসেবে এসেছেন তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা নেমে আসা দরকার ছিল– যে ফেরেশতা লোকদের সামনে ঘোষণা করবে, ইনি আল্লাহর নবী; সুতরাং তোমরা এর কথা মেনে চল, তা না হলে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে।

৯. যদি আমি তাকে ফেরেশতা করে নাযিল করতাম তবুও তো তাকে মানুষের আকারেই পাঠাতাম। তাহলে তো তাদেরকে সন্দেহের মধ্যেই ফেলতাম, যেমন তারা এখন সন্দেহে পড়ে আছে।

وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَٰهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۝٩

১০. (হে রাসূল!) আপনার আগেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের উপর ঐ সত্যই আপতিত হলো, যাকে তারা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিত।

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝١٠

রুকূ' ২

১১. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, দুনিয়ায় ঘুরে-ফিরে দেখ, (সত্য) অস্বীকারকারীদের কী পরিণাম হয়েছে।

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۝١١

১২. তাদের জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা কার? আপনি বলুন, (সবই) আল্লাহর। তিনি দয়া করার নীতিকে নিজের উপর কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। (তাই নাফরমানীর সাথে সাথেই পাকড়াও করেন না।) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদেরকে অবশ্য একত্রিত করবেন। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করে ফেলেছে, তারা সে কথা মানে না।

قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٢

১৩. রাতের (অন্ধকারে) ও দিনের (আলোতে) যা স্থির রয়েছে তা সবই আল্লাহর। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝١٣

১৪. আপনি বলুন, আসমান ও জমিনের যিনি স্রষ্টা সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি আর কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব? তিনিই রুজি দান করেন, রুজি গ্রহণ করেন না। আপনি বলুন, আমাকে তো এ হুকুমই

قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّىٓ

أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

করা হয়েছে যে, সবার আগে আমি যেন আত্মসমর্পণ করি এবং (আমাকে তাকীদ দেওয়া হয়েছে যে কেউ শিরক করলে করুক) আপনি কিছুতেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবেন না।

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

১৫. আপনি বলুন, যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমি ভয় করি যে, এক মহাদিনে আমাকে শাস্তি পেতে হবে।

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

১৬. সেদিন যে শাস্তি থেকে বেঁচে গেল, তার উপর আল্লাহ বড় দয়া করলেন। আর এটাই স্পষ্ট সফলতা।

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

১৭. যদি আল্লাহ আপনার উপর কোনো বিপদ দেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, তা থেকে বাঁচাতে পারে। আর যদি তিনি আপনার কোনো কল্যাণ করেন তাহলে তিনিই তো সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি তার বান্দাহদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক। আর তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ও সবকিছুর খবর রাখেন।

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ

১৯. তাদের জিজ্ঞেস করুন, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বড়? বলুন, আমার ও তোমাদের মাঝখানে আল্লাহই সাক্ষী। এ কুরআন ওহীযোগে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এবং আর যার যার কাছে তা পৌঁছবে সবাইকে আমি সতর্ক করে দেই। তোমরা কি সত্যি এমন সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও আছে?[৪] বলুন, আমি তো কিছুতেই এ সাক্ষ্য

৪. কোনো জিনিস সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শুধু অনুমান-আন্দাজ যথেষ্ট নয়; বরং তার জন্য 'জ্ঞান'-এর দরকার– যার ভিত্তিতে মানুষ নিঃসন্দেহে মযবুত বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারে যে, 'এটা এরূপ'। এখানে জিজ্ঞাসার তাৎপর্য হলো, তোমাদের কি সত্যিই এ জ্ঞান আছে যে, এ বিশ্বজগতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষমতাবান, নির্দেশক ও শাসক আছেন– যিনি উপাসনা ও আনুগত্য পাওয়ার উপযুক্ত।

لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

দিতে পারি না। বলুন, তিনিই তো একমাত্র ইলাহ। তোমরা যে শিরক করছ এর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

২০. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা এ কথাকে এমন বিনা সন্দেহে চেনে, যেমন তাদের পুত্রদেরকে চেনে। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করে ফেলেছে তারা তা মানে না।

রুকূ' ৩

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

২১. ঐ লোকের চেয়ে বড় যালিম কে আছে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অথবা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে করে? নিশ্চয়ই এমন যালিমরা কখনও সফল হয় না।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব এবং যারা শিরক করত তাদের জিজ্ঞেস করব, তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরীক মনে করতে তারা আজ কোথায়?

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

২৩. তখন তারা এছাড়া আর কোনো ফিতনা সৃষ্টি করতে পারবে না যে, (তারা মিথ্যা বলবে) হে আমাদের রব! আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম না।

انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. দেখুন, তখন এরা কীভাবে নিজেদের উপর নিজেরাই মিথ্যা আরোপ করবে। আর সেখানে তাদের সব নকল মা'বুদ হারিয়ে যাবে।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

২৫. তাদের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, যারা কান লাগিয়ে আপনার কথা শুনে। কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, আমি তাদের দিলের উপর পর্দা দিয়ে রেখেছি, যার

وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

কারণে ওরা এর কিছুই বুঝে না। আর তাদের কান আমি ভারী করে দিয়েছি, (ফলে সব শুনেও কিছুই শুনতে পায় না।) তারা কোনো নিশানা দেখলেও এর উপর ঈমান আনবে না। এমনকি তারা যখন আপনার কাছে এসে ঝগড়া করে তখন তাদের মধ্যে যারা অমান্য করার ফায়সালা করেছে তারা (সব কথা শোনার পর) বলে, এটা তো পুরানকালের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. তারা এ সত্যকে কবুল করা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেরাও এ থেকে দূরে সরে থাকে। (এদের ধারণা, এসব করে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারছে) অথচ এরা আসলে নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থাই করছে। কিন্তু সে চেতনা তাদের নেই।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. হায়! আপনি যদি ঐ সময়কার অবস্থা দেখতে পেতেন, যখন তাদেরকে দোযখের কিনারায় খাড়া করা হবে তখন তারা বলবে, হায়! আমাদেরকে যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে দেওয়া হতো তাহলে আমাদের রবের আয়াতসমূহকে আর মিথ্যা বলতাম না। আমরা মুমিনদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. (তারা একথা শুধু এ জন্য বলবে) যে সত্যকে তারা পূর্বে গোপন করে রেখেছিল তা তখন তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে। যদি তাদের ফিরে যেতে দেওয়া হয় তাহলে তারা ঐসবই করবে, যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। এরা তো আসলেই মিথ্যুক। (তাই তাদেরকে ফিরে যেতে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার বেলায়ও মিথ্যাই বলবে)।

وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. আজ এরা বলছে, জীবন বলতে যা কিছু আছে তা শুধু আমাদের দুনিয়ার জীবন। মরার পর আমাদের কখনও আর উঠানো হবে না।

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. হায়! যদি ঐ দৃশ্য আপনি দেখতে পেতেন, যখন এদেরকে তাদের রবের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদের রব তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এটা কি সত্য নয়? জবাবে তারা বলবে, আমাদের রবের কসম! এটা অবশ্যই সত্য। তখন আল্লাহ বলবেন, সত্যকে অস্বীকার করার কারণে এখন তোমরা আযাবের মজা ভোগ কর।

রুকূ' ৪

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾

৩১. যারা আল্লাহর সাথে (আখিরাতে) দেখা হওয়ার খবরকে মিথ্যা মনে করেছে তারা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেছে। যখন হঠাৎ তাদের সামনে ঐ সময়টা এসে হাজির হবে তখন এরাই বলবে, হায়! আমরা যে এ বিষয়ে অবহেলা করেছি, সে জন্য আফসোস। (তখন তাদের অবস্থা এমন হবে) তারা নিজেদের পিঠে তাদের গুনাহের বোঝা বইতে থাকবে। দেখ, তারা যে বোঝা বহন করছে তা কতই না মন্দ।

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. দুনিয়ার জীবনটা তো একটা খেলা ও তামাশা ছাড়া কিছুই নয়।[৫] আসলে যারা ধ্বংস থেকে বাঁচতে চায়, তাদের জন্য আখিরাতের ঘরই ভালো। তবে কি তোমরা আকলের পরিচয় দেবে না।

৫. এর অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার জীবনের কোনো গুরুত্ব-গাম্ভীর্য নেই, শুধু খেল-তামাশার ছলে এ দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে। বরং মূলত এর অর্থ হচ্ছে, পরকালের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় এ পার্থিব জীবন খেল-তামাশার মতোই ক্ষণস্থায়ী। যেমন– মানুষ কিছু সময়ের জন্য খেল-তামাশা, আনন্দ-ফুর্তি ও বিনোদনের পর আবার আসল গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের দিকে ফিরে আসে। এ ছাড়া পার্থিব জীবনকে খেল-তামাশার সঙ্গে এ জন্যও তুলনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ায় প্রকৃত সত্য ও তত্ত্ব গোপন থাকার কারণে স্থূলদর্শী লোকদের পক্ষে নানারকম ভুল ধারণার শিকার হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আর এ ভুল ধারণায় আবদ্ধ হয়ে তারা প্রকৃত সত্যের বিপরীত অদ্ভুত অদ্ভুত এমন সব কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, যার ফলে তাদের জীবন নিছক খেল-তামাশায় পরিণত হয়।

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. (হে রাসূল!) আমি জানি, ওরা যা বলে বেড়ায় তাতে আপনার মনে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলছে না; বরং এ যালিমেরা আসলে আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করছে।[৬]

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আপনার আগেও বহু রাসূলকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাদের কাছে আমার সাহায্য আসা পর্যন্ত তারা সবর করেছেন। আল্লাহর বিধি-বিধান বদলে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। পূর্ববর্তী নবীদের যা কিছু হয়েছে তার খবর তো আপনার কাছে পৌঁছেছেই।

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তবুও আপনার কাছ থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে রাখা যদি আপনার সহ্য না হয়, তাহলে আপনার শক্তি থাকলে জমিনে সুড়ং তালাশ করুন অথবা আসমানে সিঁড়ি লাগান এবং (এভাবে) তাদের সামনে কোনো (অলৌকিক) নিশানা নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের সবাইকে (এক সাথে) হেদায়াত করতে পারতেন। তাই আপনি জাহিলদের মধ্যে শামিল হবেন না।[৭]

৬. নবী করীম (স) যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর বাণী শোনানোর কাজ শুরু করেননি ততদিন তাঁর জাতির লোকজন তাঁকে 'আমীন' ও 'সত্যবাদী' বলে মনে করত এবং তাঁর সততা ও আমানতদারির প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ছিল। কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য ও অস্বীকার করতে শুরু করল তখন, যখন তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের সামনে পেশ করতে শুরু করলেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়েও তাদের মধ্যে কোনো লোক এরূপ ছিল না যে, রাসূল করীম (স)-কে ব্যক্তিগত দিক দিয়ে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস করতে পারত। তাঁর কোনো প্রাণের শত্রুও কখনও তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেনি যে, তিনি দুনিয়ার কোনো ব্যাপারে কখনও কোনো মিথ্যা বলেছেন। তারা তাঁর যা কিছু বিরোধিতা করেছে তা তাঁর নবী হওয়ার দিক দিয়েই। তাঁর সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল আবূ জেহেল। হযরত আলী (রা)-এর বর্ণনামতে, একবার আবূ জেহেল নিজে নবী করীম (স)-এর সঙ্গে এক কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'আমরা আপনাকে তো মিথ্যাবাদী বলি না; আপনি যা কিছু প্রচার করছেন তাকেই মিথ্যা বলছি।'

৭. অর্থাৎ এমন ধারণা করো না যে, কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখানো হোক– যার ফলে তারা ঈমান আনবে। যদি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য এই হতো যে, গোটা মানবজাতিকে সত্য পথের উপর

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আসলে যারা (মনের কানে) শুনে তারাই (সত্যের ডাকে) সাড়া দেয়। আর যারা মুর্দা[৮] তাদেরকে তো আল্লাহই (কবর থেকে) উঠাবেন। তারপর তাদেরকে (তাঁর আদালতে পেশ হওয়ার জন্য) তাঁর নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারা বলে, এ নবীর উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোনো নিশানা নাযিল করা হয়নি কেন? আপনি বলুন, আল্লাহ নিশানা নাযিল করার পুরো ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে।[৯]

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. জমিনে চলমান কোনো পশু এবং বাতাসে পাখায় ভর করে চলা উড়ন্ত কোনো পাখির দিকে দেখ, এরা তোমাদেরই মতো বিভিন্ন প্রজাতি। আমি তাদের তাকদীর ঠিক করতে কোনো দিক বাদ দেইনি। অবশেষে তাদের রবের দিকে তাদেরকে একত্র করা হবে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ ۖ

৩৯. কিন্তু যারা আমার নিশানাগুলোকে মিথ্যা মনে করে, তারা বধির ও বোবা এবং অন্ধকারে পড়ে আছে। আল্লাহ যাকে চান

একত্রিত করে দেওয়া হবে, তাহলে তিনি সকলকে মুমিনরূপেই সৃষ্টি করে দিতেন। তাহলে রাসূল পাঠানোর এবং ঈমানদার ও কাফির দলের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে লড়াই করানোর কী প্রয়োজন ছিল?

৮. 'যারা শুনতে পায়' বলতে সেই সব লোক বোঝানো হচ্ছে, যাদের মন ও বিবেক জীবন্ত আছে, যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে অকর্মণ্য করে দেয়নি এবং যারা নিজেদের দিলে বিদ্বেষ ও জড়ত্বের তালা লাগিয়ে দেয়নি। অপরপক্ষে 'মুর্দা' হচ্ছে সেই সব লোক, যারা গতানুগতিক ধারায় অন্ধের মতো জীবনযাপন করে চলেছে এবং এ ধারা থেকে সামান্য সরে গিয়ে কোনো কথা গ্রহণ করার জন্য তারা প্রস্তুত নয়– যদিও সে কথা সুস্পষ্ট সত্য হয়।

৯. এখানে 'নিদর্শন' অর্থ হচ্ছে– অনুভবযোগ্য মু'জিযা (অলৌকিক কাজ)। আল্লাহ তাআলার বক্তব্য হলো, মুজিযা না দেখানোর কারণ এই নয় যে, তিনি তা দেখাতে অক্ষম; বরং তার কারণ অন্য কিছু। এসব লোক নিছক মূর্খতার কারণে তা বুঝতে পারছে না।

وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٣٩

গোমরাহ করে দেন আর যাকে চান সরল সঠিক পথে চালান।[১০]

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝٤٠

৪০. তাদেরকে বলুন, তোমরা একটু চিন্তা করে বল দেখি, যদি কখনও তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় কোনো বিপদ এসে পড়ে অথবা (জীবনের) শেষ সময় এসে যায়, তখন কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাক? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে (এ কথার) জবাব দাও।

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۝٤١

৪১. তখন তোমরা আল্লাহকেই ডেকে থাক। তারপর যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদের উপর থেকে ঐ বিপদকে সরিয়ে দেন। (এ ধরনের বিপদের সময়) তোমরা তাদেরকে ভুলে যাও যাদেরকে তোমরা (আল্লাহর সাথে) শরীক কর।[১১]

রুকূ' ৫

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝٤٢

৪২. (হে রাসূল!) আপনার পূর্বে বহু কাওমের নিকট আমি রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে ফেলেছি, যাতে তারা বিনয়ী হয়ে আমার সামনে নত হয়।

১০. আল্লাহর গোমরাহ করার অর্থ হচ্ছে– অজ্ঞতা ও মূর্খতাপ্রিয় মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ থেকে জ্ঞান লাভ করে না। এ ছাড়া কুসংস্কার, বিদ্বেষ ও স্থূল দৃষ্টির লোক আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখলেও প্রকৃত সত্য লাভের উপায় তার নিকট ধরা পড়ে না এবং ভুল ধারণা সৃষ্টিকারী জিনিসসমূহ তাকে সত্য থেকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। আর আল্লাহর হেদায়াত করার অর্থ হচ্ছে– সৎ ও সত্য-সন্ধানীকে জ্ঞানলাভের উপায়-উপকরণ থেকে উপকার লাভের সুযোগ দান করা হয় এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সে সত্য পর্যন্ত পৌঁছানোর উপায় লাভ করতে থাকে।

১১. অর্থাৎ এ নিদর্শন তো তোমাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বর্তমান আছে। যখন তোমাদের উপর কোনো বড় বিপদ ঘটে, কিংবা মৃত্যু তার ভয়াবহ রূপ নিয়ে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল তোমরা দেখতে পাও না। বড় মুশরিকরাও এরূপ অবস্থায় তাদের দেবতাদের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র সেই এক আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। কট্টর থেকে কট্টর নাস্তিকও আল্লাহর কাছে দোআর জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। এ ঘটনা এ সত্যই প্রমাণ করে যে, তাওহীদের সাক্ষ্য প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সত্তার মধ্যেই বিরাজ করে। তার উপর উদাসীনতা ও অজ্ঞানতার যত আবরণই দেওয়া হোক না কেন, তবুও তা কখনও কখনও আবরণ ভেদ করে উপরে উঠে আসে।

৪৩. সুতরাং যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের উপর বিপদ এল, তখন তারা কেন বিনয়ী হলো না? বরং তাদের দিল আরও শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদেরকে এ সান্ত্বনা দিয়েছে যে, তোমরা যা কিছু করছ তা ভালোই করছ।

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৪৪. তারপর তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি তাদের জন্য সুখ-সুবিধার দুয়ার খুলে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে যা দেওয়া হলো এর মধ্যে খুব মগ্ন হয়ে গেল তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা সব মঙ্গল থেকে নিরাশ হয়ে পড়ল।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۭ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ۝

৪৫. এভাবেই যারা যুলুম করেছিল তাদের মূল কেটে দেওয়া হলো। সব প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য (যিনি তাদের গোড়া কেটে দিলেন)।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۭ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪৬. (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ তোমাদের শোনার ও দেখার শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের দীলে মোহর মেরে দেন[১২] তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ এসব তোমাদেরকে ফেরত দিতে পারে? দেখুন, কীভাবে আমি বারবার আমার আয়াতসমূহ তাদের সামনে পেশ করি, আর ওরা কীভাবে এসব থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ۝

৪৭. বলুন, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হঠাৎ বা প্রকাশ্যে আযাব এসে পড়ে তাহলে যালিম কাওম ছাড়া কি আর কেউ ধ্বংস হবে?

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

১২. এখানে দীলের উপর মোহর লাগানোর অর্থ– চিন্তা করা ও বোঝার শক্তি নষ্ট করা।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৪৮. আমি যে রাসূলদেরকে পাঠাই তা তো এ জন্যই যে, তারা (নেক লোকদের জন্য) সুসংবাদদাতা ও (বদ লোকদের জন্য) ভয় প্রদর্শনকারী হবে। তারপর যারা তাদের কথা মেনে নেয় এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাদের জন্য কোনো ভয় ও দুঃখের কারণ নেই।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا
كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

৪৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারা নাফরমানীর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ
اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ
اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى
الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

৫০. (হে রাসূল!) তাদের বলে দিন, আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনাগার আছে, আমার কাছে গায়েবী ইলমও নেই এবং আমি তোমাদের এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহী মেনে চলি, যা আমার উপর নাযিল করা হয়। এরপর তাদেরকে প্রশ্ন করুন, অন্ধ ও চোখওয়ালা কি সমান? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না?

রুকূ' ৬

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا
اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا
شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

৫১. (হে রাসূল!) ঐ (ওহীর ইলম) দিয়ে তাদেরকে নসীহত করুন, যারা এ ভয় করে যে, তাদেরকে এক সময় তাদের রবের সামনে এমন অবস্থায় পেশ করা হবে, যখন তিনি ছাড়া আর কেউ (এমন ক্ষমতাশালী) থাকবে না, যে তাদের সহায়ক ও সুপারিশকারী হতে পারে। হয়তো (এ নসীহতের ফলে সাবধান হয়ে) তারা তাকওয়ার পথে চলতে পারে।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ

৫২. আর যারা রাত-দিন তাদের রবকে ডাকতে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি তালাশে লেগে আছে, তাদেরকে দূরে ঠেলে দেবেন

حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝٥٢

না। তাদের হিসাবের কোনো জিনিসের দায়িত্ব আপনার উপর নেই এবং আপনার হিসাবের কোনো জিনিসের দায়িত্বও তাদের উপর নেই। এ সত্ত্বেও যদি আপনি তাদের দূরে সরিয়ে দেন তাহলে আপনি যালিমদের মধ্যে গণ্য হবেন।

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝٥٣

৫৩. আসলে আমি এভাবেই তাদের মধ্যে কতক লোককে অন্য কতিপয় দ্বারা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছি[১৩] যাতে তারা তাদেরকে দেখে বলে উঠে ঃ আমাদের মধ্যে কি এরাই ঐসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ মেহেরবানী করেছেন? আল্লাহ কি তার শোকরগোযার বান্দাহদেরকে তাদের চেয়ে বেশি চেনেন না?

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٥٤

৫৪. যখন আপনার কাছে ঐসব লোক আসে, যারা আমার আয়াতের উপর ঈমান এনেছে, তখন তাদের বলুন, তোমাদের উপর শান্তি নাযিল হোক। তোমাদের রব রহমতকে নিজের কর্তব্য বলে ঠিক করে নিয়েছেন। (এটাও তার রহমতই) যখন তোমাদের মধ্যে কেউ না জেনে-বুঝে কোনো মন্দ কাজ করে বসে, এরপর সে তাওবা করে এবং নিজকে সংশোধন করে নেয়, তখন তিনি তাকে মাফ করে দেন ও তার উপর রহম করেন।[১৪]

১৩. এখানে গরীব, নিঃস্ব ও সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা সমাজে মর্যাদাহীন। আল্লাহ বলেছেন, সবার আগে এ গরীবদের ঈমান আনার সুযোগ দিয়ে ধন ও সম্মানের গর্বে গর্বিত লোকদেরকে আমি পরীক্ষায় ফেলেছি।

১৪. যেসব লোক সে সময় নবী করীম (স)-এর উপর ঈমান এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেক এমন লোকও ছিলেন, যারা ঈমান আনার আগে বড় বড় পাপে লিপ্ত ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর যদিও তাঁদের জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছিল, তবুও বিরোধীরা তাঁদের অতীত জীবনের দোষ-ত্রুটি ও কাজের উল্লেখ করে তাঁদেরকে হেয় করতে চাইত। এ সম্পর্কেই এরশাদ হচ্ছে– ঈমানদার লোকদেরকে আশ্বাস দান করুন। তাদের বলে দিন, যে ব্যক্তি তাওবা করে অনুতাপসহ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে এবং নিজকে সংশোধন করে নেয়, তার অতীত দোষ-ত্রুটির জন্য পাকড়াও করার নীতি আল্লাহ তাআলার কাছে নেই।

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. এভাবেই আমার নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে পেশ করে থাকি, যাতে অপরাধীদের পথ সাফ সাফ প্রকাশ পায়।

রুকূ' ৭

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদেরকে ডাক তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আরও বলুন, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশি মেনে চলব না। যদি তা করি তবে তো আমি গোমরাহ হয়ে গেলাম এবং যারা হেদায়াত পেয়েছে তাদের মধ্যে গণ্য হলাম না।

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. বলুন, আমি আমার রবের স্পষ্ট দলীলের উপর কায়েম আছি। আর তোমরা তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছ। তোমরা যে জিনিসের জন্য তাড়াহুড়া করছ, সে বিষয়ে আমার কোনো ইখতিয়ার নেই। ফায়সালা করার গোটা ইখতিয়ার আল্লাহর হাতে রয়েছে। তিনিই সত্য প্রকাশ করেন এবং তিনিই সঠিক ফায়সালার মালিক।

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. বলুন, যে বিষয়ে তোমরা তাড়াহুড়া করছ, যদি এর ইখতিয়ার আমার হাতে থাকত, তাহলে কবেই আমার ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যেত। কিন্তু যালিমদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে, সে বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

৫৯. গায়েবের চাবি সব তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর অজান্তে গাছের কোনো পাতাও পড়ে না। জমিনের অন্ধকার পর্দার নিচেও এমন কোনো শস্যদানা নেই, যার খবর তিনি রাখেন না। শুকনা ও ভেজা সবকিছু এক সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।

৬০. তিনিই সে, যিনি রাতে তোমাদের রূহ কবজ করেন এবং দিনে তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন। আবার পরের দিন তোমাদেরকে কাজের ময়দানে ফিরিয়ে দেন, যাতে জীবনের নির্দিষ্ট মুদ্দত পূর্ণ হয়। অবশেষে তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে, তোমরা কী কাজ করছিলে।

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

রুকূ' ৮

৬১. তিনি তাঁর বান্দাহদের উপর পুরো ক্ষমতা রাখেন। আর তিনি তোমাদের উপর পাহারাদার নিয়োগ করে পাঠান। শেষ পর্যন্ত যখন তোমাদের কারো মউতের সময় এসে পড়ে, তখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা তার জান কবজ করে নেয় এবং তারা দায়িত্ব পালনে সামান্য ত্রুটিও করে না।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ۝

৬২. তারপর তাদের সবাইকে তাদের সত্যিকার মনিব আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হয়। সাবধান! ফায়সালা করার পুরো ইখতিয়ার তারই। আর তিনি অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।

ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۖ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ۝

৬৩. (হে রাসূল!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, জলে ও স্থলে (বিপদের) অন্ধকার থেকে কে তোমাদেরকে নাজাত দেয়? কে তিনি, যার কাছে তোমরা (মুসীবতের সময়) কাতরভাবে ও চুপে চুপে দোআ করতে থাক। (তখনো তোমরা বল) যদি তিনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে নাজাত দেন তাহলে আমরা অবশ্যই শোকরগোযার হব?

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

—১ম/২১-খ

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. বলুন, (একমাত্র) আল্লাহই এ (মুসীবত) থেকে এবং প্রতিটি কষ্ট থেকে তোমাদেরকে বাঁচান। (অথচ) এরপর তোমরা অপরকে তাঁর সাথে শরীক কর।[১৫]

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. বলুন, তাঁর এ ক্ষমতা আছে যে, তোমাদের উপর আযাব নাযিল করে দিতে পারেন, তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে এক দলকে অপর দলের ক্ষমতার মজা ভোগ করাতে পারেন। দেখুন, কীভাবে আমি বারবার বিভিন্নভাবে আমার আয়াতকে তাদের সামনে পেশ করে থাকি, যাতে তারা (আসল কথা) বুঝতে পারে।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾

৬৬. (হে রাসূল!) আপনার কাওম তাকে অস্বীকার করছে, অথচ তা সত্য। তাদের বলুন, আমি তোমাদের উপর কর্তা নিযুক্ত হইনি।[১৬]

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۫ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. প্রত্যেক খবর প্রকাশের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। শিগগিরই (তোমাদের পরিণাম) জানতে পারবে।

১৫. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সর্বশক্তিমান। তিনিই সকল ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক এবং তোমাদের ভালো ও মন্দের একমাত্র অধিকারী তিনিই এবং তাঁরই হাতে তোমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠি– এ সত্যের সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের আপন সত্তার মধ্যেই বর্তমান আছে। যখন কোনো কঠিন সময় উপস্থিত হয় এবং সকল প্রকার উপায়-উপকরণ অকার্যকর বলে মনে হয়, তখন তোমরা নিরুপায় হয়ে তাঁরই কাছে আশ্রয় চাও। তোমাদের আপন সত্তার মধ্যেই এই সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তোমরা বিনা দলীল, বিনা যুক্তি ও বিনা প্রমাণে অপরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছ। তাঁর রিযিকেই তোমরা বেঁচে আছ, আর 'দাতা' বানিয়ে রেখেছ অন্য কাউকে। তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহ হতে তোমরা সাহায্য লাভ কর, আর অন্যকে সাহায্যকারী ধারণা করে বস। তোমরা দাস হচ্ছ তাঁর; কিন্তু দাসত্ব কর অন্য কারো। তিনিই তোমাদের বিপদ হতে উদ্ধার করেন এবং বিপদের সময় তাঁরই কাছে কাতর হয়ে কাঁদতে থাক; কিন্তু যখন সে দুঃসময় কেটে যায় তখন তোমাদের কাছে 'ত্রাণকর্তা' হয়ে দাঁড়ায় অন্য কেউ এবং অন্যদের নামে ও আস্তানায় তখন নযর-নিয়ায দিতে থাক।

১৬. অর্থাৎ আমার এ কাজ নয় যে, তোমরা যা দেখছ না তা আমি জোর করে তোমাদেরকে দেখাব এবং যা কিছু বুঝছ না জোর করে তা তোমাদের বুঝিয়ে দেবো। আর যদি তোমরা না দেখ ও না বুঝ তবে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করাও আমার কাজ নয়।

৬৮. (হে রাসূল!) যখন আপনি দেখতে পান, লোকেরা আমার আয়াত নিয়ে বেহুদা আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে, তখন আপনি তাদের কাছ থেকে সরে যান, যতক্ষণ না তারা এ বিষয় বাদ দিয়ে অন্য বিষয়ে আলাপ জুড়ে দেয়। আর যদি কোনো সময় শয়তান আপনাকে একথা ভুলিয়ে দেয়, তাহলে যখনই ভুল বুঝতে পারেন তারপর এ যালিম লোকদের সাথে আর বসবেন না।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৬৯. এসব লোকের হিসাবের কোনো জিনিসের দায়িত্ব মুত্তাকী লোকদের উপর নেই। অবশ্য উপদেশ দেওয়া তাদের কর্তব্য, হয়তো তারা (ভুল পথ থেকে) বেঁচে যাবে।

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

৭০. আর যারা তাদের দীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে তাদের কথা বাদ দিন। তবে এ কুরআন শুনিয়ে তাদের নসীহত ও সাবধান করতে থাকুন, যাতে কেউ নিজের আমলের কারণে ঐ (কঠিন) সময় গ্রেফতার না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী ও শাফায়াতকারী থাকবে না এবং যখন সে সব কিছু 'ফিদইয়া' দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। কেননা এসব লোক নিজেদের আমলের জন্যই ধরা পড়ে যাবে। তাদের কুফরীর দরুন তাদের জন্য ফুটন্ত পানি ও বেদনাদায়ক আযাব রয়েছে।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

রুকূ' ৯

৭১. (হে রাসূল!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকব, যারা আমাদের কোনো উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না? আর যখন আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ দেখালেন তখন আমরা কি উল্টা পথে ফিরে যাব?

قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ

أَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۱﴾

আমরা কি ঐ লোকের মতো হব, যাকে শয়তান মরুভূমিতে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে এবং সে হয়রান হয়ে মরছে? অথচ তার সঙ্গীসাথীরা তাকে ডেকে বলছে যে, আমাদের কাছে এসো, এদিকে সঠিক পথ রয়েছে। বলুন, আসলে আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। আমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, যেন আমরা রাব্বুল আলামীনের নিকট আত্মসমর্পণ করি।

وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ؕ وَهُوَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۷۲﴾

৭২. (আরও হুকুম দেওয়া হয়েছে) নামায কায়েম কর ও তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাক এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে জড় করা হবে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ

৭৩. তিনিই সে সত্তা, যিনি সত্যসহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।[১৭] যেদিন

১৭. কুরআনের মধ্যে এ কথা বারবার বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা জমিন ও আসমান সত্যের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করেছেন বা সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন। এর একটি অর্থ হচ্ছে– জমিন ও আসমান খেলা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি। এটা কোনো বালকের খেলার জিনিস নয় যে, শুধু বিনোদনের জন্য সে জিনিসটি নিয়ে খেলতে থাকে; তারপর আবার ভেঙে-চুরে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যাপার। হিকমতের ভিত্তিতে এক মহান উদ্দেশ্যে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে। এক বিরাট মহান লক্ষ্য এই সৃষ্টির পেছনে বর্তমান। সৃষ্টির এক পর্যায় অতীত হওয়ার পর এটা জরুরি যে, স্রষ্টা আগের যুগের মধ্যে যেসব কাজ করা হয়েছে তার হিসাব নেবেন এবং তার ফলের উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করবেন।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্বজগৎ সত্যের মযবুত বুনিয়াদের উপর কায়েম করেছেন। ন্যায়বিচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যতার বিধানের উপর এর প্রতিটি বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত। বাতিল ও মিথ্যার জন্য এই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে মূল বিস্তার করার ও ফলপ্রসূ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে এ অবশ্য অন্য কথা– যে আল্লাহ তাআলা এখানে বাতিলপন্থিদেরকে এ সুযোগ দান করেন যে, তারা যদি তাদের মিথ্যা ও যুলুমকে বিকাশ দান করতে চায়, তবে তারা চেষ্টা করে দেখুক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমিন মিথ্যার প্রত্যেকটি জিনিসকে দূরে নিক্ষেপ করবে এবং সর্বশেষ হিসাব-নিকাশে প্রত্যেক বাতিলপন্থিই দেখতে পাবে যে, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিষবৃক্ষের চাষে ও তার উন্নয়নে সে যে চেষ্টা-সাধনা করেছিল তা সবই ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়েছে।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে– আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্বলোক সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ সত্তার সত্যতার ভিত্তিতে তিনি এই বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। তাঁর আদেশ এখানে এ জন্যই চলে যে, তাঁর সৃষ্টি করা বিশ্বে একমাত্র তিনিই হুকুম দেওয়ার ন্যায় অধিকার রাখেন। অন্য কারো এখানে হুকুম করার কোনোই অধিকার নেই।

وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۚ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

তিনি বলবেন, হাশর হয়ে যাক, সেদিনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই বাস্তব সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, সেদিন তাঁরই রাজত্ব হবে। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুই জানেন।[১৮] আর তিনি অতিশয় জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক এবং সবকিছুর খবর রাখেন।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. ইবরাহীমের ঘটনা খেয়াল করে দেখ, যখন তিনি তাঁর পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ বানিয়েছেন? আমি আপনাকে ও আপনার কাওমকে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও জমিনের বাদশাহী দেখিয়েছি, যাতে তিনি তাদের মধ্যে শামিল হন, যারা ইয়াকীন করে।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾

৭৬. যখন তার উপর রাত ছেয়ে গেল, তখন তিনি একটা তারকা দেখতে পেলেন। বললেন, এটা কি আমার রব? কিন্তু যখন তা ডুবে গেল তিনি বললেন, যা ডুবে যায় তাকে তো আমি পছন্দ করি না।

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾

৭৭. তারপর যখন তিনি চাঁদকে আলোকিত দেখলেন, তখন বললেন, এটাই (মনে হয়) আমার রব। কিন্তু যখন সেটাও ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার রব আমাকে হেদায়াত না করতেন তাহলে আমি গোমরাহ কাওমের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي

৭৮. তারপর যখন তিনি সূর্যকে আলোকময় অবস্থায় দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার রব (হতে পারে), এটা সবচেয়ে বড়। কিন্তু যখন এটাও ডুবল তখন

১৮. 'গায়েব' অর্থ– ঐসব কিছু, যা চোখের আড়ালে লুকিয়ে আছে। আর 'শাহাদাত' অর্থ– সেই সব কিছু, যা সৃষ্টিলোকের জন্য প্রকাশিত এবং সকলেই দেখতে, শুনতে ও জানতে পারে।

بَرِیۡٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِکُوۡنَ ﴿۷۸﴾

(কাওমকে) ডেকে বললেন, হে আমার দেশবাসী! তোমরা যেসবকে (আল্লাহর সাথে) শরীক কর, সেসবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।[১৯]

اِنِّیۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ حَنِیۡفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِکِیۡنَ ﴿۷۹﴾

৭৯. আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।

وَحَآجَّهٗ قَوۡمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوۡٓنِّیۡ فِی اللّٰهِ وَقَدۡ هَدٰىنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشۡرِکُوۡنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ رَبِّیۡ شَیۡئًا ؕ وَسِعَ رَبِّیۡ کُلَّ شَیۡءٍ عِلۡمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَکَّرُوۡنَ ﴿۸۰﴾

৮০ তাঁর কাওম তাঁর সাথে ঝগড়া করতে লাগল। তিনি কাওমকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনিই তো আমাকে হেদায়াত করেছেন। তোমরা যেসবকে শরীক কর সেসবকে আমি ভয় পাই না। তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে তা হতে পারে। আমার রবের ইলম সব জিনিসের উপর ছেয়ে আছে। তবুও কি তোমাদের হুঁশ হবে না?[২০]

وَکَیۡفَ اَخَافُ مَاۤ اَشۡرَکۡتُمۡ وَلَا تَخَافُوۡنَ اَنَّکُمۡ اَشۡرَکۡتُمۡ بِاللّٰهِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِهٖ عَلَیۡکُمۡ سُلۡطٰنًا ؕ فَاَیُّ الۡفَرِیۡقَیۡنِ اَحَقُّ بِالۡاَمۡنِ ۚ اِنۡ کُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۸۱﴾

৮১. তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরীক কর তাদেরকে কী করে আমি ভয় পাব? অথচ তোমরা আল্লাহর সাথে ঐসব জিনিসকে শরীক করতে ভয় পাও না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদের উপর কোনো সনদ নাযিল করেননি। (তোমরা ভেবে দেখ) আমাদের দুপক্ষের মধ্যে কে বেশি নিরাপদে থাকার হকদার? এ বিষয়ে যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে তাহলে বল।

১৯. হযরত ইবরাহীম (আ) নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করার পূর্বে যে প্রাথমিক চিন্তা ও মননের সাহায্যে সত্যের জ্ঞান লাভ করেছিলেন এ আয়াতে সেই চিন্তা ও মননের ধরন বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য শিরকের পরিবেশে জন্মলাভ করেও একজন সুস্থ বিবেক ও স্বচ্ছ জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষ কেমন করে বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং এ সম্পর্কে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা-গবেষণা করে সত্যের জ্ঞানলাভে সফল হয়েছিলেন।

২০. মূলে এখানে 'তাযাক্কার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সঠিক অর্থ– কোনো বিষয়ে গাফলতিতে পড়ার পর হঠাৎ চমকিত হয়ে সেই জিনিসকে স্মরণ করা।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. আসলে তো তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে (শিরকের) যুলুমের সাথে মেশায়নি।

রুকূ' ১০

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

৮৩. এটাই ছিল আমার (পক্ষ থেকে) দলীল-প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার কাওমের মুকাবিলার জন্য দিয়েছি। আমি যাকে চাই উচ্চমর্যাদা দিয়ে থাকি। সত্যি বলতে কি, তোমার রব বড়ই কুশলী ও জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

৮৪. তারপর আমি (ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই হেদায়াত দিয়েছি। (তাদেরকে আমি) ঐ হেদায়াতই দিয়েছি, যা এর আগে নূহকে দিয়েছিলাম। আমি তাঁরই বংশের দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে (হেদায়াত দিয়েছি)। এভাবেই আমি নেক লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দিয়ে থাকি।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

৮৫. (তাঁরই বংশের) যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলইয়াসকে (পথ দেখিয়েছি)– তাদের প্রত্যেকেই নেককারদের মধ্যে শামিল ছিল।

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬. (ঐ বংশেরই) ইসমাঈল, আল ইয়াসাআ, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)। এদের প্রত্যেককে আমি দুনিয়ার সবার উপর ফযীলত দান করেছি।

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾

৮৭. এমনকি তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বেরাদরদের মধ্যে অনেককেই আমি ফযীলত দিয়েছি। তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছি ও সরল-সঠিক পথের দিকে হেদায়াত করেছি।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. এটাই আল্লাহর হেদায়াত, যা দিয়ে তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান হেদায়াত করেন। কিন্তু তারা যদি শিরক করত তাহলে তারা যা কিছু করেছে সবই বরবাদ হয়ে যেত।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. তারাই ছিল ঐসব লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছি।[২১] এখন যদি এসব লোক তা মানতে অস্বীকার করে, তাহলে (কোনো পরওয়া নেই)। আমি অপর কতক লোককে এ নিয়ামত দিয়েছি, যা তারা মানতে অস্বীকার করে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. (হে রাসূল!) তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন, তাদেরই পথে আপনি চলুন। আর বলুন, আমি (তাবলীগ ও হেদায়াতের) কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোনো বদলা চাই না। এটা তো গোটা দুনিয়াবাসীর জন্য এক নসীহত।

রুকূ' ১১

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ

৯১. যখন মানুষ বলেছে, আল্লাহ মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেনি, তখন সে (এ বিষয়ে) আল্লাহ সম্পর্কে বিরাট ভুল ধারণা করে বসেছে। (হে রাসূল!) তাদের জিজ্ঞেস করুন ঃ তাহলে ঐ কিতাবটি কে নাযিল করেছিল, যা মূসা নিয়ে এসেছিলেন, যা মানব জাতির জন্য নূর ও হেদায়াত ছিল, যা তোমরা আলাদা আলাদা কাগজে লিখে রাখ, যার কিছু প্রকাশ কর এবং অনেক কিছু

২১. পয়গম্বরদের তিনটি জিনিস দান করার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, 'কিতাব' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার হেদায়াতনামা (আদেশ-উপদেশপূর্ণ বই), দ্বিতীয়ত, 'হুকুম' অর্থাৎ এই হেদায়াতনামার সঠিক বুঝ ও উপলব্ধি এবং তার আদর্শ ও নীতি বাস্তব জীবনে সঠিকভাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা এবং জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধানে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা, তৃতীয়ত, 'নবুওয়াত' অর্থাৎ এই হেদায়াতনামা অনুযায়ী সৃষ্টিলোকের পথপ্রদর্শন করার পদ ও সনদ।

وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

গোপন কর, যার মাধ্যমে তোমাদেরকে ও তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে ঐ ইলম দেওয়া হয়েছে, যা তোমরা জানতে না।[২২] (এ প্রশ্নের জবাবে) বলে দিন, আল্লাহই (তা নাযিল করেছেন)। এরপর তাদেরকে যুক্তি-তর্কের খেলায় মেতে থাকতে দিন।

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. (মূসার ঐ কিতাবের মতো) এ (কুরআনও) এক কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি, যা বড়ই বরকতপূর্ণ, যা এর আগে কিতাবকে সত্য বলে ঘোষণা করে এবং যা এ জন্য নাযিল করা হয়েছে, যেন এর সাহায্যে আপনি এই কেন্দ্রীয় বস্তি (মক্কা) ও এর চারপাশের জনগণকে সতর্ক করে দেন। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তারা এ কিতাবের উপরও ঈমান আনে। আর তাদের অবস্থা এই যে, তারা তাদের নামাযের হেফাযত করে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

৯৩. ঐ লোকের চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে যে, আমার উপর ওহী এসেছে, অথচ তার উপর কোনো ওহী নাযিল হয়নি, অথবা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়ের মুকাবিলায় বলে যে, আমিও কি এমন জিনিস নাযিল করে দেখাবো? হায়! আপনি যদি যালিমদেরকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেতেন, যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় হাবুডুবু খেতে থাকবে, আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলতে থাকবে,

২২. ইহুদীদের প্রতি এ জবাব দেওয়া হচ্ছে, সেজন্য মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত নাযিল করার বিষয়টি এখানে প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে। কেননা, তারা নিজেরাই এ বিষয়টি স্বীকার করে। তারা যখন স্বীকার করে যে, মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত নাযিল হয়েছিল, তখন স্পষ্টত তাদের এই স্বীকৃতি দ্বারা তাদের এ কথা আপনা-আপনিই বাতিল হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলা কোনো মানবসন্তানের উপর কিছু নাযিল করেন না। তা ছাড়া এর দ্বারা অন্তত এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মানবসন্তানের উপর আল্লাহর 'কালাম' নাযিল হতে পারে ও হয়েছে।

عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

তোমরা 'তোমাদের জান বের করে আন।' তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে যা বলে বেড়াতে এবং তাঁর আয়াতের মুকাবিলায় যে অহংকার প্রকাশ করতে এর বদলে আজ তোমাদেরকে অপমানকর আযাব দেওয়া হবে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. (তখন আল্লাহ বলবেন) তোমাদেরকে আমি যেমন প্রথম একা সৃষ্টি করেছিলাম তেমনি একা একাই তোমরা আমার সামনে হাজির হয়ে গেলে। দুনিয়াতে যা কিছু আমি তোমাদের দিয়েছিলাম তা সবই পেছনে ছেড়ে এসেছ। তোমাদের ঐসব সুপারিশকারীদেরও এখন তোমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা ছিল যে, (তোমাদের ভাগ্য রচনায়) তাদেরও কিছু হিস্যা রয়েছে। তোমাদের মধ্যকার সব সম্পর্ক ভেঙে গেছে এবং তোমরা যে ধারণা পোষণ করতে, সেসবও বিলীন হয়ে গেছে।

রুকূ' ১২

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আল্লাহই শস্যবীজ ও আঁটি ফাটান।[২৩] তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং তিনিই মৃতকে জীবিত থেকে বের করার মালিক।[২৪] তিনিই তোমাদের আল্লাহ (যিনি এসব কিছু করেন)। সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

৯৬. রাতের পর্দা ফাটিয়ে তিনিই ভোর বের করে আনেন। তিনি রাতকে আরামদায়ক বানিয়েছেন। তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উঠা ও ডুবার হিসাব ঠিক করে দিয়েছেন। ঐসব ঐ মহাশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী সত্তার দ্বারাই নির্ধারিত।

২৩. অর্থাৎ যিনি মাটির নিচে বীজকে ফাটিয়ে তার থেকে গাছের অঙ্কুর বের করেন।

২৪. 'জীবিত' থেকে 'মৃত'কে বের করার অর্থ– প্রাণহীন উপাদান থেকে জীবন্ত জীব সৃষ্টি করা। আর মৃত থেকে জীবিতকে নির্গত করার অর্থ– জীবদেহ থেকে নিষ্প্রাণ বস্তু বের করা।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি জলে-স্থলের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখানোর জন্য তারকারাজির ব্যবস্থা করেছেন। দেখ, যাদের ইলম আছে তাদের জন্য নিদর্শনসমূহকে আমি কেমন স্পষ্ট করে বয়ান করে দিয়েছি।[২৫]

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি এক মানুষ থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেকের জন্য রয়েছে (দুনিয়ায় কিছুদিন) থাকার ব্যবস্থা ও (পরে কবরে) সঁপে দেওয়ার বিধান। যারা বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী তাদের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে বলে দিলাম।

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন। তারপর এর মাধ্যমে আমি সবরকম চারা জন্মায়েছি এবং তা থেকে সবুজ ক্ষেত-খামার ও গাছ-পালা সৃষ্টি করেছি। তারপর তা থেকে আমি থোকা থোকা শস্যদানা বের করেছি এবং খেজুর গাছের মাথি (শীষ) থেকে গোছায় গোছায় ফল পয়দা করেছি, যা ভারের চাপে ঝুঁকে পড়ে। আর আঙুর, যয়তুন ও বেদানার বাগান সাজিয়েছি, যার ফল একটার সাথে আর একটার মিল রয়েছে, অথচ এক একটির গুণ আলাদা আলাদা। এসব গাছে যখন ফল ধরে এবং যখন পাকে তখন তোমরা এর অবস্থা (মনোযোগ দিয়ে) দেখ। যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এসবের মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

২৫. অর্থাৎ এই সত্যের নিদর্শনসমূহ যে, আল্লাহ মাত্র একজন। অন্য কোনো দ্বিতীয়জন আল্লাহর গুণাবলি ধারণ করে না এবং তাঁর ক্ষমতা ও অধিকারেও কেউ অংশীদার নেই এবং তাঁর স্বত্ব ও হকসমূহে অন্য কেউ হকদার নেই।

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهٗ بَنِيْنَ
وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

১০০. এ সত্ত্বেও লোকেরা জিনকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।[২৬] অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা না জেনে না বুঝে তাঁর জন্য ছেলে ও মেয়ে বানিয়ে নিয়েছে। এরা যা কিছু (আল্লাহর উপর) আরোপ করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও মহান।

রুকূ' ১৩

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ
وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

১০১. তিনিই আসমান ও জমিনের আদি স্রষ্টা। তার কোনো সন্তান কেমন করে হতে পারে? অথচ তাঁর কোনো বিবিই নেই। তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তিনি ইলম রাখেন।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

১০২. তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। সব জিনিসের তিনিই স্রষ্টা। তাই তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর। আর তিনিই প্রতিটি জিনিসের উপর দায়িত্বশীল।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ
اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

১০৩. দৃষ্টি তার নাগাল পায় না, কিন্তু তিনি দৃষ্টির নাগাল পান। তিনি অতি সূক্ষ্ম জিনিসেরও খবর রাখেন।

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ

১০৪. (জেনে রাখ) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে গভীরভাবে দেখার মতো আলো এসে গেছে। এখন যে এ দ্বারা দেখার কাজ করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে। আর যে চোখ বুঁজে থাকবে সে

২৬. অর্থাৎ, নিজেদের ভিত্তিহীন ধারণা ও অনুমানে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও জমিনের পরিচালনায় ও মানুষের ভাগ্য রচনায় আল্লাহর সাথে অন্য কতক গোপন সত্তা শরীক আছে– কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেউ বৃদ্ধি ও বিকাশের দেবতা, কেউ ধন-দৌলতের দেবী, কেউ রোগ-ব্যাধির দেবী। আত্মা, শয়তান, রাক্ষস, দেবতা ও দেবী সম্পর্কে এসব ধরনের মিথ্যা ধারণা-বিশ্বাস দুনিয়ার মুশরিক জাতিগুলোর মধ্যে সবকালেই পাওয়া যায়।

وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ

নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তো তোমাদের উপর পাহারাদার নই।[২৭]

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

১০৫. এভাবেই আমি আয়াতসমূহকে বারবার নানারকমভাবে পেশ করে থাকি। কারণ ওরা বলে, আপনি কারো কাছ থেকে পড়ে এসেছেন। আর আমি তাদের জন্য সত্যকে প্রকাশ করে থাকি, যারা ইলম রাখে।

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

১০৬. (হে রাসূল!) আপনার উপর আপনার রবের কাছ থেকে যে ওহী নাযিল হয়েছে তা মেনে চলতে থাকুন। কারণ ঐ এক সত্তা ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। আর ঐ মুশরিকদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ

১০৭. আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে (তিনি এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন) তারা শিরক করত না। আমি আপনাকে তাদের উপর পাহারাদার বানাইনি। আর আপনি তাদের উপর দায়িত্বশীলও নন।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

১০৮. (হে মুসলিমগণ!) এরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তোমরা ঐসবকে গালি দিও না। এমন যেন হয় না যে, এরা মূর্খতার কারণে (শিরকেরও) সীমা পার হয়ে আল্লাহকেই গালি দিতে থাকে। আমি তো এভাবেই প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের আমলকে তাদের নিকট পছন্দনীয় বানিয়ে দেই। তারপর তাদেরকে তাদের রবের নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন তাদেরকে তিনি জানিয়ে দেবেন, তারা কী কী কাজ করছিল।

২৭. সূরা 'ফাতিহা' যেমন আল্লাহ তাআলার কালাম, কিন্তু তা বান্দাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে; তেমনি এ কথাটি যদিও আল্লাহ তাআলার বাণী, কিন্তু নবী করীম (স)-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে- 'আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নই' অর্থাৎ আমার কাজ শুধু এতটুকুই যে, আমি এই 'আলো' তোমাদের সামনে পেশ করে দেবো। তারপর চোখ মেলে দেখা বা না দেখা তোমাদের কাজ। আমার দায়িত্বে এ কাজ সোপর্দ করা হয়নি যে, যারা চোখ বন্ধ করে রাখবে তাদের চোখ আমি জোর করে খুলে দেবো এবং তারা যা দেখতে চাইবে না আমি তাদেরকে তা দেখিয়েই ছাড়ব।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. এরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে যে, যদি আমাদের সামনে কোনো নিশানা (অর্থাৎ মু'জিযা) আসত, তাহলে তারা এর প্রতি ঈমান আনত। (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, নিশানা তো আল্লাহর হাতে আছে। (হে মুসলিম সমাজ!) তোমাদেরকে এ কথা কেমন করে বোঝানো যাবে যে, যদি নিশানা এসেও যায়, তবু এসব লোক ঈমান আনবে না।[২৮]

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. এরা পয়লাও যেমন এর (কিতাবের) উপর ঈমান আনেনি, তেমনি আমি এদের দিল ও চোখকে ফিরিয়ে রাখছি। আমি তাদেরকে বিদ্রোহের মধ্যেই ঘুরে মরার জন্য ছেড়ে দিয়ে থাকি।

পারা ৮

রুকূ' ১৪

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

১১১. যদি আমি তাদের উপর ফেরেশতাও নাযিল করতাম, যদি মরা মানুষও তাদের সাথে কথা বলত এবং তাদের সামনে যদি দুনিয়ার সব জিনিসও জমা করে দিতাম তবুও তারা (নিজের ইচ্ছায়) ঈমান আনত না। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে বাধ্য করলে আলাদা কথা। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই জাহিলের মতো কথা বলছে।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ

১১২. আমি তো এভাবেই মানুষ-শয়তান ও জিন-শয়তানকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়েছি, যারা একে অপরের সাথে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চটকদার কথা বলে। (হে রাসূল!) আপনার রব যদি ইচ্ছা করতেন

২৮. এ কথা মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। কেননা, তারা অস্থিরতার সঙ্গে কামনা করেছিল যে, এমন কোনো নিদর্শন প্রকাশিত হোক, যা দেখে তাদের পথভ্রষ্ট ভাইয়েরা সত্য-সঠিক পথে এসে যায়।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾

(এরা যেন এরূপ না করে) তাহলে কখনো ওরা তা করত না। তাই ওদেরকে ওদের হালেই থাকতে দিন। ওরা মিথ্যার মধ্যেই পড়ে থাকুক।

وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. (আমি তাদেরকে এসব কিছু এজন্যই করতে দিচ্ছি যেন) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের দিল এর (মনোহর ধোঁকার) প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। আর যেসব কুকাজ তারা করতে চায় তা-ই যেন তারা করতে থাকে।[২৯]

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. (হে রাসূল! আপনি বলুন এ অবস্থায়) আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ফায়সালাকারী তালাশ করব? অথচ তিনি তোমাদের প্রতি সবিস্তারে কিতাব নাযিল করেছেন।[৩০] (আপনার পূর্বে) যাদের উপর আমি কিতাব দিয়েছি তারা জানে, এ কিতাব আপনার রবের পক্ষ থেকেই সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে। অতএব, আপনি সন্দেহবাদীদের মধ্যে শামিল হবেন না।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾

১১৫. আপনার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ। তাঁর বিধান বদল করার কেউ নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ

১১৬. (হে রাসূল!) যদি আপনি দুনিয়ার বেশির ভাগ লোকের কথা মেনে চলেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে

২৯. ১১০ থেকে ১১৩ নং আয়াত পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার মর্ম হচ্ছে- মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নিয়ম এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষকে তেমনিভাবে হেদায়াত দান করবেন, যেভাবে গাছে ফল ধরে অথবা মানুষের মাথায় চুল গজায়; বরং তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন। পরীক্ষার জন্যই মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে- সে ইচ্ছা করলে সত্য পথে চলতে পারে কিংবা বিপথগামী হতে পারে। মানুষ যদি নিজেই গোমরাহীর দিকে যেতে চায় তবে আল্লাহ জোর করে তাকে হেদায়াতের পথে আনেন না।

৩০. এখানে বক্তা হচ্ছেন নবী করীম (স) এবং সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে।

সরিয়ে দেবে। তারা তো শুধু অনুমানের উপর চলে এবং আন্দাযের উপর কথা বলে।

إلا يخرصون ﴿١١٦﴾

১১৭. আসলে আপনার রব সবচেয়ে ভালো করে জানেন, কে তাঁর পথ থেকে সরে গেছে আর কে সঠিক পথে আছে।

إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴿١١٧﴾

১১৮. সুতরাং তোমরা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনে থাক তাহলে যেসব জানোয়ারের উপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে সেসবের গোশত খাও।

فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ﴿١١٨﴾

১১৯. এর কী কারণ থাকতে পারে যে, যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না? অথচ চরম ঠেকার সময় ছাড়া সব অবস্থায় যেসব জিনিস ব্যবহার করা তিনি হারাম করেছেন তা তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। অনেকের অবস্থা এমন যে, জানাশোনা ছাড়াই শুধু খেয়াল-খুশিমতো বিপথগামী হয়। আপনার রব সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালো করেই জানেন।

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴿١١٩﴾

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। যারা গুনাহ কামাই করে তারা অবশ্যই ঐ কামায়ের বদলা পাবে।

وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ﴿١٢٠﴾

১২১. যেসব জানোয়ারকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি সেসবের গোশত খাবে না। এটা করা ফাসিকী কাজ। শয়তানেরা তাদের সাথীদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চল তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴿١٢١﴾

রুকূ' ১৫

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যে লোক প্রথমে মৃত ছিল, তারপর আমি তাকে জীবন দান করলাম এবং আমি তাকে নূর দান করলাম, যার আলোতে সে জনগণের মধ্যে জীবনের পথে চলে, সে লোক কি ঐ লোকের মতো হতে পারে, যে অন্ধকারে পড়ে আছে এবং তা থেকে কিছুতেই বের হচ্ছে না?[৩১] কাফিরদের জন্য এমনিভাবে তাদের আমলকে তাদের চোখে পছন্দনীয় বানিয়ে দেওয়া হয়।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আর এভাবেই আমি প্রতিটি জনপদে এর বড় বড় অপরাধীকে সেখানে ধোঁকাবাজি করার জন্য লাগিয়ে দিয়েছি। আসলে তারা নিজেদেরকেই ধোঁকায় ফেলে, কিন্তু তাদের সে চেতনা নেই।

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন তাদের সামনে কোনো আয়াত আসে তখন ওরা বলে, আমরা ঈমান আনব না; যে পর্যন্ত আমাদেরকেও ঐ জিনিস দেওয়া না হয়, যা রাসূলদেরকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তার রিসালাতের কাজ কাকে দিয়ে করাবেন এবং কীভাবে করাবেন তা তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন। শিগ্‌গিরই এসব অপরাধী তাদের ধোঁকাবাজির কারণে আল্লাহর নিকট অপমানকর ও কঠোর আযাবের ভাগী হবে।

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ

১২৫. (আসল কথা হলো) আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান তিনি তার দীল ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর তিনি যাকে

৩১. অর্থাৎ, তোমরা কেমন করে এই আশা পোষণ করতে পার, যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ বর্তমান এবং যে মানুষ জ্ঞানের আলোকের সাহায্যে বাঁকা পথসমূহের মধ্য থেকে সত্যের সরল-সোজা পথটি পরিষ্কাররূপে দেখতে পাচ্ছে, সে মানুষ সেই বোধহীন ও চেতনাহীন মানুষের মতো পৃথিবীতে জীবনযাপন করবে– যারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে ফিরছে?

لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

গোমরাহ্ করতে চান তার দীল ছোট করে দেন এবং এমন সঙ্কীর্ণ করে দেন যে, (ইসলামের কথা শুনলেই) তার এরূপ মনে হয় যে, তার রূহ যেন আসমানের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবেই যারা ঈমান আনে না আল্লাহ তাদের (সত্যবিমুখ হওয়ার) নাপাকী তাদের উপর চাপিয়ে দেন।[৩২]

وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

১২৬. অথচ (হে রাসূল!) এ পথই আপনার রবের সরল পথ। যারা নসীহত কবুল করে তাদের জন্য এর নিশানা আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি।

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

১২৭. তাদের রবের নিকট তাদের জন্য শান্তিময় ঘর রয়েছে। আর তাদের নেক আমলের কারণে তিনি তাদের অভিভাবক।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

১২৮. যেদিন আল্লাহ সবাইকে ঘেরাও করে জমা করবেন সেদিন তিনি জিনদেরকে বলবেন, হে জিন জাতি! তোমরা তো মানুষকে খুব বশ করে নিয়েছ। মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা আরয করবে, হে আমাদের রব! আমরা তো একে অপর থেকে যথেষ্ট ফায়দা উঠিয়েছি। এখন আমরা ঐ নির্ধারিত সময়ে পৌছে গেছি, যা তুমি আমাদের জন্য ঠিক করে দিয়েছিলে। তখন আল্লাহ বলবেন, এখন আগুনই তোমাদের ঠিকানা, যেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ যাকে চাইবেন সে-ই তা থেকে রক্ষা পাবে। (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আপনার রব পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক ও মহাজ্ঞানী।

৩২. এ বাক্যটি দ্বারা এ কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, যারা ঈমান আনে না আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর ইসলামের জন্য খুলে না দিয়ে বন্ধ করে দেন এবং তাদেরকে হেদায়াত দিতে ইচ্ছা করেন না।

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

১২৯. (দেখ!) এভাবেই দুনিয়াতে একে অপরের সাথে মিলে যালিমেরা যা কিছু কামাই করেছে, তার কারণে আমি (আখিরাতে) তাদেরকে একে অপরের সাথী বানাই।

রুকূ' ১৬

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

১৩০. (ঐ সময় আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন) হে মানুষ ও জিন জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে কি এমন রাসূল আসেনি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনাত এবং এ দিনের ব্যাপারে তোমাদেরকে (আল্লাহর সাথে) সাক্ষাতের ভয় দেখাত? (জবাবে) তারা বলবে : হ্যাঁ, আমরা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি। আজ দুনিয়ার জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কিন্তু তখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিল।

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ۝

১৩১. (তাদের কাছ থেকে এ সাক্ষ্য এ জন্যই নেওয়া হবে, যাতে এ কথা প্রমাণিত হয়) কোনো এলাকার অধিবাসীদেরকে (সাবধান না করে এবং তাদেরকে) কিছু জানতে না দিয়েই আপনার রব অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না।

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝

১৩২. প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুপাতেই হয়ে থাকে। আর আপনার রব লোকদের আমল সম্পর্কে বেখবর নন।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ۝

১৩৩. কারো কাছে আপনার রবের কোনো ঠেকা নেই। মেহেরবানী করাই তাঁর নীতি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে দেবেন এবং যাদেরকে চান তাদেরকে তোমাদের জায়গায় নিয়ে আসবেন, যেমন তোমাদেরকে অন্য কতক লোকের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

১৩৪. তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে। তোমরা (এ ব্যাপারে) আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۝

১৩৫. (হে রাসূল!) বলে দিন, তোমরা তোমাদের জায়গায় আমল করতে থাক। আর আমিও আমার জায়গায় আমল করছি। শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে, পরিণাম ফল কার জন্য ভালো। (যা হোক, এ কথাই সত্য) যালিমরা কখনও সফলতা লাভ করে না।

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

১৩৬. এ লোকেরা আল্লাহরই সৃষ্টি করা ফসল ও পালিত পশুর এক অংশ তাঁর জন্য ধার্য করে নিয়ে তাদের খেয়াল-খুশি মতো বলে, এটুকু আল্লাহর জন্য আর ঐটুকু আমাদের (বানানো) শরীকদের জন্য। তারপর যে অংশ তাদের শরীকদের জন্য (নির্দিষ্ট করা হয়) তা (কখনো) আল্লাহর কাছে পৌঁছে না।[৩৩] কিন্তু যে অংশ আল্লাহর জন্য (নির্দিষ্ট) তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে যায়। এরা কতই না মন্দ ফায়সালা করে থাকে।

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا فَقَالُوا۟ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

১৩৭. এমনিভাবে তাদের শরীকেরা অনেক মুশরিকদের জন্য তাদের সন্তানদের হত্যা

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ

৩৩. তারা আল্লাহর নামে যে অংশ নির্দিষ্ট করত তার মধ্যেও নানা প্রকার বাহানাবাজি করে যেন-তেন প্রকারে দেব-দেবীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশকে বাড়াতে চেষ্টা করত। যেমন– যে শস্য বা ফল তারা আল্লাহর অংশে নির্দিষ্ট করত তার মধ্য থেকে যদি কিছু পড়ে যেত, তবে তা শরীকদের অর্থাৎ, দেব-দেবীদের অংশে শামিল করে দেওয়া হতো। কিন্তু যদি শরীকদের অংশ থেকে কিছু পড়ে যেত বা আল্লাহর অংশের সাথে মিশে যেত, তাহলে তা আবার শরীকদের অংশেই শামিল করে দেওয়া হতো। যদি কোনো কারণবশত মান্নতের বা দান-খয়রাতের শস্য নিজেদের ব্যবহার করার দরকার হতো তবে আল্লাহর অংশ খেয়ে নিত; কিন্তু শরীকদের অংশে হাত দিতে ভয় পেত, 'পাছে কোনো বিপদ ঘটে।'

أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

করার কাজকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিয়েছে,[৩৪] যাতে তারা ধ্বংস হয় এবং তাদের দীনকে তাদের জন্য সন্দেহজনক বানিয়ে দেয়।[৩৫] অবশ্য আল্লাহ চাইলে তারা এটা করত না। তাই ওদেরকে ওদের হালেই থাকতে দিন। ওরা মিথ্যার মধ্যেই পড়ে থাকুক।

وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. এরা বলে ঃ এসব গবাদি পশু ও ফসল (ব্যবহার করা) নিষেধ। এসব শুধু তারাই খেতে পারে, যাদেরকে আমরা খেতে দিতে চাই। অথচ এ বিধি-নিষেধ তাদের মনগড়া। এরা কতক পশুর পিঠ ব্যবহার করা (পিঠে চড়া বা বোঝা বহন করানো) হারাম করে রেখেছে। আর কতক পশু (যবেহ করার সময়) তারা আল্লাহর নাম নেয় না। এসবই এরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। শিগ্‌গিরই আল্লাহ তাদের এসব মিথ্যাচারের বদলা দেবেন।

৩৪. এখানে 'শরীক' শব্দটি এক ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৩৬ নং আয়াতে যে 'শরীক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা তাদের সেই সব দেব-দেবীর কথা বোঝানো হয়েছে, যাদের বরকত বা সুপারিশকে তারা সহায়ক মনে করত এবং নিয়ামতের জন্য শুকরিয়ার হকদারস্বরূপ তারা তাদের সেই সব ঠাকুর-দেবতাদের আল্লাহর সাথে অংশীদার বানাত। আর এ আয়াতে 'শরীক'-এর অর্থ সেই মানুষ, যে সন্তান-হত্যার প্রথা প্রথম চালু করেছিল এবং সেই শয়তান, যে এই অত্যাচারমূলক প্রথাকে তাদের দৃষ্টিতে এক বৈধ ও পছন্দনীয় কাজরূপে দাঁড় করিয়েছে। সন্তান-হত্যার তিন রকম প্রথা আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আর কুরআন মজীদে এই তিন প্রথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে– (১) কেউ যেন জামাই হওয়ার মর্যাদা না পেতে পারে বা অন্য কোনো গোত্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক লড়াইয়ে কন্যাসন্তান যেন শত্রুদের কব্জায় না পড়ে বা অন্য কোনো কারণে সে যেন অপমান ও অসম্মানের কারণ না হয়, সেজন্য কন্যাসন্তান হত্যা। (২) এই ধারণায় সন্তান হত্যা করা যে, তাদের লালন-পালনের ভার বহন করা যাবে না এবং জীবিকার অভাববশত তারা এক অসহনীয় বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। (৩) নিজেদের উপাস্য দেব-দেবীকে খুশি করার জন্য সন্তান-সন্ততি কুরবানী দেওয়া।

৩৫. জাহেলী যুগের আরবগণ নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর অনুসারী মনে করত এবং সে হিসেবে তাদের ধারণা ছিল, তারা যে ধর্মের অনুসারী তা আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও পছন্দনীয় ধর্ম। কিন্তু এই দীনের মধ্যে পরবর্তী যুগসমূহে তাদের ধর্মীয় নেতারা, গোত্রীয় সরদাররা, বংশের নেতারা এবং বিভিন্ন লোকে নানা অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রথা যোগ করতে থাকে; পরবর্তী বংশধররা সেগুলোকে মূল ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করেছে এবং এভাবে তাদের গোটা ধর্মটিই সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে।

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. এরা বলে, এসব পশুর পেটে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য খাস করা আছে। এসব আমাদের মহিলাদের জন্য হারাম। আর যদি তা মরা হয় তাহলে তারা সকলেই খাওয়ায় শরীক হতে পারে। এই যেসব কথা এরা বানিয়ে নিয়েছে, এসবের বদলা আল্লাহ তাদের অবশ্যই দেবেন। তিনি পরম বুদ্ধিমান ও মহাজ্ঞানী।

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. নিশ্চয়ই ঐসব লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা মূর্খতাবশত তাদের সন্তানকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাঁরই দেওয়া রিযককে হারাম সাব্যস্ত করেছে। তারা অবশ্যই পথহারা হয়েছে। তারা কখনো হেদায়াতপ্রাপ্ত নয়।

রুকূ' ১৭

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. তিনিই তো আল্লাহ, যিনি নানা রকমের লতা জাতীয় ও কাণ্ড জাতীয় গাছের বাগান এবং খেজুর গাছ ও ক্ষেতের ফসল উৎপন্ন করেছেন, যা থেকে বিভিন্ন প্রকার খাবার জোগাড় হয়। (তিনি) যয়তুন ও বেদানা উৎপন্ন করেছেন, যা (দেখতে) একই রকম, আর (স্বাদ) ভিন্ন ভিন্ন। যখন ফলন হয় তখন সে ফল থেকে তোমরা খাও। আর ফসল যখন তোল তখন আল্লাহর হক আদায় কর। সীমা লঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

১৪২. তিনিই গৃহপালিত পশুর মধ্যে এমন পশু সৃষ্টি করেন, যা ভার বহনের কাজে লাগে এবং এমন পশুও, যা খাওয়া ও বিছানার কাজ দেয়।[৩৬] আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে খাও। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

৩৬. অর্থাৎ, তাদের চামড়া ও পশম থেকে বিছানা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّـُٔوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৪৩. এ পশুগুলো আট রকম (নর ও মাদী) ভেড়া জাতের দুটি আর ছাগল জাতের দুটি। (হে রাসূল!) ওদের জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ কি নর দুটি হারাম করেছেন, না মাদী দুটি? নাকি ভেড়া ও ছাগলের পেটে যে বাচ্চা রয়েছে (তা হারাম করেছেন)? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে ইলমের ভিত্তিতে আমাকে জানাও।

وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৪৪. (এমনিভাবে) উট জাতীয় দুটি এবং গাভী জাতীয় দুটি। জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ কি নর দুটি হারাম করেছেন না মাদী দুটি, না উট ও গাভির পেটে যে বাচ্চা রয়েছে তা? আল্লাহ যখন তোমাদেরকে এসব হারাম হওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন তখন তোমরা সেখানে হাজির ছিলে? সুতরাং ঐ লোকের চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে ইলম ছাড়াই মানুষকে গোমরাহ করার জন্য আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম কাওমকে হেদায়াত করেন না।

রুকূ' ১৮

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৪৫. (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, আমার নিকট যে ওহী এসেছে, তাতে তো মরা পশু, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ছাড়া আর যা কিছু মানুষ খায় তার কোনোটাই হারাম বলে পাই না। কেননা তা নাপাক। অথবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে যবেহ করা (পশু খাওয়াও) ফাসিকী কাজ।[৩৭] অবশ্য যদি কেউ নাফরমানীর নিয়ত ছাড়া এবং প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন না করে নিতান্ত ঠেকায় পড়ে বাধ্য হয়ে (এসব জিনিসের কোনোটা খায়) তাহলে আপনার রব নিশ্চয়ই অতি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

৩৭. এর অর্থ এই নয় যে, এ ছাড়া আর কোনো খাদ্যবস্তু শরীআতে হারাম নয়। এর অর্থ হচ্ছে– সেসব জিনিস হারাম নয়, যেগুলোকে তোমরা হারাম করে নিয়েছ। শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম খাদ্যবস্তু সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াত, সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত ও সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. আর যারা ইহুদী তাদের জন্য নখওয়ালা সব পশু হারাম করে দিয়েছিলাম। তাছাড়া গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম। অবশ্য (যেটুকু চর্বি) পিঠ ও অন্ত্রের সাথে আছে এবং হাড্ডির সাথে লেগে থাকে তা (হারাম) নয়। এটা তাদের বিদ্রোহের সাজা হিসেবেই আমি দিয়েছিলাম।[৩৮] এই যা কিছু আমি বলছি, সম্পূর্ণ সত্য বলছি।

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. এখন এরা যদি আপনাকে মিথ্যা মনে করে তাহলে বলুন, তোমাদের রবের রহমত খুবই ব্যাপক। (কিন্তু) অপরাধীদের থেকে তাঁর শাস্তি রদও করা যায় না।

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. (এসব কথার জবাবে) মুশরিকরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা শিরক-ই করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও করত না এবং আমরা কোনো জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করতাম না।[৩৯] এ জাতীয় কথা বানিয়ে বানিয়েই এদের আগের লোকেরা সত্যকে অস্বীকার করত। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির মজা ভোগ করেছে। তাদেরকে বলুন, তোমাদের কাছে কি এমন কোনো ইলম আছে, যা আমার সামনে পেশ করতে পার? তোমরা তো শুধু খেয়াল-খুশির উপরই চলছ এবং আন্দাজ-অনুমান ছাড়া তোমাদের আর কিছুই নেই।

৩৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৯; সূরা নিসা, আয়াত ১৬০ দেখুন।

৩৯. অর্থাৎ, তারা নিজেদের অপরাধ ও খারাপ কাজগুলোর জন্য সেই পুরাতন ওজরগুলোই পেশ করবে, যেগুলো অপরাধী ও দুষ্কৃতকারী লোকেরা চিরদিন পেশ করে থাকে। তারা বলবে– আমাদের জন্য আল্লাহর ইচ্ছাই হচ্ছে এই যে, আমরা শিরক করব এবং যেসব জিনিসকে আমরা হারাম করে রেখেছি সেগুলো হারাম করব। কারণ, আল্লাহ যদি না চাইত— আমরা এরূপ করি তবে কেমন করে এটা সম্ভব যে, আমাদের দ্বারা ঐ কাজগুলো হতে পারে? সুতরাং যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা এসব কিছু করছি, আমরা ঠিকই করছি। এর জন্য যদি দোষ হয়ে থাকে তবে সে দোষ আমাদের নয়; সে দোষ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর। আর যা কিছু করছি তা করতে আমরা বাধ্য। কেননা, এ ছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

১৪৯. বলুন, (তোমাদের যুক্তি-তর্কের মুকাবিলায়) আসল যুক্তি-প্রমাণ তো আল্লাহরই কাছে রয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত করতেন।[৪০]

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

১৫০. বলুন, এসব জিনিসকে আল্লাহই হারাম করেছেন বলে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো সাক্ষী যদি থাকে, তাহলে তাদেরকে নিয়ে এস। (হে রাসূল!) তারা যদি সাক্ষ্য দিয়েই দেয় তাহলে আপনি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবেন না।[৪১] যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যারা অন্যকে তাদের রবের সমতুল্য মনে করে তাদের খাম-খেয়ালির অনুসরণ করবেন না।

রুকূ' ১৯

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

১৫১. (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন : এস, আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই যে, তোমাদের রব তোমাদের উপর কী কী বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন।[৪২] তা এই যে,

৪০. অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের দোষ ঢাকার কৈফিয়তস্বরূপ যুক্তি পেশ করছ যে, আল্লাহ যদি চাইত তবে আমরা শিরক করতাম না– এর দ্বারা পুরোপুরি কথা বলা হচ্ছে না। পুরো কথা যদি বলতে চাও তবে এরূপ বল যে, যদি আল্লাহ চাইত তবে আমাদের সবাইকে হেদায়াত দান করত। অন্যকথায় তোমরা তোমাদের নিজেদের পছন্দ ও ইচ্ছায় সত্য-সঠিক পথ কবুল করার জন্য প্রস্তুত নও। তোমরা চাও যে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে যেরূপ জন্মগতভাবে সত্য পথের পথিক করে সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে তোমাদেরকেও সৃষ্টি করতেন। মানুষ সম্পর্কে এই যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা করতে পারতেন। কিন্তু এটা তার ইচ্ছা নয়। অতএব যে গোমরাহীকে তোমরা নিজেদের জন্য নিজেরা পছন্দ করে নিয়েছ আল্লাহও তোমাদেরকে তার মধ্যে পড়ে থাকতে দেবেন।

৪১. অর্থাৎ, যদি তারা সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব উপলব্ধি করে এবং এটা বুঝে যে, সেই কথার সাক্ষ্য দেওয়া উচিত, যে সম্পর্কে জ্ঞান আছে। তবে তারা কখনও এই সাক্ষ্যদান করার সাহস পাবে না। কিন্তু যদি তারা সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব না বুঝেই এতটা হঠকারিতা দেখায় যে, আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের এই মিথ্যায় আপনি সহযোগী হবেন না।

৪২. অর্থাৎ, তোমরা যে বাধ্যবাধকতার মধ্যে গ্রেফতার হয়ে আছ, সেগুলো তোমাদের প্রভুর দেওয়া বাধ্যবাধকতা নয়।

أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

তাঁর সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করো না এবং পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তোমাদের ও তাদের রিযক দেই। প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক কোনো রকম অশ্লীলতার[৪৩] কাছেও যেও না। আল্লাহ (মানুষের) যে জীবনকে সম্মানের পাত্র সাব্যস্ত করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। এসব কথা মেনে চলার জন্যই তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন, হয়তো তোমরা বুঝে-শুনে চলবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. ইয়াতীমরা যৌবন বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত ভালো (নিয়ত ও নিয়ম) ছাড়া তাদের মালের ধারে কাছেও যাবে না। পরিমাণ ও ওজনের বেলায় ইনসাফ করবে। আমি প্রত্যেকের উপর ততটুকু দায়িত্বই দিয়ে থাকি, যতটুকু পালন করা তার পক্ষে সম্ভব। আর যখন তোমরা কথা বল ইনসাফের সাথে বল–নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে হলেও। আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা কর তা পালন কর।[৪৪] আল্লাহ তোমাদের এসব বিষয়ে হেদায়াত দিয়েছেন হয়তো তোমরা নসীহত কবুল করবে।

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

১৫৩. এটাও আল্লাহর হেদায়াত যে, এটাই আমার সরল মযবুত পথ। এ পথেই চল। অন্যসব পথে চলবে না। তাহলে তা

৪৩. মূল শব্দ 'ফাওয়াহিশ' ব্যবহার করা হয়েছে। ঐসব কাজের প্রতি এই শব্দ আরোপ করা হয়, যেসবের খারাবী অতি স্পষ্ট। যৌন ব্যভিচার, লূত (আ)-এর জাতির অপকর্ম, সমকামিতা, নগ্নতা, মিথ্যা অপবাদ ও পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করাকে কুরআন মাজীদে 'ফাহেশ' কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। হাদীসে মদ খাওয়া ও ভিক্ষা করাকে মোটামুটি 'ফাহেশা' কাজ বলা হয়েছে। এরূপ অন্যান্য লজ্জাকর কাজও 'ফাহেশা' হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তাআলা এরূপ কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে করা নিষেধ করেছেন।

৪৪. 'আল্লাহর ওয়াদা'-এর অর্থ– ঐ আহ্দ বা ওয়াদা, যা মানুষ ও আল্লাহ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়– যখন একজন মানুষ আল্লাহর পৃথিবীতে এবং মানুষের সমাজে জন্ম নেয়।

بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এসবই ঐ হেদায়াত, যা তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন। হয়তো তোমরা (বাঁকা পথ থেকে) বেঁচে চলবে।

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝

১৫৪. তারপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যা নেক লোকদের প্রতি (নিয়ামতের) পূর্ণতাস্বরূপ ছিল, যা সব জরুরি বিষয়ের বিস্তারিত (শিক্ষা) এবং সরাসরি হেদায়াত ও রহমত ছিল। (এটা বনী ইসরাইলকে এ জন্য দেওয়া হয়েছিল যে) হয়তো তারা তাদের রবের সাথে দেখা হওয়ার উপর ঈমান আনবে।[৪৫]

রুকূ' ২০

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

১৫৫. এভাবেই আমি এ কিতাব নাযিল করেছি। এক বরকতময় কিতাব। সুতরাং তোমরা তা মেনে চল এবং তাকওয়ার পথে চল। হয়তো তোমাদের উপর রহম করা হবে।

أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ۝

১৫৬. এখন আর তোমরা একথা বলতে পার না যে, আমাদের আগে দুদল লোককে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তারা কী পড়ত বা পড়াত সে বিষয়ে আমাদের কিছুই খবর ছিল না।

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا

১৫৭. এখন তোমরা এ অজুহাতও দেখাতে পার না যে, যদি আমাদের উপর কিতাব নাযিল করা হতো তাহলে আমরা তাদের চেয়ে বেশি হেদায়াতপ্রাপ্ত প্রমাণিত হতাম। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট দলীল, হেদায়াত ও রহমত এসে গেছে। এখন তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর আয়াতকে

৪৫. অর্থাৎ, মানুষ যেন নিজেকে দায়িত্বহীন না ভাবে এবং এ সত্য যেন তারা মেনে নেয় যে, একদিন তাদেরকে তাদের রবের সামনে হাজির হয়ে নিজেদের কাজের জবাবদিহি করতে হবে।

মিথ্যা মনে করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের এ বিমুখতার বদলায় তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দেবো।

سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

১৫৮. তারা কি এখন এ অপেক্ষায় আছে যে, তাদের সামনে ফেরেশতা এসে দাঁড়াবে অথবা আপনার রব নিজেই এসে যাবেন অথবা আপনার রবের কোনো কোনো নিদর্শন প্রকাশ পাবে? যেদিন আপনার রবের কতক খাস নিদর্শন[৪৬] দেখা দেবে, তখন এমন লোকের ঈমান আনা কোনো উপকারেই আসবে না, যে আগে ঈমান আনেনি বা যে তার ঈমানের দ্বারা কোনো নেকী কামাই করেনি। (হে রাসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, আচ্ছা তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষায় রইলাম।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৯. (হে রাসূল!) যারা তাদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের সাথে নিশ্চয়ই আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার তো আল্লাহরই হাতে রয়েছে। তিনি (যথাসময়ে) তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, তারা কী কী করেছে।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

১৬০. যে আল্লাহর কাছে নেক কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য দশ গুণ পুরস্কার রয়েছে। আর যে বদ কাজ নিয়ে আসবে তাকে ততটুকু বদলাই দেওয়া হবে, যতটুকু দোষ সে করেছে। তাদের উপর কোনো যুলুম করা হবে না।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

৪৬. অর্থাৎ, কিয়ামতের কোনো আলামত বা আযাব বা এমন কোনো চিহ্ন বা নিশানা দুনিয়ার পেছনে লুকানো আসল সত্যকে প্রকাশ করে দেবে, যা প্রকাশ পেলে পরীক্ষা ও যাচাইয়ের কোনো প্রশ্নই বাকি থাকে না।

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

১৬১. (হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তা সম্পূর্ণ সঠিক দীন, যার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই, ইবরাহীমের পথ যা তিনি নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. (হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার সবরকম ইবাদাত,[৪৭] আমার হায়াত, আমার মউত সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর সর্বপ্রথম আমিই আত্মসমর্পণকারী।

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. বলুন, আমি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রব তালাশ করব? অথচ তিনিই প্রতিটি জিনিসের রব। যে যা কামাই করে সে-ই নিজে এর যিম্মাদার। কোনো বোঝা বহনকারী আর কারো বোঝা বয় না।[৪৮] সবশেষে তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের মতভেদের আসল অবস্থা তোমাদের জানিয়ে দেবেন।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. তিনিই সে (সত্তা) যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের কতক লোককে অপর কতকের উপর বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, যাতে তোমাদেরকে তিনি যা কিছু দিয়েছেন, সে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই আপনার রব (যেমন) জলদি শাস্তি দিতে পারেন, (তেমনি) তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

৪৭. এখানে 'নুসুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কুরবানীও হয় এবং সাধারণভাবে ইবাদাত-বন্দেগীর সকল প্রকার তরীকার জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

৪৮. অর্থাৎ, প্রতিটি ব্যক্তি নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী; একের কাজের জন্য অন্যজন দায়ী নয়।

৭. সূরা আ'রাফ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ৪৬ নং আয়াতে বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের মাঝখানে 'আল আ'রাফ' নামের এক জায়গার অধিবাসীদেরকে আসহাবুল আ'রাফ বা আ'রাফবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ আল আ'রাফ শব্দটি থেকেই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, যে পরিবেশে সূরা আনআ'ম নাযিল হয়েছে একই পরিবেশে সূরা আ'রাফও নাযিল হয়েছে। কিন্তু এ কথা সঠিকভাবে জানা যায় না যে, এ দুটো সূরার কোন্‌টি আগে নাযিল হয়েছে। যা হোক, উভয় সূরা নাযিলের পরিবেশ এক হওয়ায় এখানে আবার এর বিবরণ দেওয়ার দরকার নেই। এ সূরাটি পড়ার সময় আগের সূরা থেকে পরিবেশ সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো, নবুওয়াত ও রিসালাত কবুল করার জন্য মক্কাবাসীদের প্রতি শেষ আহ্বান।

এর পূর্বে ১২টি বছর যাদেরকে অবিরাম দাওয়াত দিতে থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনল না, তাদের অবহেলা, জিদ ও হঠকারিতা যখন চরম অবস্থায় পৌঁছায় তখন তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে যে, এর আগে অনেক কাওমকে আল্লাহ যে কারণে ধ্বংস করেছেন, তোমাদেরকেও সেই একই কারণে ধ্বংস হতে হবে। তারা তাদের নবীর সাথে যে ব্যবহার করত তোমরাও তোমাদের নবীর সাথে তা-ই করছ। এখনও সময় আছে– সংশোধন হও ও ঈমান আন।

মক্কার বাইরে মদীনা ও অন্যান্য জায়গায় যেসব ইহুদী জাতি রয়েছে, তাদেরকে দীনের দিকে দাওয়াতের সূচনা এ সূরাতেই করা হয়েছে। এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া গেল, মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে কথা বলার সময় ফুরিয়ে এসেছে।

সূরার শেষ ভাগে হিকমতে তাবলীগ বা দীনের দাওয়াত দেওয়ার কৌশল সম্পর্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বিরোধীদের পক্ষ থেকে যত উত্তেজনা সৃষ্টির অপচেষ্টাই করা হোক 'দায়ী' ইলাল্লাহ'র দায়িত্ব যারা পালন করে তাদেরকে কঠোরভাবে সবর ও হিকমতের সাথে চলতে হবে। আবেগতাড়িত হয়ে আসল উদ্দেশ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজ যাতে করা না হয় সেদিকে সদা সজাগ থাকতে হবে।

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٢٠٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢٤

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ।

الٓمٓصٓ ﴿١﴾

২. (হে রাসূল!) এটা একখানা কিতাব, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে আপনার অন্তরে কোনো রকম সঙ্কোচ যেন না হয়।[১] (এ কিতাব এ জন্য নাযিল করা হয়েছে) যাতে আপনি এর মাধ্যমে (কাফিরদেরকে) ভয় দেখান এবং তা মুমিনদের জন্য নসীহত হয়।

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢﴾

৩. (হে মানুষ!) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা তোমরা মেনে চল। তোমাদের রব ছাড়া আর কোনো মুরব্বীর পেছনে চলো না। কিন্তু তোমরা নসীহত কমই মেনে থাক।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٣﴾

৪. আমি কতই জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের উপর আমার আযাব কোনো সময় হঠাৎ রাতের বেলায় ভেঙে পড়েছে অথবা দিনের বেলায় এমন সময় নাযিল হয়েছে, যখন তারা আরাম করছিল।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ﴿٤﴾

৫. যখন আমার আযাব তাদের উপর এসে পড়ল, তখন তাদের মুখে এ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ ছিল না যে, 'আমরা সত্যিই যালিম ছিলাম।'

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

১. অর্থাৎ, কোনো সন্দেহ ও ভয় না করে মানুষের কাছে এটা পৌঁছিয়ে দিন এবং বিরোধীরা কীভাবে তা গ্রহণ করবে বা এর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে সে ব্যাপারে মোটেই পরওয়া করবেন না।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ٦

৬. সুতরাং যাদের নিকট রাসূল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসাবাদ করব। পয়গাম্বরদেরকেও আমি জিজ্ঞেস করব (যে, আমার বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব তারা কতটুকু পালন করেছেন এবং তারা এর কতটুকু সাড়া পেয়েছেন)।

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ٧

৭. তারপর আমি পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে গোটা কাহিনী তাদের সামনে পেশ করব। (কথা হলো) আমি তো কোথাও গায়েব হয়েছিলাম না।

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٨

৮. সেদিন যা সত্য তারই ওজন হবে।[২] যাদের পাল্লা ওজনে ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ٩

৯. আর যাদের পাল্লা ওজনে হালকা হবে তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ, তারা আমার আয়াতের সাথে যালিমদের মতো আচরণ করত।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ١٠

১০. আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে অনেক ক্ষমতা-ইখতিয়ারসহ কায়েম করেছি এবং তোমাদের জন্য এখানে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তোমরা কমই শুকরিয়া আদায় করে থাক।

রুকূ' ২

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ لَمْ

১১. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করার সূচনা করেছি। তারপর তোমাদের সুরত (আকার-আকৃতি) বানিয়েছি। এরপর ফেরেশতাদের বলেছি, আদমকে সিজদা কর। এ হুকুম

২. অর্থাৎ, সেদিন আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় সত্য (হক) ছাড়া অন্য কিছুরই ওজন থাকবে না এবং ওজন ছাড়া কোনো জিনিসই 'হক' বলে গণ্য হবে না। যার সঙ্গে যতটা 'হক' থাকবে তার ওজন ততটা ভারী হবে এবং ফায়সালা যা কিছু হবে তা ওজন অনুযায়ী হবে, অন্য কোনো কিছুর সামান্য গুরুত্ব দেওয়া হবে না।

يَكُن مِّنَ السَّٰجِدِينَ ﴿١١﴾

পেয়ে সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না।[৩]

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

১২. (আল্লাহ) প্রশ্ন করলেন, যখন আমি নিজেই তোকে সিজদার হুকুম দিলাম, তখন কিসে তোকে সিজদা করা থেকে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে ভালো। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে বানিয়েছেন মাটি থেকে।

قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ﴿١٣﴾

১৩. (আল্লাহ) বললেন, তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে তোর বড়াই করার কোনো অধিকারই নেই। বের হয়ে যা। আসলে তুই তাদের মধ্যেই শামিল, যারা নিজেরাই অপমান চায়।[৪]

قَالَ أَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

১৪. (ইবলিস) বলল, আমাকে ঐদিন পর্যন্ত সময় দিন, যখন এদেরকে আবার (জীবিত করে) উঠানো হবে।

قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

১৫. (আল্লাহ) বললেন, যা তোকে সময় দিলাম।

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ﴿١٧﴾

১৬-১৭. সে বলল, আচ্ছা (হে আল্লাহ!) আপনি যেভাবে আমাকে গোমরাহ হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন (এর বদলায়) আমিও এখন আপনার সত্য-সরল পথে তাদের জন্য ওত পেতে বসে থাকব। সামনে, পেছনে, ডানে, বামে– সব দিক দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখব। আপনি তাদের বেশির ভাগ লোককেই শোকর-গোযার পাবেন না।

৩. এর দ্বারা এটা বোঝায় না যে, ইবলিস ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য ছিল। যখন পৃথিবীর মালিক আল্লাহ তাআলা আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের হুকুম দিয়েছিলেন, তখন এর মর্ম এও ছিল যে, ফেরেশতাদের ব্যবস্থাপনাধীন গোটা সৃষ্টিলোকও আদমের আনুগত্য মেনে নেবে। এই সৃষ্টিলোকের মধ্যে একমাত্র ইবলিসই এগিয়ে এসে ঘোষণা করল, সে আদমের সামনে মাথা নত করবে না।

৪. মূলে 'সাগিরীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সাগির' শব্দের অর্থ– যে স্বেচ্ছায় অপমান-লাঞ্ছনা ও নীচতা নিজের জন্য কবুল করে নেয়। আল্লাহর হুকুমের মর্মকথা হলো– তুই বান্দাহ হওয়া সত্ত্বেও তোর নিজের বড়াই ও অহংকারে মত্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তুই নিজেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে চাস্।

১৮. (আল্লাহ) বললেন, এখান থেকে তুই অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যা। আর জেনে রাখ, তাদের মধ্যে যারা তোর পেছনে চলবে তোকেসহ তাদের সবাইকে দিয়ে আমি দোযখকে ভরে ফেলব।

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

১৯. হে আদম! তুমি ও তোমার বিবি এ বেহেশতে বাস কর। এখানে তোমাদের মন যা চায় তা-ই খাও। কিন্তু ঐ গাছটির কাছেও যেও না। তাহলে তোমরা যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

২০. তারপর শয়তান তাদের দুজনকে কুপরামর্শ দিলো, যাতে তাদের যে লজ্জাস্থানকে একে অপর থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিল তা দুজনের সামনেই খুলে দেয়। সে তাদেরকে বলল, তোমাদের রব যে তোমাদেরকে এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছে এর কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে যেতে না পার অথবা তোমরা যেন চিরকাল বেঁচে থাকতে না পার।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

২১. সে দুজনকেই কসম খেয়ে বলল, আমি তোমাদের সত্যিকার হিতকামী।

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾

২২. এভাবে ধোঁকা দিয়ে সে দুজনকেই (ধীরে ধীরে) বশ করে ফেলল। যখনি তারা ঐ গাছের স্বাদ গ্রহণ করল তখনি দুজনেরই লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে গেল। তখন তারা বেহেশতের (গাছের) পাতা দিয়ে তাদেরই শরীর ঢাকতে লাগল। তাদের রব তাদের দুজনকেই ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলে দেইনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন?

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৩. দুজনেই বলে উঠল, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করে ফেলেছি। এখন যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের উপর রহম না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।[৫]

قَالَ ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

২৪. (আল্লাহ) বললেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। তোমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে বসবাসের এবং জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে।

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. (আল্লাহ আরও) বললেন, সেখানেই তোমাদেরকে বাঁচতে হবে, সেখানেই তোমাদেরকে মরতে হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে (শেষ পর্যন্ত) বের করে আনা হবে।

রুকূ' ৩

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থান ঢাকা যায় এবং শরীরের হেফাযত ও সাজ-সজ্জা হয়। আর তাকওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভালো। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। হয়তো লোকেরা এ থেকে উপদেশ নেবে।

৫. এর দ্বারা বোঝা যায়, মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরমের অনুভূতি তার সহজাত বা স্বভাবগত। এর প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছে মানুষের নিজের শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশকে অপরের সামনে খুলতে প্রকৃতিগতভাবে লজ্জা অনুভব করা। এ জন্যই মানুষকে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের সোজা-সরল রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে শয়তানের সর্বপ্রথম চাল হচ্ছে মানুষের এই শরম ও লজ্জাবোধের উপর আঘাত হানা। উলঙ্গতার পথ দিয়ে মানুষের জন্য প্রকাশ্য জঘন্যতা ও অশ্লীলতার দরজা খুলে দেওয়া ও কোনো প্রকারে মানুষকে যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত করা। তা ছাড়া এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, উচ্চ ও উন্নত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাই শয়তানকে মানুষের সামনে হিতাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে এসে বলতে হয়েছিল, 'আমি তোমাদের অধিকতর উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিতে চাই।' এ ছাড়া এর দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে, মানুষের যে বিশেষ সৎগুণ মানুষকে শয়তানের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তা হচ্ছে, মানুষ দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ করে ফেললে লজ্জিত হয়ে সেজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। আর যে জিনিস শয়তানকে লাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল তা হচ্ছে, সে দোষ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার সামনে একগুঁয়েমি দেখিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পিছপা হয়নি।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡءَٰتِهِمَآۚ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡۗ إِنَّا جَعَلۡنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ۝٢٧

২৭. হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে তেমনিভাবে ফিতনায় না ফেলে, যেমনিভাবে সে তোমাদের (আদি) পিতামাতাকে বেহেশত থেকে বের করেছিল এবং তাদের শরীর থেকে তাদের পোশাক খুলিয়ে ফেলেছিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে যায়। সে এবং তার সাথী তোমাদেরকে এমন জায়গা থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না তাদের জন্য আমি এ শয়তানদেরকে অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি।

وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ۝٢٨

২৮. এসব লোক যখন কোনো লজ্জাকর কাজ করে, তখন বলে : আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এসব করতে দেখেছি এবং আল্লাহই আমাদেরকে এসব করার হুকুম করেছেন।[৬] (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, আল্লাহ কখনও ফাহেশা কাজের হুকুম দেন না। তোমরা কি আল্লাহর নাম নিয়ে এমন কথা বল, যা (আল্লাহর কথা কিনা তা) তোমরা জানো না?

قُلۡ أَمَرَ رَبِّي بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۚ كَمَا بَدَأَكُمۡ تَعُودُونَ ۝٢٩

২৯. (হে রাসূল! তাদেরকে) বলুন, আমার রব তো ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। (আর তার হুকুম হলো) প্রতিটি ইবাদাতে নিজেদের লক্ষ্য ঠিক রাখ এবং দীনকে তার জন্য খালিস রেখে তাকে ডাক। তিনি তোমাদেরকে এবার যেভাবে সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে আবারও তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হবে।

৬. আরববাসীদের উলঙ্গ হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করার প্রথার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ লোক হজ্জ করার সময় উলঙ্গ হয়ে কাবা তওয়াফ করত এবং এ ব্যাপারে তাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের থেকেও বেশি বেহায়া ছিল। তাদের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং পুণ্য কাজ মনে করেই তারা তা করত।

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. একদলকে তো তিনি হেদায়াত করেছেন। কিন্তু অপর দলটির উপর গোমরাহীই সত্য হয়ে চেপে রয়েছে। কেননা তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা ধারণা করছে, তারা সঠিক পথেই আছে।

يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوٓا ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

৩১. হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদাতের সময় নিজেদের সাজে সজ্জিত হও[৭] এবং খাও ও পান কর, সীমা লঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

রুকূ' ৪

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. (হে রাসূল! তাদেরকে) বলুন, কে আল্লাহর ঐ সাজ-সজ্জাকে হারাম করে দিলো, যা তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্য বের করেছেন এবং তাঁর দেওয়া পাক রিযককে কে হারাম করে? বলে দিন, এসব জিনিস দুনিয়ার জীবনেও তাদের জন্যই, যারা ঈমান এনেছে। আর কিয়ামতের দিন তো খাস করে (তাদের জন্যই) হবে। এভাবেই আমার কথা সাফ সাফ করে ঐসব লোকের জন্য বয়ান করি, যারা ইলম রাখে।

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن

৩৩. (হে রাসূল! তাদেরকে) বলুন, আমার রব যেসব জিনিস হারাম করেছেন, তাহলো— প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব লজ্জাকর ও ফাহেশা কাজ, গুনাহের[৮] কাজ ও অন্যায় বিদ্রোহ[৯] (যা

৭. এখানে 'যীনাত' বা 'ভূষণ' অর্থ— পরিপূর্ণ পোশাক। আল্লাহর ইবাদাতে দাঁড়ানোর জন্য মাত্র এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, মানুষ শুধু নিজের শরমের অংশগুলো ঢেকে রাখবে; বরং সেই সঙ্গে এটাও দরকার যে, মানুষ তার সাধ্যমতো পূর্ণ পোশাক পরবে— যা দ্বারা তার লজ্জাস্থান ঢেকে থাকবে এবং তার শোভা বেড়ে যাবে। মানুষ কোনো ভদ্র ও সম্মানিত লোকের সাথে দেখা করার জন্য যেমন ভালো পোশাক পরে তেমনি আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের সময়ও সুন্দর পোশাক পরা উচিত।

৮. মূলে 'ইছমা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আসল অর্থ হলো 'অবহেলা'। অর্থাৎ, আপন প্রভুর আনুগত্য ও আদেশ পালনের ব্যাপারে অবহেলা করা, অপরাধ করা।

تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

করার কোনো হক নেই)। (তিনি আরও হারাম করেছেন) আল্লাহর সাথে তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো কিছুকে শরীক করা, যার সমর্থনে কোনো সনদ নাযিল করা হয়নি এবং আল্লাহর নামে তোমাদের এমন কোনো কথা বলা, যা (সত্যি তিনি বলেছেন বলে) তোমাদের জানা নেই।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৩৪. প্রত্যেক কাওমের জন্য অবকাশের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। তারপর কোনো কাওমের মেয়াদ পুরা হয়ে গেলে এক মুহূর্তও দেরি হতে পারে না এবং এক মুহূর্ত আগেও হতে পারে না।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

৩৫. হে আদম সন্তান! (মনে রাখবে) যদি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে এমন কোনো রাসূল আসে, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনায় তাহলে যে নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে এবং নিজেকে সংশোধন করে তার জন্য কোনো ভয় ও দুঃখের কারণ নেই।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৩৬. আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারাই দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ

৩৭. যে মিথ্যা কথা বানিয়ে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় অথবা আল্লাহর (সত্য) আয়াতকে মিথ্যা মনে করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? এসব লোক তাদের তাকদীরের লেখা অনুযায়ী তাদের হিস্যা পেতে থাকবে।[১০] শেষ পর্যন্ত ঐ সময় এসে পৌঁছবে, যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা তাদের রূহ কবজ করার জন্য আসবে। তখন তারা তাকে

৯. অর্থাৎ, নিজের সীমা ছাড়িয়ে এমন সীমায় পৌঁছা, যেখানে ঢোকার অধিকার মানুষের নেই।

১০. অর্থাৎ, তাদের জন্য যতদিন দুনিয়ায় থাকার বিধান রয়েছে ততদিন তারা সেখানে থাকবে এবং যে ধরনের ভালো-মন্দ জীবনযাপন তাদের ভাগ্যে আছে তা তারা ভোগ করবে।

دُونِ اللّٰهِ ۚ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

প্রশ্ন করবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব মা'বুদকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। এভাবে তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিল।

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۝

৩৮. আল্লাহ বলবেন, তোমরাও ঐ দোযখে ঢুকে যাও, যেখানে তোমাদের আগে জিন ও মানুষের দল গিয়েছে। প্রত্যেক দল যখনই দোযখে দাখিল হবে তখন তাদের আগের দলের উপর লা'নত করতে থাকবে। এভাবেই যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন প্রত্যেক পরবর্তী দল এর পূর্ববর্তী দলের বিরুদ্ধে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই ঐসব লোক, যারা আমাদের গোমরাহ করেছে। তাই তাদেরকে আগুনের ডবল আযাব দাও। জবাবে (আল্লাহ) বলবেন, প্রত্যেকের জন্যই ডবল আযাব রয়েছে। কিন্তু তোমরা জানো না।[১১]

وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝

৩৯. তখন প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে বলবে, (আমরা যদি দোষীই ছিলাম তাহলে) আমাদের উপর তোমাদের কোন্ ফযীলত ছিল? এখন নিজেদের কামাইর বদলে আযাবের মজা ভোগ কর।

রুকূ' ৫

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

৪০. নিশ্চয়ই (জেনে রাখ) যারা আমার আয়াতকে (মানতে) অস্বীকার করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হবে না। তাদের বেহেশতে যাওয়া তেমনি অসম্ভব, যেমন সুইয়ের ছিদ্র দিয়ে উটের ঢুকে যাওয়া। অপরাধীদের আমি এমন বদলাই দিয়ে থাকি।

১১. অর্থাৎ, এক শাস্তি নিজে গোমরাহী অবলম্বন করার, আর অন্য শাস্তি অপরকে গোমরাহ করার। এক শাস্তি নিজের অপরাধসমূহের জন্য, আর দ্বিতীয় শাস্তি অন্যদেরকে অপরাধ করার পথ দেখানোর জন্য।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ
وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১. তাদের জন্য দোযখের বিছানা রয়েছে এবং তাদের উপর দোযখেরই চাদর থাকবে। এটাই ঐ বদলা, যা আমি যালিমদেরকে দিয়ে থাকি।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. (এর বিপরীত) যারা আমার আয়াতকে মেনে নিয়েছে এবং ভালো আমল করেছে– এ ব্যাপারে আমি প্রত্যেককেই তার সাধ্য অনুযায়ীই দায়ী করে থাকি– তারাই বেহেশতের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِىْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ
لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
بِالْحَقِّ ۗ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তাদের দিলে একে অপরের বিরুদ্ধে যে বিরূপ ভাব রয়েছে তা আমি দূর করে দেবো। তাদের নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে। আর তারা বলবে, সব প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এ পথ দেখালেন। যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত নসীব না করতেন তাহলে আমরা নিজেরা এ পথ (কিছুতেই) পেতাম না। আমাদের রবের পাঠানো রাসূলগণ সত্য নিয়েই এসেছিলেন। তখন আওয়াজ আসবে, এটাই ঐ বেহেশত, তোমাদেরকে যার ওয়ারিশ বানানো হয়েছে, তা তোমাদের ঐসব আমলের বদলে মিলেছে, যা তোমরা করেছিলে।

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ
قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ
مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۗ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ
مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪-৪৫. বেহেশতবাসী লোকেরা দোযখবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের রব আমাদের সাথে যত ওয়াদা করেছিলেন তা আমরা সবই ঠিক ঠিক পেয়েছি। তোমাদের রব তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা ঠিক মতো পেয়েছ? তারা বলবে, হ্যাঁ, পেয়েছি। তখন কোনো এক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করবে, আল্লাহর লা'নত ঐ যালিমদের উপর, যারা মানুষকে

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং (আল্লাহর সরল) পথকে বাঁকা করতে চায়। আর এরা আখিরাতের অস্বীকারকারী।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এ (দুরকম) লোকদের মাঝখানে একটি পর্দা থাকবে, যার উপর দিকে (আ'রাফে) অন্য কতক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তাদের লক্ষণ থেকে চিনতে পারবে। তারা বেহেশতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, তোমাদের উপর শান্তি হোক। এ লোকগুলো বেহেশতে দাখিল তো হয়নি, কিন্তু তারা এর কামনা করে।[১২]

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. যখন তাদের চোখ দোযখবাসীদের উপর পড়বে তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ যালিমদের মধ্যে শামিল করো না।

রুকূ' ৬

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তারপর আ'রাফের লোকেরা দোযখের কতক বড় বড় লোককে তাদের লক্ষণ থেকে চিনতে পেরে বলবে, দেখলে তো আজ তোমাদের বাহিনী তোমাদের কোনো কাজে এলো না এবং যেসব জিনিস নিয়ে তোমরা বড়াই করতে তা-ও না।

أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (তারা আরও বলবে) জান্নাতবাসীরা কি ঐসব লোক নয়, যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম খেয়ে খেয়ে বলতে যে, এসব লোককে আল্লাহ তার রহমত থেকে কিছুই দেবেন না? (অথচ আজ তাদেরকেই বলা হয়েছে) বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও। তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

১২. অর্থাৎ, এ আ'রাফবাসীরা হবে সেসব লোক, যাদের নেক কাজ এতটা বেশি হবে না যে, তারা বেহেশতে যেতে পারবে; কিন্তু তাদের খারাপ কাজও এত বেশি হবে না যে, তাদেরকে দোযখে যেতে হবে। এ জন্য তারা বেহেশত ও দোযখের মাঝামাঝি জায়গায় থাকবে এবং তারা আশা পোষণ করতে থাকবে যে, আল্লাহর দয়ায় তারাও এক সময় বেহেশতে যেতে পারবে।

وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٥٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ۝٥١

৫০-৫১. দোযখবাসীরা বেহেশতবাসীদের ডেকে বলবে, সামান্য একটু পানি বা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে কিছু আমাদেরকে দাও। জবাবে তারা বলবে, আল্লাহ এ দুটো জিনিসই ঐ কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যারা তাদের দীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে রেখেছিল এবং যাদেরকে দুনিয়ার জীবন ধোঁকায় ফেলেছিল। আল্লাহ বলেন, যেভাবে তারা আজকের দিন (আমার সাথে) তাদের দেখা হওয়ার কথা ভুলে ছিল এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল, আমিও সেভাবেই তাদেরকে ভুলে থাকব।

وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٥٢

৫২. আমি তাদের কাছে এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, যাকে আমি ইলমের ভিত্তিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি এবং যা ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا۟ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ۝٥٣

৫৩. এরা কি (এ কিতাবে) যে পরিণামের কথা বলা হয়েছে তারই অপেক্ষায় আছে? যেদিন পরিণাম সামনে হাজির হয়ে যাবে, সেদিন পূর্বে যারা এর কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, বাস্তবিকই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য নিয়েই এসেছিলেন। এখন কি আমাদের জন্য সুপারিশকারী পাওয়া যাবে, যারা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠানো হোক, যাতে আমরা আগে যা করতাম তা বাদ দিয়ে অন্য কিছু করে দেখাতে পারি। তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং যেসব মিথ্যা তারা বানিয়ে রেখেছিল তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেল।

রুকূ' ৭

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।[১৩] তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন।[১৪] যিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে দৌড়ে চলে আসে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর হুকুমের অধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তাঁর, হুকুমও তাঁরই।[১৫] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বড়ই বরকতময়।[১৬]

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তোমাদের রবকে কাতরভাবে ও চুপে চুপে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. দুনিয়ার সংশোধনের পর তাতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না।[১৭] আল্লাহকে ভয়ের সাথে ও আশা নিয়ে ডাক। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত নেক লোকদের কাছেই রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا

৫৭. তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর রহমতের আগে আগে বাতাসকে সুখবর হিসেবে পাঠিয়ে দেন। তারপর যখন সে (বাতাস) পানি ভরা মেঘ বয়ে আনে, তখন তাকে

১৩. এখানে 'দিন' অর্থ দুনিয়ার ২৪ ঘন্টায় এক দিনের অর্থও হতে পারে। অথবা এখানে 'দিন' শব্দটি দ্বারা যুগ বা কালের একটি অংশকে বোঝানো হয়েছে।

১৪. আরশের উপর আল্লাহর আসীন হওয়ার আসল রূপ আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। এটা 'মুতাশাবিহাত'-এর মধ্যে গণ্য– যার সঠিক অর্থ জানা সম্ভব নয়।

১৫. অর্থাৎ, আল্লাহ এই বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন ও তিনিই এর নির্দেশক ও পরিচালক। নিজের সৃষ্টিকে তিনি অন্যের অধীনে ছেড়ে দেননি এবং তিনি তাঁর সৃষ্ট বস্তুকেও এ অধিকার দেননি যে, সে নিজ ক্ষমতা ও অধিকারে যা ইচ্ছা তা-ই করবে।

১৬. আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত বরকতময় হওয়ার অর্থ হচ্ছে– তাঁর সৎগুণ ও কল্যাণের কোনো সীমা নেই। সীমাহীন কল্যাণ তাঁর সত্তা থেকে বিকশিত।

১৭. অর্থাৎ, হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহর নবী ও মানবজাতির সংস্কারকদের চেষ্টা-সাধনায় মানবিক চরিত্র, নৈতিকতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির যে সংশোধন সাধিত হয়েছে, তোমরা নিজেদের পাপাচার ও অসৎ কাজ দ্বারা তার মধ্যে বিকৃতি ও খারাবী সৃষ্টি কর না।

سُقْنَٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

তিনি কোনো মরা জমিনের দিকে চালিয়ে দেন। তারপর আমি সেখানে পানি নাযিল করি এবং (ঐ মরা জমিন থেকে) সবরকম ফসল ফলাই। দেখ, এভাবেই আমি মৃতকে মরা অবস্থা থেকে বের করি। হয়তো তোমরা এ থেকে উপদেশ নেবে।

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

৫৮. যে জমিন ভালো, সে তার রবের হুকুমে প্রচুর ফল-ফুল ফলায়। আর যে জমিন খারাপ তা থেকে বাজে ফসল ছাড়া আর কিছুই বের হয় না। এভাবেই আমি নিদর্শনগুলোকে শোকরগোযার লোকদের জন্য বারবার পেশ করি।

রুকূ' ৮

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

৫৯. আমি নূহকে তার কাওমের নিকট পাঠালাম।[১৮] তিনি বললেন, হে আমার দেশবাসী! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করি।

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝

৬০. কাওমের সরদাররা জবাব দিলো, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে আছ।

قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَٰلَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝

৬১. নূহ বললেন, হে আমার কাওম! আমি কোনো গোমরাহীতে পড়িনি; বরং আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল।

أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

৬২. আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতকামী। আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না।

১৮. আজকের যুগে 'ইরাক' নামে পরিচিত এলাকায়ই হযরত নূহ (আ)-এর জাতির বাসস্থান ছিল।

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

৬৩. তোমরা কি এ কারণে অবাক হয়েছো যে, তোমাদের কাওমেরই এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং তোমরা ভুল পথ থেকে বেঁচে যাও। হয়তো তোমাদের উপর রহমত (নাযিল) করা হবে।

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝

৬৪. কিন্তু তারা মানতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার সাথীদেরকে একটি নৌকায় রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করল তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। অবশ্যই তারা অন্ধ লোক ছিল।

রুকূ' ৯

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

৬৫. আমি আ'দ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম।[19] তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা ভুল পথ থেকে বেঁচে চলবে না?

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

৬৬. কাওমের সরদাররা, যারা একথা মানতে অস্বীকার করছিল, এর জবাবে বলল, আমরা তো দেখছি তুমি বোকামিতে পড়ে আছ। আর আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদী।

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৬৭. (হূদ) বললেন, হে আমার কাওম! আমি বোকামিতে পড়ে নেই; বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে রাসূল।

১৯. 'হিজায', 'ইয়ামান' ও 'ইয়ামামা'র মধ্যবর্তী 'আহকাফ' এলাকায় 'আ'দ' জাতির মূল বাসস্থান ছিল। এখান থেকেই বিস্তৃত হয়ে তারা 'ইয়ামান'-এর পশ্চিম উপকূল এবং ওমান ও হাযরামাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের শক্তির প্রভাব বিস্তার করেছিল।

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের এমন হিতকামী, যার উপর ভরসা করা যায়।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমরা কি এ কারণে অবাক হচ্ছ যে, তোমাদের কাওমেরই এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সাবধান করে দেয়? একথা ভুলে যেও না যে, তোমাদের রব নূহের কাওমের পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং তোমাদেরকে খুব শক্তিশালী করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ।[২০] হয়তো তোমরা সফল হবে।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা জবাব দিলো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যই এসেছ, যাতে আমরা শুধু এক আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করত তাদেরকে বাদ দিই? আচ্ছা, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আমাদের উপর ঐ আযাব নিয়ে এসো দেখি, যার ধমকি আমাদেরকে তুমি দিয়ে থাক।

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۗ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾

৭১. (হূদ) বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের রবের লা'নত ও গযব পড়ে গেছে। তোমরা কি আমার সাথে ঐ নামগুলো নিয়ে ঝগড়া করছ, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ?[২১] এসবের জন্য আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি। ঠিক আছে, তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

২০. মূলে 'আলা-' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ নিয়ামতসমূহও হয় এবং ক্ষমতার নিদর্শনসমূহও হয়, আবার উত্তম গুণাবলিও হতে পারে।

২১. অর্থাৎ, তোমরা কাউকে বৃষ্টির, কাউকে বাতাসের, কাউকে ধন-দৌলতের আবার কাউকে রোগাব্যাধির দেবতা বল; কিন্তু আসলে তাদের কেউ-ই কোনো জিনিসের মালিক নয়। এগুলো তোমাদের মনগড়া নিছক কতক 'নাম' মাত্র। যারা এসব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে, তারা আসলে কতক নাম নিয়ে মাত্র বিবাদ করে; কোনো বাস্তব জিনিস নিয়ে তাদের বিবাদ নয়।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

৭২. অবশেষে আমার মেহেরবানীতে হূদ ও তার সাথীদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং ঐসব লোকের মূল কেটে দিলাম, যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছিল ও যারা মুমিন ছিল না।

রুকূ' ১০

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম।[২২] তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন হিসেবে দেওয়া হলো।[২৩] একে আল্লাহর জমিনে চরে বেড়াতে দাও। কোনো বদ নিয়তে একে ধরবে না। তাহলে এক বেদনাদায়ক আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।

وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ, যখন আ'দ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তোমাদেরকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, তোমরা আজ সমতল জমিনে বিরাট দালান বানাচ্ছ এবং পাহাড় খোদাই করে বাড়ি তৈরি করছ। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।

২২. সামূদ জাতির বাসস্থান উত্তর-পশ্চিম আরবের সেই এলাকায় ছিল, যা আজও 'আল হিজর' নামে খ্যাত। বর্তমান যামানায় মদীনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী একটি জায়গা আছে, যাকে 'মাদায়িনে সালেহ' বলা হয়। এ জায়গাই সামূদ জাতির সদর জায়গা ছিল এবং প্রাচীনকালে এ স্থান 'হিজর' নামে পরিচিত ছিল। আজও এখানে সামূদ জাতির কিছু দালান আছে, যা তারা পাহাড় কেটে তৈরি করেছিল।

২৩. এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, সামূদ জাতি নিজেরা হযরত সালেহ (আ)-এর কাছে এমন এক নিদর্শনের দাবি করেছিল, যা থেকে প্রমাণ হবে যে, তিনি আল্লাহর নবী। এ দাবির জবাবে হযরত সালেহ (আ) এই উটনীকে পেশ করেছিলেন।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তাঁর কাওমের ঐসব সরদার যারা বড়াই করত, তারা ঐ দুর্বল লোক যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলল, তোমরা কি সত্যিই একথা জানো যে, সালেহ তার রবেরই রাসূল? তারা জবাবে বলল : নিশ্চয়ই, যে বাণীসহ তাকে পাঠানো হয়েছে এর উপর আমরা ঈমান এনেছি।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. বড়াইয়ের দাবিদাররা বলল, তোমরা যে জিনিসের উপর ঈমান এনেছ আমরা তা মানতে অস্বীকার করি।

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

৭৭. তারপর তারা ঐ উটনীকে মেরে ফেলল[২৪] এবং গর্বের সাথে তাদের রবের হুকুম অমান্য করল। তারা সালেহকে বলল, যদি তুমি সত্য রাসূলদের কেউ হয়ে থাক তাহলে ঐ আযাব নিয়ে এস, যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮. শেষ পর্যন্ত এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সালেহ এ কথা বলে তাদের বস্তি থেকে বের হয়ে গেলেন যে, হে আমার কাওম! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের (যথেষ্ট) কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু (আমি আর কী করব) তোমরা তো কল্যাণকামীদেরকেই পছন্দ করো না।

২৪. যদিও একজন ব্যক্তি উটনীকে হত্যা করেছিল– সূরা 'কামার' ও 'শামসে' যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু গোটা জাতিই এই অপরাধের সহায়ক ছিল এবং হত্যাকারী লোকটি ঐ অপরাধী জাতির ইচ্ছাই পূরণ করেছিল, সেহেতু গোটা জাতিই এ অপরাধে শরীক ছিল।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

৮০. আমি লূতকে নবী বানিয়ে পাঠালাম। যখন তিনি তার কাওমকে বললেন,[২৫] তোমরা কি এমন বেহায়া হয়ে গেছ যে, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা দুনিয়াতে তোমাদের আগে আর কেউ করেনি?

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

৮১. তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষ থেকে তোমাদের যৌন ক্ষুধা মিটাও। আসলে তোমরা একেবারেই সীমা লঙ্ঘনকারী লোক।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۝

৮২. কিন্তু তার কাওমের জবাব এ ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, তোমাদের এলাকা থেকে এদেরকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রতার (বাহাদুরী) দেখাচ্ছে।

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

৮৩. অবশেষে আমি লূত ও তার পরিবারকে বাঁচিয়ে দিলাম, তার স্ত্রীকে ছাড়া, যে তাদের মধ্যে শামিল ছিল যারা পেছনে পড়ে রইল।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝

৮৪. ঐ কাওমের উপর আমি এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।[২৬] তারপর দেখ যে ঐ অপরাধীদের কেমন দশা হলো।

রুকূ' ১১

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

৮৫. আমি মাদইয়ানবাসীর[২৭] কাছে তাদের ভাই শোআইবকে পাঠালাম। তিনি বললেন,

২৫. হযরত লূত (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাইয়ের ছেলে ছিলেন এবং তাঁকে যে জাতির হেদায়াতের জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদের বাসস্থান ছিল ঐ জায়গায়– যেখানে আজ মৃত সাগর (Dead sea) রয়েছে।

২৬. 'বর্ষণ' বলতে এখানে পানি বর্ষণ বোঝানো হচ্ছে না; এখানে 'বর্ষণ' অর্থ– পাথর বর্ষণ। কুরআনের অন্য জায়গায় পাথর বর্ষণের কথাও বলা হয়েছে।

২৭. মাদইয়ানের আসল এলাকা হিজাযের উত্তর-পশ্চিম ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের তীরে ছিল। কিন্তু সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এ এলাকার কিছু অংশ ছিল। মাদইয়ান জাতি ছিল এক বড় ব্যবসায়ী জাতি। প্রাচীনকালে লোহিত সাগরের তীর বরাবর 'ইয়ামান' থেকে মক্কা ও ইয়াসরিব মধ্য দিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্যিক রাজপথ প্রসারিত ছিল এবং অন্য একটি বাণিজ্যিক রাজপথ, যা ইরাক থেকে মিসর অভিমুখে প্রসারিত ছিল– এগুলোর ঠিক চৌমাথায় এ জাতির বসতি ছিল।

اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর স্পষ্ট দলীল এসে গেছে। তাই ওজন ও দাঁড়িপাল্লা পুরা কর। মানুষকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং সংশোধনের পর তোমরা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। তোমরা সত্যি যদি মুমিন হও তাহলে এর মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল রয়েছে।[২৮]

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং সরল পথকে বাঁকা করার নিয়তে (জীবনের) প্রতিটি পথে ডাকাত সেজে বসবে না। ঐ সময়কার কথা মনে করে দেখ, যখন তোমরা (সংখ্যায়) কম ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের (সংখ্যা) বেশি করে দিলেন। চোখ খুলে দেখ যে, দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আমাকে যে শিক্ষাসহ পাঠানো হয়েছে এর প্রতি যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে এবং আর একদল ঈমান না আনে তাহলে সবরের সাথে দেখতে থাক, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

২৮. এ কথাটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এরা ঈমানদার হওয়ার দাবি করত।

পারা ৯

৮৮. (শোআইবের) কাওমের সরদারদের (মাঝে) যারা বড়াই করত, তারা বলল, হে শোআইব! আমরা তোমাকে এবং যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের এলাকা থেকে বের করে দেবো। অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে। শোআইব এর জবাবে বললেন, আমরা রাজি না হলেও (আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে নেওয়া হবে)?

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾

৮৯. (শোআইব আরও বলেন) আল্লাহ আমাদেরকে (তোমাদের মিল্লাত থেকে) নাজাত দেওয়ার পরও যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই তাহলে আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব। আমাদের রব আল্লাহ যদি (তা-ই) চান তাহলে আলাদা কথা। তা না হলে আমাদের পক্ষে ঐদিকে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারেই আমাদের রবের ইলম আছে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করে আছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কাওমের মাঝে ঠিক ঠিক ফায়সালা করে দিন। আর আপনিই তো সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾

৯০. তার কাওমের ঐসব সরদার, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, তোমরা যদি শোআইবকে মেনে চল তাহলে তোমরা বরবাদ হয়ে যাবে।[২৯]

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾

২৯. শুধুমাত্র শোয়াইব (আ)-এর জাতির সরদারদের পর্যন্ত এ কথা সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক যুগের দুষ্ট লোকেরা সত্য, সততা ও বিশ্বস্ততার পথে চলার মধ্যে এমন ক্ষতির ভয় করে। প্রত্যেক যুগের মন্দ লোকদের ধারণাই হচ্ছে– ব্যবসায়, রাজনীতি ও অন্যান্য পার্থিব ব্যাপার মিথ্যা, বেঈমানী ও নীতিহীনতা ছাড়া চলতে পারে না। 'ঈমানদারি' অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে নিজের পার্থিব স্বার্থ বরবাদ করার জন্য তৈরি হওয়া।

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾

৯১. (তারপর যা ঘটল তা হলো) এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾

৯২. যারা শোআইবকে মানতে অস্বীকার করল, তারা এমনভাবে মিটে গেল, যেন তারা (তাদের ঘরে) ছিলই না। যারা শোআইবকে মিথ্যা মনে করল তারাই (শেষ পর্যন্ত) বরবাদ হয়ে গেল।

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

৯৩. তারপর (শোআইব) একথা বলে ঐ এলাকা থেকে চলে গেলেন, হে আমার কাওম! আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনার হকও আদায় করেছি। এখন যে কাওম সত্য কবুল করতেই অস্বীকার করে তার জন্য আমি কী করে আফসোস করি?

রুকূ' ১২

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. কখনো এমন হয়নি যে, আমি কোনো জনপদে নবী পাঠালাম অথচ ওখানকার অধিবাসীদেরকে প্রথমে আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে ফেলিনি। (এর উদ্দেশ্য একটাই) হয়তো তারা নতি স্বীকার করবে।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এরপর দুরবস্থার বদলে তাদের অবস্থা ভালো করে দেই। তখন তারা খুব সচ্ছল হয় এবং বলে, আমাদের বাপ-দাদার কালেও দুঃখ ও সুখ (একের পর এক) আসত। অবশেষে আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করলাম। অথচ তারা টের পর্যন্ত পেল না।[৩০]

৩০. একেকজন নবী ও একেক জাতির বিষয় আলাদাভাবে বর্ণনা করার পর এখানে সেই স্থায়ী নিয়ম বর্ণনা করা হচ্ছে, যা আল্লাহ তাআলা প্রতিটি যুগে নবী পাঠানোর ব্যাপারে আমল করে থাকেন। যখনই কোনো জাতির মধ্যে নবী পাঠানো হয়েছে তখনই তার আগে সে জাতিকে বিপদ-আপদে ফেলা হয়েছে– যেন তাদের কান উপদেশ শোনার জন্য তৈরি হয় এবং তারা আল্লাহর সামনে বিনয়ের সঙ্গে অবনত হতে প্রস্তুত হয়। এ অবস্থায়ও যদি তাদের দিল সত্য কবুল করতে না

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. যদি এলাকাবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়ার পথে চলত তাহলে আমি তাদের উপর আসমান ও জমিনের সব বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা তো মিথ্যা বলে উড়িয়েই দিলো। তাই তারা যা কামাই করেছে এর কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭. এলাকাবাসী লোকদের কি এ ভয় নেই যে, রাতের বেলা তাদের ঘুমে থাকা অবস্থায়ই আমার আযাব হঠাৎ এসে পড়তে পারে?

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮. অথবা এলাকাবাসীরা কি দিনের বেলা খেলায় মত্ত থাকা অবস্থায় আমার কঠিন হাত হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করবে বলে ভয় করে না?

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. এরা কি আল্লাহর চাল থেকে নিরাপদ মনে করে? অথচ আল্লাহর চাল থেকে শুধু ঐ কাওমই নিরাপদ বোধ করে, যারা ধ্বংস হবে।[৩১]

রুকূ' ১৩

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. জমিনের আগের বাসিন্দাদের পর যারা এর ওয়ারিশ হয়েছে তারা কি এটুকু শিক্ষাও পায়নি যে, যদি আমি চাই তাহলে তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকেও পাকড়াও করতে পারি? (কিন্তু যারা সেসব শিক্ষাকে অবহেলা করে) আমি তাদের দিলে মোহর মেরে দিই। ফলে তারা কিছুই শুনে না।

চায় তখন তাদেরকে সুখ-সুবিধা দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হয়। এখান থেকেই তাদের ধ্বংসের সূচনা হয়। নবীর কথা অমান্য করা সত্ত্বেও যখন তাদের উপর নিয়ামতের অঢেল বর্ষণ শুরু হয় তখন তারা মনে করে যে, তাদেরকে পাকড়াও করার কেউ নেই। 'আমাদের সমান আর কেউ নেই'– এই অহংকার তাদের পেয়ে বসে। এ জিনিসই শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহর আযাবে ডুবিয়ে মারে।

৩১. মূলে 'মকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় 'মকর'-এর অর্থ গোপন চেষ্টা-তদবির। অর্থাৎ এরূপ 'চাল' চালা, যতক্ষণ পর্যন্ত চরম আঘাত না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত যে ব্যক্তি এই চরম আঘাত পাবে সে এ ব্যাপারে একেবারেই বে-খবর থাকে। সে জানতেই পারে না যে, তার উপর মহাবিপদ এসে গেছে; বরং সে মনে করতে থাকে, সবই ঠিক আছে।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

১০১. এসব কাওম, যাদের কাহিনী আমি আপনাকে শোনাচ্ছি (তা লোকদের সামনে উদাহরণ হয়েই আছে)। তাদের রাসূল তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছে। কিন্তু যা তারা একবার মানতে অস্বীকার করেছে তা তারা আর মানতে রাজি হয়নি। দেখ, এভাবেই আমি কাফিরদের দিলে মোহর মেরে দিই।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ۝

১০২. আমি তাদের বেশির ভাগ লোককেই ওয়াদা পালনকারী পাইনি; বরং অনেককেই ফাসিক পেয়েছি।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

১০৩. ঐসব কাওমের পর (যাদের কথা উপরে বলা হয়েছে) মূসাকে আমার নিশানাগুলো দিয়ে ফিরাউন[৩২] ও তার কাওমের সরদারদের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারাও আমার নিশানার সাথে যুলুমই করল। এখন দেখ, ঐ ফাসাদকারীদের কী পরিণাম হয়েছে।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১০৪. মূসা বললেন, হে ফিরাউন! আমি রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি।

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

১০৫. আমার এটাই দায়িত্ব যে, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে হক ছাড়া কোনো কথাই বলবো না। আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছি। তাই বনী ইসরাইলকে আমার সাথে যেতে দাও।

---

৩২. 'ফিরাউন' শব্দের অর্থ হচ্ছে সৌরবংশ– সূর্যদেবের বংশধর। প্রাচীন মিসরবাসীদের কাছে সূর্য ছিল 'রব্বে আ'লা' বা মহাদেবতা। আর তারা সূর্যকে 'রা' বলত। এই 'রা' থেকেই 'ফিরাউন' শব্দ এসেছে। 'ফিরাউন' কোনো এক ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। মিসরের বাদশাহদের উপাধি ছিল ফিরাউন। যেমন– রুশ সম্রাটদের উপাধি ছিল 'জার' এবং পারস্য সম্রাটদের উপাধি ছিল 'খসরু'।

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. ফিরাউন বলল, যদি তুমি কোনো নিশানা নিয়ে এসে থাক এবং এ দাবিতে তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তা পেশ কর।

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. মূসা তার লাঠি ছুড়ে ফেললেন এবং তখন তখনই তা এক সাক্ষাৎ অজগর হয়ে গেল।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আর তিনি তার হাত বের করতেই তা দর্শকদের সামনে চকমক করতে লাগল।

রুকূ' ১৪

قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾

১০৯-১১০. ফিরাউনের কাওমের সরদাররা তখন বলল, নিশ্চয়ই এ লোকটি মহা জাদুকর। সে তোমাদেরকে তোমাদের জমিন থেকে বে-দখল করতে চায়।[৩৩] এখন কী বলবে বল।

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

১১১-১১২. (তারা সবাই ফিরাউনকে পরামর্শ দিলো) তাকে ও তার ভাইকে অপেক্ষা করতে দিন এবং সব শহরে লোক পাঠান, যাতে তারা প্রত্যেকটি পাকা জাদুকরকে যোগাড় করে আপনার কাছে নিয়ে আসে।

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾

১১৩. জাদুকররা ফিরাউনের কাছে এল। তারা (ফিরাউনকে) বলল, আমরা যদি জয়ী হই তাহলে এর পুরস্কার পাব তো?

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. (ফিরাউন) জবাব দিলো : হ্যাঁ, (তা তো পাবেই, তাছাড়া) তোমরা আমার দরবারে নিকটবর্তীদের মধ্যে শামিল হবে।

৩৩. মূসা (আ)-এর নবুওয়াতের দাবির মধ্যে এ বিষয় স্বাভাবিকভাবেই শামিল ছিল যে, তিনি আসলে গোটা জীবনব্যবস্থাই বদলাতে চাচ্ছিলেন এবং এই জীবনব্যবস্থার আওতার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ছিল। কারণ, বিশ্বপ্রভুর প্রতিনিধি কখনও অন্য কারো অনুগত, বশ্য ও প্রজা হয়ে থাকার জন্য আসেন না; বরং আনুগত্য পাওয়ার হকদার ও শাসকের দায়িত্ব বহনের জন্যই আসেন। কোনো কাফিরের অধীনতা স্বীকার করা নবুওয়াতের পদ ও মর্যাদার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই হযরত মূসা (আ)-এর মুখে রিসালাতের দাবি শোনামাত্রই ফিরাউন ও তার রাজদরবারের সামনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল এবং তারা বুঝে নিয়েছিল যে, যদি এই ব্যক্তির কথা জনগণ মেনে নেয় তবে তাদের ক্ষমতা অবশ্যই খতম হয়ে যাবে।

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. (জাদুকররা) বলল, হে মূসা! তুমি (আগে) ছুড়বে, না আমরা ছুড়ব।

قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾

১১৬. মূসা জবাব দিলেন, তোমরাই (আগে) ছুড়ো। যখন তারা (জাদুর) বাণ ছুড়ল তখন জনগণের চোখকে জাদুগ্রস্ত করল এবং তাদের দিলে ভয় ধরিয়ে দিলো। (এভাবে) তারা বিরাট রকমের জাদু দেখাল।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. (তখন) আমি মূসাকে ইশারা করলাম যে, তোমার লাঠি ছুঁড়ো। সাথে সাথেই তা তাদের তৈরি মিথ্যা ভোজবাজিকে গিলে ফেলতে লাগল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. এভাবেই যা সত্য ছিল তা-ই সত্য প্রমাণিত হলো এবং তারা যা কিছু বানিয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেল।

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾

১১৯. (ফিরাউন ও তার সঙ্গীরা) মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হওয়ার বদলে) অপমানিত হলো।

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. আর জাদুকরদের এ অবস্থা হলো যে, যেন কেউ ভেতর থেকেই তাদেরকে সিজদায় ফেলে দিলো।

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

১২১-১২২. (জাদুকররা) বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনকে মেনে নিলাম, যিনি মূসা ও হারূনের রব।[৩৪]

৩৪. এভাবে আল্লাহ তাআলা ফিরাউনের চালকে তার নিজের উপরই ফিরিয়ে দেন অর্থাৎ ফিরাউন নিজেরই কৌশলজালে নিজেই আটক হয়ে পড়ে। সে সারা দেশের নামকরা জাদুকরদেরকে ডেকে দেশবাসীর সামনে এই আশায় হাজির করেছিল যে, জনগণ হযরত মূসা (আ)-কে একজন জাদুকর বলে বিশ্বাস করে নেবে। অথবা অন্তত জনসাধারণের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা যাবে। কিন্তু জাদুকররা সকলে জানিয়ে দিলো যে, হযরত মূসা (আ) যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা কিছুতেই জাদু নয়; বরং তা নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তাআলার মহাশক্তির নিদর্শন, যার সামনে সবরকম জাদুর শক্তি অচল।

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. ফিরাউন বলল, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার উপর ঈমান এনে ফেললে? এটা নিশ্চয়ই এক চক্রান্ত, যা তোমরা এ নগরীতে করেছ, যাতে তোমরা এর বাসিন্দাদের এখান থেকে (ক্ষমতা থেকে) বেদখল করতে পার। আচ্ছা, এখনই তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে।

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটিয়ে দেবো। তারপর তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।

قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. তারা জবাবে বলল : যাই হোক, আমাদেরকে তো আমাদের রবের দিকেই ফিরে যেতে হবে।

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. তুমি তো শুধু এ কারণেই আমাদের উপর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছ যে, আমাদের রবের নিশানা যখন আমাদের সামনে এসে গেল তখন আমরা তাঁর উপর ঈমান আনলাম। হে আমাদের রব! আমাদের উপর সবরের (শান্তি) ধারা বইয়ে দাও এবং তোমার অনুগত (মুসলিম) হিসেবে আমাদেরকে মউত দান কর।[৩৫]

৩৫. অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরাউন শেষ 'চাল' চালল। গোটা ব্যাপারটিকে সে মূসা (আ) ও জাদুকরদের ষড়যন্ত্র বলে অপবাদ দিয়ে তাদেরকে হত্যার ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করাতে চেষ্টা করল; কিন্তু ফিরাউনের এ চালও উল্টে গেল। জাদুকররা যেকোনো রকম শাস্তি কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এ কথা প্রমাণ করে দিল যে, মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনা কোনো ষড়যন্ত্র নয়; বরং অকপটে সত্য স্বীকারেরই ফল। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই 'ঈমান' জাদুকরদের চরিত্রে কত বড় বিপ্লব ঘটিয়ে দিলো!

কিছুক্ষণ আগে এই জাদুকরদের মনের অবস্থা তো এই ছিল যে, তারা বাপ-দাদার বিজয়ের জন্য এবং মূসা (আ)-কে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছিল এবং ফিরাউনের কাছে এ প্রশ্ন করেছিল যে, যদি আমরা আমাদের ধর্মকে মূসার হামলা থেকে বাঁচাতে পারি তাহলে সরকার থেকে আমরা পুরস্কার পাব কি না? এখন ঈমানের মহা ধন লাভ করার পর সেই জাদুকরদের হিম্মত এতটা বেড়ে গেল যে, একটু আগে তারা যে বাদশাহর সামনে পুরস্কারের লোভে আত্মসমর্পণ করেছিল, এখন সেই বাদশাহর বড়াই ও শক্তিকে তারা জোরগলায় অগ্রাহ্য করছে। এমনকি যে ভীষণতম শাস্তির ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে তা ভোগ করার জন্যও তারা প্রস্তুত; কিন্তু ঐ সত্যকে ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত নয়, যার সত্যতা তারা অন্তর দিয়ে অনুভব করছে।

রুকূ' ১৫

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. ফিরাউনের কাওমের সরদাররা তাকে বলল, আপনি কি মূসা ও তার কাওমকে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার মা'বুদদের বন্দেগী করা বাদ দেওয়ার জন্য এভাবেই ছেড়ে দিয়ে রাখবেন? (ফিরাউন) বলল, আমি তাদের পুত্র সন্তানদেরকে কতল করব আর তাদের মহিলাদেরকে বেঁচে থাকতে দেবো।[৩৬] তাদের উপর আমাদের ক্ষমতা বড়ই মযবুত।

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. মূসা তাঁর কাওমকে বললেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং সবর কর। জমিন তো আল্লাহরই। তিনি তার বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান তাকেই এর ওয়ারিশ বানিয়ে দেন।[৩৭] আর শেষ পর্যন্ত সফলতা তাদের জন্যই, যারা তাকে ভয় করে চলে।

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. মূসার কাওম বলল, আপনি আমাদের কাছে আসার আগেও আমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর এখন আপনার আসার পরও কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। (মূসা জবাবে) বললেন, হয়তো শিগ্‌গিরই তোমাদের রব তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে দুনিয়ায় খলীফা বানিয়ে দেবেন। তারপর দেখবেন যে, তোমরা কেমন আমল কর।

৩৬. এ কথা জানা দরকার যে, এক অত্যাচারের যুগ চলেছিল মূসা (আ)-এর জন্মের পূর্বে আর দ্বিতীয় অত্যাচারের যুগ শুরু হয়েছিল মূসা (আ)-এর নবুওয়াত লাভের পর। এ দুই যুগেই অত্যাচার এত ব্যাপকভাবে চলেছিল যে, বনী ইসরাঈলদের পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করা হতো এবং কন্যাসন্তানদেরকে ছেড়ে দেওয়া হতো। এর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাদের বংশধর যেন শেষ হয়ে যায় এবং জাতি হিসেবে তারা যেন অন্য জাতির মধ্যে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলে।

৩৭. আধুনিককালে কতক লোক এই আয়াত থেকে 'জমিন আল্লাহ তাআলার'— এই অংশটুকু মেনে নেয় আর 'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ওয়ারিশ বানান'— এই অংশ বাদ দেয়।

রুকূ' ১৬

১৩০. আমি ফিরাউনের লোকদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলের অভাবে ফেলে রেখেছি, যাতে তাদের চেতনা হয়।

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

১৩১. (তাদের অবস্থা হলো) যখন সুদিন আসে তখন তারা বলে, এটা তো আমাদের পাওয়ারই কথা। আর যখন দুঃখের দিন আসে তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে। অথচ তাদের দুর্ভাগ্য তো আসলে আল্লাহরই হাতে ছিল। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৩২. (ফিরাউনের কাওম) বলল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য যত নিশানাই নিয়ে আসো না কেন আমরা তোমার উপর কিছুতেই ঈমান আনব না।

وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৩৩. অবশেষে আমি তাদের উপর তুফান পাঠালাম, পঙ্গপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন ছড়ালাম, ব্যাঙ বের করলাম ও রক্তের বৃষ্টি দিলাম। এসব নিশানা আলাদা আলাদা করে দেখালাম। কিন্তু তারা বিদ্রোহ করেই চলল। তারা বড়ই অপরাধী কাওম ছিল।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۫ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝

১৩৪. যখনই তাদের উপর কোনো বালা-মুসীবত নাযিল হতো তখন বলত, হে মূসা তোমার রবের কাছে তোমার যে পদমর্যাদা রয়েছে তার ভিত্তিতে তুমি আমাদের পক্ষে দোয়া কর। এবার যদি তুমি আমাদের উপর থেকে বিপদ দূর করিয়ে দাও তাহলে আমরা তোমার উপর অবশ্যই ঈমান আনব এবং বনী ইসরাইলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ
إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۝

১৩৫. কিন্তু যখনি আমি তাদের উপর থেকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, যে সময়টুকুতে তারা এ অবস্থায় অবশ্যই পৌঁছাত– আমার আযাব সরিয়ে দিতাম তখন তখনই তারা তাদের ওয়াদা থেকে ফিরে যেত।

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝

১৩৬. তখন আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম। তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা তারা আমার নিশানাগুলোকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং এসব থেকে তারা বে-পরওয়া হয়ে গিয়েছিল।

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۖ
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ
يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝

১৩৭. আর তাদের জায়গায় আমি ঐ লোকদেরকে পূর্ব ও পশ্চিমের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম, যাদেরকে দুর্বল বানিয়ে রাখা হয়েছিল। (এটা ঐ এলাকা) যাকে আমি বরকতময় করে রেখেছিলাম।[৩৮] এভাবে বনী ইসরাইলের পক্ষে আপনার রবের কল্যাণকর ওয়াদা পুরা হলো। কেননা তারা সবর করেছিল। আর ফিরাউন ও তার কাওম যা কিছু (শিল্প) গড়েছিল এবং (দালান) উঁচু করেছিল সবই বরবাদ করে দিলাম।

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ
قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا
يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ
إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝

১৩৮. বনী ইসরাইলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। তারপর চলতে চলতে পথে এমন এক কাওমের উপর দিয়ে যেতে হলো, যারা তাদের কতক মূর্তির পরম ভক্ত ছিল। (মূসার কাওম) বলল, হে মূসা! এদের যেমন অনেক মা'বুদ আছে আমাদের জন্যও তেমনি কোনো মা'বুদের মূর্তি বানিয়ে দাও।[৩৯] মূসা বললেন, তোমরা বড়ই মূর্খের মতো কথা বলছ।

৩৮. অর্থাৎ, বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিনের উত্তরাধিকারী করা হলো। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন জায়গায় ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার এলাকার জন্যই এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যে, 'আমি এর মধ্যে বরকত দান করেছি'।

৩৯. এ জাতি যদিও বংশগতভাবে মুসলিম ছিল, কিন্তু মিসরে কয়েক শ' বছর ধরে এক পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বাস করায় তাদের মধ্যে এই পৌত্তলিকতার প্রভাব পড়ে।

إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. এ লোকেরা যে তরীকায় চলছে তা তো বরবাদ হয়েই যাবে। আর তারা যা আমল করছে তা একেবারেই বাতিল।

قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. মূসা বললেন, আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ তোমাদের জন্য তালাশ করব? অথচ তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার সব কাওমের উপর মর্যাদা দান করেছেন।

وَإِذْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

১৪১. (আল্লাহ বলেন) ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ, যখন আমি ফিরাউন থেকে তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছিলাম। (তখন অবস্থা এই ছিল যে,) তোমাদেরকে কঠোর আযাব দেওয়া হতো। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে কতল করত এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে বেঁচে থাকতে দিত। এসব তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর বিরাট পরীক্ষা ছিল।

রুকূ' ১৭

وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. আমি মূসাকে ত্রিশ রাত-দিনের জন্য (সীনা পাহাড়ে) ডেকেছিলাম। পরে আরো দশদিন বাড়িয়ে দিলাম। এভাবে তার রবের ধার্য করা মেয়াদ চল্লিশ দিন পুরা হয়ে গেল। যাওয়ার সময় মূসা তার ভাই হারূনকে বললেন, আমার জায়গায় তুমি আমার কাওমের মধ্যে আমার খলীফার দায়িত্ব পালন করবে এবং ঠিকমতো কাজ করবে। আর ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কথামতো চলবে না।

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى

১৪৩. যখন মূসা আমার দেওয়া সময়মতো পৌঁছে গেলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন তখন তিনি (আবদার করে) বললেন, হে আমার রব! আমাকে দেখা দাও,

وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

যাতে আমি তোমাকে দেখতে পাই। (আল্লাহ জবাবে) বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। তবে সামনের পাহাড়ের দিকে দেখ। যদি তা নিজের জায়গায় টিকে থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন এবং পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন তখন মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরে এলো তখন তিনি বললেন, আপনার সত্তা অতি পবিত্র। আমি আপনার নিকট তাওবা করছি। আর আমিই সবার আগে ঈমান আনলাম।

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

১৪৪. (আল্লাহ) বললেন, হে মূসা! আমার নবুওয়াত দেওয়ার জন্য ও আমার সাথে (সরাসরি) কথা বলার (সুযোগ দেওয়ার) জন্য আমি সব মানুষের উপর প্রাধান্য দিয়ে আপনাকে বাছাই করে নিয়েছি। সুতরাং আমি আপনাকে যা কিছু দিলাম তা নিন এবং শোকর আদায় করুন।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۭ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

১৪৫. তারপর আমি মূসাকে জীবনের সব দিকের জন্য নসীহত এবং সবদিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট হেদায়াত ফলকের উপর লিখে দিয়ে দিলাম। আর তাকে বললাম, এসব হেদায়াতকে মযবুত হাতে সামলান এবং আপনার কাওমকে হুকুম করুন, যেন তারা এসবের ভালো অর্থ কবুল করে। শিগ্‌গিরই আমি তোমাদেরকে ফাসিকদের ঘর-বাড়ি দেখাব।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ

১৪৬. যারা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে বড়াই করে বেড়ায় আমি তাদের চোখকে আমার নিশানাগুলো থেকে ফিরিয়ে দেবো। তারা যে কোনো নিশানাই দেখুক না কেন তারা কখনো এর প্রতি ঈমান আনবে না। সরল

لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

পথ তাদের সামনে এলেও তারা তা গ্রহণ করবে না। আর যদি তারা বাঁকা পথ দেখতে পায় তাহলে সে পথেই চলবে। কারণ তারা আমার নিশানাগুলোকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং এ বিষয়ে বে-পরওয়া হয়েছিল।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. আমার নিশানাগুলোকে যারাই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং আখিরাতে হাজিরা দেওয়াকে অস্বীকার করেছে, তাদের সব আমল বরবাদ হয়ে গেছে। 'যেমন কর্ম তেমন ফল' ছাড়া মানুষ কি আর কোনো রকম বদলা পেতে পারে?

রুকূ' ১৮

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۘ اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. মূসার (সীনা পাহাড়ে) চলে যাওয়ার পর তার কাওমের লোকেরা তাদের অলংকারাদি দ্বারা বাছুরের একটা পুতুল তৈয়ার করল, যার ভেতর থেকে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, সে (পুতুলটি) তাদের সাথে কথাও বলে না এবং কোনো ব্যাপারে তাদেরকে পথও দেখায় না। তবু একে তারা মা'বুদ বানিয়ে নিল। এরা বড়ই যালিম ছিল।[৪০]

وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. যখন তাদের ধোঁকার ধাঁধা কেটে গেল এবং তারা দেখতে পেল যে, তারা গোমরাহ হয়ে গেছে তখন বলতে লাগল, আমাদের রব যদি আমাদের উপর রহম না করে এবং আমাদেরকে মাফ না করে তাহলে আমরা বরবাদ হয়ে যাব।

---

৪০. এটা ছিল মিসরীয় প্রভাবের দ্বিতীয় নিদর্শন, যা সঙ্গে নিয়ে বনী ইসরাইল মিসর থেকে বের হয়েছিল। মিসরে গরু পূজা এবং গরুর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যের যে রেওয়াজ ছিল তার প্রভাব বনী ইসরাইলের মনে এত গভীর ছিল যে, নবী অনুপস্থিত হওয়ার সাথে সাথেই তারা পূজার জন্য একটা বাছুরের মূর্তি বানিয়ে নিল।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنۢ بَعْدِىٓ ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥٓ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِى وَكَادُوا۟ يَقْتُلُونَنِى فَلَا تُشْمِتْ بِىَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. ওদিকে মূসা রাগ ও দুঃখের সাথে তার কাওমের কাছে ফিরে এলেন। এসেই তিনি বললেন, আমার (যাওয়ার) পর তোমরা আমার খিলাফতের দায়িত্ব বড়ই খারাপভাবে পালন করেছ। তোমাদের রবের হুকুমের অপেক্ষা করার মতো সবরটুকুও তোমরা করতে পারলে না? তিনি ফলকগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন এবং তার ভাই (হারূনের) মাথার চুল ধরে টানলেন। হারূন বললেন, হে আমার মায়ের পেটের ভাই! এরা তো আমাকে কাবু করে ফেলল এবং আমাকে মেরেই ফেলতে চেয়েছিল। তাই তুমি দুশমনদের কাছে আমাকে হাসির খোরাক বানিও না। আর আমাকে তুমি এ যালিম কাওমের মধ্যে শামিল (মনে) করো না।

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫১. তখন মূসা বললেন, হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ করে দাও এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমি তো সবচেয়ে বড় মেহেরবান।

রুকূ' ১৯

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. (এ দোআর জবাবে ইরশাদ হলো) যারা বাছুরকে মা'বুদ বানিয়েছে তারা অবশ্যই তাদের রবের গযবের শিকার হবে এবং দুনিয়ার জীবনেও অপমান ভোগ করবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এ রকম সাজাই দিয়ে থাকি।

وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا۟ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর যারা বদ আমল করে, তারপর তাওবা করে ও ঈমান আনে– নিশ্চয়ই আপনার রব তাওবা ও ঈমানের পর বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. যখন মূসার রাগ পড়ে গেল তখন তিনি ফলকগুলো হাতে তুলে নিলেন, যার লেখার মধ্যে ঐসব লোকের জন্য হেদায়াত ও রহমত ছিল, যারা তাদের রবকে ভয় করে।

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. মূসা তার কাওমের সত্তরজন লোককে বাছাই করে নিলেন, যাতে তারা (তার সাথে) আমার ধার্য করা সময়ে হাজির হয়।[৪১] যখন তাদেরকে এক ভয়ানক ভূমিকম্প এসে পাকড়াও করল তখন মূসা আরয করলেন, হে আমার রব! আপনি ইচ্ছা করলে তো আগেই তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন। আমাদের মধ্য থেকে কতক নাদান লোক যা করেছে, সে দোষের কারণে কি আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন? এটা তো আপনারই পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা, যা দ্বারা যাকে আপনি চান গোমরাহ করেন আর যাকে চান হেদায়াত করেন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। কাজেই আমাদেরকে মাফ করে দিন ও আমাদের উপর রহম করুন। আপনি সবচেয়ে বড় ক্ষমাশীল।

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. (হে আমাদের রব!) আমাদের জন্য এ দুনিয়ার মঙ্গলও লিখে দিন এবং আখিরাতের মঙ্গলও। আমরা আপনার দিকেই ফিরে এসেছি। (জবাবে ইরশাদ হলো) আমি যাকে চাই সাজা দেই বটে, কিন্তু আমার রহমত সব জিনিসের উপর ছেয়ে আছে। আর আমি তা তাদের জন্যই লিখে দেবো, যারা নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে।

৪১. এর উদ্দেশ্য ছিল যে, জাতির প্রতিনিধিরা সিনাই পর্বতে হাজির হয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট জাতির পক্ষ থেকে বাছুর পূজার অপরাধের জন্য মাফ চেয়ে আবার নতুনভাবে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে।

১৫৭. (অতএব আজ এ রহমত তাদের জন্যই রয়েছে) যারা এই উম্মী নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে[৪২] যার উল্লেখ তারা ঐ তাওরাত ও ইনজীলের মধ্যে লেখা দেখতে পাবে, যা তাদের কাছেই আছে। তিনি তাদেরকে নেক কাজের হুকুম দেন, বদ কাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পাক জিনিস হালাল করেন এবং নাপাক জিনিস হারাম করেন। আর তাদের উপর থেকে ঐসব বোঝা সরিয়ে দেন, যা তাদের উপর চেপে ছিল এবং ঐসব বাঁধন খুলে দেন, যার মধ্যে তারা আটকে ছিল।[৪৩] কাজেই যারা তাঁর উপর ঈমান আনল, তাঁকে সম্মান দেখাল ও শক্তি জোগালো, তাঁকে সাহায্য করল এবং ঐ নূরের অনুসরণ করল, যা তার সাথে নাযিল করা হলো তারাই সফলকাম হবে।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৪২. এখানে ইহুদী পরিভাষা অনুযায়ী 'উম্মী' শব্দটি নবী করীম (স)-এর প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে। বনী ইসরাইল নিজেদের ছাড়া অন্য সব জাতিকে উম্মী বা মূর্খ বলে অভিহিত করত। তাদের জাতীয় গর্ব ও অহংকার এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, কোনো উম্মীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, কোনো উম্মীর জন্য তারা নিজেদের সমান মানবিক অধিকারও স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। কুরআন মাজীদে তাদের এ কথাটিই উল্লেখ করা হয়েছে, 'উম্মীদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ও অপহরণ করলে তার জন্য আমাদেরকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।' (সূরা আলে ইমরান : ৭৫)

আল্লাহ তাআলা তাদেরই পরিভাষা ব্যবহার করে ইরশাদ করেছেন– এখন এই উম্মীর সাথেই তোমাদের ভাগ্য জড়িয়ে গিয়েছে। যদি এরই আনুগত্য অনুসরণ কর তাহলে তোমাদের ভাগ্যে আমার রহমত আসবে; তা না হলে গযবই তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে, যে ঘোষণায় তোমরা শত শত বছর ধরে আবদ্ধ হয়ে রয়েছ।

৪৩. অর্থাৎ তাদের আলেমরা আইনগত সূক্ষ্ম তর্ক-বিতর্ক দ্বারা, তাদের বৈরাগীরা নিজেদের বৈরাগ্যের বাড়াবাড়ি দ্বারা এবং তাদের অজ্ঞ জনগণ নিজেদের কুসংস্কার ও মনগড়া সীমা ও নিয়ম-নীতি দ্বারা তাদের জীবনকে যেসব বোঝার তলায় চাপিয়ে রেখেছে এবং যেসব জটিল বন্ধন দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে– এ নবী সেসব গুরুভার নামিয়ে দেন ও সেসব বন্ধন দূর করে জীবনধারাকে স্বাধীন ও সরল করে দেন।

রুকূ' ২০

১৫৮. (হে রাসূল!) আপনি বলুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সবার জন্য ঐ আল্লাহর তরফ থেকে রাসূল, যিনি আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মউত ঘটান। তাই ঈমান আন আল্লাহর উপর ও ঐ উম্মী নবীর প্রতি, যিনি তাঁর রাসূল, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীকে মানেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা হেদায়াত পাবে।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا
الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ
وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

১৫৯. মূসার কাওমের মধ্যে একদল এমন লোকও ছিল, যারা হকভাবে হেদায়াত করত ও ইনসাফ করত।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ
يَعْدِلُوْنَ ۝

১৬০. আমরা তাদেরকে ১২টি বংশে ভাগ করে তাদেরকে বিভিন্ন দল বানিয়ে দিয়েছিলাম। যখন মূসার কাওম তার কাছে পানি দাবি করল তখন আমি ওহীযোগে তাকে বললাম, অমুক পাথরে আপনার লাঠি মারুন। ফলে তখনই সেখান থেকে বারোটি ঝরনা বইতে লাগল। প্রতিটি দল পানি নেওয়ার জায়গা নির্দিষ্ট করে নিল। আর আমি তাদের উপর মেঘ দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করলাম এবং তাদের উপর মান্না ও সালওয়া নাযিল করলাম। আমি যে পাক জিনিস তোমাদেরকে দিলাম তা থেকে তোমরা খাও। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করল তা দ্বারা আমার উপর যুলুম করেনি; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করল।

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ
اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ
بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا
عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۚ
كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُوْنَا
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

১৬১. (সে কথা মনে করে দেখ) যখন তাদেরকে বলা হলো যে, এ এলাকায় গিয়ে বসবাস করতে থাক এবং ওখানকার

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا
حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ

وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ۚ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(ফসলাদি) থেকে তোমাদের পছন্দ মতো রুজি হাসিল কর। আর 'হিত্তাতুন, হিত্তাতুন' বলতে থাক এবং শহরের দরজায় সিজদানত হয়ে দাখিল হও। আমি তোমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেবো এবং নেককার লোকদেরকে আরও কিছু দান করব।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ۝

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালিম ছিল, তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, সে কথা বদলে দিলো। এর ফল এই হলো যে, তাদের যুলুমের কারণে আসমান থেকে আযাব পাঠালাম।

রুকূ' ২১

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۚ كَذٰلِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

১৬৩. তাদের একটু ঐ এলাকার হাল অবস্থাও জিজ্ঞেস করুন, যা সমুদ্রের কিনারায় ছিল।[৪৪] (তাদের ঐ ঘটনা মনে করিয়ে দিন যে) সেখানকার লোকেরা শনিবার দিন আল্লাহর হুকুম অমান্য করত। আর মাছ শনিবারেই পানির উপর ভেসে উঠে তাদের সামনে আসত। কিন্তু শনিবার ছাড়া অন্যদিন আসত না। এটা এজন্য হতো যে, তাদের নাফরমানীর কারণে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

১৬৪. (তাদেরকে একথাও মনে করিয়ে দিন যে,) যখন তাদের একদল অন্য দলকে বলেছিল, আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন অথবা যাদের উপর কঠিন আযাব দেবেন তাদেরকে তোমরা কেন নসীহত কর? তখন তারা জবাবে বলল, আমরা এসব তোমাদের রবের কাছে আমাদের ওযর পেশ করার জন্য করছি এবং এ আশায় করছি যে, তারা নাফরমানী করা থেকে বেঁচে থাকবে।

৪৪. গবেষকদের মতে এ জায়গা হচ্ছে ইলা, ইলাত বা ইলাওয়াত; যেখানে বর্তমান ইসরাইলের ইহুদী রাষ্ট্র ঐ নামেই একটি বন্দর তৈরি করেছে এবং জর্দানের বিখ্যাত বন্দর 'আকাবা' এর নিকটেই রয়েছে।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍۢ بَـِٔيْسٍۢ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. অবশেষে যখন তারা ঐ হেদায়াতকে একেবারেই ভুলে গেল, যা তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন আমি ঐসব লোককে রক্ষা করলাম, যারা বদ কাজ থেকে নিষেধ করত। আর বাকি সব লোক যারা যালিম ছিল, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম।

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. তারপর যখন তারা পুরা দাপটের সাথে ঐ কাজই করতে লাগল, যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, তখন আমি বললাম, তোমরা বানর হয়ে যাও[৪৫] অধম ও অপমানকর অবস্থায়।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۚۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. (মনে করে দেখুন) যখন আপনার রব ঘোষণা করলেন যে, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সবসময় এমন লোকদেরকে বনী ইসরাইলের উপর চাপিয়ে দিতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট আযাব দিতে থাকবে। নিশ্চয়ই আপনার রব জলদি শাস্তি দিতে পারেন। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল এবং মেহেরবানও।

৪৫. এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, এখানে তিন ধরনের লোক ছিল– (১) যারা বেপরওয়া হয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছিল। (২) যারা নিজেরা আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য না করলেও এই আমান্য করাকে বাধা দিত না এবং যারা উপদেশ দিত তাদেরকে বলত, এই হতভাগ্যদেরকে নসীহত করে লাভ কী। (৩) সেইসব লোক, যাদের ঈমানী অনুভূতি আল্লাহর সীমাসমূহের এই প্রকাশ্য লঙ্ঘন সহ্য করতে পারছিল না এবং তারা এই ধারণায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে তৎপর ছিল যে, হয়তো অপরাধীরা তাদের উপদেশের ফলে সঠিক পথে আসতে পারে বা যদি তারা সঠিক পথে নাও আসে, তবুও আমরা তো আমাদের সাধ্যমতো নিজেদের দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সামনে নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রমাণ পেশ করতে পারব। এ অবস্থায় যখন ঐ এলাকার উপর আল্লাহর আযাব এল তখন কুরআন মাজীদের ঘোষণা অনুযায়ী ঐ তিন দলের মধ্যে শুধু তৃতীয় দলকেই ঐ আযাব থেকে বাঁচানো হয়েছিল। কেননা, এরাই আল্লাহর সামনে নিজেদের কৈফিয়ত পেশ করার চিন্তা করেছিল এবং এরাই নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রমাণ জোগাড় করে রেখেছিল। বাকি দুই দল অত্যাচারী হিসেবে গণ্য হয়েছিল এবং তারা তাদের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পেয়েছিল। অবশ্য শুধু সেই সব লোককে বানরে পরিণত করা হয়েছিল, যারা পূর্ণ হঠকারিতা ও বিদ্রোহের সঙ্গে আল্লাহর হুকুম অমান্য করছিল।

وَقَطَّعْنَٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. আমি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দুনিয়ায় বহু জাতির মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কতক লোক নেক ছিল, আর কতক অন্য রকম ছিল। আমি তাদেরকে ভলো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করতে থাকি যে, হয়তো তারা ফিরে আসবে।

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُۥ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَٰقُ ٱلْكِتَٰبِ أَن لَّا يَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا۟ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. তাদের পর এমন সব অযোগ্য লোক তাদের ওয়ারিশ হতে থাকে, যারা আল্লাহর কিতাবের ধারক হয়েও এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার ফায়দা লুটে। আর বলে, আশা করা যায় আমাদেরকে মাফ করেই দেওয়া হবে। যদি (আবার) তেমনিভাবে দুনিয়ার কোনো সুযোগ আসে তাহলে তা লুফে নেয়। তাদের কাছ থেকে কি কিতাব সম্পর্কে ওয়াদা নেওয়া হয়নি যে, আল্লাহর নাম নিয়ে যেন শুধু তা-ই বলে, যা সত্য? অথচ এ কিতাবে যা লেখা আছে তা তারা পড়েছে। আখিরাতের বাসস্থান তো শুধু মুত্তাকীদের জন্যই ভালো।[৪৬] তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝো না?

وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

১৭০. আর যারা কিতাবকে মযবুতভাবে মেনে চলে ও নামায কায়েম করে, নিশ্চয়ই এমন নেক চরিত্রের লোকদের কর্মফল আমি নষ্ট করব না।

وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُۥ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

১৭১. (তাদের কি ঐ কথা মনে আছে?) যখন আমি পাহাড়কে কাত করে তাদের উপর এমনভাবে রেখে দিলাম, যেন তা একটা ছাতা এবং তারা মনে করল যে, সেটা তাদের উপর পড়ে যাবে। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিচ্ছি তা মযবুতভাবে ধরো এবং এতে যা কিছু লেখা আছে তা মনে রাখ। আশা করা যায়, তোমরা ভুল পথ থেকে বেঁচে থাকবে।

৪৬. এ আয়াতের দুরকম অনুবাদ হতে পারে– প্রথমটি হলো, এখানে যে অনুবাদ করা হয়েছে সেটাই। আর দ্বিতীয়টি হলো, 'খোদাভীরু লোকদের জন্য তো পরকালের বাড়িই বেশি ভালো।'

রুকূ' ২২

১৭২. (হে রাসূল! জনগণকে ঐ সময়ের কথা মনে করিয়ে দিন) যখন আপনার রব বনী আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদের নিজেদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, 'আপনি অবশ্যই আমাদের রব। আমরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।' আমি এ ব্যবস্থা এজন্যই করেছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ বিষয়ে কিছুই জানতাম না।[৪৭]

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَنْ تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩. অথবা তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের আগে আমাদের বাপ-দাদারাই তো শিরক করেছে। আমরা তো পরে তাদের বংশে জন্মলাভ করেছি। তবে কি আপনি বাতিলপন্থি লোকদের দোষে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন?

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. দেখ, এভাবেই আমি নিশানাগুলো[৪৮] স্পষ্ট করে পেশ করি, যাতে তারা ফিরে আসে।

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. (হে রাসূল!) তাদের সামনে ঐ লোকটির অবস্থা বর্ণনা করুন, যাকে আমার আয়াতসমূহের ইলম দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা এড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শয়তান তার পেছনে লেগে গেল। ফলে সে বিপথগামীদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾

---

৪৭. কতক হাদীস থেকে জানা যায়, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার সময় যেমন ফেরেশতাদেরকে একত্র করে সিজদা করানো হয়েছিল এবং পৃথিবীর উপর মানবজাতির খিলাফতের ঘোষণা করা হয়েছিল, তেমনিভাবে গোটা আদম বংশকেও (যারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভ করবে) আল্লাহ তাআলা একই সময়ে অস্তিত্ব ও চেতনা দান করে নিজের সামনে হাজির করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে আল্লাহকে 'রব' বলে সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।

৪৮. অর্থাৎ 'মারিফাতে হক' বা সত্য পরিচিতির সেই নিদর্শনাবলি, যা মানুষের নিজের সত্তার মাঝে রয়েছে এবং যা সত্যের দিকে মানুষকে পথ দেখায়।

১৭৬. যদি আমি ইচ্ছা করতাম তাহলে ঐ আয়াতগুলোর দ্বারা তাকে উপরে উঠাতে পারতাম। কিন্তু সে তো জমিনের দিকেই ঝুঁকে রইল এবং নিজের নাফসের খাহেশের পেছনেই পড়ে থাকল। তাই তার অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে গেল, তুমি তার উপর বোঝা চাপালেও সে জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে[৪৯], ওকে ছেড়ে দিলেও সে জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে। যারা আমার আয়াতকে মানতে অস্বীকার করে তাদের উপমা এটাই। এ কাহিনী আপনি তাদেরকে শোনাতে থাকুন। হয়তো তারা চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ ۚ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে তাদের উদাহরণ বড়ই মন্দ। আর তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করছিল।

سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন শুধু সে-ই সঠিক পথ পায়। আর যাদের আল্লাহ পথ দেখান না তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. এ কথা সত্য যে, অনেক জিন ও মানুষ এমন আছে, যাদেরকে আমি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের দিল আছে, কিন্তু এ দ্বারা তারা চিন্তা করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তার সাহায্যে তারা শুনে না। তারা পশুর মতো; বরং তার চেয়েও

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ

৪৯. তাফসীরকারগণ রাসূলের যুগের ও তার আগের বিভিন্ন লোকের প্রতি এই দৃষ্টান্ত আরোপ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে– যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ দৃষ্টান্ত, সে বিশেষ ব্যক্তিটির পরিচয় তো গোপনই আছে। তবে এ দৃষ্টান্ত এমন প্রতিটি লোকের প্রতিই আরোপিত হতে পারে, যাদের মধ্যে এ বিশেষত্ব পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা তার অবস্থাকে কুকুরের সঙ্গে উপমা দেন, যার সদা ঝুলে থাকা জিহ্বা ও টপকাতে থাকা লালা তার এমন লালসার পরিচয় দেয়, যার আগুন কখনো নিভে না এবং এমন বাসনার প্রমাণ দেয়, যা কখনো তৃপ্ত হয় না। যেমন– আমরা নিজেদের ভাষায় দুনিয়ার প্রতি চরম লোভী ব্যক্তিকে 'দুনিয়ার কুত্তা' বলে থাকি।

أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

অধম। এরাই ঐসব লোক, যারা গাফলতির মধ্যে পড়ে আছে।[৫০]

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

১৮০. ভালো নাম সব আল্লাহরই। তাই তাকে ভালো নামেই ডাক। তাদের কথা বাদ দাও, যারা আল্লাহর নাম রাখার মধ্যে সত্য থেকে বিমুখ হয়। যা কিছু তারা করে বেড়াচ্ছে এর বদলা তারা অবশ্যই পাবে।[৫১]

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

১৮১. আমার সৃষ্টির মধ্যে একদল এমন (মানুষও) আছে, যারা সত্য অনুযায়ী হেদায়াত করে এবং হকভাবে ইনসাফ করে।

রুকূ' ২৩

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

১৮২. আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়, তাদেরকে আমি আস্তে আস্তে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, টেরও পাবে না।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

১৮৩. আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছি। আমার কৌশল বড়ই মযবুত।

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. এরা কি কোনো সময় চিন্তা করে দেখেনি? তাদের সাথীর মধ্যে পাগলের কোনো লক্ষণ নেই।[৫২] তিনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। (মন্দ পরিণাম আসার আগে) তিনি স্পষ্টভাবে সাবধান করছেন।

৫০. অর্থাৎ আমি তো তাদেরকে মন, মগজ, চোখ ও কান দিয়েই সৃষ্টি করেছিলাম; কিন্তু যালিমরা এগুলোর সঠিক ব্যবহার করল না এবং নিজেদের অপকর্মের জন্য শেষ পর্যন্ত দোযখের যোগ্য বলে গণ্য হলো।

৫১. 'সুন্দর নামসমূহ'-এর অর্থ– সেই সব নাম, যার দ্বারা আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর পূর্ণতাসূচক গুণাবলি প্রকাশ পায়। আল্লাহর নাম নেওয়ার ব্যাপারে বিপথগামী হওয়ার অর্থ হচ্ছে– আল্লাহর প্রতি এরূপ নাম আরোপ করা, যা তাঁর মর্যাদা হানিকর, তাঁর শ্রদ্ধা-সম্মানের পরিপন্থী, যার দ্বারা তাঁর প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপিত হয় কিংবা যার দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠ ও মহান পবিত্র সত্তা সম্পর্কে ভুল ধারণা ও বিশ্বাস প্রকাশ পায়।

৫২. 'সাথী' অর্থ– মুহাম্মদ (স)। তাঁকে মক্কাবাসীদের সাথী এ কারণে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না। তাদেরই মধ্যে তিনি জন্মলাভ করেছিলেন। তাদেরই মধ্যে তিনি বাস করেছেন, তাদের মধ্যেই তিনি শিশু থেকে যুবক হয়ে বেড়ে উঠেছেন এবং যুবক থেকে

أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

১৮৫. তারা কি কখনো আসমান ও জমিনের ব্যবস্থাপনার দিকে খেয়াল করে না এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন (তা চোখ খুলে দেখে না)? (আর তারা কি এ কথাও ভেবে দেখে না যে,) হয়তো তাদের জীবনের মেয়াদ পুরা হওয়ার সময় কাছেই এসে গেছে। তাহলে রাসূলের সাবধান করার পর আর কোন্ কথা এমন থাকতে পারে, যার উপর তারা ঈমান আনবে?

مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

১৮৬. যাকে আল্লাহ হেদায়াত থেকে মাহরুম করে দেন, তার জন্য আর কোনো হেদায়াতকারী নেই। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরে মরার জন্য ছেড়ে দেন।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

১৮৭. (হে রাসূল!) এরা আপনাকে প্রশ্ন করে যে, আচ্ছা! ঐ কিয়ামতের সময়টি কবে আসবে? তাদেরকে বলুন, এই ইলম একমাত্র আমার রবের কাছেই আছে। তাকে যথাসময়ে তিনিই প্রকাশ করবেন। আসমান জমিনে সেটা বড়ই কঠিন দিন হবে। তোমাদের উপর তা হঠাৎ করেই এসে যাবে। তারা এ বিষয়ে আপনাকে এমনভাবে প্রশ্ন করে, যেন আপনি এরই তালাশে লেগে আছেন। বলে দিন, এ বিষয়ের ইলম শুধু আল্লাহরই কাছে আছে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই এর হাকীকত জানে না।

বৃদ্ধ হয়েছেন। নবুওয়াতের পূর্বে গোটা জাতি তাঁকে একজন অতি সৎ স্বভাব ও বহু গুণের অধিকারী মানুষ বলে জানত। নবুওয়াতের পর যখন তিনি আল্লাহর বাণী প্রচার শুরু করলেন তখন হঠাৎ তাঁকে তারা পাগল বলতে শুরু করল। তিনি নবী হওয়ার পূর্বে যা কিছু বলতেন সে কথার জন্য তাঁকে পাগল বলা হচ্ছিল না; বরং তিনি নবী হওয়ার পর যেসব কথার তাবলীগ শুরু করেছিলেন সেই সব কথার কারণেই তাঁকে পাগল বলা হচ্ছিল। এজন্যই বলা হয়েছে– এ কথা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ, ঐসব কথার মধ্যে কোন্ কথাটি পাগলামির বলে মনে কর।

১৮৮. (হে রাসূল!) তাদের বলুন, আমি আমার নিজের লাভ-লোকসানের ইখতিয়ারও রাখি না। আল্লাহ যা চান তা-ই হয়। যদি আমার কাছে গায়েবের ইলম থাকত তাহলে আমি নিজের জন্য বহু ফায়দা হাসিল করতে পারতাম এবং আমাকে কখনো কোনো লোকসান পোহাতে হতো না। আমি তো শুধু একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা– ঐসব লোকদের জন্য, যারা আমার কথা মেনে নেয়।

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚۛ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

রুকূ' ২৪

১৮৯. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে একটি জান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন পুরুষ স্ত্রীকে ঢেকে নিল, তখন হালকাভাবে গর্ভধারণ করল, যা নিয়ে সে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন সে ভারী হয়ে গেল তখন (স্বামী ও স্ত্রী) দুজনেই তাদের রব আল্লাহর নিকট দোআ করল, যদি আমাদেরকে একটি সুসন্তান দাও তাহলে আমরা তোমার শোকরগোযার বান্দাহ হব।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰىهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

১৯০. কিন্তু যখন আল্লাহ তাদেরকে নিখুঁত বাচ্চা দিলেন তখন এ দানের মধ্যে অন্যদেরকে শরীক করতে লাগল।[৫৩] লোকেরা যেসব শিরকী কথাবার্তা বলে তা থেকে আল্লাহ অনেক উপরে রয়েছেন।

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৫৩. অর্থাৎ, সন্তান দান করার মালিক তো আল্লাহ তাআলা। যদি আল্লাহ তাআলা স্ত্রীলোকের গর্ভে বানর, সাপ বা অন্য কোনো আজব জন্তু সৃষ্টি করে দেন কিংবা শিশুকে পেটের মধ্যেই অন্ধ, বধির, খঞ্জ ও পঙ্গু করে দেন কিংবা তার দৈহিক, মানসিক ও প্রবৃত্তিগত শক্তির মধ্যে কোনো ত্রুটি রেখে দেন– তবে কারো মধ্যেই আল্লাহ তাআলার এই গঠনকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এক আল্লাহ তাআলার উপাসকদের মতো ঠিক একই রূপে দেব-দেবী পূজারীরাও এ সত্য জানে। এ কারণেই গর্ভকালে সব আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করা হয়– তিনিই সুস্থ-সঠিক শিশুসন্তান সৃষ্টি করবেন; কিন্তু যখন আশা পূরণ হয় এবং চাঁদের মতো সুন্দর শিশু ভাগ্যে জোটে, তখন শুকরিয়া প্রকাশের জন্য কোনো দেবী, কোনো অবতার, কোনো ওলী ও কোনো হযরত-এর নামেই মান্নত ও শিরনি দেওয়া হয় এবং শিশুর এরূপ নামকরণ করা হয়, যার দ্বারা মনে হয় সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দয়ার দান।

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾

১৯১-১৯২. (এরা কতই না মূর্খ!) তারা কি এমন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করে, যারা কোনো জিনিসই সৃষ্টি করে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয় এবং যারা তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, এমনকি নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না?

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. তোমরা যদি তাদেরকে হেদায়াতের পথে ডাক তাহলে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে দাওয়াত দাও অথবা চুপ করে থাক উভয় অবস্থাই তোমাদের জন্য সমান।[৫৪]

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তো তোমাদের মতোই বান্দাহ মাত্র। তাদের কাছে দোয়া করে দেখ, যদি এদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের দোয়ার জবাব দিক না।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٦﴾

১৯৫-১৯৬. তাদের কি পা আছে যে, তা দিয়ে এরা হাঁটে? তাদের কি হাত আছে, যা দিয়ে ধরে? তাদের কি চোখ আছে, যা দিয়ে দেখে? তাদের কি কান আছে, যা দিয়ে শুনে? (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদেরকে ডাক। তারপর সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে তদবীর কর এবং আমাকে কোনো অবকাশ দিও না। ঐ আল্লাহই আমার সাহায্যকারী ও অভিভাবক, যিনি এ কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি নেক লোকদেরকেই সাহায্য করে থাকেন।

৫৪. অর্থাৎ এ মুশরিকদের মিথ্যা দেব-দেবীদের অবস্থা এই যে, সরল-সোজা পথ দেখানো বা তাদের পূজকদের হেদায়াত করা তো দূরের কথা, বেচারাদের তো কাউকে অনুসরণ করারও ক্ষমতা নেই। এমনকি যদি কেউ এদেরকে ডাকে তবে তার ডাকের জবাব দেওয়ারও ক্ষমতা তাদের নেই।

১৯৭. (অপরদিকে) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তোমাদেরকে তো তারা সাহায্য করতে পারে না, এমনকি নিজেদেরকে সাহায্য করার যোগ্যও নয়।

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾

১৯৮. তোমরা যদি তাদেরকে সরল পথে আসার জন্য ডাক, তাহলে তারা তোমাদের কথা শুনতেও পায় না। তুমি দেখছ যেন তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আসলে ওরা কিছুই দেখতে পারে না।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ۚ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৯. (হে রাসূল!) আপনি (তাদের প্রতি) নম্র ও ক্ষমাশীল হোন এবং ভালো কাজের আদেশ দিতে থাকুন। আর জাহিলদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখুন।

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

২০০. যদি কোনো সময় শয়তান আপনাকে উসকানি দেয় তাহলে আল্লাহর নিকট পানাহ চান। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾

২০১. আসলে যারা মুত্তাকী তাদের অবস্থা এই যে, যদি কোনো শয়তানের কারণে কোনো মন্দ ভাব তাদের মনে জাগেও, তাহলে তখন তখনই তারা সাবধান হয়ে যায়। তখন তারা স্পষ্ট দেখতে পায় (তাদের জন্য সঠিক পথ কোন্‌টি)।

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ﴿٢٠١﴾

২০২. (অপরদিকে) যারা তাদের (শয়তানের) ভাই-বন্ধু, তাদেরকে সে বাঁকা পথেই টেনে নিয়ে যায়। তারপর (তাদেরকে গোমরাহ করার ব্যাপারে) সে চেষ্টার কোনো ত্রুটিই করে না।

وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

২০৩. (হে রাসূল!) আপনি যখন তাদের সামনে কোনো নিশানা (মু'জিযা) পেশ করেন না, তখন তারা বলে : তুমি কেন তোমার জন্য কোনো নিশানা বেছে নিলে না?

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۭ قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّيْ ۚ هٰذَا

بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

তাদেরকে বলুন, আমি তো শুধু ঐ ওহী মেনে চলি, যা আমার রব আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এ (কুরআনই) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট মু'জিযা এবং যেসব লোক তা কবুল করে নেয় তাদের জন্য তা হেদায়াত ও রহমত।

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

২০৪. যখন তোমার সামনে কুরআন পড়া হয় তখন তা মন দিয়ে শুনো এবং চুপ থাক। হয়তো তোমাদের উপরও রহমত নাযিল হবে।

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝

২০৫. (হে রাসূল!) সকালে ও সন্ধ্যায় মনে মনে কাতরভাবে ও ভয়ের সাথে আপনার রবের যিকর করুন এবং মুখেও নিচু আওয়াজে (যিকর করুন)। আপনি গাফিলদের মধ্যে শামিল হবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۩

২০৬. যেসব ফেরেশতা আপনার রবের কাছেই আছে, তারা কখনো বড়াই করে তার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। তারা তাঁর তাসবীহ করে এবং তাঁর সামনে নত হয়ে থাকে। (সিজদার আয়াত)[৫৫]

৫৫. যে ব্যক্তি এ আয়াত পড়ে বা শুনে তার প্রতি সিজদা করার আদেশ রয়েছে। কুরআন মাজীদে এ রকম ১৪টি সিজদার আয়াত আছে।

৮. সূরা আনফাল

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের 'আল আনফাল' শব্দটিকেই সূরাটির নাম হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

বদর যুদ্ধের পর এ সূরাটি নাযিল হয়। দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর যুদ্ধ হয় এবং ঐ সনের মধ্যেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে বলে সহজেই বোঝা যায়। হিজরতের পর মদীনায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়। কুরাইশদের নেতৃত্বে আরব শক্তির সাথে এটাই প্রথম যুদ্ধ এবং এটাই প্রথম বিজয়। বিজয়ীরা পরাজিতদের যেসব ধন-সম্পদ দখল করে তা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং যুদ্ধবন্দিদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, সে বিষয়ে এ যুদ্ধের আগে কোনো হেদায়াত আসার দরকার হয়নি। কারণ, ইতঃপূর্বে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

নাযিলের পরিবেশ

আল্লাহ তাআলা যেমন কোনো মানুষকে অভিজ্ঞতা ও যৌবন দিয়ে দুনিয়ায় পাঠান না, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের আন্দোলনকেও হঠাৎ করেই বিজয়ী করেন না। একটি অসহায় মানবশিশু ধীরে ধীরেই বড় হতে থাকে এবং যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে। রাসূল (স)-কে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সে বিরাট কাজও একটা ধারাবাহিক ও ক্রমিক নিয়মেই সমাধা করতে হয়েছে। যেমন–

১. মাক্কী জীবনের ১৩টি বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের প্রথম ১৩ বছর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে ধরনের মন-মগজ ও চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির দরকার ছিল, সে ধরনের মানুষ তৈরির কাজই করা হয়েছে।

২. হিজরতের পর মদীনায় ঐ তৈরিকৃত লোকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ এল। সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠল। সমাজ গঠনমূলক কাজের সূচনা হলো। সে অনুযায়ী এর আগের কয়েকটি সূরায় প্রয়োজনীয় হেদায়াতও নাযিল হলো, যা বাস্তবে পালন করা হয়েছে।

৩. বিরোধী শক্তির মুকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিংও শুরু হয়ে গেল। বদর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই রাসূল (স) মুহাজিরদেরকে মাঝে মাঝে যুদ্ধের ছোট ছোট কাফেলা হিসেবে লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে যাওয়া বাণিজ্যপথে টহল দিতে পাঠাতেন। একমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যই কুরাইশদের আয়ের পথ ছিল। তাদের বাণিজ্য কাফেলা মদীনার পাশ দিয়েই সিরিয়ায় যাতায়াত করত। কুরাইশরা মুসলিমদেরকে হারাম মাসেও কাবা ঘর যিয়ারতে বাধা দিত। তাই তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মুসলিমদেরকে ঐ বাণিজ্যপথ অবরোধ করতে হলো।

৪. হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কুরাইশ সরদার আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসার পথে মদীনার মুসলিম বাহিনীর কারণে দূরেই থেমে গেল। এ বাণিজ্য কাফেলায় যে বিরাট পরিমাণ মাল-সামান রয়েছে তা মক্কায় না পৌঁছলে মক্কাবাসীদের জীবনই অচল হয়ে পড়বে। তাই আবূ সুফিয়ান মক্কায় বিপদসংকেত পাঠিয়ে দিলো। মক্কার সরদাররা তাদের জীবিকার পথের এ বাধাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য রওনা হলো।

৫. রাসূল (স) বুঝতে পারলেন যে, এ যুদ্ধে জয়ী হতে না পারলে ইসলামী আন্দোলন খতম হয়ে যাবে এবং আল্লাহর দীন কায়েমের আর কোনো সুযোগই বাকি থাকবে না। এত দিন পর্যন্ত যত যুদ্ধ কাফেলা পাঠানো হয়েছে, তাতে আনসারদের কোনো লোককে শরীক করা হয়নি; কিন্তু এবারের যুদ্ধ যে আকারে হবে তাতে আনসারদের শরীক করতেই হবে। তাই রাসূল (স) মুহাজির ও আনসার উভয় শক্তিকেই একত্র করে যুদ্ধের জন্য তৈরি করতে চাইলেন।

সবার সামনে রাসূল (স) তখনকার অবস্থা তুলে ধরলেন। কিন্তু যুদ্ধের জন্য তিনি নিজে তাদেরকে ডাক না দিয়ে তাদের পক্ষ থেকে যাতে জান দিয়ে লড়াই করার আগ্রহ প্রকাশ পায় সেজন্য অপেক্ষা করলেন। তিনি তাদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তাআলা দুটো কাফেলার মধ্যে একটিতে তোমাদেরকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন। একদিকে সিরিয়া থেকে আগত বাণিজ্য কাফেলা, অপরদিকে মক্কা থেকে আসা যুদ্ধ কাফেলা। তোমরা কোন্‌টার বিরুদ্ধে লড়তে রাজি? (এ প্রসঙ্গটি এ সূরার ৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে)।

অনেকেই বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু যুদ্ধ কাফেলাকে ঠেকাতে না পারলে যে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যাবে না সে কথা তারা বুঝতে না পারলেও রাসূল (স) তা ভালো করেই জানতেন। রাসূল (স) আরও মতামত প্রকাশ করতে বলায় সবাই বুঝলেন যে, ঐ মতটি তিনি পছন্দ করেননি। মুহাজিরদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে হুকুম দেবেন তা পালনের জন্য আমরা প্রস্তুত।' কিন্তু আনসারদের মতামত না পেলে যুদ্ধের ফায়সালা করা ঠিক হবে না বলে তিনি আবারও মতামত চাইলেন। আনসারগণ বুঝতে পারলেন যে, তাদের ইচ্ছা জানার জন্যই তিনি অপেক্ষা করছেন। তাদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষণা করা হলো– 'আপনি যদি সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়েন সেখানেও আমরা পেছনে পড়ে থাকব না। আমাদের দ্বারা আল্লাহ হয়তো এমন কিছু দেখিয়ে দেবেন, যা দেখে আপনার চোখ খুশিতে ঠাণ্ডা হবে।'

৬. রাসূল (স) যুদ্ধের ফায়সালাই করলেন। ৮৬ জন মুহাজির ও ২৩১ জন আনসার মিলে মাত্র ৩১৭ জনের ছোট্ট এক বাহিনী তৈরি হলো। তাদের কাছে যুদ্ধের সরঞ্জামও অতি সামান্য। এ যুদ্ধে মরতেই হবে এ কথা জেনেও তারা এগিয়ে গেলেন। মুনাফিক, সুবিধাবাদী ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা এ সিদ্ধান্তকে 'পাগলামি' মনে করল; কিন্তু ঈমানদার কাফেলা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে রওনা হয়ে গেলেন।

৭. যুদ্ধের ময়দানে রাসূল (স) লক্ষ্য করলেন, কাফির বাহিনীর সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিন গুণ এবং তাদের যুদ্ধ সরঞ্জামও অনেক বেশি। তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! কুরাইশরা তোমার রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে এসেছে। এখনই তোমার ঐ সাহায্য আসুক, যার ওয়াদা তুমি আমার কাছে করেছ। হে আল্লাহ! আজ যদি তোমার এ অল্পসংখ্যক বান্দাহ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে জমিনে তোমার ইবাদত হওয়ার আর কোনো আশা নেই।'

৮. এ যুদ্ধে মুহাজিরদেরকে সবচেয়ে কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তাদেরই ভাই-বেরাদর, আত্মীয়-স্বজন, এমনকি পিতা-পুত্রের বিরুদ্ধে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য যুদ্ধ করতে হচ্ছে। নিজ হাতে প্রাণের টুকরা সন্তানকেও হত্যা করতে হচ্ছে। এমন কঠিন পরীক্ষায় একমাত্র তারাই সফল হতে পারে, যারা আল্লাহর দীনের খাতিরে নিজের জীবন কুরবান করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

৯. এ যুদ্ধে আনসারদের পরীক্ষাও কম কঠিন ছিল না। মাত্র কয়েক হাজার মদীনাবাসীর ক্ষুদ্র একটি বস্তিকে গোটা আরবশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর মতো হিম্মত তাঁরাই করতে পারে, যারা দুনিয়ার সব চাওয়া-পাওয়ার মোহ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে আখিরাতের সফলতাকে জীবনের আসল লক্ষ্য বানিয়ে নিতে পেরেছে।

১০. এ অসম যুদ্ধে শক্তিমান কুরাইশরা পরাজিত এবং দুর্বল ও অসহায় মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়। ইসলামবিরোধী জাঁদরেল নেতারা নিহত হয় এবং ৭০ জন কাফির বন্দি হয়। আর তাদের সব যুদ্ধ-সরঞ্জামও মুসলিমদের হাতে গনীমতের মাল হিসেবে আসে। এ বিজয় গোটা আরবে ইসলামকে এক বিরাট শক্তি হিসেবে জানিয়ে দিলো।

ঐতিহাসিকদের মতে, বদর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত ইসলাম শুধু একটি ধর্ম, আদর্শ ও মতবাদ বলে পরিচিত ছিল। আর এ যুদ্ধের পর ইসলাম শুধু রাষ্ট্রীয় ধর্মই নয়, স্বয়ং একটি রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করল।

এ পরিবেশেই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। আয়াতগুলোর অনুবাদ পাঠকালে এ গোটা পরিস্থিতির দিকে খেয়াল রাখলে সূরার বক্তব্য সহজেই বুঝে আসবে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয়কে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায় :

১. **বদর যুদ্ধের বর্ণনা ও পর্যালোচনা :** সাধারণত যুদ্ধে জয় হলে পর্যালোচনায় গৌরব ও বাহাদুরি প্রকাশ করা হয় এবং সেনাপতির প্রশংসায় সবাই মেতে ওঠে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর বিপরীত নিয়ম শিক্ষা দিলেন। যে মহান দীনের বিজয়ের জন্য মুসলিম জাতির উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে দীনের প্রতি মানব জাতিকে আকৃষ্ট করার জন্য যে উন্নত নৈতিক চরিত্র দরকার, সেদিক থেকে তাদের মধ্যে যতটুকু দোষত্রুটি এখনও রয়ে গেছে সেদিকে তাদের দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে।

২. মুসলিম বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে, এ বিজয় তাদের হিম্মত, সাহস, বাহুবল ও যোগ্যতার ফল নয়; এর সবটুকুই আল্লাহর রহমত ও সরাসরি সাহায্যের কারণে সম্ভব হয়েছে। দুনিয়ার যাবতীয় শক্তিকে তুচ্ছ মনে করে একমাত্র আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে বিশাল বিরোধী বাহিনীর সাথে লড়াই করতে খুশি মনে রাজি হওয়ায় তিনি এ বিজয় দিলেন। এ যুদ্ধে তারা নিজের জনবল ও অস্ত্রবলের উপর নয়, একমাত্র আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করেছে। আল্লাহকে সামনে রেখে লড়াই করায় আল্লাহ নিজেই কাফিরদেরকে পরাজিত করেছেন। কাফিররা যতই শক্তিশালী হোক, আল্লাহকে তো পরাজিত করার সাধ্য কারো নেই।

৩. যুদ্ধে যেসব মাল-সামান মুসলিম সৈনিকদের হাতে এসেছে, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান এ সূরায় দেওয়া হয়েছে। জাহেলী যুগের নিয়ম অনুযায়ী যার হাতে যে মাল ধরা পড়েছে তা সে-ই পাবে মনে করে সবাই নিজ নিজ দখলেই তা রেখে দিলো। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, এসবই আল্লাহ ও রাসূলের মালিকানায় আছে। তাই সবই রাসূলের সামনে হাজির করতে হবে। তিনি যাকে যতটুকু অংশ দেন তাতেই খুশি থাকতে হবে। আর আল্লাহ নিজের কাজের জন্য ও গরীব বান্দাহদের জন্য যে অংশ রাখতে বলবেন তাতেও সবাইকে রাজি হতে হবে।

৪. মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদীসহ যেসব লোক মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়েছিল, তাদেরকে সম্বোধন করেও অনেক উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৫. এ যুদ্ধই প্রথম। তাই এ সূরায় যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে এমন কতক নৈতিক হেদায়াত দেওয়া হয়েছে, যা জাহেলী যুগের সব নিয়ম থেকে আলাদা। ইসলাম মানুষকে যে উন্নত নৈতিক মান শিক্ষা দেয় এর বাস্তব নমুনা মানব জাতির সামনে পেশ করার জন্য জরুরি সব হেদায়াত এ সূরায় দেওয়া হয়েছে।

৬. ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতক ধারাও এ সূরায় নাযিল হয়েছে। এতে দারুল ইসলামের অধিবাসী মুসলমানদের আইনগত মর্যাদা এর বাইরের মুসলমানদের থেকে আলাদা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৭. যে উচ্চ নৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলিম জাতিকে হক ও বাতিলের এ লড়াইয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়, তার বিশ্লেষণও করা হয়েছে। যেসব নৈতিক গুণের কারণে মুসলিমদেরকে বিজয় দেওয়া হয় তা ঐ হকেরই বিজয়। তা না হলে শুধু মুসলিম হওয়ার দাবিদার হলেই বিজয় দেওয়া হয় না।

অন্য কতক সূরার মতোই এসব আলোচ্য বিষয়কে রুকূ'র ভিত্তিতে ভাগ করার উপায় নেই। গোটা সূরায় এ বিষয়গুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মন-মগজ খোলা রেখে আয়াতের অনুবাদ পড়তে থাকলে কোথায় কোন্ বিষয়ে কথা বলা হয়েছে তা বোঝা যায়। তাই অনুবাদ পাঠ করার সময় পাঠককেই বিষয় তালাশ করতে হবে এবং যখন কোনো বিষয় বুঝে আসবে তখন যে তালাশ করবে সে অবশ্যই তৃপ্তিবোধ করবে।

সূরা আনফাল

৭৫ আয়াত, ১০ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧٥ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ①

১. (হে রাসূল! তারা) আপনাকে আনফাল (গনীমতের মাল) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।[১] আপনি বলুন, আনফাল তো আল্লাহ ও রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের একে অপরের সাথে সম্পর্ক দুরস্ত কর এবং যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও।[২]

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ② الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③

২-৩. সাচ্চা ঈমানদার তো ঐসব লোক, যাদের দিল আল্লাহর কথা শুনলে কেঁপে উঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে, যারা নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে।

১. 'আনফাল' হচ্ছে 'নাফল'-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় দরকারি ও হক-এর অতিরিক্ত জিনিসকে নফল বলে। অধীনের পক্ষ থেকে 'নফল' হচ্ছে ঐ ইচ্ছাকৃত খিদমত, যা একজন দাস তার মনিবের জন্য খুশি মনে নিজের ইচ্ছায় তার নির্ধারিত কর্তব্যের চেয়ে বেশি করে থাকে। যেমন– নফল নামায। আর মনিবের পক্ষ থেকে নফল হচ্ছে, যে দান বা পুরস্কার মনিব তার দাসকে তার পাওনা হক থেকে বেশি দিয়ে থাকে। এখানে 'আনফাল' অর্থ কাফিরদের ঐ মাল, যা মুসলমানরা বদর যুদ্ধে জয়ী হয়ে পেয়েছিল। 'এ মাল কামাই করা নয়; বরং এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত দয়া ও পুরস্কার, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন'– একথা মুসলমানদেরকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য এ মালকে 'আনফাল' বলা হয়েছে।

২. এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, এ মাল ভাগ-বণ্টন সম্পর্কে কোনো হুকুম আসার আগে মুসলমানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ অংশের জন্য দাবি করতে শুরু করেছিল।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

৪. এরাই ঐসব লোক, যারা সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বড় মর্যাদা, গুনাহের ক্ষমা ও উত্তম রিযক আছে।

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ۝

৫. (এই গনীমতের মালের ব্যাপারেও তেমনি অবস্থা দেখা দিয়েছে যেমন ঐ সময় দেখা দিয়েছিল যখন) আপনার রব আপনাকে সত্যসহ বের করে এনেছিলেন এবং মুমিনদের একটি দল এতে খুবই অসন্তুষ্ট ছিল।

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۝

৬. তারা ঐ সত্যের ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়া করছিল, অথচ তা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল যেন, মউতের দিকে তাদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হচ্ছিল এবং তারা তা দেখতে পাচ্ছিল।

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝

৭. (ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ) যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, দুটো দলের মধ্যে একটা তোমাদের কব্জায় আসবে।[৩] তোমরা চাচ্ছিলে, দুর্বল দলটি যেন তোমাদের হাতে আসে। কিন্তু আল্লাহ এটাই ইচ্ছা করেছিলেন, যেন তার বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য বলেই প্রমাণ করবেন এবং কাফিরদের শিকড় কেটে দেবেন।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

৮. যাতে হক হক হয়েই থাকে এবং বাতিল বাতিল বলেই প্রমাণিত হয়। অপরাধীদের নিকট এ অবস্থাটি যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝

৯. (ঐ কথাও মনে করে দেখ) যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে। এর জবাবে তিনি তোমাদেরকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য পরপর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি।

৩. অর্থাৎ, কুরাইশদের ব্যবসায়ী দল যা সিরিয়ার দিক হতে আসছিল বা কুরাইশদের সেনাবাহিনী, যা মক্কা থেকে আসছিল।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু এ জন্যই এ কথা জানিয়ে দিলেন, যাতে তোমরা সুখবর পাও এবং এর দ্বারা তোমাদের দিল সান্ত্বনা পায়। তা না হলে সাহায্য তো যখনই আসে আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

রুকূ' ২

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ﴿١١﴾

১১. আর (ঐ সময়ের কথাও মনে করে দেখ) যখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্যে ঘুম ঘুম অবস্থা সৃষ্টি করে তোমাদের (দিলে) নিশ্চিন্ত ভাব কায়েম করেছিলেন[৪] এবং আসমান থেকে তোমাদের উপর পানি নাযিল করছিলেন, যাতে তোমাদেরকে পবিত্র করা যায়, তোমাদের উপর থেকে শয়তানের দেওয়া নাপাকি দূর করা হয়, তোমাদের মনে হিম্মত পয়দা হয় এবং এসবের সাহায্যে তোমাদের কদমকে মযবুত করা যায়।

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

১২. (হে রাসূল! ঐ সময়ের কথাও ইয়াদ করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে ইশারা করে বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা ঈমানদারদেরকে মযবুত রাখ। আমি শিগ্গিরই কাফিরদের দিলে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত হানো এবং হাড্ডির প্রতিটি জোড়ায় মার লাগাও।[৫]

৪. উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সূরা আলে ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. বদর যুদ্ধের যে ঘটনাগুলোকে এ পর্যন্ত এক-এক করে মনে করানো হয়েছে, আসলে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে– 'আনফাল' শব্দটির মর্মকথা তুলে ধরা। প্রথমেই ইরশাদ করা হয়েছে, 'যুদ্ধে পাওয়া এ মালকে তোমরা নিজেদের চেষ্টার ফল মনে করে এর মালিক-মোখতার হয়ে বসেছ নাকি? এটা তো আল্লাহ তাআলার দয়ার দান এবং তোমাদের দাতা নিজেই এ ধনের মালিক-মোখতার। এখন এর প্রমাণ হিসেবে এ ঘটনাগুলো এক-এক করে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা নিজেরাই হিসাব করে দেখ– এ বিজয়ে তোমাদের জীবনদান, সাহস ও বীরত্বের অংশ কতটুকু আর আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীর অংশ কত সম্পদের ছিল। সুতরাং কীভাবে এখন এ মাল ভাগ-বাটোয়ারা করা হবে তা ঠিক করা তোমাদের কাজ নয়; সে কাজ আল্লাহ তাআলার।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

১৩. এটা এ জন্য যে, এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুকাবিলা করেছে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুকাবিলা করে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই কঠোর।

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾

১৪. এ হলো তোমাদের সাজা।[৬] এখন এর মজা বুঝ। (আর তোমরা জেনে রাখ) কাফিরদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ﴿١٥﴾

১৫. হে ঐসব লোক! যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা কাফির সেনাবাহিনীর সামনা-সামনি হও তখন তোমরা তাদেরকে পিঠ দেখাবে না।

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

১৬. এ ধরনের অবস্থায় যে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে অথবা অন্য বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া পিঠ ফিরিয়ে পালাবে সে আল্লাহর গযবে ঘেরাও হবে। আর দোযখই তার ঠিকানা হবে এবং ফিরে আসার জন্য তা বড়ই মন্দ জায়গা।

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۪ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৭. (আসল কথা হলো) ওদেরকে তোমরা কতল করনি; বরং আল্লাহই তাদেরকে কতল করেছেন। (হে রাসূল!) আপনি যখন ছুড়েছেন তখন আপনি ছুড়েননি, বরং আল্লাহই ছুড়েছেন।[৭] (এ কাজে যে মুমিনদের হাতকে ব্যবহার করা হয়েছে) তা এজন্য যে, আল্লাহ মুমিনদেরকে এক চমৎকার পরীক্ষা থেকে সফলতার সাথে পার করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

৬. এ কথাটি কুরাইশ বংশের কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যারা বদরে পরাজিত হয়েছিল।

৭. বদর যুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফিররা একে অপরের মুখোমুখি হলো ও যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় এল তখন নবী করীম (স) এক মুষ্ঠি বালু হাতে নিয়ে 'শাহাতিল উজূহ' বলে কাফিরদের দিকে ছুড়ে মারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আদেশে মুসলমানরা কাফিরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হাত তো ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর, কিন্তু আঘাত ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে।

ذٰلِكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِينَ ﴿١٨﴾

১৮. তোমাদের সাথে তো (আল্লাহর আচরণ) এ রকমই। কিন্তু কাফিরদের ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাদের অপকৌশল অবশ্যই দুর্বল করে দিয়ে থাকেন।

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

১৯. (কাফিরদেরকে বলে দাও) তোমরা যদি ফায়সালাই চাচ্ছিলে তাহলে এই নাও, তোমাদের সামনে ফায়সালা এসেই গেছে।[৮] আর যদি তোমরা বিরত হও তাহলে তা তোমাদের জন্যই ভালো। তা না হলে তোমরা যদি আবার (একই বোকামি) কর তাহলে আমরাও (ঐ একই শাস্তি) আবার দেবো। তোমাদের বাহিনী যত বড়ই হোক তা তোমাদের কোনো কাজে আসতে পারবে না। আল্লাহ মুমিনদের সাথেই আছেন।

রুকূ' ৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

২০. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও। হুকুম শোনার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখো না।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾

২১. তাদের মতো হয়ে যেও না, যারা বলল, 'আমরা শুনলাম।' অথচ তারা শুনে না।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾

২২. নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে খারাপ জানোয়ার ঐসব বধির-বোবা লোক, যারা আকলকে কাজে লাগায় না।

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. যদি আল্লাহ মনে করতেন যে, তাদের মধ্যে কিছু মঙ্গল রয়েছে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। (কিন্তু কোনো মঙ্গল থাকা ছাড়াই) যদি শোনাতেন তাহলে তারা অবহেলা করে মুখ ফিরিয়ে নিত।

৮. মক্কা থেকে যাওয়ার সময় মুশরিকরা কাবার পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল– 'খোদা! দুই দলের মধ্যে উত্তম দলকে তুমি বিজয় দান কর।'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন আল্লাহ ও রাসূল তোমাদেরকে ঐ জিনিসের দিকে ডাকেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে তখন তোমরা সাড়া দাও। আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তাঁর দিলের মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

২৫. তোমরা ঐ ফিতনা থেকে বেঁচে থাক, যার মন্দ পরিণাম শুধু তোমাদের মধ্যে যারা গুনাহ করেছে, তাদের জন্যই খাস হয়ে থাকবে না।[৯] আর জেনে রাখ, আল্লাহ বড়ই কঠোর সাজা দিয়ে থাকেন।

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ, যখন তোমরা (সংখ্যায়) খুব কম ছিলে, তোমাদেরকে দুনিয়ায় দুর্বল মনে করা হতো, তোমরা ভয় করছিলে যে, লোকেরা না জানি তোমাদেরকে শেষ করে দেয়; তখন আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তাঁর সাহায্য দ্বারা তোমাদের হাত মযবুত করলেন এবং তোমাদেরকে উত্তম রিযক দান করলেন, যাতে তোমরা শোকরগোযার হও।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! জেনে-বুঝে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না এবং নিজেদের আমানতের ব্যাপারেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।[১০]

৯. এর অর্থ হচ্ছে– সেই বিরাট ফিতনা, যা মহামারীর ন্যায় ব্যাপক ধ্বংস নিয়ে আসে এবং যাতে শুধু পাপী লোকেরাই গ্রেপ্তার হয় না; বরং তারাও মারা পড়ে, যারা সেই পাপী সমাজ-পরিবেশে বাস করাকে নিজেদের জন্য সহনীয় করে নেয়।

১০. নিজেদের 'আমানতসমূহ' বলতে ঐসব দায়িত্ব বোঝানো হচ্ছে, যা কারো উপর বিশ্বাস করে তাকে সোপর্দ করা হয়। সেগুলো শপথ পালনের দায়িত্ব হতে পারে, দলগত ওয়াদা হতে পারে বা দলের গোপন বিষয় হতে পারে কিংবা ব্যক্তিগত ও দলগত ধন-সম্পদ বা কোনো পদের দায়িত্বও হতে পারে, যা জামায়াতের পক্ষ থেকে কারো প্রতি আস্থা রেখে তার উপর দেওয়া হয়।

২৮. জেনে রাখ, তোমাদের মাল ও তোমাদের সন্তান আসলেই তোমাদের জন্য পরীক্ষার বিষয়। আর আল্লাহর কাছে বদলা দেওয়ার জন্য বহু কিছু আছে।

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

রুকূ' ৪

২৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চল তাহলে তোমাদের জন্য (ভালো-মন্দ যাচাই করার) কষ্টিপাথরের ব্যবস্থা করবেন,[১১] তোমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আল্লাহ বড়ই উদার দানশীল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝

৩০. (হে রাসূল!) ঐ সময়টাও মনে রাখার মতো, যখন কাফিররা আপনাকে বন্দি করা বা কতল করা বা (দেশ থেকে) বের করে দেওয়ার তদবির চালাচ্ছিল।[১২] তারা তাদের চাল চালছিল এবং আল্লাহ তাঁর চাল চালছিলেন। আর চালের ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে যোগ্য।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ۝

৩১. যখন তাদেরকে আমার আয়াত শোনানো হতো, তখন তারা বলত, হ্যাঁ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا

১১. কষ্টিপাথর ঐ জিনিসকে বলে, যা খাঁটি-অখাঁটির পার্থক্য তুলে ধরে। 'ফুরকান'-এর অর্থও তাই। এজন্য আমি 'ফুরকান'-এর অনুবাদ করেছি 'কষ্টিপাথর'। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যদি তুমি পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে কাজ কর তবে আল্লাহ তাআলা তোমার মধ্যে সেই পার্থক্য করার বোধশক্তি সৃষ্টি করে দেবেন, যার দ্বারা পদে পদে তুমি নিজেই এটা জানতে ও বুঝতে পারবে যে, কোন্‌টি সঠিক ও কোন্‌টি ভুল, কোন্ পথ সত্য ও আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং কোন্ পথ মিথ্যা ও শয়তানের সঙ্গে মিলিত করে।

১২. এখানে সেই সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মুহাম্মদ (স)-ও এবার মদীনায় চলে যাবেন বলে কুরাইশদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। সেই সময় তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করে যে, যদি এ ব্যক্তি মক্কা হতে সরে পড়ে তবে বিপদের ভয় আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। তাই তারা তাঁর ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এক বৈঠক ডেকে কীভাবে এ বিপদাশঙ্কা দূর করা যেতে পারে সে বিষয়ে পরামর্শ করল।

لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾

আমরা শুনলাম। ইচ্ছা করলে আমরাও এমন কথা বানাতে পারি। এসব তো ঐ পুরানা কাহিনী, যা আগে থেকেই লোকেরা বলে এসেছে।

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾

৩২. (ঐ কথা কি তাদের মনে আছে) যখন এক সময়ে তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! যদি এটা বাস্তবিকই তোমার তরফ থেকে কোনো সত্য হয়ে থাকে তাহলে (তা না মানার দরুন) আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর কোনো যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিয়ে আসো।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে রাসূল! আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা অবস্থায় ঐ সময় আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করতে চাননি এবং এটা আল্লাহর নীতি নয় যে, মানুষ মাফ চাচ্ছে আর আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করছেন।

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. কিন্তু এখন কেন তিনি তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না, যখন তারা মাসজিদে হারামের পথ অবরোধ করছে? অথচ তারা এর বৈধ মুতাওয়াল্লীও নয়। (মাসজিদে হারামের) বৈধ মুতাওয়াল্লী তো শুধু মুত্তাকীরাই হতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই এ কথা জানে না।

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. বায়তুল্লাহতে ওরা কেমন ধরনের নামায আদায় করে? তারা তো শুধু শিস দেয় ও তালি বাজায়। তাই সত্যকে যে তোমরা অস্বীকার করেছিলে এর পরিণামে এখন আযাবের মজা বুঝ।

৩৬-৩৭. যারা কাফির তারা (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য তাদের মাল খরচ করে। তারা আরও খরচ করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এ চেষ্টা তাদের জন্য আফসোসেরই কারণ হবে। তারপর তারা পরাজিত হবে। অবশেষে এ কাফিরদেরকে ঘেরাও করে জাহান্নামের দিকে আনা হবে, মূলত আল্লাহ তাআলা নাপাকীকে পবিত্রতা থেকে ছাঁটাই করে আলাদা করবেন এবং সবরকম নাপাককে একত্র করবেন। তারপর এসবকে দোযখে ফেলে দেবেন। এরাই ঐসব লোক, যারা দেওলিয়া।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

রুকূ' ৫

৩৮. (হে রাসূল!) এ কাফিরদেরকে বলুন, তারা যদি এখনও ফিরে আসে তাহলে আগে যা কিছু হয়ে গেছে তা মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি তারা আগের মতোই চলতে থাকে তাহলে ইতঃপূর্বে (এ ধরনের কাওমের) যে দশা হয়েছে তা সবারই জানা আছে।

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯. (হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ!) এ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর, যেন ফিতনা বাকি না থাকে এবং দীন পুরাপুরিভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। যদি তারা ফিতনা থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহই তাদের আমল দেখবেন।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

৪০. কিন্তু যদি তারা না মানে তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতই না ভালো সহায় ও সাহায্যকারী।

وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

পারা ১০

৪১. আর জেনে রাখ, গনীমতের যে মাল তোমরা হাসিল করেছ[১৩] এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর, রাসূলের, তার আত্মীয়দের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের ও মুসাফিরদের জন্য (বরাদ্দ রয়েছে)। তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক এবং ফায়সালার দিন– অর্থাৎ দুটো বাহিনীর সামনা-সামনি মুকাবিলার দিন– আমার বান্দাহর উপর যে (সাহায্য) নাযিল করেছিলাম[১৪] (তা বিশ্বাস করে থাক তাহলে এ অংশ খুশির সাথে আদায় কর)। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

৪২. (ঐ সময়ের কথা মনে কর) যখন তোমরা কাছের ময়দানে ছিলে এবং তারা দূরের ময়দানে ছিল এবং কাফেলা তোমাদের নিচের দিকে ছিল। যদি তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত থাকত তাহলে তোমরা সে বিষয়ে মতভেদ করতে। কিন্তু যা কিছু ঘটেছে তা এ জন্যই যে, আল্লাহ যা ফায়সালা করেছিলেন তা তিনি করেই ছাড়বেন, যাতে যার ধ্বংস হওয়া উচিত সে, স্পষ্ট দলীলসহ ধ্বংস হয় এবং যার বেঁচে থাকা উচিত সে স্পষ্ট দলীলসহ বেঁচে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন।

إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَٰدِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

৪৩. (হে রাসূল! ঐ সময়ের কথা মনে করুন) যখন আল্লাহ স্বপ্নে আপনার কাছে

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ

১৩. এখানে যুদ্ধে পাওয়া ধন বিলি-বণ্টনের নিয়ম জানানো হয়েছে– যে বিষয়ে সূরার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, এটা আল্লাহ তাআলার দয়ার দান ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার অধিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এখন সেই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হচ্ছে।

১৪. অর্থাৎ, সেই সাহায্য, যার বদৌলতে তোমরা বিজয় লাভ করতে পেরেছ এবং যার ফলে তোমাদের এই 'মালে গনীমত' লাভ হয়েছে।

أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

তাদেরকে কম সংখ্যায় দেখাচ্ছিলেন। যদি আপনাকে তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন তাহলে তোমরা অবশ্যই হিম্মত হারাতে এবং লড়াইয়ের ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহই তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি মনের অবস্থাও জানেন।

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

৪৪. (ঐ সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন সামনা-সামনি মুকাবিলার সময় আল্লাহ তোমাদের চোখে দুশমনদের সংখ্যা কম দেখালেন এবং তাদের চোখেও তোমাদেরকে কমই দেখালেন,[১৫] যাতে যা হওয়াই উচিত ছিল তা তিনি প্রকাশ করে দেন। শেষ পর্যন্ত সব ব্যাপার আল্লাহর কাছেই ফিরে যায়।

রুকূ' ৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন কোনো দলের সাথে তোমাদের মুকাবিলা হয় তখন তোমরা মযবুত থাক এবং বেশি করে আল্লাহর যিকর কর। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করো না। তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে এবং তোমাদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে। আর তোমরা সবর কর।[১৬] নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন, যারা সবর করে।

১৫. এ হচ্ছে সেই সময়কার কথা, যখন নবী করীম (স) মুসলমানদেরকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে চলে যাচ্ছিলেন বা পথে কোনো স্থানে ছিলেন এবং যখন কাফিরদের সেনাসংখ্যা কত ছিল তা সঠিক জানা যায়নি। এ সময় রাসূল (স) স্বপ্নে এ সৈন্যদলকে দেখেছিলেন এবং যে দৃশ্য তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছিল তা থেকে তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, শত্রুসংখ্যা খুব বেশি হবে না।

১৬. অর্থাৎ, নিজেদের আবেগ ও বাসনা-কামনাকে দমন করে রাখ। তাড়াহুড়ো করা, ভীত-চঞ্চল-অভিভূত-হতাশ হওয়া এবং অতিলোভ, অধিক উল্লাস ও আবেগ থেকে বাঁচো। ঠাণ্ডা মাথায় ও বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ কর। আপদ-বিপদে অস্থির হয়ে দায়িত্ব ভুলে যেও না।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

৪৭. তোমরা ঐসব লোকের মতো (চাল-চলন গ্রহণ করো না), যারা তাদের ঘর থেকে গর্বের সাথে এবং মানুষকে তাদের শান-শওকত দেখাতে দেখাতে বের হয়। আর যাদের অবস্থা এই যে, তারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয়। তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহর নাগালের বাইরে নয়।

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

৪৮. (ঐ সময়ের কথা খেয়াল কর) যখন শয়তান ঐ লোকদের আমলকে তাদের চোখে চমৎকার করে তুলে ধরেছিল এবং বলেছিল, 'আজ কেউ তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আর আমি তোমাদের সাথেই আছি।' কিন্তু যখন দুটো দল সামনা-সামনি হলো তখন সে পেছনে হটে গেল এবং বলতে লাগল; তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ বড়ই কঠিন শাস্তিদাতা।

রুকূ' ৭

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى

৪৯. যখন মুনাফিকরা এবং ঐসব লোক, যাদের দিলে রোগ আছে, তারা বলছিল, 'তাদের দীন তাদেরকে ধোঁকায়

উত্তেজনাকর মুহূর্তে রাগের চোটে এমন কাজ করো না, যা করা উচিত নয়। দুঃখ-মুসীবতের আক্রমণ হোক আর অবস্থার অবনতি ঘটুক– সব অবস্থায় অস্থির হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে সাবধান থাক। উদ্দেশ্য হাসিল করার জোশে আকুল হয়ে বা কোনো আধাপাকা তদবিরকে সুবিধাজনক মনে করে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিও না। যদি কখনও দুনিয়াবী কোনো সুবিধা বা নাফসের কোনো খাহেশ তোমাদের মনকে সেদিকে টানে, তাহলে তোমাদের মন যেন এত দুর্বল না হয় যে, বাধ্য হয়ে সেদিকে ঢলে পড়। 'সবর' শব্দটির মাঝেই উপরিউল্লিখিত সব অর্থ ও মর্ম লুকিয়ে আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা এসব দিক দিয়ে 'সাবির' (ধৈর্যশীল), আমার সাহায্য তারাই লাভ করবে।

اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٩﴾

ফেলেছে।'[১৭] অথচ যদি কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁহলে অবশ্যই আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿٥٠﴾

৫০. যদি এমন হতো যে, তোমরা ঐ অবস্থাটা দেখতে পেতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের জান কবজ করছিল এবং তাদের মুখে ও পেছনে পিটাচ্ছিল ও বলছিল, 'নাও, এখন আগুনে জ্বলবার সাজা ভোগ কর।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٥١﴾

৫১. এটা ঐ শাস্তি, যা তোমাদের নিজেদের হাতই এর আগে ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তা না হলে আল্লাহ তো তাঁর বান্দাহদের উপর যুলুম করেন না।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

৫২. (এ ব্যাপারটা তাদের সাথে তেমনিভাবে ঘটেছে) যেমন ফিরাউনের লোকদের এবং তাদের আগের লোকদের সাথে ঘটেছিল। তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মানতে অস্বীকার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ খুবই শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٣﴾

৫৩. এটা আল্লাহর ঐ নীতি অনুযায়ীই হয়েছে যে, তিনি যখন কোনো নিয়ামত কোনো কাওমকে দান করেন তা তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যতক্ষণ ঐ কাওম নিজেই নিজেদের অবস্থা না বদলায়। আল্লাহ অবশ্যই সবকিছু শুনেন ও জানেন।

১৭. অর্থাৎ, মদীনার মুনাফিকরা এবং সেই সব লোক, যারা দুনিয়াপূজারী এবং আল্লাহর প্রতি অবহেলার রোগে ভুগছে। যখন দেখল মুসলমানদের অল্প কতক গরিব লোক কুরাইশদের মতো বিরাট শক্তির সঙ্গে টক্কর দিতে চলেছে তখন তারা বলাবলি করত যে, এরা ধর্মের নামে পাগল হয়ে গেছে। এ লড়াইয়ে তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। কিন্তু মুহাম্মদ তাদের উপর এমন কিছু জাদু-মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে, তাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। তারা চোখে দেখেও মৃত্যুর মুখে দৌড়ে চলেছে।

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

৫৪. ফিরাউন ও এর আগের কাওমগুলোর সাথে যা কিছু ঘটেছে তা এ নীতি অনুযায়ীই ঘটেছিল। তারা তাদের রবের আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে আমি তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম এবং ফিরাউনের লোকদেরকে আমি ডুবিয়ে মেরেছিলাম। এরা সবাই যালিম ছিল।

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৫৫. নিশ্চয়ই আল্লাহর চোখে দুনিয়ার সব সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে অধম তারা, যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এরপর তারা কোনো রকমেই তা কবুল করতে তৈরি ছিল না।

اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ۝

৫৬. (হে রাসূল!) বিশেষ করে তাদের মধ্যে ঐসব লোক রয়েছে, যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন, অতঃপর তারা প্রতিটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহকে একটুও ভয় করে না।[১৮]

فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

৫৭. তাই যদি লড়াইয়ের ময়দানে তোমরা তাদের নাগাল পাও তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দাও, যাতে তাদের পর অন্য যেসব লোক এমন আচরণ করবে তাদের হুঁশ হয়।[১৯] আশা করা যায়, চুক্তি ভঙ্গের পরিণাম থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

১৮. এখানে বিশেষ করে ইহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে নবী করীম (স)-এর চুক্তি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৎপর ছিল। বদর যুদ্ধের পরপরই তারা কুরাইশদেরকে খেপাতে শুরু করে।

১৯. অর্থাৎ, যদি কোনো জাতির সঙ্গে আমাদের সন্ধিচুক্তি থাকে এবং তারা যদি নিজেদের চুক্তিমতো দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে আমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে তবে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাব এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের জন্য জায়েয হবে। তা ছাড়া যদি কোনো কাওমের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধের সময় আমরা দেখি যে, আমাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সত্ত্বেও কোনো কাওমের লোকেরা যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সাথে যোগদান করেছে তবে আমরা তাদেরকে হত্যা করতে ও তাদের সঙ্গে শত্রুর যোগ্য ব্যবহার করতে কখনও পিছপা হব না।

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝٥٨

৫৮. আর যদি কখনো তোমাদের মনে কোনো কাওম থেকে ওয়াদা খিলাফের ভয় হয় তাহলে প্রকাশ্যে তাদের চুক্তিকে তাদের সামনে ফেলে দাও।[২০] নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খিলাফকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

রুকূ' ৮

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝٥٩

৫৯. কাফিররা যেন এমন ভুল ধারণায় না থাকে যে, তারা জিতে গেছে। তারা নিশ্চয়ই আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝٦٠

৬০. তাদের মুকাবিলা করার জন্য তোমরা সাধ্যমতো শক্তি সঞ্চয় কর এবং ঘোড়া সাজিয়ে তৈরি রাখ,[২১] যাতে এ দ্বারা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমন এবং আরও অন্যান্য শত্রুকে ভয় দেখাতে পার। তোমরা তাদের সম্বন্ধে জানো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে এর পুরোপুরি বদলা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি মোটেই যুলুম করা হবে না।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٦١

৬১. (হে রাসূল!) দুশমনরা যদি সন্ধি ও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে আপনিও সেদিকে ঝুঁকে পড়ুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

২০. অর্থাৎ, তাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দাও যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আর কোনো চুক্তি বাকি নেই। কেননা, তোমরা চুক্তির ওয়াদা ভঙ্গ করেছ।

২১. অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী সবসময়ের জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার, যেন দরকারমতো সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করতে পার। এরূপ যেন না হয় যে, বিপদ মাথার উপর এসে পড়ার পর তাড়াহুড়ো করে স্বেচ্ছাসেবক, হাতিয়ার ও রসদ জোগাড় করার চেষ্টা করতে লেগে যাও এবং ইতোমধ্যে তোমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়ার আগেই শত্রু তার কাজ শেষ করে চলে যায়।

وَإِنْ يُرِيدُوٓا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ
اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِىٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِۦ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِى
الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

৬২-৬৩. আর যদি তারা আপনাকে ধোঁকা দেওয়ার নিয়ত রাখে তাহলে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তো ঐ সত্তা, যিনি তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্য দিয়ে এবং মুমিনদের মাধ্যমে আপনাকে মদদ যুগিয়েছেন আর মুমিনদের দিলকে একে অপরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আপনি যদি দুনিয়ার সব ধন-দৌলত খরচ করতেন তবুও তাদের দিলকে জুড়ে দিতে পারতেন না। কিন্তু তিনিই আল্লাহ, যিনি তাদের দিল জুড়ে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিমান ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. হে নবী! আপনার জন্য ও মুমিনদের মধ্য থেকে আপনার অনুসারীদের জন্য তো আল্লাহই যথেষ্ট।

রুকূ' ৯

يَٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ
إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَغْلِبُوٓا
أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিন। যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্যশীল লোক থাকে তাহলে তারা দু'শজনের উপর জয়ী হবে এবং যদি এমন একশ' লোক থাকে তাহলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ ওরা এমন লোক, যাদের বোধশক্তি নেই।[২২]

الْـَٔنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ
ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا

৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। তিনি জানেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তাই এখন যদি তোমাদের মধ্যে একশ' লোক ধৈর্যশীল হয়

২২. আধুনিক পরিভাষায় যে জিনিসকে আত্মিক বা নৈতিকশক্তি (মোর‍্যাল) বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ তাআলা তাকে ফিকহ-ফাহম ও সমঝ-বুঝ বলে অভিহিত করেছেন। যে নিজের উদ্দেশ্যের সঠিক চেতনা ও বুঝ রাখে এবং বলিষ্ঠ মন নিয়ে খুব বুঝে-সুঝে এজন্য সংগ্রাম করে যে, যে জিনিসের জন্য সে জীবন দিতে এসেছে তা তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে বেশি মূল্যবান এবং তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার বেঁচে থাকা অর্থহীন; তখন সে স্বাভাবিকভাবেই তার শত্রুর চেয়ে অনেক গুণ বেশি শক্তির অধিকারী হয়ে যায়, যদিও গায়ের জোরে দু'জনই সমান হয়।

مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

তাহলে তারা দু'শ লোকের উপর জয়ী হবে। আর যদি এ রকম এক হাজার লোক থাকে তাহলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজারের উপর বিজয়ী হবে।[২৩] আল্লাহ সবরকারীদের সাথেই আছেন।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

৬৭. শত্রুদেরকে ময়দানে পুরাপুরি পরাজিত না করা পর্যন্ত তাদেরকে বন্দি করে রাখা কোনো নবীর জন্য উচিত নয়। তোমরা দুনিয়ার ফায়দা চাও। অথচ আল্লাহর সামনে রয়েছে আখিরাত। আল্লাহ বিজয়ী ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

৬৮. যদি আল্লাহর ফায়সালা আগেই লিখে রাখা না হতো তাহলে তোমরা যা কিছু নিয়েছ এর কারণে তোমাদেরকে কঠিন আযাব দেওয়া হতো।

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৬৯. সুতরাং তোমরা গনীমতের যে মাল হাসিল করেছ তা খাও। এসব হালাল ও পাক। আর আল্লাহকে ভয় কর।[২৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

২৩. এর অর্থ এ নয় যে, প্রথমে এক ও দশের অনুপাত ছিল আর এখন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে যাওয়ায় এক ও দুই-এর অনুপাত কায়েম করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে নীতিগত ও আদর্শগত দিক দিয়ে তো মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে এক ও দশেরই অনুপাত রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এখন তোমাদের নৈতিক শিক্ষা পূর্ণ হয়নি এবং এখন পর্যন্ত তোমাদের চেতনা'ও তোমাদের সমঝ-বুঝের মান পাকা হয়নি এ জন্য আপাতত অন্তুতপক্ষে তোমাদের কাছে এ দাবি করা হচ্ছে যে, তোমাদের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তির সঙ্গে টক্কর দিতে তোমাদের মোটেই ঘাবড়ানো উচিত নয়। মনে রাখা দরকার যে, এ হুকুম হচ্ছে দ্বিতীয় হিজরী সনের– যখন মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক সবেমাত্র ইসলাম কবুল করেছে এবং তাদের (তারবিয়াত) চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে।

২৪. বদর যুদ্ধের আগে সূরা মুহাম্মাদে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রাথমিক হেদায়াত দান করা হয়েছিল। তাতে যুদ্ধবন্দিদের কাছ থেকে ফিদ্‌ইয়া (মুক্তিপণ) আদায়ের অনুমতি ছিল; কিন্তু তার সঙ্গে এ শর্ত যুক্ত করা হয়েছিল যে, প্রথমে শত্রুদের সম্পূর্ণ শক্তি চূর্ণ করে দিতে হবে, তারপর যুদ্ধবন্দিদের গ্রেফতারের কথা। এ আদেশ অনুসারে মুসলমানগণ বদরে যেসব বন্দি গ্রেফতার করেছিল ও তারপর তাদের কাছ থেকে যে ফিদ্‌ইয়া গ্রহণ করেছিল তা আদেশ অনুযায়ী ছিল বটে, কিন্তু ভুল হয়েছিল এই যে– শত্রুদের শক্তি চূর্ণ করে দেওয়ার যে শর্ত দেওয়া হয়েছিল তা পূর্ণ করার আগেই মুসলমানগণ শত্রুদেরকে বন্দি ও মালে গনীমত হাসিল করার কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ কাজ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেননি। কেননা, যদি এরূপ না করে মুসলমানরা কাফিরদের পেছনে ধাওয়া করত তবে সেই সুযোগে কুরাইশদের শক্তি চূর্ণ করে দেওয়া যেত।

রুকূ' ১০

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْٓ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰٓى ۙ اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٧٠﴾

৭০. হে নবী! আপনাদের হাতে যেসব বন্দি রয়েছে, তাদেরকে বলুন, আল্লাহ যদি দেখতে পান, তোমাদের দিলে ভালো কিছু আছে তাহলে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে এর চেয়ে অনেক বেশি তোমাদেরকে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾

৭১. কিন্তু যদি তারা আপনার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে চায় তাহলে করতে পারে। তারা তো এর আগে আল্লাহর সাথেই বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। এরই সাজা হিসেবে তারা আপনার আয়ত্তে এসে গেছে। আল্লাহ সবকিছু জানেন ও তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ ۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ۗ

৭২. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, আর যারা হিজরতকারীদেরকে জায়গা দিয়েছে ও তাদেরকে সাহায্য করেছে তারাই আসলে একে অপরের সহায়ক ও বন্ধু। যারা ঈমান এনেছে বটে, কিন্তু হিজরত করে (দারুল ইসলামে) আসেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সহায়ক হওয়ার কোনো দায়িত্ব তোমাদের উপর নেই।[২৫] তবে যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপর ফরয। অবশ্য এমন কোনো কাওমের বিরুদ্ধে (সাহায্য) করবে না, যাদের সাথে

২৫. 'বেলায়াত' শব্দটি আরবী ভাষায়– সমর্থন, সহায়তা, সাহায্য, পৃষ্ঠপোষকতা, বন্ধুত্ব, নৈকট্য এবং এ ধরনের অর্থে ব্যবহার করা হয়। এ আয়াতের আগের ও পরের কথা অনুযায়ী এখানে বেলায়াতের অর্থ হবে– রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের এবং নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের ও অন্য নাগরিকদের সম্পর্ক। মোটকথা, এ আয়াতটি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক। 'বেলায়াত' ইসলামী রাষ্ট্রের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ঐ সীমার বাইরের মুসলমানদেরকে এর মধ্যে শামিল করে না। ইসলামী রাষ্ট্রের ভেতরের মুসলমানদের সাথেই রাষ্ট্রের বেলায়াতের সম্পর্ক সীমাবদ্ধ।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾

তোমাদের কোনো চুক্তি রয়েছে।[২৬] তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখতে পান।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. যারা কাফির তারা একে অপরের সহায়তা করে। তোমরা যদি তা না কর তাহলে জমিনে ফিতনা ও বিরাট রকম ফাসাদ সৃষ্টি হবে।[২৭]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে বাড়িঘর ছেড়েছে ও জিহাদ করেছে এবং যারা (তাদের) আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই খাঁটি মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে গুনাহের ক্ষমা ও উত্তম রিযক।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসে গেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছে তারা তোমাদের মধ্যেই শামিল রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন একে অপরের বেশি হকদার।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে জানেন।

২৬. আগের আয়াতে 'দারুল ইসলাম'-এর বাইরের মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক বেলায়াত-এর মধ্যে শামিল করা হয়নি। তাদের বেলায়াতের বাইরে গণ্য করা হয়েছিল। এখন এ আয়াতে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বেলায়াতের সম্পর্কের মধ্যে তারা গণ্য না হলেও দীনী ভাই হিসেবে তাদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। যদি কোথাও তাদের উপর অত্যাচার হয় ও তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের খাতিরে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও তার অধিবাসীদের সাহায্য চায় তাহলে নিজেদের মযলুম ভাইদের সাহায্য করা তাদের উপর ফরয (অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব)। কিন্তু এরপর আরও অধিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, এই দীনী ভাইদের সাহায্যের কর্তব্য এলোপাতাড়িভাবে পালন করা যাবে না; বরং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও নৈতিক সীমার মর্যাদা রক্ষা করে তা করতে হবে। যদি অত্যাচারী জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি থাকে, তবে সে অবস্থায় অত্যাচারিত মুসলমানদের এরূপ কোনো সাহায্য করা যাবে না, যা চুক্তির নৈতিক দায়িত্বের বিরোধী বলে গণ্য হবে।

২৭. অর্থাৎ, দারুল ইসলামের মুসলমানরা যদি একে অপরের 'অভিভাবক' না হয় এবং যেসব মুসলমান হিজরত করে দারুল ইসলামে না এসে দারুল কুফরে বসবাস করছে তাদেরকে যদি দারুল ইসলামের মুসলমানরা নিজের বেলায়াতের বাইরে গণ্য না করে এবং বাইরের মযলুম মুসলমানরা সাহায্য চাইলে যদি তাদের সাহায্য না করা হয় এবং একই সঙ্গে যদি এই নীতিও মেনে চলা না হয় যে, যে জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধিচুক্তি আছে তার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করা হবে না এবং যদি মুসলমানরা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন না করে তবে পৃথিবীতে ফিতনা ও বিরাট ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

২৮. অর্থাৎ, উত্তরাধিকার ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নয়; বরং আত্মীয়তার ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে। রাসূল (স) এ হুকুমের ব্যাখ্যা করে আরও ইরশাদ করেছেন, শুধু মুসলমান আত্মীয়-স্বজন একে অন্যের ওয়ারিশ হবে। মুসলমান কোনো কাফিরের বা কাফির কোনো মুসলমানের ওয়ারিশ হবে না।

৯. সূরা তাওবা

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

এ সূরাটির দুটো নাম রয়েছে। 'তাওবা' নামেই বেশি পরিচিত। সূরার প্রথম শব্দটি থেকে এর অপর নামটি 'বারা-আত' (সম্পর্ক ছিন্ন করা) রাখা হয়েছে। জিহাদের ময়দানে যেতে অবহেলা করায় তিনজন সাহাবীকে বয়কট করে রাখায় তাঁরা ৫০ দিন পর্যন্ত খাঁটি তাওবা করার পর মাফ পান। এ থেকেই তাওবা নামকরণ করা হয়েছে।

এ সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয় না কেন

এ সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না লেখার যেসব কারণ বিভিন্ন মুফাস্সির উল্লেখ করেছেন, তা এক রকম নয়। আসল কথা এটাই যে, রাসূল (স) এ সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখাননি। আল্লাহর হুকুমে এবং হযরত জিবরাঈল (আ)-এর কাছ থেকে পাওয়া হেদায়াত অনুযায়ী রাসূল (স) যেভাবে কুরআন মাজীদকে আয়াতের পর আয়াত ও সূরার পর সূরা সাজিয়ে রেখে গেছেন, সে অবস্থায়ই কুরআন মাজীদ আজও চালু রয়েছে। এর মধ্যে সামান্য পরিবর্তনও যে করা হয়নি, এটাও এর একটা প্রমাণ।

নাযিলের সময়

এ সূরাটি তিন কিস্তিতে নাযিল হয় :

১. ১ থেকে ৫ নং রুকূ'র শেষ পর্যন্ত (১ থেকে ৩৭ নং আয়াত) নবম হিজরীর যিলকদ মাসে নাযিল হয়। নাযিলের আগেই রাসূল (স) হযরত আবূ বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জের দায়িত্ব দিয়ে মুসলিমদের প্রথম হজ্জ কাফেলাকে মক্কার দিকে পাঠিয়ে দেন। ঐ হজ্জের সময়ই সূরার এ অংশটি সবাইকে শুনিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত আলী (রা)-কে মক্কায় পাঠানো হয়– যাতে আল্লাহর কতক গুরুত্বপূর্ণ হুকুম পালনের জন্য জোর তাকীদ দেওয়া সম্ভব হয়।

২. ৬ রুকূ'র শুরু থেকে ৯ নং রুকূ'র শেষ পর্যন্ত (৩৮ থেকে ৭২ নং আয়াত) নবম হিজরীর রজব মাসে নাযিল হয়। রাসূল (স) তখন তাবুক যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। এ অংশে জিহাদের জন্য সবাইকে জোরেশোরে ডাকা হয় এবং টালবাহানার কারণে মুনাফিকদেরকে মন্দ-সন্দ বলা হয়।

৩. ১০ নং রুকূ'র শুরু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত (৭৩ থেকে ১২৯ নং আয়াত) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় নাযিল হয়। নাযিলের সময় অনুযায়ী প্রথম কিস্তির আয়াতগুলো সবশেষে নাযিল হলেও এ অংশের আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের কারণে সূরার শুরুতেই রাখা হয়েছে। এতে আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতায় কোনো অসুবিধা দেখা যায় না।

নাযিলের পরিবেশ

এ সূরাটিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে ঐ সময়ের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে ভালো করে জানতে হবে। এখানে এরই বিবরণ রয়েছে :

১. হিজরী ৬ সালের যিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি হয়। হিজরতের পর এ ছয়টি বছরে বিরোধীশক্তির সাথে লড়াই চলা সত্ত্বেও আরবের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ এলাকা মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।

২. হুদাইবিয়ার যুদ্ধবিরতি চুক্তির ফলে দুই বছরেই গোটা আরবে বিনা বাধায় ইসলামের শক্তি দ্রুতগতিতে বেড়ে চলল। কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে তাদের বিজয় মনে করে প্রথমে খুশি হলেও পরে টের পেল যে, ঐ চুক্তির ফলেই মুসলিমরা এতটা এগিয়ে গেছে। তাই তারা ঐ চুক্তি ভঙ্গ করে এমন কিছু করতে শুরু করল, যা থেকে বোঝা গেল, ইসলামের অগ্রগতি রোধ করার জন্য তারা একটা শেষ চেষ্টা করতে প্রস্তুত হচ্ছে; কিন্তু তাদেরকে প্রস্তুত হওয়ার সময় না দিয়ে রাসূল (স) অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে বিনা যুদ্ধেই মক্কা জয় করে নিলেন।

৩. মক্কা বিজয়ের ফলে জাহেলী শক্তির মাথা-ই ভেঙে গেল। কুরাইশ নেতৃত্ব খতম হলেও গোটা আরবের বিচ্ছিন্ন জাহেলী সকল মহল ইসলামী শক্তিকে ঠেকানোর ফন্দি আঁটতে লাগল। ইতোমধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি মক্কা ও মদীনার চারপাশে বেড়েই চলল। অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসেই 'হুনাইন' নামক স্থানে ইসলাম ও আরব-জাহিলিয়াতের শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর সংখ্যা কাফিরদের চেয়ে তিন গুণ বেশি থাকা সত্ত্বেও প্রথম দিকে মুসলিমবাহিনী পেছনে হটতে বাধ্য হয়। অথচ বদরের যুদ্ধে কাফিরবাহিনী মুসলিমদের চেয়ে তিন গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমবাহিনীই জয়ী হয়। এ সূরার ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, বদর থেকে মক্কাবিজয় পর্যন্ত মুসলিমবাহিনী একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করার ফলেই তারা জয়ী হয়েছে; কিন্তু হুনাইনে কিছুসংখ্যক নতুন মুসলিম মনে করেছিল, এবার সংখ্যায় তারা বেশি হওয়ায় সহজেই জয়ী হবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রথমে পরাজিত করলেও পরে আল্লাহর রাসূল ও ঐসব পুরনো মুসলিম, যারা বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিলেন তাদের খাতিরে শেষ পর্যন্ত বিজয় দান করলেন।

৪. হুনাইনের বিজয়ের পর এক বছরের মধ্যে গোটা আরব মুসলিমদের অধীন হয়ে গেল। আরবের উত্তরে রোম সাম্রাজ্য তখন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি। আরবে যখন ইসলামের জয়যাত্রা এগিয়ে চলেছে তখন রোমের খ্রিস্টান শক্তি দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ইরানকে পরাজিত করে বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। সিরিয়াও তখন তাঁদেরই তাঁবেদার খ্রিস্টান শাসকদের হাতে।

আরবে ইসলামের উত্থানে রোমান সাম্রাজ্য চিন্তিত হলো। একে দমনের জন্য রোম সম্রাট 'কাইযার' বসরার খ্রিস্টান-শাসককে লেলিয়ে দিলো। নবম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসেই রাসূল (স) মাত্র তিন হাজারের এক বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে পাঠিয়ে দেন, যাতে এ এলাকাটি নিরাপদ রাখা যায়। 'মুতা' নামক স্থানে বসরার এক লাখ সৈন্য ঐ ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর হাতে পরাজিত হওয়ার পর রোম সম্রাট বুঝতে পারল, এ শক্তিকে পরাজিত করতে হলে বিরাট প্রস্তুতি নিতে হবে।

৫. মুতা যুদ্ধের পর রোম সম্রাট আরবের এ নতুন শক্তিকে পরাজিত করার জন্য ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে এবং সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশ করতে থাকে। রাসূল (স) রীতিমতো খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। রোমানদের রণপ্রস্তুতির সময় না দিয়ে রাসূল (স) মাত্র ৩০ হাজারের এক বাহিনী নিয়ে 'তাবুক' নামক আরব সীমান্তে হাজির হয়ে গেলেন। তখন প্রচণ্ড গরম। খেজুরের পাকা ফল ঘরে তোলার পুরা মওসুম শুরু হয়েছে। এ সময় জিহাদের কাফেলায় শরীক হওয়া সবার জন্যই কঠিন ছিল। এ বাহিনীর সাজ-সরঞ্জামের জন্য বিরাট তহবিল জোগাড় করা বড়ই

মুশকিল কাজ ছিল। কারণ, ফসল ওঠার আগে তখন সবাই কম-বেশি অভাবেই দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূল (স) এ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সবাইকে ডাক দিলেন এবং খোলা হাতে সাধ্যমতো দান করার হুকুম দিলেন। এ সময়ই হযরত উসমান (রা) বিপুল ধন-সম্পদ দান করলেন। হযরত ওমর (রা) তার সম্পদের অর্ধেক দিলেন। আর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর কাছে যা ছিল সবই হাজির করলেন। মহিলারা গা থেকে অলংকার খুলে দিয়ে দিলেন। সত্যিকার ঈমানদাররা সবাই যুদ্ধে গেলেন। তাঁদের কয়েকজন পরে যাবেন মনে করে দেরি করলেন। মুনাফিকরা পেছনেই রয়ে গেল। তারা নিশ্চিত ছিল যে, ইরানকে যারা পরাজিত করেছে, সেই রোমানরা মুসলমানদেরকেও খতম করে দেবে।

রাসূল (স) বিশ দিন পর্যন্ত তাবুকে যুদ্ধের অপেক্ষায় রইলেন। রোমানরা মুসলিমদের এ অগ্রগামী ভূমিকা দেখে মুতার পরিণতির কথা খেয়াল করে সীমান্ত থেকে পিছু হঠল। রাসূল (স) বিনা যুদ্ধে বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে চললেন। ইরান-বিজয়ী রোম সম্রাট মুসলিমবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে সাহস পেল না বলে আরবের চারপাশে যত রাজ্য ও গোত্র ছিল, সবাই ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি করতে তৈরি হয়ে গেল। মদীনায় ফিরে যাওয়ার পথে যত গোত্র ছিল সবই অধীনতা স্বীকার করে নিল এবং ইসলাম কবুল করতে লাগল।

৬. রাসূল (স) মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর যারা যুদ্ধে না গিয়ে মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন তাদের কৈফিয়ৎ শুনলেন এবং যার সাথে যে ব্যবহার করা দরকার তা-ই করলেন। সূরাটিতে এ সবের বিবরণ রয়েছে।

৭. যুদ্ধবিহীন তাবুক জয়ের পর আরবের বাইরের চারপাশ থেকে কয়েক মাসের মধ্যেই ৭০টি প্রতিনিধি দল এসে ইসলাম কবুল করল, নতুবা জিযিয়া দেওয়ার ওয়াদা করে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নিল।

আলোচ্য বিষয়

যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তখন যেসব হেদায়াত দরকার ছিল তা-ই এর আলোচ্য বিষয়—

১. ঐ সময় গোটা আরবের শাসনক্ষমতা মুসলিমদের হাতে এসে যাওয়ায় তিনটি বিষয় খুবই জরুরি ছিল—

(ক) শিরককে পূর্ণরূপে উৎখাত করা এবং মক্কা ও মদীনাকে ইসলামী কেন্দ্র হিসেবে গড়ার উদ্দেশ্যে সব মুশরিকী রীতি খতম করা। তাই মুশরিকদের সাথে পূর্বের যত রকম চুক্তি ছিল তা বাতিল ঘোষণা ও মুশরিকদের সাথে যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। এ ঘোষণা দিয়েই সূরাটি শুরু করা হয়েছে।

(খ) কাবাঘর একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। তাই এর ব্যবস্থাপনা ও দেখাশোনার দায়িত্ব মুশরিক ও মূর্তিপূজারীদের হাতে থাকা কিছুতেই উচিত নয়। এ সূরায় হুকুম দেওয়া হয়েছে, যেন মুশরিকদেরকে কাবাঘরের কাছেও আসতে দেওয়া না হয়।

(গ) আরবের তামাদ্দুনিক (সাংস্কৃতিক) জীবনে যত রকম রুসম-রেওয়ায ও রীতি-পদ্ধতি চালু ছিল এর মধ্যে যা কিছু আল্লাহর হুকুমের বিরোধী তা সবই বন্ধ করার জন্য তাকীদ দেওয়া হয়েছে; যার মধ্যে একটি ছিল 'নাসী' (নিজেদের মর্জিমতো হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম নির্দিষ্ট করে নেওয়া) নামক রেওয়ায।

২. গোটা আরবে ইসলামের নেতৃত্ব ও মুসলিমদের কর্তৃত্ব কায়েম হওয়ার পর আরবের বাইরের দুনিয়ায় আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করে যারা মানুষকে তাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে, ঐসব তাগূতী শক্তির দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করার দায়িত্ব মুসলিমদেরকেই পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য বড় বাধা ছিল। আল্লাহর প্রভুত্ব, নবীর নেতৃত্ব ও মুমিনদের কর্তৃত্ব কায়েম করে মানুষকে সব রকম গোলামি থেকে মুক্ত করতে হলে দুনিয়ার সব ভালোবাসার জিনিসের চেয়ে আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদকে বেশি ভালোবাসতে হবে। দুনিয়ার জীবন বাদ দিয়ে আখিরাতের জীবনকে আসল উদ্দেশ্য মনে করতে হবে। বেহেশত পেতে হলে এর বিনিময়ে জান ও মাল আল্লাহর হাতে তুলে দিতে হবে।

তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূল (স) সবাইকে যে ডাক দিলেন, তার গুরুত্ব এ সূরায় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আরবের বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য এটাই প্রথম চেষ্টা। রোমান সাম্রাজ্যই তখন সবচেয়ে বড় ইসলামবিরোধী শক্তি। এর বিরুদ্ধে জিহাদে যাওয়ার জন্য রাসূল (স)-এর ডাকে যারা সাড়া দিচ্ছিল না তাদেরকে ৬ নং রুকূ'তে কঠোর ধমক দেওয়া হয়েছে।

৩. মুসলিমদের মধ্যে এ জযবা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, দুনিয়ায় যারা আল্লাহর আইনের বদলে নিজেদের মনগড়া আইন দিয়ে মানুষের উপর খোদাগিরি করে বেড়াচ্ছে এবং যেসব অসৎ লোকের নেতৃত্ব মানবসমাজে অসততা ও যুলুমের রাজত্ব চাপিয়ে রেখেছে তাদের হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করতে হবে; যাতে আল্লাহর বান্দাহরা শুধু আল্লাহরই গোলামি করার সৌভাগ্য লাভ করে সত্যিকার মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। তারা যদি খুশি মনে ইসলাম কবুল করে তাহলে তাদের নেতৃত্ব বহাল থাকতে পারে। জোর করে ইসলাম কবুল করার কোনো অনুমতি আল্লাহ দেননি। কিন্তু তাদের অন্যায় শাসন ও শোষণ জোর করেই বন্ধ করতে হবে। তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য মেনে নিয়ে জিযিয়া দেয় এবং জনগণের মধ্যে দীনের দাওয়াত দিতে বাধা না দেয় তাহলে শাসনক্ষমতায় তারা বহাল থাকতে পারবে। তাবুক অভিযান এ উদ্দেশ্যেরই প্রথম উদ্যোগ। এ উপলক্ষে মুসলিমদের মধ্যে যে দুর্বলতা দেখা গেল তা থেকে নিজেদের পবিত্র করার জন্য মুসলমানদেরকে এ সূরায় জোর তাকীদ দেওয়া হয়েছে। গোটা অমুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হলে সবরকম দুর্বলতা দূর করতে হবে। বিশেষ করে সংকট মুহূর্তে কোনো অজুহাতেই পিছিয়ে থাকা চলবে না বলে মযবুত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

৪. সূরাটিতে মুনাফিক-সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। এতদিন মুনাফিকদের উৎপাত সহ্য করা হয়েছে এবং কঠোরতার বদলে তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করা হয়েছে। এখন ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে দুনিয়ার বড় বড় শক্তির মোকাবিলা সূচনা হওয়ায় ঘরের দুশমনদেরকে কঠোরভাবে দমন করা দরকার হয়ে পড়েছে। তাই তাবুক থেকে ফিরে এসে রাসূল (স) 'মাসজিদে দিরার' নামক মুনাফিকদের গোপন আড্ডাটি ধ্বংস করার হুকুম দেন।

সূরাটিতে এ কয়েকটি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١

১. যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে[১] তাদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোনো সম্পর্ক নেই— এ কথা ঘোষণা করা হলো।[২] (ঐসব চুক্তি বাতিল করা হলো)।

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ۝٢

২. (হে মুশরিকরা!) তোমরা দেশে (আর মাত্র) চার মাস চলাফেরা করতে পার। আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে দুর্বল করতে পারবে না। আরও জেনে রাখ যে, আল্লাহ কাফিরদেরকে অপমানিত করে ছাড়বেন।

১. ৯ম হিজরীতে নবী করীম (স) যখন হযরত আবূ বকর (রা)-কে হজ্জের জন্য পাঠালেন তখন এ আয়াতগুলো (পঞ্চম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত) নাযিল হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা) হজ্জে রওনা হয়ে যাওয়ার পর যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন রাসূলুল্লাহ (স) হাজীদেরকে এসব আয়াত শুনিয়ে দেওয়া এবং সেই সাথে নিচের চারটি বিষয় ঘোষণা করার জন্য হযরত আলী (রা)-কে পাঠালেন : (ক) দীন ইসলামকে কবুল করতে যে অস্বীকার করে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। (খ) এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ্জের জন্য যেন না আসে। (গ) নেংটা হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করা হারাম। (ঘ) যাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহর চুক্তি বহাল আছে অর্থাৎ, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত ওয়াদা রক্ষা করা হবে– নবী করীম (স)-এর হুকুমে হযরত আলী (রা) ১০ যিলহজ্জ তারিখে হাজীদের সামনে এসব ঘোষণা দেন।

২. সূরা আনফাল-এর ৫৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনো জাতির পক্ষ থেকে তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গের আশঙ্কা কর তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তোমরা ঐ চুক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দাও যে, এখন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চুক্তি বহাল নেই। এ নৈতিক নিয়মানুযায়ী যেসব গোত্র চুক্তি ও ওয়াদা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের বিরুদ্ধে সবসময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত এবং সুযোগ পেলেই সন্ধিচুক্তির পরওয়া না করে শত্রুতায় লিপ্ত হতো সেসব গোত্রের বিরুদ্ধে চুক্তি বাতিল করার সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হলো। এই ঘোষণার পর আরবের মুশরিকদের পক্ষে এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না যে, হয় তারা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হবে ও ইসলামী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে ধ্বংস হবে নতুবা দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে। অথবা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ও নিজেদের এলাকাকে ইসলামী শাসনের অধীনে দিয়ে দেবে।

৩. হজ্জে আকবরের দিনে[৩] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে সব মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, মুশরিকদের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। এবং তাঁর রাসূলেরও (সম্পর্ক নেই)। এখন যদি তোমরা তাওবা কর তাহলে তোমাদের জন্যই ভালো। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক তাহলে ভালো করে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে দুর্বল করতে পারবে না। (হে রাসূল!) কাফিরদের কঠিন আযাবের সংবাদ দিয়ে দিন।

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

৪. (হে ঈমানদারগণ!) ঐসব মুশরিক, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, এরপর যারা চুক্তি পালনে তোমাদের সাথে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি; এমন লোকদের সাথে তোমরাও চুক্তির মেয়াদ পুরা কর। আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

৫. সুতরাং যখন হারাম মাসগুলো[৪] পার হয়ে যাবে তখন মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে ঘেরাও কর এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওত পেতে বসো। তারপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও।[৫] নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৩. 'হজ্জে আকবর' (বড় হজ্জ) শব্দদ্বয় 'হজ্জে আসগর' (ছোট হজ্জ)-এর মুকাবিলায় ব্যবহার করা হয়েছে। আরববাসী ওমরাহকে 'ছোট হজ্জ' বলত। এর মুকাবিলায় যে হজ্জ যিলহজ্জ মাসের নির্দিষ্ট তারিখগুলোতে করা হয় তাকে 'হজ্জে আকবর' বলা হয়েছে।

৪. এখানে 'হারাম মাস' বলতে সেই চার মাসকে বোঝানো হচ্ছে, মুশরিকদেরকে যার অবকাশ দেওয়া হয়েছিল। এই অবকাশের সময়কালের মধ্যে মুশরিকদের উপর আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয ছিল না। এজন্য এ মাসগুলোকে হারাম মাস বলা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ, শুধু কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে নিলেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাবে না; বরং তাদের নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করতে হবে। তা না হলে তারা যে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করেছে, এ কথা মেনে নেওয়া যাবে না।

৬. যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আশ্রয় চেয়ে (আল্লাহর কালাম শুনতে) তোমাদের কাছে আসতে চায় তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কথা শুনে নেয়। এরপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও। এটা এ জন্যই করা উচিত যে, এসব লোক ইলম রাখে না।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۝

রুকূ' ২

৭. মুশরিকদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কেমন করে কোনো চুক্তি (বহাল) থাকতে পারে? তবে যাদের সাথে তোমরা মাসজিদে হারামের কাছে চুক্তি করেছিলে[৬] তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে (চুক্তি পালনে) ঠিক থাকে, তোমরাও তাদের সাথে ঠিক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

৮. (কিন্তু এদের ছাড়া অন্য মুশরিকদের সাথে) কীভাবে (চুক্তি বহাল) থাকতে পারে? তাদের অবস্থা হলো, তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা তোমাদের সাথে আত্মীয়তারও ধার ধারে না এবং কোনো চুক্তি পালনের দায়িত্বও বোধ করে না। তারা তাদের মুখের কথা দিয়ে তোমাদেরকে রাজি করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের দিল তা অস্বীকার করে। তাদের বেশির ভাগ লোকই ফাসিক।

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۝

৯. তারা আল্লাহর আয়াতের বদলে সামান্য দাম কবুল করে নিয়েছে। তারপর আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তারা যা করছিল তা খুবই মন্দ।

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৬. অর্থাৎ, বনূ কিনানাহ্, বনূ খুযাআহ এবং বনূ যামরাহ।

لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. কোনো মুমিনের ব্যাপারে তারা আত্মীয়তার পরওয়াও করে না এবং চুক্তি পালনের দায়িত্বও বোধ করে না। আর সবসময় তাদের তরফ থেকেই বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١١﴾

১১. এরপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাহলে তো তারা তোমাদের দীনী ভাই[৭] (হয়ে গেল)। আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য আমার হুকুম-আহকাম স্পষ্ট করেই দিয়ে থাকি।

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. যদি চুক্তি করার পর তারা তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের উপর হামলা চালাতে শুরু করে, তাহলে কাফির নেতাদের সাথে লড়াই করবে। কেননা তাদের কসমের কোনো বিশ্বাস নেই। হয়তো (তলোয়ারের ভয়েই) তারা বিরত হবে।[৮]

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং রাসূলকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ফায়সালা করেছিল? আর তারাই প্রথমে বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে আল্লাহরই হক বেশি যে, তাঁকে তোমরা ভয় করবে।

৭. অর্থাৎ, নামায ও যাকাত ছাড়া শুধু তাওবা করে নিলেই তারা তোমাদের দীনী ভাই বলে গণ্য হবে না। যদি তারা এ শর্ত পূর্ণ করে, তাহলে তাদের প্রতি কোনো আঘাত করা বা তাদের জান-মালের কোনো ক্ষতি করা তোমাদের জন্য হারাম হবে। তা ছাড়া ইসলামী সমাজে তারা সমান অধিকার লাভ করবে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আইনগত দিক দিয়ে তারা অন্য সকল মুসলমানের সমান বলে গণ্য হবে, কোনো পার্থক্য ও বৈষম্য তাদের উন্নতির পথে বাধা হবে না।

৮. এখানে অঙ্গীকার ও শপথ করার অর্থ হচ্ছে– মুসলমান হওয়ার অঙ্গীকার করা এবং ইসলামের আনুগত্যের শপথ করা। অর্থাৎ, যদি তারা মুসলমান হওয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যায় তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। এ আদেশ অনুযায়ীই হযরত আবূ বকর (রা) মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

১৪-১৫. তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদেরই হাতে তাদেরকে সাজা দেবেন, তাদেরকে অপমানিত করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর মুমিনদের দিলকে ঠাণ্ডা করবেন এবং তাদের প্রাণের জ্বালা মিটিয়ে দেবেন। (অপরদিকে তোমাদের দুশমনদের মধ্যে) যাকে চান তাকে তিনি তাওবা করার তাওফীক দান করবেন।[৯] আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা কি ধারণা করে আছ যে, তোমাদের এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ দেখেই নেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের ছাড়া আর কাউকে পরম বন্ধু বানায়নি। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ এর খবর রাখেন।

রুকূ' ৩

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

১৭. মুশরিকদের কাজ এটা নয় যে, তারা আল্লাহর মসজিদগুলোর খাদিম হয়ে থাকবে। অথচ তাদের অবস্থা এই যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের তো সব আমলই বরবাদ হয়ে গেছে। আর তাদেরকে চিরকাল দোযখেই থাকতে হবে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহর মসজিদগুলোর আবাদকারী (মুতাওয়াল্লী ও খাদিম) তো ঐসব লোকই হতে পারে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে মানে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। তাদের সম্বন্ধেই আশা করা যায়, তারা সঠিক পথে চলবে।

৯. মুসলমানরা ভয় করেছিল যে, এ ঘোষণা দিলেই আরবের সকল দিক থেকে আগুন জ্বলে উঠবে এবং আমরা মস্তবড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব। আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দ্বারা সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তোমাদের এ অনুমান ভুল– ফলাফল এর বিপরীতই হবে।

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো ও মাসজিদে হারামের খিদমত করাকে ঐ লোকের কাজের সমান মনে করে নিয়েছ, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাতের উপর এবং যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে?[১০] আল্লাহর কাছে তো এরা দুজন এক সমান নয়, আর আল্লাহ্ যালিম কাওমকে হেদায়াত করেন না।

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

২০. আল্লাহর কাছে তো ঐ লোকদের মর্যাদাই সবচেয়ে বেশি, যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই ঐসব লোক, যারা সফলকাম।

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴿٢١﴾

২১. তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমত, সন্তুষ্টি এবং এমন বেহেশতের সুখবর দিচ্ছেন, যেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা রয়েছে।

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

২২. তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে খিদমতের বদলা দেওয়ার জন্য অনেক কিছুই রয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের পিতা এবং ভাইদেরকেও তোমাদের বন্ধু বানিও না, যদি তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীকে বেশি ভালোবাসে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে বন্ধু বানায় তারাই যালিম।

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ

২৪. (হে রাসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন,

১০. এ নির্দেশ দ্বারা এ ফায়সালা দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে কাবাঘরের খিদমতের দায়িত্ব মুশরিকদের হাতে আর থাকতে পারে না। মুশরিক কুরাইশরা শুধু হাজীদের খিদমত করে আসার কারণেই বায়তুল্লাহর মুতাওয়াল্লী থাকার হকদার হতে পারে না।

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

তোমাদের ঐ মাল, যা তোমরা কামাই করেছ, তোমাদের ঐ কারবার তোমরা যার মন্দার ভয় কর এবং তোমাদের ঐ বাড়ি, যা তোমরা পছন্দ কর– (এসব) যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসিক লোকদের হেদায়াত করেন না।

রুকূ' ৪

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. এর আগে আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক জায়গায় সাহায্য করেছেন। এই তো সেদিন হুনাইনের যুদ্ধে (তোমরা তাঁর সাহায্যের শান দেখতে পেয়েছ)।[১১] ঐদিন তোমাদের সংখ্যা বেশি থাকায় তোমরা গর্ববোধ করছিলে। কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। আর জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তোমরা পেছনে ফিরে পালিয়ে গেলে।

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

২৬. এরপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং এমন সেনাবাহিনী নাযিল করলেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর যারা কুফরী করেছিল তাদের তিনি শাস্তি দিলেন। যারা (সত্যকে) মানতে অস্বীকার করে তাদের জন্য এমন বদলাই রয়েছে।

১১. এ আয়াত নাযিল হওয়ার মাত্র ১২/১৩ মাস আগে অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী হুনাইন উপত্যকায় হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল ১২,০০০ আর কাফিরদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাওয়াযিন গোত্রের তীরন্দাজরা মুসলমানদেরকে হটিয়ে দিয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে শোচনীয়ভাবে পিছু হটেছিল। সে সময় শুধু নবী করীম (স) ও মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহাবীর কদম আপন আপন জায়গায় অটল ছিল। আর তাঁদের দৃঢ় অবস্থানের ফলেই দ্বিতীয়বার সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা কায়েম হতে পেরেছিল এবং শেষে মুসলমানদেরই বিজয় হয়েছিল। তা না হলে মক্কা বিজয়ে যা কিছু লাভ করা গিয়েছিল হুনাইনে তার থেকে অনেক বেশি হারাতে হতো।

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾

২৭. তারপর (তোমরা এটাও দেখেছ যে,) এভাবে শাস্তি দেওয়ার পর আল্লাহ যাকে চান তাওবা করার তাওফীক দিয়ে থাকেন।[১২] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

২৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! মুশরিকরা নাপাক। তাই এ বছরের পর যেন তারা মাসজিদে হারামের ধারে-কাছেও আসতে না পারে।[১৩] যদি তোমাদের অভাব-অনটনের ভয় হয় তাহলে অসম্ভবন নয় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে তাঁর দয়ায় ধনী বানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং পরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. আহলে কিতাবদের মধ্যে ঐসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনে না, যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছেন তাকে তারা হারাম গণ্য করে না এবং দীনে হককে তাদের দীন বানায় না। তারা নিজের হাতে জিযিয়া না দেওয়া এবং ছোট হয়ে থাকতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত (তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও)।[১৪]

১২. এখানে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হুনাইনের যুদ্ধে যে কাফিররা পরাজিত হয়েছিল তাদের বেশির ভাগই পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

১৩. অর্থাৎ, ভবিষ্যতের জন্য তাদের হজ্জ ও যিয়ারতই শুধু বন্ধ থাকবে না; বরং মাসজিদে হারামের সীমার মধ্যে তারা ঢুকতেও পারবে না।

১৪. অর্থাৎ, যুদ্ধের উদ্দেশ্য এই নয় যে, তারা ঈমান আনবে ও সত্য দীনের অনুসারী হয়ে যাবে; বরং তাদের শাসনক্ষমতা খতম করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তারা যেন জমিনের উপর শাসক ও আদেশদাতার মর্যাদায় না থাকে; বরং পৃথিবীর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতা দীনে হকের অনুসারীদের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং আহলে কিতাবগণ তাদের অনুগত ও অধীন হয়ে বসবাস করবে। এরপর যার ইচ্ছা হবে সে ইসলাম কবুল করবে, নতুবা জিযিয়া দিতে থাকবে। ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মিদের যে নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ দান করা হয়, জিযিয়া হচ্ছে তার বিনিময়। এ ছাড়া জিযিয়া তাদের ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হওয়ার প্রমাণও বটে।

রুকূ' ৫

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. ইহুদীরা বলে, ওযায়ের আল্লাহর পুত্র আর নাসারারা বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। তাদের আগে যারা কুফরীতে ডুবেছিল তাদের দেখাদেখি এসব অমূলক কথা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে। তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক। তারা কোথা থেকে ধোঁকা খাচ্ছে?

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

৩১. তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ওলামা ও দরবেশদেরকে তাদের রব বানিয়ে নিয়েছে।[১৫] তেমনিভাবে মাসীহ ইবনে মারইয়ামকেও (রব বানিয়েছে)। অথচ তাদেরকে এক মা'বুদ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করার হুকুম দেওয়া হয়নি– তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদত পাওয়ার হকদার নেই। তিনি ঐসব শিরেকী কথাবার্তা থেকে পবিত্র, যা তারা বলে।

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা আল্লাহর নূরকে ফুঁ-দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণ না করে ছাড়বেন না। যদিও কাফিররা তা মোটেই পছন্দ করে না।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

৩৩. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও দীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি (এ দীনকে) অন্যসব রকম

---

১৫. হাদীসে আছে যে, আ'দি ইবনে হাতিম– যিনি প্রথমে খ্রিস্টান ছিলেন, যখন রাসূলে কারীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, এ আয়াতে তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নেওয়ার যে দোষারোপ করা হয়েছে তার প্রকৃত অর্থ কী? উত্তরে নবী করীম (স) বললেন– এটা কি সত্য নয় যে, যা কিছু তারা হারাম বলে তোমরা সেগুলোকে হারাম বলে মেনে নাও, আর যা কিছু তারা হালাল বলে সেগুলোকেও তোমরা হালাল বলে গণ্য কর? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ, এরূপ তো অবশ্য আমরা করে থাকি। হুযূর (স) ইরশাদ করলেন, বস্! এরই নাম তাদেরকে রব বলে মান্য করা। এ থেকে জানা গেল, আল্লাহর কিতাবের সনদ ব্যতীত যেসব লোক হালাল ও হারামের সিদ্ধান্ত দেয় তারা আসলে নিজেরাই খোদায়ী দাবি করে এবং যারা তাদের এই শরীআত রচনার অধিকারকে মেনে নেয় তারা তাদেরকে নিজেদের খোদা বানায়।

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

দীনের উপর বিজয়ী করে দেন[১৬]– মুশরিকদের নিকট এটা যতই অপছন্দনীয় হোক না কেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৩৪. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! এই আহলে কিতাবদের বেশির ভাগ ওলামা ও দরবেশদের অবস্থা এই যে, তারা জনগণের মাল অন্যায়ভাবে খায় এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۝

৩৫. একদিন আসবে, যখন এসব (সোনা-রুপাকে) দোযখের আগুনে গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্ব ও পিঠে ছেঁকা দেওয়া হবে– এটাই ঐ ধন-সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে। এখন নিজেদের জমানো ধন-দৌলতের মজা উপভোগ কর।

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

৩৬. আসল কথা এই যে, যখন থেকে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই মাসের গণনায় আল্লাহর

১৬. 'আদ্‌দীন'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'সকল প্রকার দীন'। আরবী ভাষায় দীন বলা হয় সেই জীবনব্যবস্থা বা জীবনপদ্ধতিকে, যার রচনাকারীকে সনদ বা আনুগত্যের হকদার হিসেবে বাস্তবে মেনে নেওয়া হয়। মোটকথা, এ আয়াতে রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও 'দীনে হক' নিয়ে এসেছেন তাকে সকল প্রকার জীবনব্যবস্থা ও পদ্ধতির উপর জয়ী করতে হবে। রাসূলের কখনও এ উদ্দেশ্য হতে পারে না যে, তাঁর আনীত জীবনব্যবস্থা অপর কোনো জীবনব্যবস্থার অনুগত ও তার অধীন হয়ে বা তার দেওয়া সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত হয়ে থাকবে; বরং রাসূল (স) জমিন ও আসমানের বাদশাহর প্রতিনিধি হয়ে আসেন এবং বাদশাহর সত্য ব্যবস্থা বিজয়ীরূপে দেখতে চান। অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে থাকতে দিতে হলে, তাকে ইসলামের দেওয়া সুযোগ-সুবিধার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে– যেমন জিযিয়া দেওয়ার বিনিময়ে জিম্মিদের জীবনব্যবস্থা বহাল থাকে। এমন হতে পারে না যে, কাফিররা ক্ষমতাসীন থাকবে এবং সত্য দীনের অনুসারীরা 'জিম্মি' হিসেবে তাদের অধীন হয়ে বাস করবে।

مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

কিতাবে মাসগুলোর সংখ্যা ১২-ই রয়েছে। এর মধ্যে চারটি মাস হারাম।[১৭] এটাই সঠিক বিধান। এ চারটি মাসের মধ্যে নিজেদের উপর যুলুম করো না। আর সবাই মিলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর, যেমন তারা সবাই মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই আছেন।[১৮]

إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا۟ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّوا۟ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ أَعْمَٰلِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. 'নাসী' তো কুফরীর মধ্যে আরও একটি অতিরিক্ত কুফরী কাজ। এ দ্বারা কাফিরদেরকে গোমরাহীতে লিপ্ত করা হয়। তারা কোনো বছর একটি মাসকে হালাল করে নেয় এবং আর এক বছর ঐ মাসটিকে হারাম করে রাখে, যাতে আল্লাহর হারাম করা মাসগুলোর সংখ্যাও পুরা হয় এবং আল্লাহর হারাম করা (মাসকে) হালালও করা যায়।[১৯] তাদের বদ আমলকে তাদের জন্য পছন্দনীয় করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদেরকে হেদায়াত করেন না।

১৭. চার হারাম মাস বলতে বোঝায়– হজ্জের জন্য যিলকদ, যিলহজ্জ, মহররম এবং ওমরার জন্য রজব।

১৮. অর্থাৎ, মুশরিকরা যদি এ মাসগুলোতেও লড়াই থেকে বিরত না হয়, তবে যেভাবে তারা একতাবদ্ধ হয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তোমরাও সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সূরা বাকারার ১৯৪ নং আয়াত এ আয়াতের ব্যাখ্যা দান করে।

১৯. আরবের 'নাসী' দুরকম ছিল : এক রকম হচ্ছে– যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোনো হারাম মাসকে 'হালাল' বলে গণ্য করা হতো এবং তার পরিবর্তে কোনো 'হালাল' মাসকে 'হারাম' করে নিয়ে হারাম মাসের সংখ্যা পূর্ণ করে দেওয়া হতো। দ্বিতীয় রকম হচ্ছে– চান্দ্রবছরকে সৌরবছরের অনুযায়ী করার জন্য তার মধ্যে তারা 'কাবীসা' নামে এক মাস বৃদ্ধি করত, যেন হজ্জ সকল সময় একই মওসুমে পড়ে ও চান্দ্রবছর অনুযায়ী হজ্জ সকল মৌসুমে হতে থাকলে যে অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা থেকে বাঁচতে পারা যায়। এভাবে ৩৩ বছর যাবৎ হজ্জ তার সঠিক সময়ে না হয়ে বিভিন্ন তারিখে হতে থাকত এবং মাত্র ৩৪তম বছরে একবার হজ্জ যথাসময় যিলহজ্জ মাসের ৯ ও ১০ তারিখে হতো। নবী করীম (স) যে বছর বিদায় হজ্জ আদায় করেছিলেন সে বছর হজ্জ ঠিক তার যথা নির্দিষ্ট তারিখে পড়েছিল এবং ঐ সময় থেকেই 'নাসী' প্রথা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

রুকূ' ৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ
انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ
اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

৩৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ![২০] তোমাদের কী হয়েছে, যখন তোমাদরেকে আল্লাহর পথে বের হতে বলা হলো, তখন তোমরা জমিন আঁকড়ে পড়ে থাকলে? তোমরা কি আখিরাতের বদলে দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছ? (যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে জেনে রাখ) দুনিয়ার জীবনের এসব সাজ-সরঞ্জাম আখিরাতে খুব সামান্যই (গণ্য) হবে।

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّيَسْتَبْدِلْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৩৯. যদি তোমরা বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের বদলে অন্য কোনো কাওমকে দাঁড় করাবেন। তোমরা আল্লাহর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي
الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ
اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ
وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ

৪০. তোমরা যদি রাসূলের সাহায্যে (এগিয়ে) না আস তাহলে (কোনো পরওয়া নেই)। আল্লাহ তাকে ঐ সময়ও সাহায্য করেছেন, যখন কাফিররা তাঁকে (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল। যখন তিনি মাত্র দুজনের একজন ছিলেন, যখন তাঁরা দুজন গুহায় ছিলেন, যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলছিলেন : ঘাবড়িও না, আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।[২১] তখন আল্লাহ তাঁর উপর সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং এমন সেনাবাহিনী দিয়ে তাঁকে শক্তি জোগালেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। তিনি কাফিরদের

২০. এ আয়াতগুলো (৯ম রুকূ'র শেষ পর্যন্ত) তাবুকের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়।

২১. এখানে সেই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মক্কার কাফিররা নবী করীম (স)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং হত্যার জন্য যে রাতটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ঠিক সে রাতেই মক্কা থেকে বের হয়ে তিনি 'সওর' নামক গুহায় তিন দিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকার পর মদীনার দিকে হিজরত করেছিলেন। সে সময় গুহায় শুধু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

কথাকে নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথা তো উঁচুই আছে। আল্লাহ মহাশক্তিমান ও জ্ঞানবুদ্ধির মালিক।

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪১. তোমরা বের হও, হালকা অবস্থায়ই হোক আর ভারি অবস্থায়ই হোক এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি জানো তাহলে এটাই তোমাদের জন্য ভালো।

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. (হে রাসূল!) যদি সহজে ফায়দা লাভ করা যেত এবং সফর হালকা হতো তাহলে ওরা অবশ্যই আপনার পেছনে চলতে প্রস্তুত হতো। কিন্তু ওদের জন্য তো এ রাস্তা বড়ই কঠিন হয়ে গেছে।[২২] এখন তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, আমাদের যদি যাওয়ার সাধ্য থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে চলে যেতাম। তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করছে। আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন, তারা অবশ্যই মিথ্যুক।

রুকূ' ৭

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. (হে রাসূল!) আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন। আপনি তাদেরকে কেন ছুটি দিলেন? তাদের মধ্যে কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যুক তা আপনার উপর স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (তাদেরকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দেওয়া ঠিক হয়নি)।

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. যারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তারা তো কখনো আপনার কাছে দরখাস্ত করবে না যে, তাদেরকে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালো করেই জানেন।

২২. মুকাবিলা ছিল রোমের মতো বিরাট শক্তির সঙ্গে, সময় ছিল ভয়ানক গরমের, দেশে ছিল দুর্ভিক্ষ। বছরের নতুন ফসল কাটার সময় নিকটে আর এই ফসলের আশা নিয়ে তারা দিন গুনছিল– এ অবস্থায় তাবুক যাওয়া তাদের পক্ষে বড়ই কঠিন মনে হচ্ছিল।

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এমন দরখাস্ত তো শুধু তারাই আপনার কাছে করে থাকে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না, যাদের দিলে সন্দেহ আছে এবং তারা তাদের সন্দেহের মধ্যেই দোল খাচ্ছে।

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. যদি সত্যিই তাদের বের হওয়ার ইচ্ছা থাকত তাহলে এর জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি নিত। কিন্তু তারা উঠুক তা আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেননি। তাই তিনি তাদেরকে অলস বানিয়ে রাখলেন। আর তাদেরকে বলে দেওয়া হলো, আরও যারা বসে আছে তাদের সাথে তোমরাও বসে থাক।

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তাহলে তারা শুধু তোমাদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দিত এবং তোমাদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করত। আর তোমাদের (লোকদের অবস্থা এই যে, তাদের) মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা তাদের কথা কান লাগিয়ে শুনে। আল্লাহ ঐ যালিমদেরকে ভালোভাবেই জানেন।

لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এর আগেও এসব লোক ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে এবং তোমাদেরকে ব্যর্থ করার জন্য সবরকম তদবীর উলট-পালট করেছে। অবশেষে তাদের মর্জির খেলাফ সত্য এল এবং আল্লাহর কাজ সমাধা হয়েই গেল।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. তাদের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে বলে : 'আমাকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দিন। আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।' জেনে রাখ, এরা তো ফিতনার মধ্যেই পড়ে আছে। নিশ্চয়ই দোযখ এ কাফিরদেরকে ঘেরাও করে রেখেছে।

৫০. (হে রাসূল!) যদি আপনার কোনো মঙ্গল হয় তাহলে তাদের দুঃখ হয়। আর যদি আপনার উপর কোনো বিপদ আসে তাহলে তারা খুশি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর বলতে থাকে : ভালো হয়েছে, আমরা আগেই আমাদের ব্যাপার ঠিক করে নিয়েছিলাম।

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. (হে রাসূল!) ওদেরকে বলুন : আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া কখনো কোনো (ভালো বা মন্দ) কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছে না। তিনিই আমাদের মনিব। মুমিনদেরকে আল্লাহরই উপর ভরসা করা উচিত।

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

৫২. ওদেরকে বলুন, তোমরা আমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছ তা তো দুটো মঙ্গলের মধ্যে একটি ছাড়া আর কিছুই নয়।[২৩] আর আমরা তোমাদের সম্পর্কে যে জিনিসের অপেক্ষা করছি তা এই যে, আল্লাহ কি নিজেই তোমাদেরকে আযাব দেবেন, নাকি আমাদের হাতে দেওয়াবেন? আচ্ছা, তাহলে এখন তোমরাও অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তাদেরকে বলুন : তোমাদের মাল খুশি মনে খরচ কর, কিংবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে খরচ কর– যেভাবেই হোক– তোমাদের পক্ষ থেকে তা কবুল করা হবে না। কেননা তোমরা হচ্ছ ফাসিক লোক।

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪. তাদের দেওয়া মাল কবুল না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কুফরী করেছে, নামাযে এলেও অলস ভাব নিয়ে আসে এবং আল্লাহর পথে খরচ করলেও অসন্তুষ্ট হয়ে (ও অনিচ্ছায়) করে।

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٥٤﴾

২৩. অর্থাৎ, আল্লাহর পথে শাহাদাত অথবা ইসলামের বিজয়।

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا
يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তাদের ধন-দৌলত ও সন্তানাদি দেখে ধোঁকা খেয়ো না। আল্লাহ তো এটাই চান যে, এসব জিনিস দিয়ে তিনি তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই আযাব দেবেন। আর যদি তারা জানও দেয়, তাহলে কাফির অবস্থায়ই যেন দেয়।

وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم
مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলে যে, তারা তোমাদেরই লোক। অথচ তারা কখনো তোমাদের মধ্যে (গণ্য) নয়। আসলে ওরা এমন লোক, যারা তোমাদের ভয়ে ভীত।

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ مَغَٰرَٰتٍ أَوْ مُدَّخَلًا
لَّوَلَّوْا۟ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. যদি ওরা কোনো আশ্রয় পেয়ে যায়, কিংবা কোনো গুহা বা ঢুকবার মতো কোনো জায়গা পায়, তাহলে পালিয়ে গিয়ে সেখানে লুকিয়ে থাকবে।

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ
أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا۟ مِنْهَآ إِذَا
هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. (হে রাসূল!) তাদের মধ্যে কতক লোক সদকার মাল[২৪] বিলি-বন্টনের ব্যাপারে আপনার উপর দোষারোপ করে। যদি এ মাল থেকে তাদেরকে কিছু দেওয়া হয় তাহলে তারা খুশি হয়ে যায়। আর দেওয়া না হলে নারাজ হয়ে যায়।

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟
حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ
إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কতই না ভালো হতো যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা কিছু দিয়েছিলেন তাতেই তারা খুশি থাকত এবং বলত, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, আল্লাহ তার মেহেরবানী থেকে এবং তাঁর রাসূলও আমাদেরকে অনেক কিছু দেবেন। আমরা আল্লাহর দিকেই চেয়ে আছি।

রুকূ' ৮

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ

৬০. এসব সদকা তো আসলে ফকীর ও মিসকীনদের[২৫] জন্য, ঐসব লোকদের জন্য,

২৪. অর্থাৎ, যাকাতের মাল।

২৫. 'ফকীর' অর্থ যে নিজের জীবিকার জন্য অপরের সাহায্যের কাঙাল। আর মিসকীন অর্থ সেই সব লোক, যারা সাধারণ অভাবীদের তুলনায় আরও বেশি দুরবস্থায় রয়েছে।

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

যারা সদকার কাজে নিযুক্ত, আর তাদের জন্য, যাদের মন জয় করা দরকার।[২৬] (তা ছাড়া এসব) দাস মুক্ত করা[২৭], ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা, আল্লাহর পথে[২৮] ও মুসাফিরদের খিদমতে[২৯] ব্যবহার করার জন্য। এটা আল্লাহর তরফ থেকে একটা ফরয। আর আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং তিনি পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

৬১. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা তাদের কথা দ্বারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে : 'লোকটি বড় কান পাতলা।' বলুন, তিনি তোমাদের ভালোর জন্যই এ রকম আছেন। তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন এবং মুমিনদের উপর আস্থা রাখেন। আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য তো তিনি পরিপূর্ণ রহমত। যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

২৬. 'তালিফে কলব' অর্থ মনকে খুশি করা। এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে– যারা ইসলামের বিরোধী, যদি টাকা-পয়সা দিয়ে তাদের শত্রুতা বন্ধ করা যায় কিংবা যদি কাফিরদের দলে এমন লোক থাকে, যাদেরকে টাকা দিলে তারা কাফিরদের থেকে আলাদা হয়ে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারে অথবা যারা নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে তাদের দুর্বলতা দেখে যদি মনে হয় যে, টাকা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা না হলে আবার তারা কুফরীতে ফিরে যাবে–এমন ধরনের লোকদেরকে স্থায়ী বৃত্তি বা সাময়িক দান ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে ইসলামের সমর্থক ও সহায়ক বা অনুগত বা কমপক্ষে তাদের থেকে ক্ষতির ভয় না থাকে এমনভাবে তাদেরকে রাখা।

২৭. ঘাড় মুক্ত করা অর্থাৎ, দাসকে মুক্তি দান করা।

২৮. 'আল্লাহর পথে' কথাটি ব্যাপক। এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এমন সব কাজকেই বোঝায়। আলেমদের একটি দল এই মত প্রকাশ করেছে যে, এই নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের মাল সবরকম সৎকাজে খরচ করা যেতে পারে। কিন্তু আলেমদের বিরাট সংখ্যার অভিমত হচ্ছে– এখানে 'আল্লাহর পথ'-এর অর্থ আল্লাহর জন্য জিহাদের পথে অর্থাৎ, সেই আন্দোলন ও সংগ্রামের পথে, যার উদ্দেশ্য কাফিরী সমাজব্যবস্থাকে উৎখাত করে ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করা। এই চেষ্টা-সংগ্রামে যারা রত তাদের সফর খরচ, যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র জোগাড়ের জন্য যাকাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে, যদিও তারা নিজেরা সচ্ছল ও অবস্থাপন্ন হয় এবং তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সাহায্যের দরকার না হয়।

২৯. মুসাফির নিজ বাড়িতে ধনী হলেও সফরের অবস্থায় যদি অভাবী হয়ে পড়ে তবে যাকাতের অংশ থেকে সাহায্য করা যাবে।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

৬২. তোমাদেরকে রাজি করার জন্য তোমাদের সামনে তারা কসম খায়। অথচ যদি তারা মুমিন হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশি হকদার যে, তাকে খুশি করার জন্য তারা ভাবনা-চিন্তা করুক।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

৬৩. তারা কি এ কথা জানে না, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তার জন্য রয়েছে দোযখের আগুন। যার মধ্যে সে চিরকাল থাকবে? এটা বড়ই অপমানজনক।

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এ মুনাফিকরা ভয় পায় যে, না জানি মুসলমানদের উপর এমন কোনো সূরা নাযিল হয়ে যায়, যা তাদের দিলের গোপন কথা ফাঁস করে দেয়। (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাক। আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন, যার প্রকাশ পাওয়াকে তোমরা ভয় কর।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. যদি তাদেরকে আপনি প্রশ্ন করেন যে, তোমরা কি এসব কথা বলছিলে, তাহলে চট করে তারা বলে দেবে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও খেলাচ্ছলে কথা বলছিলাম।[৩০] তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলের সাথে হাসি-তামাশা করছিলে?

৩০. তাবুক যুদ্ধের সময়ে মুনাফিকরা প্রায়ই নিজেদের মজলিসসমূহে বসে নবী করীম (স) ও মুসলমানদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং যাদেরকে সরল মনে জিহাদে উদ্যোগী দেখতে পেত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের সাহস ও উৎসাহকে দমন করতে চাইত। ঐ মুনাফিকদের বহু কথা বর্ণনায় পাওয়া যায়। যেমন– কয়েকজন মুনাফিক এক জায়গায় জোট বেঁধে বসে গালগল্পে আড্ডা দিচ্ছিল। একজন বলল, রোমকদের কি তোমরা আরবদের মতো ভেবে রেখেছ? এই যেসব বীরপুরুষ যারা লড়তে হাজির হয়েছে কালই দেখে নিও এরা সব দড়িতে বাঁধা পড়ে আছে। দ্বিতীয়জন বলল, কী মজাই হবে, যদি উপর থেকে এক শ' করে বেত মারার হুকুম হয়। অন্য এক মুনাফিক নবী করীম (স)-কে যুদ্ধের জন্য বেশি তৎপর দেখে নিজের বন্ধু-বান্ধবের কাছে মন্তব্য করল, 'দেখ হে! মুহাম্মদ রোম ও সিরিয়া জয় করতে চলেছে।'

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬. এখন আর টালবাহানা করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের একটি দলকে মাফ করেও দেই, আর একটি দলকে অবশ্যই শাস্তি দেবো। কেননা তারা (আসলেই) অপরাধী।

রুকূ' ৯

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও নারী সবাই এক জাতেরই। এরা মন্দ কাজের হুকুম দেয়, ভালো কাজে মানা করে এবং তাদের হাতকে (যা কিছু ভালো তা থেকে) বিরত রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, আল্লাহও তাদেরকে ভুলে আছেন। নিশ্চয়ই এই মুনাফিকরাই ফাসিক।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদের জন্য আল্লাহ দোযখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যার মধ্যে তারা চিরকাল থাকবে। ওটাই তাদের জন্য উপযোগী। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। আর তাদের জন্য স্থায়ী আযাব রয়েছে।

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমাদের আগে যারা ছিল তাদের মতোই তোমাদের হাব-ভাব। তারা তোমাদের চেয়ে বেশি শক্তিমান ছিল। তাদের মাল ও সন্তানাদি তোমাদের চেয়ে বেশি ছিল। সুতরাং তারা দুনিয়াতে তাদের হিস্যার মজা লুটেছে এবং তারা যেভাবে তাদের হিস্যা লুটেছে তোমরাও তেমনি তোমাদের হিস্যার মজা লুটেছ। আর তারা যে ধরনের তর্ক-বিতর্ক করত তোমরাও তাদের মতোই করছ। এরাই ঐসব লোক, যাদের পরিণাম এই হলো যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সব আমল বরবাদ হয়ে গেল। আর এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۙ وَقَوْمِ إِبْرٰهِيمَ وَأَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. তাদের কাছে কি তাদের আগের লোকদের খবর পৌঁছেনি– নূহের কাওম, আ'দ ও সামূদ, ইবরাহীমের কাওম, মাদায়েনের বাসিন্দা ও ঐসব বস্তি, যা উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে?[৩১] তাদের কাছে রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং তাদের উপর যুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

৭১. মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের হুকুম দেয়, মন্দ কাজে নিষেধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে। এরাই ঐসব লোক, যাদের উপর অবশ্যই আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

৭২. এই মুমিন পুরুষ ও নারীদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে এমন বাগান দান করবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে এবং যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ঐ চির সবুজ বাগানে তাদের থাকার জন্য পাক-পবিত্র জায়গা থাকবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করবে— এটাই বড় সফলতা।

রুকূ' ১০

يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ جٰهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

৭৩. হে নবী![৩২] কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। দোযখই তাদের শেষ ঠিকানা এবং তা থাকার জন্য বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।

৩১. অর্থাৎ, লূতের কাওমের বস্তিগুলো, যা উল্টিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।
৩২. এখান থেকে সেই সব আয়াত শুরু হয়েছে, যা তাবুক যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছিল।

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۗ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْا إِلَّا أَنْ أَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَإِنْ يَتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

৭৪. তারা আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে বলে যে, তারা ঐ কথা বলেনি। অথচ তারা অবশ্যই কুফরী কথা বলেছে।[৩৩] তারা ইসলাম কবুল করার পর কুফরী করেছে এবং তারা এমন কিছু করতে চেয়েছিল, যা করতে পারেনি।[৩৪] তাদের এত রাগ করার কারণ এটাই নাকি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মেহেরবানী করে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিয়েছেন? এখন যদি তারা তাদের এই আচরণ থেকে ফিরে আসে তাহলে তা তাদের জন্যই ভালো। কিন্তু যদি ফিরে না আসে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেবেন। আর পৃথিবীতে অন্য কেউ নেই, যে তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হতে পারে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৭৫. তাদের মধ্যে কতক লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, যদি তিনি আমাদেরকে দয়া করে (মাল) দান করেন তাহলে আমরা দান-খয়রাত করব এবং নেক হয়ে থাকব।

فَلَمَّا اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৭৬. কিন্তু যখন আল্লাহ তার মেহেরবানী দ্বারা তাদেরকে ধনী বানালেন তখন তারা বখিল হয়ে গেল এবং এমনভাবে তাদের ওয়াদা থেকে ফিরে গেল যে, তারা এর কোনো পরওয়াই করল না।

৩৩. এখানে যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সে বিষয়টি কী, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার মতো কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। অবশ্য বর্ণনায় এরূপ কতগুলো কুফরীমূলক কথার উল্লেখ আছে, যা মুনাফিকরা সে সময়ে বলেছিল। যেমন– একজন মুনাফিক এক মুসলিম তরুণের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলেছিল, এক ব্যক্তি [অর্থাৎ, নবী করীম (স)] যা কিছু পেশ করছে তা যদি সত্য হয় তবে আমরা গাধার থেকেও অধম। আরেকটি বর্ণনায় আছে– তাবুকের সফরে এক জায়গায় নবী করীম (স)-এর উটনী হারিয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে মুনাফিকদের একটি দল নিজেদের মজলিসে বসে খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপসহ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে, হযরত আসমানের খবর তো খুব শোনান, কিন্তু নিজের উটনীর খবর রাখেন না।

৩৪. তাবুক যুদ্ধের সময় মুনাফিকরা যে ষড়যন্ত্র করেছিল এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একসময় তারা পরিকল্পনা করেছিল যে, রাতে সফরের সময় তারা নবীকে একটি খাদের মধ্যে ফেলে দেবে। তারা নিজেদের মধ্যে এও ঠিক করে নিয়েছিল যে, যদি তাবুকে মুসলমানদের পরাজয় হয় তবে অবিলম্বে তারা মদীনায় আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে।

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. ফলে তাদের এই ওয়াদাভঙ্গের কারণে যা তারা আল্লাহর সাথে করেছিল এবং এই মিথ্যার কারণে যা তারা বলছিল, আল্লাহ তাদের দিলে মুনাফিকী কায়েম করে দিলেন, যা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত বহাল থাকবে।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

৭৮. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাদের গোপন কথা, এমনকি গোপন সলা-পরামর্শ পর্যন্ত জানেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গায়েবী বিষয়ে পুরাপুরি খবর রাখেন।

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. (আল্লাহ ঐ বখিল ধনীদেরকেও জানেন, যারা) ঐসব ঈমানদারদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ মন্তব্য করে, যারা খুশি মনে দান করে এবং তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, যাদের (আল্লাহর পথে) দান করার মতো এটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই, যা তারা কষ্টসহ্য করে দান করে থাকে। আল্লাহ এই বিদ্রূপকারীদেরকে বিদ্রূপ করেন। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

৮০. হে রাসূল! আপনি এ জাতীয় লোকদের জন্য মাফ চান বা না চান, যদি আপনি ৭০ (সত্তর) বারও তাদের জন্য মাফ চান, তবু আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে নাজাতের পথ দেখান না।

রুকূ' ১১

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

৮১. যেসব লোকদেরকে (জিহাদে না গিয়ে) পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তারা রাসূলের সাথে না গিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারার কারণে খুব

وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

খুশি হলো এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করল। তারা (অন্যদেরকে) বলল, 'এ কঠিন গরমে তোমরা বের হয়ো না।' তাদেরকে বলুন, 'দোযখের আগুন এর চেয়েও অনেক বেশি গরম।' হায়! তাদের যদি চেতনা হতো।

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. এখন তাদের কম হাসা ও বেশি কাঁদা উচিত। কারণ যেসব কামাই তারা করেছে এর শাস্তি এটাই (যার জন্য তাদের কাঁদাই উচিত)।

فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩. হে রাসূল! যদি আল্লাহ আপনাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে কোনো দল জিহাদে যাওয়ার জন্য আপনার কাছে অনুমতি চায় তাহলে সাফ বলে দেবেন, এখন তোমরা আমার সাথে কিছুতেই যেতে পারবে না এবং আমার সাথে থেকে কোনো দুশমনের সাথে লড়াইও করতে পারবে না। তোমরা আগে বসে থাকতে পছন্দ করেছিলে, এখন তাদের সাথেই বসে থাক, যারা ঘরে বসে থাকে।

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪. তাদের কোনো লোক মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযা পড়বেন না। তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। কারণ এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসিক অবস্থায় মারা গেছে।

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. তাদের ধন-দৌলত ও অনেক সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। এটাই আল্লাহর ইচ্ছা যে তিনি তাদের (মাল ও সন্তানাদি) দ্বারা তাদেরকে এ দুনিয়াতেই শাস্তি দেবেন এবং কাফির অবস্থায় যেন তাদের মৃত্যু হয়।

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَـْٔذَنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬. যখন কোনো সূরায় একথা নাযিল হয় যে, আল্লাহকে মানো এবং তাঁর রাসূলের সাথে মিলে জিহাদ কর, তখন আপনি দেখেছেন যে, তাদের মধ্যে যারা সমর্থ তারাই আপনার কাছে দরখাস্ত করে, যেন তাদেরকে (জিহাদে যাওয়া থেকে) মাফ করা হয়। আর তারা বলে, আমাদেরকে ছেড়ে দিন, আমরা তাদের সাথেই বসে থাকব, যারা বসে থাকে।

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. এরা পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে শামিল থাকাই পছন্দ করেছে। তাদের দিলে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। কারণ তাদের কিছুই বুঝে আসে না।

لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُۥ جَٰهَدُوا بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُولَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং ঐসব লোক, যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছে, তারা তাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। এখন সব মঙ্গল তাদেরই জন্য এবং তারাই সফলকাম।

أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈরি করে রেখেছেন, যার নিচে ঝরনাধারা বয়ে চলে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটা বিরাট সাফল্য।

রুকূ' ১২

وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

৯০. আরব বেদুইনদের মধ্যেও অনেকে এসে ওযর পেশ করল যে, তাদেরকেও পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। এভাবে যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট ঈমানের মিথ্যা ওয়াদা করেছিল তারাও বসে রইল। এই বেদুইনদের মধ্যে যারা কুফরীর পথ অনুসরণ করেছে শিগ্‌গিরই তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাব দেওয়া হবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

৯১. দুর্বল ও অসুস্থ লোক এবং ঐসব লোক, যারা জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য পাথেয় পায় না, তারা পেছনে রয়ে গেলে কোনো দোষ হবে না– যদি তারা খাঁটি দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়।[৩৫] এমন নেক লোকদের উপর আপত্তি তোলার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. (হে রাসূল!) তেমনিভাবে ঐসব লোকের বিরুদ্ধেও আপত্তি তোলা যাবে না, যারা নিজেরাই এসে আপনার কাছে দরখাস্ত করেছে যে, তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা হোক। আর যখন আপনি তাদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদের জন্য যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারছি না।' তখন তারা বাধ্য হয়ে ফিরে গেল। তখন (তাদের অবস্থা এই ছিল যে,) তাদের চোখ থেকে পানি পড়ছিল এবং তারা এ জন্য বড়ই দুঃখবোধ করছিল যে, জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য তাদের খরচ করার সাধ্য নেই।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ۚ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায়, যারা ধনী হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে যাওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আবেদন জানায়। যারা ঘরে বসে রইল তাদের মধ্যে শামিল থাকাকেই তারা পছন্দ করল। আল্লাহ তাদের দিলে মোহর মেরে দিলেন। তাই এখন এরা কিছুই জানে না (যে আল্লাহর কাছে এর পরিণাম কী হবে)।

৩৫. এ থেকে জানা গেল– যারা আসলেই অসহায় ও নিরুপায় তাদের জন্যও শুধু অক্ষম হওয়া এবং রোগী হওয়া বা নিছক উপায়হীন হওয়াই ক্ষমা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যশীল হলে তবেই শুধু (নিরুপায় অবস্থায়) ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত বলে গণ্য হবে। তবে যদি রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল ও আস্থাশীল না থাকে তাহলে কেউ শুধু এ কারণে ক্ষমা পেতে পারে না যে, সে ফরয পালনের সময় অসুস্থ অথবা নিরুপায় ছিল।

পারা ১১

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা নানা রকম ওযর পেশ করবে। তখন তোমরা সাফ বলে দেবে, তোমরা কোনো বাহানা করো না। আমরা তোমাদের কোনো কথাই বিশ্বাস করব না। আল্লাহ তোমাদের অবস্থা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। শিগ্গিরই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের আমল দেখবেন। তারপর তোমাদেরকে তাঁর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব কিছুরই ইলম রাখেন। তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন, তোমরা কী কী করছিলে।

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. তোমরা যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে তখন সাথে সাথেই তারা কসম খাবে, যেন তোমরা তাদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নাও। তোমরা তো অবশ্য চোখ ফিরিয়েই নেবে। কারণ ওরা আবর্জনা। দোযখই তাদের আসল জায়গা, যা তারা তাদের কামাইর বদলে হাসিল করবে।

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

৯৬. এরা তোমাদের সামনে কসম খাবে, যাতে তোমরা তাদের উপর রাজি হয়ে যাও। অথচ (অবস্থা এই যে,) তোমরা যদি তাদের উপর রাজি হয়ে যাও, তবু আল্লাহ কখনো ফাসিক লোকদের উপর রাজি হবেন না।

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

৯৭. এই বেদুইনরা কুফরী ও মুনাফিকীতে খুব মযবুত। তাদের ব্যাপারে এরই আশঙ্কা বেশি যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর যা নাযিল করেছেন এর সীমারেখা সম্পর্কে তারা জানে না।[৩৬] আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও চরম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

৩৬. 'বেদুইন আরব' বলতে গ্রাম ও মরুভূমি এলাকায় যারা বসবাস করে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এরা মদীনার চারপাশে বাস করত। মদীনায় মুসলিমদের মযবুত ও সুসংগঠিত শক্তি দেখে এরা প্রথমত ভীত হয়ে পড়েছিল। পরে তারা ইসলাম ও কুফরের লড়াইয়ের সময় অনেক দিন পর্যন্ত

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

৯৮. বেদুইনদের মধ্যে এমন এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে তারা বাধ্যতামূলক জরিমানা মনে করে। আর তোমাদের ব্যাপারে কালের চক্করের অপেক্ষা করছে (যেন তোমাদের পতন হলে তারা দীনের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়)। অথচ তাদের উপরই কালের খারাপ চক্কর চেপে আছে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾

৯৯. ঐসব বেদুইনের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে এবং যা কিছু খরচ করে তা আল্লাহর নৈকট্য ও রাসূলের নিকট থেকে রহমতের দোয়া পাওয়ার আশায়ই করে। হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই তাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায়। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

রুকূ' ১৩

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ

১০০. ঐসব মুহাজির ও আনসার, যারা সবার আগে (ঈমানের দাওয়াত কবুল করতে) এগিয়ে এসেছিল, আর যারা পরে নেকভাবে তাদের পেছনে এসেছে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও

সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদীর ভূমিকা পালন করে চলতে থাকে। যখন ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষমতা হিজায ও নজদের এক বিরাট অংশের উপর ছড়িয়ে পড়ল এবং বিরোধী শক্তি দুর্বল হতে শুরু করল, তখন তারা ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে শামিল হওয়াকেই তাদের স্বার্থের পক্ষে ও সময়ের দাবি বলে মনে করল। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এমন ছিল, যারা এ দীনের সত্যতা সঠিকভাবে বুঝে মন থেকে ঈমান এনেছিল এবং সরল মনে এ দীনের দাবি ও দায়িত্বগুলো পালন করতে রাজি ছিল। তাদের এ অবস্থাকে এখানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শহরবাসীদের তুলনায় এ গ্রাম্য ও মরুবাসী লোকেরা বেশি মুনাফিক। সত্যকে অস্বীকার করার মনোভাব তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, শহরবাসীরা আলেম ও হকপন্থিদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পাওয়ায় দীন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারে; কিন্তু এ বেদুইনরা সারাটি জীবন পশুর মতো দিনরাত শুধু খাবার তালাশেই সময় কাটায় এবং পশুর মতোই দেহের দাবি পূরণের চেয়ে বড় ও মহৎ কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কোনো সুযোগই তাদের মেলে না। তাই দীন ও তার সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার সম্ভাবনা তাদের অনেক বেশি। পরবর্তী ১২২ নং আয়াতে তাদের এ রোগের চিকিৎসার উপায় বলে দেওয়া হয়েছে।

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ
أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন বাগান তৈয়ার করে রেখেছেন, যার নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই বিরাট সফলতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ
أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۛ
لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ
مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝

১০১. তোমাদের চারপাশে যেসব বেদুইন থাকে, তাদের মধ্যে মুনাফিক রয়েছে। তেমনিভাবে মদীনাবাসীদের মধ্যেও মুনাফিক আছে, যারা মুনাফিকীতে পাকা হয়ে গেছে। তোমরা তাদেরকে জানো না। আমি তাদেরকে জানি, শিগ্‌গিরই আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবো। এরপর তাদেরকে আরও বড় শাস্তি দেওয়ার জন্য ফিরিয়ে আনা হবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا
صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ۚ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّتُوْبَ
عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১০২. আরও কতক লোক আছে, যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তাদের ভালো ও মন্দ আমল মিশে আছে। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাদের উপর মেহেরবান হয়ে যাবেন। আল্লাহ তো নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

১০৩. (হে রাসূল!) আপনি তাদের মাল থেকে সদকা নিয়ে তাদের পবিত্র করুন, তাদেরকে (নেক পথে) এগিয়ে দিন এবং তাদের জন্য রহমতের দোয়া করুন। কেননা আপনার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

أَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ
عِبَادِهٖ وَيَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

১০৪. তাদের কি একথা জানা নেই, তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর বান্দাহদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ

১০৫. (হে রাসূল!) তাদেরকে বলে দিন, তোমরা আমল কর। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও

وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

মুমিনগণ সবাই লক্ষ্য রাখবেন, এখন তোমাদের কাজের ধরন কী। এরপর তোমাদেরকে তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন, তোমরা কেমন আমল করছিলে।

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১০৬. অন্য কতক লোক এমন রয়েছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা এখনও বাকি আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, আর না হয় তাদের উপর (আবার) মেহেরবান হয়ে যাবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

১০৭. আরও কতক লোক আছে, যারা (দীনের দাওয়াতের) ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে (আল্লাহর দাসত্ব করার বদলে) কুফরী করার জন্য এবং ঈমানদারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নিয়তে একটি মসজিদ বানিয়েছে। আর (এই ইবাদাতখানাকে) ঐ লোকটির জন্য গোপন ঘাঁটি বানাতে চায়, যে আগে থেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, ভালো করা ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের নিয়ত ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, তারা অবশ্যই মিথ্যুক।

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۝

১০৮. (হে রাসূল!) আপনি কোনো সময় সেখানে দাঁড়াবেন না। যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়েছে, এরই বেশি হক রয়েছে যে, আপনি সেখানে দাঁড়াবেন। সেখানে এমন সব মানুষ রয়েছে, যারা পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকেই ভালোবাসেন।[৩৭]

৩৭. মদীনায় এ সময় দুটি মসজিদ ছিল। একটি হচ্ছে 'মসজিদে কোবা'– এ মসজিদটি শহরতলিতে ছিল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'মসজিদে নববী', যা শহরের মধ্যেই ছিল। এ দুটি মসজিদ থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় একটি মসজিদের কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু মুনাফিকরা এ অজুহাত দেখাল

১০৯. (আপনার কি ধারণা) সে-ই কি ভালো মানুষ, যে আল্লাহর ভয় ও তার সন্তুষ্টির আশা নিয়ে তার ইমারতের ভিত্তি রচনা করেছে, নাকি সে, যে তার ইমারতের ভিত্তি এমন জায়গায় রেখেছে, যা ধসে যাওয়ার মতো কিনারায় রয়েছে এবং তা ওকে নিয়েই সোজা দোযখে গিয়ে পড়েছে? এমন যালিম লোকদের আল্লাহ কখনোই সঠিক পথ দেখান না।

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ
شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

১১০. তারা যে ইমারতটি বানিয়েছে, তা সবসময় তাদের দিলে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে (যা থেকে বের হওয়ার আর কোনো পথ নেই) যে পর্যন্ত না তাদের দিলই টুকরা টুকরা হয়ে যায়। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي
قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝

রুকূ' ১৪

১১১. (আসল ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন।[৩৮] তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটি মযবুত ওয়াদা– যা তাওরাত, ইনজীল

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ
حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ

যে, বৃষ্টিতে ও শীতের রাতে সাধারণ মানুষের বিশেষ করে দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের মধ্যে যারা এ দুটো মসজিদ থেকে দূরে থাকে, রোজ পাঁচবার নামাযের জন্য হাজির হওয়া তাদের জন্য কঠিন। সুতরাং আমরা নামাযীদের সুবিধার জন্যই একটি নতুন মসজিদ বানাতে চাই। এভাবে তারা এ মসজিদ বানানোর অনুমতি নিয়ে এটাকে তাদের ষড়যন্ত্রের আড্ডাখানায় পরিণত করেছিল। তারা চেয়েছিল, নবী করীম (স)-কে ধোঁকা দিয়ে তারা এই মসজিদের উদ্বোধন করাবে; কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তের আগেই আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং রাসূল (স) তাবুক থেকে ফিরে এসেই এ মসজিদে 'দিরার'কে ধ্বংস করে দেন।

৩৮. আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে ঈমানের ব্যাপারটিকে এখানে বেচা-কেনার বিষয় হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে– ঈমান আসলেই একটি শপথ ও চুক্তি, যার দ্বারা বান্দাহ নিজের জান ও মাল আল্লাহর কাছে বিক্রয় করে দেয় এবং এর বদলে বান্দাহ আল্লাহর পক্ষ হতে এই ওয়াদা লাভ করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।

أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচা-কেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা।

ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلْءَامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. (আল্লাহর সাথে এ ধরনের উঁচুমানের বেচা-কেনার কারবার ঐসব মুমিনরাই করে থাকে, যারা) আল্লাহর দিকে (তাওবার মাধ্যমে) বারবার ফিরে আসে[৩৯], তাঁর দাসত্বকারী, তাঁর প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী[৪০], রুকূ' ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, মন্দ কাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমার হেফাযতকারী। (হে রাসূল) এ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

১১৩. নবী ও ঈমানদারদের এটা মোটেই সাজে না যে, তারা মুশরিকদের পক্ষে মাগফিরাতের দোয়া করবে, একথা তাদের কাছে স্পষ্ট হওয়ার পরও যে, তারা দোযখের বাসিন্দা (হওয়ারই যোগ্য)। হোক না তারা নিকটাত্মীয়।

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

১১৪. ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দো'আ করেছিলেন তা এ কারণে যে, তিনি তার পিতার সাথে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু যখন তার কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি তার দিক থেকে ফিরে আসলেন। সত্য কথা হলো, ইবরাহীম বড়ই রহম দিল ও সহনশীল ছিলেন।

৩৯. মূলে 'আত্‌তায়িবূনা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে তাওবাকারীগণ। কিন্তু যেরূপ ভাষাগত ভঙ্গিতে এ শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা এ অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, তাওবা করা মুমিনের একটি স্থায়ী গুণ। সুতরাং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে–তারা একবার মাত্র তাওবা করে না; বরং সবসময় তারা তাওবা করতে থাকে। আর তাওবার আসল অর্থ হচ্ছে– রুজু' করা বা ফিরে আসা। সুতরাং এ শব্দটির সঠিক মর্ম প্রকাশ করার জন্য আমি এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছি : 'তারা আল্লাহর দিকে বারবার ফিরে আসে।'

৪০. এর আর এক অনুবাদ হতে পারে 'রোযাদার'।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. কোন্ কোন্ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে সে কথা সাফ সাফ না জানিয়ে কোনো কাওমকে হেদায়াত করার পর আবার গোমরাহ করে দেওয়া আল্লাহর নীতি নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে ইলম রাখেন।

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

১১৬. এটাও সত্য যে, আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহর হাতেই আছে। হায়াত ও মউতের ইখতিয়ার তাঁরই। তোমাদের এমন কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই, যে তোমাদেরকে (আল্লাহ থেকে) বাঁচাতে পারে।

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৭. আল্লাহ নবীকে এবং ঐ মুহাজির ও আনসারদেরকে মাফ করে দিয়েছেন, যারা বড় কঠিন সময়ে নবীর অনুগত রয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের দিল বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল।[৪১] (কিন্তু তারা যখন বাঁকা পথে না চলে নবীর সাথেই রয়ে গেল তখন) তাদেরকে মাফ করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর স্নেহশীল ও মেহেরবান।

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ

১১৮. আর ঐ তিনজনকেও তিনি মাফ করে দিয়েছেন, যাদের ব্যাপারটা মুলতবী রাখা হয়েছিল। যখন জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তাদের জীবনও তাদের উপর বোঝা হয়ে গেল এবং তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর (গযব) থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহরই রহমতের ছায়া ছাড়া আশ্রয় নেওয়ার আর কোনো জায়গা নেই, তখন আল্লাহ মেহেরবানী করে তাদের দিকে ফিরলেন,

৪১. অর্থাৎ, কয়েক জন খাঁটি সাহাবীও সেই কঠিন সময়ে যুদ্ধে যেতে অবহেলা করেছিলেন; কিন্তু যেহেতু তাঁদের দিলে ঈমান ছিল এবং তাঁরা আল্লাহর দীনকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন সেজন্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠেছিলেন।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[৪২]

রুকূ' ১৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

১১৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যপথের পথিকদের সাথে থাক।

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. মদীনাবাসী ও তাদের চারপাশের বেদুইনদের এটা মোটেই উচিত ছিল না যে, তারা আল্লাহর রাসূলকে ছেড়ে ঘরে বসে থাকে এবং তাঁর দিকে বেপরওয়া ভাব নিয়ে যার যার নাফসের ধান্দায় লেগে যায়। কারণ কখনো এমন হবে না যে, তারা আল্লাহর পথে ক্ষুধা-পিপাসা ও দৈহিক পরিশ্রমের কোনো কষ্ট ভোগ করবে, কাফিররা যে পথে চললে ক্ষেপে যায়, সে পথে চলবে এবং কোনো দুশমনের (সত্য বিরোধী কোনো কাজের) প্রতিশোধ নেবে, আর এসবের বদলায় তাদের নামে কোনো নেক আমল লেখা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ নেক লোকদের খিদমতের বদলা বরবাদ করেন না।

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ

১২১. তেমনিভাবে কখনও এমন হবে না যে, তারা (আল্লাহর পথে) কম হোক আর বেশি হোক, খরচ করবে এবং (সংগ্রামের উদ্দেশ্যে) তারা কোনো উপত্যকা পার হবে,

৪২. এই তিন ব্যক্তি হচ্ছেন– কা'ব ইবনে মালিক (রা), হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা), মুরারা ইবনে রাবী (রা)। তিন জনই খাঁটি মুমিন ছিলেন। এর আগে তাঁরা কয়েক বার তাদের খাঁটি ঈমানের প্রমাণ দিয়েছিলেন এবং স্বার্থ ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করেছিলেন; কিন্তু তাঁদের এতসব খিদমত সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধের কঠিন সময়ে যখন সবাইকে যুদ্ধে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছিল তখন এ তিন জন সাহাবী অবহেলা করেছিলেন। এর জন্য তাঁদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করা হয়েছিল। নবী করীম (স) তাবুক থেকে ফিরে এসে মুসলমানদেরকে হুকুম দিলেন যে, কেউ যেন তাঁদের সঙ্গে সালাম-কালাম না করে। ৪০ দিন পর তাঁদের স্ত্রীদেরকেও তাঁদের থেকে আলাদা থাকার হুকুম দেওয়া হলো। এ আয়াতে যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে, মদীনায় তাঁদের অবস্থা আসলে সেরূপই হয়েছিল। অবশেষে যখন বয়কটের ৫০ দিন পার হলো তখন তাঁদেরকে মাফ করার এ হুকুম নাযিল হয়।

أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

আর তা তাদের নামে লেখা হবে না– যাতে আল্লাহ তাদের এ নেক আমলের বদলা তাদেরকে দান করেন।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. অবশ্য মুমিনদের সবারই (এক সাথে) বের হওয়া জরুরি ছিল না। কিন্তু এটুকু কেন হলো না যে, তাদের প্রতি এলাকা থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসত, তারা দীন সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান হাসিল করত এবং ফিরে এসে তাদের এলাকার লোকদেরকে সাবধান করত, যাতে তারা (অমুসলিমদের মতো আচরণ করা থেকে) বিরত থাকতে পারত।[৪৩]

রুকূ' ১৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের আশপাশে যেসব কাফির রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।[৪৪] তারা যেন তোমাদের মধ্যে বলিষ্ঠতা ও কঠোরতা দেখতে পায়।[৪৫] আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথেই আছেন।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন কোনো নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ (ঠাট্টা করে মুসলমানদেরকে) জিজ্ঞেস করে : 'বল দেখি এ (সূরা) দ্বারা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বেড়ে গেল?' যারা ঈমান এনেছে (প্রতিটি সূরাই) তাদের ঈমান সত্যিই বাড়িয়েই দিয়েছে এবং তারা এতে খুবই খুশি।

৪৩. অর্থাৎ, সকল গ্রামবাসীর মদীনা আসা জরুরি ছিল না। প্রত্যেক বস্তি ও এলাকার বাসিন্দাদের মধ্য থেকে যদি কিছু কিছু লোক মদীনা এসে দীনের ইলম হাসিল করত ও নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে সেখানকার লোকদেরকে দীন শিক্ষা দিত, তবে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে এসব মূর্খতা বাকি থাকত না– যার জন্য তারা মুনাফিকী রোগে ভুগছে এবং ইসলাম কবুল করার পরও মুসলমান হওয়ার যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না।

৪৪. পরের আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে কাফির বলতে ঐসব মুনাফিকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদের সত্য অস্বীকার করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামী সমাজের মধ্যে তাদের মিলেমিশে থাকার কারণে দারুণ ক্ষতি হচ্ছিল।

৪৫. অর্থাৎ, এ পর্যন্ত তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হচ্ছিল এখন তার সমাপ্তি হওয়া উচিত।

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. অবশ্য যাদের দিলে (মুনাফিকীর) রোগ লেগে আছে তাদের আগের নাপাকীর সাথে (প্রতিটি নতুন সূরা) আরও একটা নাপাকী যোগ করে দিয়েছে। আর তারা মউত পর্যন্ত কুফরীতেই মগ্ন থাকে।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. এরা কি লক্ষ্য করে না যে, প্রতি বছর তাদেরকে একবার বা দুবার পরীক্ষায় ফেলা হয়?[৪৬] কিন্তু তবু তারা তাওবাও করে না, কোনো উপদেশও নেয় না।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. যখন কোনো সূরা নাযিল হয় তখন এরা চোখে চোখে একে অপরের সাথে কথা বলে যে, তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো? তারপর চুপে চুপে সরে পড়ে। আল্লাহ তাদের দিল (সত্য থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন। কেননা এরা অবুঝ লোক।

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

১২৮. দেখ! তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন। যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর তাতে তিনি কষ্ট পান। তিনি তোমাদের হিতকামী। ঈমানদারদের জন্য তিনি বড়ই স্নেহশীল ও রহম দিল।

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

১২৯. এখন যদি এসব লোক আপনার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে (হে রাসূল!) তাদেরকে বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করে আছি। আর তিনি মহান আরশের মালিক।

৪৬. অর্থাৎ, এমন কোনো বছর পার হচ্ছিল না, যার মধ্যে এক-দুবার এরূপ অবস্থা না হচ্ছিল, যার দ্বারা তাদের ঈমানের দাবি কষ্টিপাথরে যাচাই না হচ্ছিল ও তাদের লোকদেখানো ঈমানের গোপন তত্ত্ব প্রকাশ না পাচ্ছিল।

১০. সূরা ইউনুস

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ৯৮ নং আয়াতে হযরত ইউনুস (আ)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। এর ভিত্তিতেই এ নামকরণ করা হয়েছে। তবে সূরার আলোচ্য বিষয় হযরত ইউনুস (আ)-এর কাহিনী নয়।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

সূরাটি মাক্কী যুগের শেষদিকে নাযিল হয়েছে বলে আলোচ্য বিষয় থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

ঐ সময়ের পরিবেশ সম্পর্কে সূরা আনআ'ম ও সূরা আ'রাফের ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীরা নবী ও তাঁর সাথীদেরকে আর বরদাশত করতে রাজি ছিল না। যুলুম-নির্যাতন তখন চরম আকার ধারণ করেছিল।

আলোচ্য বিষয়

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাতের দিকে দাওয়াত তো আছেই, এর সাথে একদিকে বিরোধীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অপরদিকে তাদেরকে সাবধানও করা হয়েছে। শুরুতে বলা হয়েছে, নবীর দাওয়াত শুনে মানুষ অবাক হচ্ছে এবং তাঁকে জাদুকর বলে অপবাদ দিচ্ছে। অথচ তিনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ সত্য জানিয়ে দিচ্ছেন– একটি হলো আল্লাহ সম্পর্কে, অপরটি আখিরাত সম্পর্কে। একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রভু। শুধু তাঁরই দাসত্ব করা তোমাদের কর্তব্য। আর তোমাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে। তখন তোমাদের প্রভুর নিকট হিসাব দিতে হবে, দুনিয়ায় তোমরা তাঁর দাসত্ব করেছ কি না? যদি এ দুটো সত্যকে মেনে নিয়ে চল তাহলে দুনিয়ায়ও শান্তি ভোগ করবে, আখিরাতেও সুখে থাকবে। তা না হলে দুনিয়ায় অশান্তি ও আখিরাতে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এই প্রাথমিক আলোচনার পর এ সূরায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো রয়েছে–

১. তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার মতো সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি আছে, যারা মনগড়া অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির গোলাম নয় এবং সঠিক পথ তালাশ করে, তারা ঐ সব যুক্তি-প্রমাণ থেকে সত্য খুঁজে পায়।

২. যেসব ভুল ধারণা ও গাফিলতি মানুষকে তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা কবুল করতে বাধা সৃষ্টি করে, সেসব সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে।

৩. রাসূল (স)-এর নিকট ওহীর মাধ্যমে যে বাণী এসেছে সে সম্পর্কে যত রকম সন্দেহ ও অপত্তি পেশ করা হচ্ছে, এর বলিষ্ঠ জবাব দেওয়া হয়েছে।

৪. আখিরাতে যা কিছু ঘটবে তা আগেভাগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে সবাই সতর্ক হয় এবং পরে আফসোস করতে না হয়।

৫. সবাইকে সাবধান করা হয়েছে যে, দুনিয়াটা পরীক্ষার জায়গা। মৃত্যু পর্যন্তই এ পরীক্ষার সময়। যদি মানুষ এ সময়টা নষ্ট করে ফেলে এবং নবীর হেদায়াতমতো পরীক্ষায় পাস করার সুযোগ না নেয় তাহলে আখিরাতে চিরকাল পস্তাতে হবে।

৬. আল্লাহর হেদায়াত ছাড়া জীবনযাপন করলে যেসব অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে নূহ (আ)-এর ঘটনা এবং বিশদভাবে মূসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এ ইতিহাসের মাধ্যমে নিম্নরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে–

১. বিরোধীদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা মুহাম্মদ (স)-এর সাথে যে ব্যবহার করেছ, তোমাদের আগের লোকেরা মূসা (আ)-এর সাথে এ রকম আচরণই করেছিল। তাই মূসার বিরোধীরা এর যে শাস্তি পেয়েছে, তোমরাও সে রকম শাস্তিই পাবে।

২. মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাথীদেরকে তোমরা আজ দুর্বল ও অসহায় দেখতে পাচ্ছ। চিরকাল এ অবস্থা থাকবে না। মূসা ও হারূনের পেছনে যে আল্লাহ তাআলা ছিলেন, মুহাম্মদ (স)-এর পেছনেও ঐ আল্লাহই আছেন। মূসার বিরোধীদেরকে যিনি ধ্বংস করেছিলেন তিনি মুহাম্মদের বিরোধীদেরকেও ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখেন।

৩. বিরোধিতা বাদ দিয়ে হেদায়াতের পথে আসার সুযোগ এখনও আছে। এ সুযোগ হারিয়ে গেলে ফিরাউনের মতো আল্লাহর হাতে পাকড়াও হয়ে শেষ পর্যন্ত তাওবা করলে কোনো লাভ হবে না। এ জাতীয় তাওবা কবুল হয় না।

৪. রাসূল (স)-এর সাথীগণকে ঐ ইতিহাসের মাধ্যমে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের যুলুম-অত্যাচারে নিরাশ হয়ো না। এ সময় সবরের সাথে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এ কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন– যেমন বনী ইসরাঈলকে করেছিলেন। তখন তোমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে, বনী ইসরাঈল মিসর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে অন্যায় আচরণ করেছিল, তোমরা যেন তা না কর।

সূরার শেষদিকে ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী ও যে নীতির উপর অটল থেকে এগিয়ে চলার হুকুম দিয়েছেন, এর কোনো রদবদল করা হবে না। যে এ পথে চলবে সে নিজেরই ভালো করবে। আর যে ভুল পথে পা বাড়াবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

সূরা ইউনুস

১০৯ আয়াত, ১১ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٠٩ رُكُوْعَاتُهَا ١١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ①

১. আলিফ-লা-ম-রা। এটা ঐ কিতাবের আয়াত, যা জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ②

২. মানুষের জন্য কি এটা অবাক হওয়ার বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য থেকেই একজনের উপর ওহী পাঠিয়েছি, যাতে (ভুলের মধ্যে পড়ে থাকা) লোকদেরকে সাবধান করে দেয় এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের সুখবর দেয়, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে? (এ কথার উপর) কাফিররা বলল, এ লোকটি তো সুস্পষ্ট জাদুকর।[১]

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ③

৩. আসলে ঐ আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি সকল আসমান ও জমিনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে আরোহণ করে সৃষ্টিজগৎকে পরিচালনা করছেন। এমন কোনো শাফাআতকারী নেই, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফাআত করতে পারে। এ আল্লাহই তোমাদের রব। তাই তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ

৪. তোমাদের সবাইকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। এটাই আল্লাহর পাকা ওয়াদা। নিশ্চয়ই তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন। আবার তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন, যাতে যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদেরকে

১. নবী করীম (স)-কে তারা এই অর্থে জাদুকর বলত, যে লোকই কুরআন শুনে ও এর প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ঈমান আনত সে জীবনপণ করতে, সমস্ত দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যেতে ও সব রকমের মুসীবত সহ্য করতে তৈরি হয়ে যেত।

كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

ইনসাফের সাথে বদলা দেন। আর যারা কুফরীর পথে চলেছে, সত্যকে অস্বীকার করার কারণে, তাদের জন্য রয়েছে বলকানো গরম পানি ও কঠোর আযাব।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

৫. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি সূর্যকে উজ্জ্বল বানিয়েছেন এবং চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন এবং চাঁদের জন্য (বড়-ছোট হওয়ার বিভিন্ন) মনযিল ঠিক করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা বছর ও তারিখের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এসব সত্যসহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহকে জ্ঞানী লোকদের জন্য স্পষ্টভাবে পেশ করছেন।

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝

৬. নিশ্চয়ই রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, এসবের মধ্যে ঐসব লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা (ভুল-ভ্রান্তি থেকে) বেঁচে থাকতে চায়[২]।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৭-৮. আসল ব্যাপার এটাই, যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার আশা করে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে বেখবর, (তাদের এ ভুল আকীদা ও আমলের ফলে) দোযখই হবে তাদের শেষ ঠিকানা, ঐ মন্দের কারণে, যা তারা করছিল।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

৯. এটাও সত্য, যারা ঈমান এনেছে (অর্থাৎ এ কিতাবে যা আছে তাকে সত্য বলে কবুল করে নিয়েছে) এবং নেক আমল করেছে, তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে সঠিক পথে চালাবেন; নিয়ামতভরা বেহেশতে তাদের নিচে ঝরনাধারা বইতে থাকবে।

২. অর্থাৎ, এই সকল নিদর্শন থেকে শুধু ঐসব লোকই আসল সত্যে পৌঁছতে পারে, যাদের মধ্যে এসব গুণাবলি রয়েছে– প্রথমত, সে জাহেলী মনোভাব ত্যাগ করে ইলম হাসিলের যেসব উপায়-উপকরণ আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান করেছেন সেগুলো ব্যবহার করবে। দ্বিতীয়ত, ভুল থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক পথে চলার ইচ্ছা তাদের মধ্যে থাকবে।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. সেখানে তারা ডেকে বলবে, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র। সেখানে তাদের দোয়া হবে 'শান্তি হোক'। আর (সব বিষয়ে) তাদের শেষ কথা হবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য'।

রুকূ' ২

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۚ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١﴾

১১. মানুষ দুনিয়ার মঙ্গল কামনায় যেমন তাড়াহুড়া করে, আল্লাহ যদি মানুষের প্রতি মন্দ আচরণ করতে তেমনি তাড়াহুড়া করতেন তাহলে তাদের কাজ করার সুযোগ কবেই খতম করে দেওয়া হতো। (এটা আমার নীতি নয়) তাই যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে না তাদেরকে তাদের বিদ্রোহে দিশেহারা হতে ছেড়ে দেই।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۚ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. মানুষের অবস্থা হলো, যখন তার উপর কোনো কঠিন সময় আসে তখন সে শোয়া, বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় (সব সময়) আমাকে ডাকে। কিন্তু আমি যখনি তার বিপদ দূর করে দিই তখন সে এমনভাবে চলে, যেন সে কখনো তার কোনো বিপদের সময় আমাকে ডাকেইনি। এভাবেই সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য তাদের কার্যকলাপ সুন্দর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا

১৩. অন্যায় আচরণের কারণে তোমাদের আগের অনেক জাতিকে[৩] আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারা

৩. মূলে 'কুরূন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবরী ভাষায় সাধারণত শব্দটির অর্থ 'এক যুগের লোক'। কিন্তু পবিত্র কুরআনে যে অর্থে বহু জায়গায় এ শব্দের ব্যবহার হয়েছে, তাতে মনে হয় এর দ্বারা নিজ নিজ যুগের উন্নত জাতিকে বোঝানো হয়েছে, এরূপ জাতির ধ্বংসের অর্থ এই নয় যে, তাদের অস্তিত্বই খতম হয়ে গেছে। এর দ্বারা যা বোঝা যায় তা হলো, তাদের উন্নত অবস্থা থেকে পতন হওয়া, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি খতম হওয়া এবং বিভিন্ন অংশে খণ্ড খণ্ড হয়ে অন্য জাতিসমূহের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া।

كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

ঈমান আনেনি। এভাবেই আমি অপরাধী জাতিকে অপরাধের বদলা দিয়ে থাকি।

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. এখন তাদের পরে পৃথিবীতে তাদের জায়গায় তোমাদের স্থান দিয়েছি, যাতে তোমরা কেমন আমল কর তা আমি দেখে নিতে পারি।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

১৫. যখন তাদেরকে আমার স্পষ্ট আয়াতগুলো শোনানো হয়, তখন যারা আমার সাথে দেখা করার আশা করে না তারা বলে, হয় এ কুরআন ছাড়া অন্য কুরআন আন, আর না হয় এর মধ্যে কিছু রদবদল কর। হে নবী! আপনি বলে দিন, এটা আমার কাজ নয় যে, আমার পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন করে নেব। আমার নিকট যা ওহী করা হয় আমি শুধু তা-ই মেনে চলি। আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে আমি এক ভয়ানক দিনের আযাবের ভয় করি।

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. (হে নবী!) আপনি বলে দিন, এটাই যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো তাহলে এ কুরআন তোমাদেরকে কখনো শোনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরও দিতেন না। এর আগে আমি তোমাদের মধ্যে বয়সের একটা সময় কাটিয়েছি। তোমাদের কি এতটুকু আকলও নেই।[৪]

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

১৭. তাছাড়া এর চেয়ে বড় যালিম আর কে হবে, যে একটি মিথ্যা কথা বানিয়ে আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় অথবা আল্লাহর সত্যিকার আয়াতকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে? নিশ্চয়ই অপরাধীরা কখনো সফল হতে পারে না।

৪. অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে অপরিচিত নই; আমি তোমাদের শহরেই জন্ম নিয়েছি। তোমাদের মধ্যেই শৈশব থেকে এ বয়স পর্যন্ত পৌঁছেছি। তোমরা আমার গোটা জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ঈমানদারির সাথে কি এ কথা বলতে পার যে, এ কুরআন আমার নিজের রচিত কিতাব হওয়া সম্ভব? আর তোমরা কি আমার থেকে এই আশা করতে পার– আমি এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলব এবং আমি কি নিজের মন থেকে কোনো কথা তৈরি করে লোকদের কাছে বলব যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার উপর নাযিল হয়েছে?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. এরা আল্লাহকে ছাড়া এমন সব (মা'বুদের) উপাসনা করছে, যারা কোনো ক্ষতি ও উপকার করতে পারে না। এরা বলে, এসব আল্লাহর নিকট আমাদের পক্ষে সুপারিশকারী। হে নবী! তাদেরকে বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয় জানাচ্ছ, যা তিনি আসমানে ও জমিনে (কোথাও আছে বলে) জানেন না?[৫] আল্লাহ পবিত্র এবং তারা যে শিরক করছে তা থেকে তিনি অনেক উপরে।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. শুরুতে সব মানুষ একই উম্মত ছিল। পরবর্তী সময়ে তারা বিভিন্ন আকীদা ও পথ বানিয়ে নেয়। হে নবী! যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হতো, তাহলে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে সে বিষয়ে অবশ্যই ফায়সালা করে দেওয়া হতো।[৬]

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এই যে তারা বলে, এ নবীর উপর তাঁর রবের পক্ষ থেকে কেন কোনো নিদর্শন পাঠানো হয়নি, তাদেরকে আপনি বলুন, গায়েবের মালিক তো আল্লাহই। আচ্ছা তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

৫. কোনো জিনিস আল্লাহ তাআলার জানা না থাকার অর্থ সে জিনিসের আদৌ কোনো অস্তিত্বই না থাকা। কারণ, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা আল্লাহর জানা আছে। সুপারিশকারী না থাকা সম্পর্কে এখানে অতি সুন্দর একটি যুক্তি পেশ করে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য জমিন ও আসমানের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহ তাআলা তো জানেন না। তোমরা আল্লাহ তাআলাকে কোন্ সুপারিশকারীদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছ?

৬. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যদি এ বিষয়ে কিয়ামতের দিন ফায়সালা করার সিদ্ধান্ত না নিতেন, তবে এখানেই এ বিষয়ের ফায়সালা করে দেওয়া হতো।

রুকূ' ৩

২১. মানুষের অবস্থা হলো, মুসীবতের পর যখন আমি তাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখনই সে আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে চালবাজি শুরু করে দেয়।[৭] (হে নবী!) আপনি বলুন, 'আল্লাহ তাঁর চালে তোমাদের চেয়ে বেশি চালু।' আমার ফেরেশতারা তোমাদের সব চালবাজি লিখে রাখছে।

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾

২২. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি জলে-স্থলে তোমাদেরকে ভ্রমণ করান। সুতরাং যখন তোমরা নৌকায় চড়ে অনুকূল বাতাসে খুশিমনে সফর করতে থাক, তখন হঠাৎ ঝড়ো হওয়া বইতে লাগলে চারদিক থেকে ঢেউ-এর ঝাপটা আসে এবং আরোহীরা ধারণা করে, তারা ঘেরাও হয়ে গেছে। ঐ সময় সবাই তাদের আনুগত্য আল্লাহর জন্য খাস করে নিয়ে দোয়া করে, যদি আমাদেরকে এ মহাবিপদ থেকে নাজাত দাও তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন তখন এরাই সত্য থেকে বিমুখ হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। দুনিয়ার কয়দিনের মজা (ভোগ করে নাও)। এরপর আমার কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো, তোমরা কী করে এসেছ।

فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

৭. অর্থাৎ, মুসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নিদর্শন। মুসীবত এসে মানুষকে এই চেতনা ও অনুভূতি দান করে যে, বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউই মুসীবত দূর করতে পারে না। কিন্তু যখন মুসীবত দূর হয়ে যায় ও ভালো সময় আসে তখন এরা বলতে আরম্ভ করে, 'এটা আমাদের উপাস্য দেবতা ও সুপারিশকারীদের দয়ার ফল'।

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ
السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ
النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتّٰى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ
عَلَيْهَا أَتٰىهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا
حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

২৪. দুনিয়ার এ জীবন (যার নেশায় মত্ত হয়ে তোমরা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে অমনোযোগী হয়ে আছ) এর উদাহরণ এ রকম, যেমন আমি যখন আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম তখন জমিনে ফল-ফসল যা মানুষ ও পশু খায়, তা খুব ঘন হয়ে গেল। তারপর ঠিক ঐ সময় যখন জমিন পুরো সাজানো অবস্থায় ও ফসল সুসজ্জিত অবস্থায় ছিল এবং এর মালিক ধারণা করেছিল যে, এখন আমরা এ থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারব; হঠাৎ রাতে বা দিনে আমার হুকুম এসে গেল এবং আমি তা এমনভাবে ধ্বংস করে দিলাম, যেন গতকাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ তাদের জন্য খুলে খুলে পেশ করি, যারা চিন্তাভাবনা করে।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا إِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ۖ وَيَهْدِيْ مَنْ
يَّشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

২৫. (তোমরা এ অস্থায়ী জীবনের ধোঁকায় পড়ে আছ) আর আল্লাহ তোমাদেরকে দারুস সালামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন।[৮] (হেদায়াত তাঁরই ইখতিয়ারে আছে) তিনি যাকে চান সরল-সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ
وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۖ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ
الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৬. যারা কল্যাণের পথ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য মঙ্গল এবং অতিরিক্ত আরও কিছু রয়েছে। কোনো কালিমা ও লাঞ্ছনা তাদের চেহারা ঢেকে দেবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

৮. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে তোমাদেরকে সেই জীবনযাপন পদ্ধতির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, যা পরকালে তোমাদেরকে 'দারুস সালাম'-এর যোগ্য বানাবে। 'দারুস সালাম' বলতে বেহেশতকে বোঝানো হয়েছে। আর এর অর্থ হচ্ছে, শান্তির জায়গা তথা সেই স্থান, যেখানে কোনো বিপদ-আপদ, কোনো ক্ষতি ও দুঃখ কষ্ট থাকবে না।

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. যারা মন্দ কাজ করেছে তাদের কাজ যে পরিমাণ মন্দ সে হিসেবেই বদলা পাবে এবং অপমান তাদের উপর চেপে বসবে। কেউ তাদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচাতে পারবে না। তাদের চেহারা এমন অন্ধকারেই ছেয়ে থাকবে, যেন রাতের কালো পর্দা তাদের উপরে পড়ে আছে। এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾

২৮-২৯. যেদিন এদের সবাইকে এক সাথে (আমার আদালতে) একত্র করব, সেদিন যারা শিরক করেছে তাদেরকে আমি বলব, 'তোমরা এবং তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়েছ সবাই থাম।' তারপর আমি তাদের মধ্যে অপরিচিতির পর্দা সরিয়ে দেবো[৯]। তারা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করত তারা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (তোমরা যদি আমাদের ইবাদত করেই থাক তাহলেও) আমরা তোমাদের ঐ ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম।

هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. তখন প্রত্যেকেই যা কিছু করেছে, এর স্বাদ গ্রহণ করবে। সবাইকে যার যার আসল মালিকের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং সকল মিথ্যা, যা তারা বানিয়েছিল তা হারিয়ে যাবে।

রুকূ' ৪

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن

৩১. (হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযক দান করে, তোমাদের শোনার ও দেখার শক্তি কার হাতে, কে প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে বের করে আনে,

৯. অর্থাৎ, মুশরিকদেরকে তাদের মা'বূদরা চিনতে পারবে যে, এরাই তারা, যারা আমার ইবাদত করত এবং মুশরিকরাও তাদের মা'বূদদেরকে চিনে নেবে যে, এরাই তারা, আমরা যাদের ইবাদত করতাম।

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

এবং কে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। তাহলে তাদেরকে বলুন, তোমরা কি (বেঠিক পথে চলা থেকে) বাঁচার চেষ্টা করবে না?

فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তাহলে তো এ আল্লাহই তোমাদের আসল রব। এরপর সত্যের পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী বাকি রইল? তোমাদেরকে কোন্ দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে?[১০]

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. (হে নবী! দেখুন) এভাবেই যারা আল্লাহর অবাধ্য, তাদের উপর আপনার রবের এ কথা সত্যে পরিণত হয়েছে যে, ওরা ঈমান আনবে না।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরীক করেছ, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে প্রথমে সৃষ্টি করেছে, তারপর আবার সৃষ্টি করবে? বলুন, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টি করা শুরু করেছেন, অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করেন। তাহলে তোমরা কোন্ উল্টো পথে পরিচালিত হচ্ছ?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا

৩৫. তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়েছ তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সত্যের পথে হেদায়াত করে? বলুন, একমাত্র আল্লাহই সত্যের পথে হেদায়াত করেন। তাহলে তোমরাই বল, যিনি সত্যের পথে হেদায়াত করেন, তিনিই মেনে চলার বেশি হকদার, না সে, যাকে পথ না দেখালে নিজেই পথ পায় না? তাহলে

১০. লক্ষ্য করা দরকার– এখানে সম্বোধন করা হয়েছে সাধারণ মানুষকে এবং তাদের প্রতি এ প্রশ্ন করা হয়নি যে, 'তোমরা কোন্ দিকে চলেছ? বরং প্রশ্ন করা হয়েছে, 'তোমরা কোন্ দিকে চালিত হচ্ছ'? এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে যে, এরূপ কোনো ধোঁকাবাজ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আছে, যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে সরিয়ে ভুলের দিকে নিয়ে যায়। এ কারণে লোকদের বলা হয়েছে, তোমরা অন্ধের ন্যায় ধোঁকাবাজ নেতাদের পেছনে কেন চলেছ? নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে তোমরা চিন্তা করছ না কেন যে, সত্য অবস্থা যখন এই, তখন শেষ পর্যন্ত তোমরা কোন্ দিকে পরিচালিত হয়ে চলেছ?

তোমাদের কী হলো? তোমরা কেমন উল্টাপাল্টা ফায়সালা করছ?

أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝

৩৬. আসলে এদের বেশির ভাগ লোকই আন্দাজ-অনুমানের পেছনেই চলছে।[১১] অথচ অনুমান সত্যের প্রয়োজন একটুও পূরণ করে না। এরা যা কিছু করছে তা আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন।

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

৩৭. এ কুরআন এমন জিনিস নয়, যা আল্লাহর ওহী ও শিক্ষা ছাড়াই রচনা করা যায়; বরং এটা হলো যা কিছু আগে এসেছে এর সত্যতার প্রমাণ এবং আল কিতাবের বিস্তারিত বিবরণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই, এটা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই এসেছে।

وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৩৮. এরা কি এ কথা বলে যে, (নবী) নিজেই এটা রচনা করে নিয়েছেন? বলুন, তোমরা এ অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে এর মতো একটা সূরা রচনা করে আন এবং এক আল্লাহ ছাড়া আর যাকে পার সাহায্য করার জন্য ডেকে আন।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

৩৯. আসল ব্যাপার হলো, যা তাদের জ্ঞানের আওতায় আসেনি এবং যার সঠিক মর্ম তাদের বুঝে আসেনি তা তারা (শুধু শুধু আন্দাজ অনুমানে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। এভাবেই তো তাদের আগের লোকেরাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এখন দেখ, ঐ যালিমদের পরিণাম কী হয়েছে।

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝

১১. অর্থাৎ, যারা বিভিন্ন ধর্মপদ্ধতি তৈরি করেছে, যারা দর্শন গড়েছে এবং যারা জীবনের জন্য আইন-কানুন রচনা করেছে তারা এসব কিছু ইলমের ভিত্তিতে করেনি; বরং নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে করেছে এবং যারা এসব ধর্মীয় ও পার্থিব নেতাদের অনুসরণ করেছে, তারাও জেনে-বুঝে তা করেনি; বরং এই ধারণার ভিত্তিতে তাদের আনুগত্য করেছে যে– যখন এত বড় বড় লোক এই কথা বলছেন, আমাদের বাপ-দাদারাও যখন বরাবর তাদের মান্য করে এসেছেন এবং দুনিয়াভর লোক যখন তাদের অনুসরণ করছে, তখন অবশ্যই তারা সঠিক কথা বলছেন।

৪০. তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনবে, আর কিছু লোক ঈমান আনবে না। আপনার রব ঐ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের খুব ভালো করেই জানেন।

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ۝٤٠

রুকূ' ৫

৪১. (হে নবী!) এরা যদি আপনাকে মানতে অস্বীকার করে তাহলে বলে দিন, আমার আমল আমার জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি এর জিম্মাদারী থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা কিছু করছ এর দায়িত্ব থেকে আমিও মুক্ত।[১২]

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝٤١

৪২. তাদের মধ্যে অনেকেই আপনার কথা শুনে। তারা না বুঝলেও আপনি কি বধিরদেরকে শোনাবেন?[১৩]

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَعْقِلُونَ ۝٤٢

৪৩. তাদের মধ্যে অনেকেই আপনাকে দেখে। তারা দেখতে না চাইলেও আপনি কি অন্ধদেরকে পথ দেখাবেন?

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ ۝٤٣

৪৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর যুলুম করেন না; মানুষ নিজেরাই কিন্তু নিজেদের উপর যুলুম করে।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝٤٤

৪৫. (আজ এরা দুনিয়ার জীবন নিয়ে মেতে আছে) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন (এই দুনিয়ার জীবনই তাদের নিকট এমন মনে হবে) যেন একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য তারা কিছুক্ষণ এখানে থেমেছিল। (তখন এ কথা প্রমাণিত

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ

১২. অর্থাৎ, অনর্থক ঝগড়া ও কুতর্ক করার দরকার নেই। যদি আমি মিথ্যা রচনা ও ঝুট গড়ে থাকি, তবে আমি নিজেই আমার কাজের জন্য দায়ী হব, তোমাদের উপর এর কোনো দায়িত্ব নেই। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে অস্বীকার কর, তবে তার দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তার দ্বারা তোমরা তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি করবে।

১৩. এক প্রকার 'শোনা' তো সেই রকম, যেমন পশুরাও শব্দ শুনে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার 'শোনা' হচ্ছে– অর্থ ও মর্মের দিকে মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং সে শোনার সঙ্গে এই উদ্যোগ-আগ্রহও থাকে যে, কথা যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, তবে তা মান্য করা হবে।

اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

হয়ে যাবে যে) যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিত, তারা আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আর তারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না।

وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৪৬. যে মন্দ পরিণতি সম্পর্কে আমি তাদের ভয় দেখাচ্ছি এর কিছু অংশ আপনি জীবিত থাকাকালেই আমি দেখিয়ে দেবো, অথবা এর আগেই আপনাকে উঠিয়ে নেব। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমার দিকেই আসতে হবে। আর এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ এর সাক্ষী রয়েছেন।

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

৪৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল আছেন।[১৪] এরপর যখন কোনো উম্মতের নিকট এর রাসূল আসেন, তখন পুরো ইনসাফের সাথে এর ফায়সালা চুকিয়ে দেওয়া হয় এবং এর উপর বিন্দুমাত্রও কোনো যুলুম করা হয় না।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৪৮. তারা বলে, যদি তোমাদের এ ধমক সত্য হয়ে থাকে তাহলে তা কবে পুরা হবে?

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৪৯. আপনি বলুন, আমার নিজের উপকার ও অপকারের কিছুই আমার ইখতিয়ারে নেই। সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে। যখন এ মেয়াদ পুরা হয়ে যায় তখন এক মুহূর্তও তা এগিয়ে আসে না এবং পিছিয়েও যায় না।

১৪. 'উম্মত' শব্দটি এখানে কেবল 'জাতি' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং একজন রাসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত যে যে লোকের কাছে পৌঁছায় তারা সকলেই তাঁর উম্মত। এর জন্য তাদের মধ্যে রাসূলের জীবিত বা বিদ্যমান থাকাও জরুরি নয়; বরং রাসূলের পর যতদিন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা বর্তমান থাকে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য রাসূল যে জিনিসের শিক্ষা দিতেন তা সত্যিকারভাবে জানা সম্ভবপর হয় ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সকল মানুষ তাঁর উম্মতরূপে গণ্য হবে এবং তাদের উপর সেই হুকুম জারি হবে, যা পরে বর্ণিত হয়েছে। এ হিসেবে মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ হচ্ছে তাঁর উম্মত এবং ততদিন পর্যন্ত সব মানুষ তাঁর উম্মত বলে গণ্য হবে, যতদিন কুরআন খাঁটি এবং অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। এই কারণে এ আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, 'প্রত্যেক কাওমের মধ্যে একজন রাসূল আছেন'; বরং বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল আছেন'।

৫০. তাদেরকে বলুন, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, যদি আল্লাহর আযাব হঠাৎ রাতে বা দিনে এসে পড়ে (তাহলে তোমরা কী করতে পার?) এটা এমন কী জিনিস, যার জন্য অপরাধীরা তাড়াহুড়া করছে?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. যখন তা তোমাদের উপর এসে পড়বে তখন কি তোমরা তার উপর ঈমান আনবে? (এখন তোমরা তা থেকে বাঁচতে চাচ্ছ) অথচ তোমরা নিজেরাই তা শিগ্‌গির আসার দাবি জানাচ্ছিলে।

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

৫২. তারপর যালিমদেরকে বলা হবে, এখন চিরকাল আযাবের মজা ভোগ কর। যা কিছু তোমরা কামাই করেছ, এর প্রতিফল ছাড়া তোমাদেরকে আর কী বদলা দেওয়া যেতে পারে?

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা জিজ্ঞেস করে, তোমরা যা বলছ তা কি বাস্তবিকই সত্যি? বলুন, আমার রবের শপথ, এটা বিলকুল সত্য। তোমাদের এ ক্ষমতা নেই যে, তাকে আসতে বাধা দিতে পার।

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

রুকূ' ৬

৫৪. যুলুম করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট যদি সারা দুনিয়ার ধনদৌলতও থাকে, ঐ আযাব থেকে বাঁচার জন্য তারা তা 'ফিইদ্‌য়া' হিসেবে দিতে চাইবে। এরা যখন ঐ আযাব দেখতে পাবে তখন মনে মনেই আফসোস করবে। তাদের মধ্যে পুরো ইনসাফের সাথে ফায়সালা করা হবে এবং তাদের উপর কোনো যুলুম করা হবে না।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

৫৫. জেনে রাখ, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। শুনে রাখ, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন ও মউত দেন। তাঁর দিকেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৫৭. হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটা ঐ জিনিস, যা অন্তরের সব রোগ সারায় এবং মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

৫৮. হে নবী! আপনি বলে দিন, এটা আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি তা পাঠিয়েছেন। এর জন্য তো লোকদের খুশি হওয়া উচিত। এটা ঐ সব জিনিস থেকে ভালো, যা লোকেরা জমা করে থাকে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝

৫৯. হে নবী! তাদেরকে বলুন, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযক[১৫] নাযিল করেছেন, এর মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনোটাকে হারাম ও কোনোটাকে হালাল সাব্যস্ত করে নিয়েছ।[১৬] তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ?[১৭]

১৫. উর্দু ভাষায় 'রিযক' বলতে শুধু খাদ্য ও পানীয় বোঝায়। কিন্তু আরবী ভাষায় 'রিযক'-এর অর্থ শুধু খাদ্যবস্তুর মধ্যে সীমিত নয়; বরং দান, অনুগ্রহ ও ভাগ্য অর্থেও 'রিযক' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় যা কিছু দিয়েছেন তা সবই মানুষের রিযক। ইলম ও গুণাবলিও রিযক।

১৬. অর্থাৎ, নিজেরাই নিজেদের জন্য আইন ও শরীআত রচনা করে নেওয়ার অধিকারী বনে বসেছে। কিন্তু যিনি রিযক (জীবিকা) দান করেন তাঁরই এ হক বা অধিকার যে, তিনি সেই জীবিকার বৈধ ও অবৈধ ব্যবহারবিধি সম্পর্কে সীমা ও নীতি ঠিক করে দেবেন।

১৭. মিথ্যা গড়া বা মিথ্যা আরোপ তিন প্রকারের হতে পারে– প্রথমত এ কথা বলা যে, আল্লাহ তাআলা এ অধিকার মানুষকে সোপর্দ করেছেন। দ্বিতীয়ত এ কথা বলা যে, আমাদের জন্য আইন বা শরীআত নির্দিষ্ট করা আল্লাহর কাজ নয়। তৃতীয়ত, হালাল ও হারামের হুকুম আল্লাহ তাআলার প্রতি আরোপ করেও সনদ হিসেবে আল্লাহ তাআলার কোনো কিতাব পেশ করতে না পারা।

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

৬০. যারা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করছে তাদের কি ধারণা আছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে? আল্লাহ তো মানুষের প্রতি মেহেরবান, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই শোকর করে না।

রুকূ' ৭

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ
وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا إِذْ
تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۗ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ
ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِنْ
ذٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬১. (হে নবী!) আপনি যে হালেই থাকুন এবং কুরআন থেকে যা কিছু শোনান, আর হে মানুষ! তোমরাও যা কিছু কর এসব অবস্থায়ই আমি তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখি। আসমান ও জমিনে অণু পরিমাণ এবং এর চেয়েও ছোট ও বড় এমন কোনো জিনিস নেই, যা আপনার রবের নিকট গোপন আছে এবং যা সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

৬২-৬৩. জেনে রাখ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর ওলী, যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়ার পথে চলেছে, তাদের কোনো ভয় ও দুঃখের কারণ নেই।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۗ
لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ۝

৬৪. দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনেই তাদের জন্য সুসংবাদ আর সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথা বদলায় না। এটাই বড় সাফল্য।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ
جَمِيْعًا ۗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৬৫. (হে নবী!) আপনার সম্পর্কে এরা যা কিছু বলে থাকে তা যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। ইজ্জত সবটুকুই আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

أَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ
وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
شُرَكَآءَ ۗ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

৬৬. সাবধান হও, যারা আসমানে রয়েছে ও যারা জমিনে আছে সবাই আল্লাহর মালিকানায় রয়েছে। যারা আল্লাহ ছাড়া কতক মনগড়া শরীককে ডাকে, তারা নিছক আন্দাজ-অনুমানের অনুসারী। তারা শুধু কল্পনা-বিলাসেই মগ্ন।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত তৈরি করেছেন, যাতে তোমরা আরাম উপভোগ করতে পার এবং তিনি দিনকে আলোকময় বানিয়েছেন। এতে ঐসব লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা (খোলা কানে নবীর দাওয়াত) শুনে।

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. লোকেরা বলে, আল্লাহ কাউকে ছেলে বানিয়ে নিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে এ সবকিছুরই তিনি মালিক। তোমাদের কাছে এ কথার কী দলীল আছে? তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যা তোমাদের জানা নেই?

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. বলে দিন, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনো সফল হতে পারে না।

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মজা ভোগ করে নিক। এরপর আমারই কাছে তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন তাদের কুফরীর বদলায় তাদেরকে কঠোর আযাবের মজা ভোগ করাবো।

রুকূ' ৮

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ

৭১. তাদেরকে নূহের কাহিনী শুনিয়ে দিন। ঐ সময়কার কথা, যখন তিনি তার কাওমকে বলেছিলেন, হে আমার দেশবাসী! যদি তোমাদের মধ্যে আমার থাকা ও আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদেরকে সচেতন করা তোমাদের নিকট অসহ্য হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে (জেনে রাখ) একমাত্র আল্লাহরই উপর আমি ভরসা করি। তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে সাথে নিয়ে একসাথে ফায়সালা করে নাও এবং তোমরা

أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوٓا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

যে পরিকল্পনাই করেছ তা ভালো করে ভেবে দেখ, যাতে কোনো দিক দিয়ে তা তোমাদের নিকট অস্পষ্ট না থাকে। এরপর তোমরা তা আমার বিরুদ্ধে কাজে পরিণত কর এবং আমাকে মোটেই কোনো অবকাশ দিও না।

فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

৭২. তোমরা আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (এতে আমার কী ক্ষতি হয়েছে?) আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো মজুরি চাইনি। আমার মজুরি তো আল্লাহর কাছেই আছে। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, (কেউ আমাকে মানুক, আর না-ই মানুক) আমি নিজে যেন মুসলিম হয়ে থাকি।

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. তারা তাঁকে মানতে অস্বীকার করল। এর ফলে আমি তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং তাদেরকেই উত্তরাধিকারী বানালাম। আর যারা আমার আয়াতকে মানতে অস্বীকার করেছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। এখন দেখ, যাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল (তবু যারা মেনে নিল না) তাদের কী দশা হয়েছে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. অতঃপর নূহের পরে আমি বিভিন্ন রাসূল তাদের কাওমের নিকট পাঠালাম। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এলেন। কিন্তু আগে তারা যা মানতে অস্বীকার করেছে তা আবারো মেনে নিল না। এভাবেই আমি সীমা লঙ্ঘনকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بِـَٔايَٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. এরপর আমি মূসা ও হারূনকে আমার আয়াতসমূহসহ ফিরাউন ও তার সর্দারদের নিকট পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করল এবং তারা অপরাধী লোক ছিল।

৭৬. তারপর যখন আমার কাছ থেকে তাদের নিকট সত্য এল, তখন তারা বলল যে এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٦﴾

৭৭. মূসা বললেন, যখন সত্য এসে গেছে তখন তোমরা এমন কথা বলছ? এটা কি জাদু? অথচ জাদুকররা সফল হতে পারে না।[১৮]

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৮. এর জবাবে তারা বলল, তুমি কি এ জন্য এসেছ যে, আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথে চলতে দেখেছি তা থেকে আমাদেরকে ফিরাবে এবং যাতে দুনিয়ায় তোমাদের দুজনের বড়ত্ব কায়েম হয়ে যায়? তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নেব না।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৯. ফিরাউন (নিজের লোকদেরকে) বলল, সব যোগ্য জাদুকরকে আমার নিকট হাজির কর।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾

৮০. যখন জাদুকররা এল তখন মূসা তাদেরকে বললেন, 'তোমরা যা কিছু ফেলার তা ফেল।'

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. যখন তারা তাদের জাদু ফেলল তখন মূসা বললেন, যা কিছু তোমরা ফেলেছ তা (নিছক) জাদু। আল্লাহ এখনি তা বাতিল করে দেবেন। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ শোধরাতে দেন না।

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২. আল্লাহ তাঁর ফরমান দ্বারা সত্যকে সত্য প্রমাণ করে দেখান, অপরাধীদের নিকট তা যতই অপছন্দনীয় হোক।

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

১৮. অর্থাৎ, জাদু ও মু'জিযার মধ্যে যে মিল দেখা যায়, তার ভিত্তিতে তোমরা বিনা সংকোচে এটাকে জাদু বলছ। কিন্তু তোমরা এটা দেখলে না যে, জাদুকর কেমন চরিত্রের লোক হয় এবং তারা কী উদ্দেশ্যে জাদুর খেলা দেখায়। কোনো জাদুকর কি বিনা স্বার্থে ও বিনা দ্বিধায় এক মহাশক্তিশালী বাদশাহর দরবারে এসে তাকে গুমরাহ বলে এবং তাকে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার দাওয়াত দেয়?

রুকূ' ৯

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৮৩. তারপর দেখুন, ফিরাউনের ভয়ে এবং স্বয়ং নিজের কাওমের নেতাদের ভয়ে কতক তরুণ ছাড়া[১৯] মূসাকে তাঁর কাওমের কেউ মেনে নিল না। (তাদের ভয় ছিল) ফিরাউন তাদেরকে আযাব দেবে। আর ঘটনা এটাই যে, ফিরাউন দুনিয়ায় উচ্চক্ষমতাশালী ছিল এবং সে এমন লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল, যারা কোনো সীমা মেনে চলে না।[২০]

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝

৮৪. মূসা তাঁর কাওমকে বললেন, তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক তাহলে তোমরা মুসলিম হলে তাঁরই উপর ভরসা রাখ।

فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৮৫-৮৬. তারা জবাবে বলল[২১], আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করে আছি। হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিমদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিও না এবং আপন রহমতে আমাদেরকে কাফিরদের থেকে নাজাত দাও।

১৯. মূল পাঠে 'যুররিইয়্যাত' ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ বংশধর, সন্তান-সন্ততি। আমি এর অনুবাদ করেছি 'নবযুবক'। প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষ শব্দটির ব্যবহার দ্বারা পবিত্র কুরআন যা বলতে চেয়েছে তা হচ্ছে, এই বিপৎসঙ্কুল সময়ে সত্যকে সঙ্গ দেওয়া ও পতাকাবাহীদেরকে নিজেদের নেতা বলে স্বীকার করে নেওয়ার মতো সাহস কতিপয় বালক-বালিকা তো প্রদর্শন করেছিল; কিন্তু তাদের মা-বাবা ও জাতির বয়স্ক লোকদের এ সৌভাগ্য লাভের সুযোগ ঘটেনি। সুবিধাবাদ, স্বার্থপূজা ও নিরাপদ-নির্ঝঞ্ঝাট থাকার বাসনা তাদেরকে এত বেশি প্রভাবিত করে রেখেছিল যে, সত্যের পথ বিপৎসঙ্কুল হওয়ায় সত্যকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য তো তারা প্রস্তুত ছিলই না; বরং তারা তরুণদেরকে বাধা দিতে থাকে যে, তোমরা মূসার ধারে-কাছেও যেও না। যদি যাও, তাহলে তোমরা নিজেরা তো ফিরাউনের গযবে পড়বে আর সেই সঙ্গে আমাদেরকেও বিপদে ফেলবে।

২০. অর্থাৎ, নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যেকোনো মন্দ থেকে মন্দ পন্থা অবলম্বন করতেও দ্বিধা করত না; কোনো অত্যাচার, কোনো অসততা, কোনো পাশবিকতা ও বর্বরতা সংঘটন করতে বিবেকে কোনো বাধা অনুভব করত না; নিজেদের কামনা-লালসার পেছনে যেকোনো সীমা পর্যন্ত যেতে পিছপা হতো না। এমন কোনো সীমাই ছিল না, যে পর্যন্ত গিয়ে তারা ক্ষান্ত হতে পারে।

২১. মূসা (আ)-কে সঙ্গ দেওয়ার জন্য যে তরুণদল প্রস্তুত হয়েছিল, এ উত্তর ছিল তাদের। এখানে 'কা-লূ' (তারা জবাব দিলো)-এর সর্বনাম দ্বারা মূসা (আ)-এর জাতিকে বোঝানো হয়নি; বরং ঐ তরুণদলকেই বোঝানো হয়েছে। বাক্যের পরম্পরা থেকেই এটা বোঝা যায়।

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. আমি মূসা ও তাঁর ভাইয়ের নিকট ওহী পাঠালাম, মিসরে কয়েকটি বাড়ি নিজের কাওমের জন্য তৈরি করে নাও, ঐ বাড়িগুলোকে কিবলা বানিয়ে নাও, নামায কায়েম কর[২২] এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

৮৮. মূসা দোয়া করলেন, হে আমাদের রব! তুমি ফিরাউন ও তার সর্দারদেরকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দিয়ে ধন্য করে রেখেছ। হে আমাদের রব! (এমনটা কি) এ জন্য করেছ, যাতে তারা জনগণকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে দেয়? হে আমাদের রব! তুমি তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করে দাও এবং তাদের দিলে মোহর মেরে দাও, যাতে কষ্টদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে।[২৩]

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

৮৯. আল্লাহ তাআলা জবাবে বললেন, তোমাদের দুজনের দোয়াই কবুল করা হলো, তোমরা মযবুত হয়ে থাক এবং যাদের ইলম নেই তাদের তরীকা কখনো মেনে চলবে না।

২২. সরকারের যুলুম ও বনী ইসরাঈলের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মিসরে ইসরাঈলি ও মিসরীয় মুসলমানদের মধ্যে নামাযে জামাআতের নিয়ম খতম হয়ে গিয়েছিল। তাদের ঐক্য-শৃঙ্খলা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ও তাদের ধর্মীয় চেতনা মরণাপন্ন হওয়ার এটা ছিল একটা খুব বড় কারণ। এ জন্য হযরত মূসা (আ)-কে পুনরায় জামাআতবদ্ধ নামাযের ব্যবস্থা চালু করতে হুকুম করা হয়েছিল। তাঁকে এ উদ্দেশ্যে মিসরে কয়েকটি বাড়ি তৈরি বা নির্দিষ্ট করে সেখানে জামাআতে নামায আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়। এ ঘরগুলোকে কিবলা করার অর্থ হচ্ছে, ঘরগুলোকে গোটা জাতির জন্য কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা এবং এরপরই 'নামায কায়েম কর' বলার অর্থ হচ্ছে, আলাদাভাবে নিজ নিজ জায়গায় নামায আদায় করার বদলে লোকেরা যেন নির্দিষ্ট স্থানসমূহে জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায পড়ে।

২৩. হযরত মূসা (আ) মিসরে অবস্থানকালের একেবারে শেষদিকে এই দোয়া করেছিলেন। একের পর এক আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহ (মু'জিযা) দেখে নেওয়ার, দীনের সত্যতা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার এবং খুব সাবধান করে দেওয়ার পরও ফিরাউন ও তার সাথীরা যখন খুবই হঠকারিতার সঙ্গে সত্যের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল তখন মূসা (আ) এই দোয়া করেছিলেন। এরূপ অবস্থায় নবীর বদ্দোয়া বা অভিশাপ কুফরীর উপর জেদকারী কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ফায়সালার কারণেই হয়েছিল। অর্থাৎ, এরপর আর তাদেরকে ঈমান আনার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. আমি বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী যুলুম ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে পেছনে চলল। শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবতে লাগল তখন বলে উঠল, বনী ইসরাইল যার উপর ঈমান এনেছে আমিও তারই উপর ঈমান আনলাম, যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে শামিল হলাম।

آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٩١﴾

৯১. (জবাব দেওয়া হলো) এখন ঈমান আনা হলো! অথচ এর আগ পর্যন্ত তুই নাফরমানিই করছিলি এবং ফাসাদকারীদের মধ্যে (গণ্য) ছিলি।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. এখন তো আমি শুধু তোর লাশকেই বাঁচিয়ে রাখবো, যাতে তোর পরবর্তী বংশধরদের জন্য উপদেশের নমুনা হয়ে থাকিস। অবশ্য বেশির ভাগ মানুষই আমার নিদর্শন সম্পর্কে অবহেলা করে থাকে।

রুকূ' ১০

وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আমি বনী ইসরাইলকে খুবই ভালো ঠিকানা দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে পবিত্র রিযক দান করেছিলাম। এরপর তারা এমন সময় একে অপরের সাথে মতবিরোধ করল, যখন তাদের কাছে ইলম পৌছল। নিশ্চয়ই আপনার রব, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন।

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ

৯৪-৯৫. (হে নবী!) আমি আপনার উপর যা কিছু নাযিল করেছি এর মধ্যে যদি কোনো সন্দেহ হয়, তাহলে আপনার আগে যারা কিতাব পড়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

আপনার কাছে আপনার রবের কাছ থেকে আসল সত্যই এসেছে। তাই আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হবেন না। আর আপনি তাদের মধ্যেও শামিল হবেন না, যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। নতুবা আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে (গণ্য) হবেন।[২৪]

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ ﴿٩٧﴾

৯৬-৯৭. আসলে যাদের সম্পর্কে আপনার রবের কথা সত্যে পরিণত হয়েছে,[২৫] তাদের সামনে যে কোনো নিদর্শনই আসুক না কেন, কষ্টদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত কখনো তারা ঈমান আনবে না।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيْمَانُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۚ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ إِلٰى حِيْنٍ ﴿٩٨﴾

৯৮. ইউনুসের কাওম ছাড়া (আর কি কোনো নযীর আছে যে) এক বস্তি আযাব দেখে ঈমান আনল এবং তাদের ঈমান তাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হলো? ঐ কাওম যখন ঈমান আনল তখন অবশ্য আমি তাদের উপর থেকে দুনিয়ার জীবনের অপমানজনক আযাব দূর করে দিলাম[২৬] এবং একটি মেয়াদ পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ করে দিলাম।

২৪. মনে হয় এ সম্বোধন নবী করীম (স)-এর প্রতি করা হয়েছে; কিন্তু আসলে যারা তাঁর দাওয়াতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছিল, তাদেরকে শোনানোই ছিল উদ্দেশ্য। আহলে কিতাবদের কথা এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবের জনসাধারণ আসমানি কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানত না। তাদের জন্য এ ডাক একটি নতুন দাওয়াত ছিল। কিন্তু আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা নেক ও সৎ ছিল তারা এ বিষয়ের সত্যতার সমর্থন জানাতে পারত যে, কুরআন যে জিনিসের দিকে ডাকছে তা ঠিক ঐ জিনিসই– যার দাওয়াত আগে থেকেই আল্লাহর রাসূলগণ দিয়ে এসেছেন।

২৫. অর্থাৎ, যারা নিজেরা সত্য তালাশ করে না, যারা নিজেদের দিলে জেদ, কুসংস্কার, পক্ষপাতিত্ব ও হঠকারিতার তালা লাগিয়ে রেখেছে, যারা দুনিয়ার প্রেমে পাগল ও শেষ ফলের চেতনা রাখে না তাদের ঈমান আনার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে না।

২৬. মুফাস্সিরীনে কেরাম এর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহর আযাব আসার খবর জানার পর আল্লাহ তাআলার বিনা অনুমতিতে নিজের এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং আযাবের আলামত দেখার পর তাঁর কাওম তাওবা ও ইসতিগফার (অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা) করল, সেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং আযাব নাযিল করলেন না।

৯৯. আপনার রবের যদি এ রকম ইচ্ছাই থাকত যে, (দুনিয়ার সবাই মুমিন হয়ে যাক) তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সবাই ঈমান আনত। আপনি মানুষকে কি বাধ্য করবেন, যাতে তারা মুমিন হয়ে যায়?

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

১০০. কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনতে পারে না। আর এটাই আল্লাহর নীতি, যারা বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগায় না তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. তাদের বলুন, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা চোখ খুলে দেখ। আর যে কাওম ঈমান আনতে চায় না তাদের জন্য নিদর্শন ও সাবধানবাণী কী-ই বা উপকার দিতে পারে?

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

১০২. এখন এসব লোক এছাড়া আর কিসের অপেক্ষায় আছে যে, তারাও ঐ মন্দ দিনই দেখবে, যা তাদের আগের লোকেরা দেখেছে। তাদেরকে বলুন, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾

১০৩. অতঃপর (যখন এমন সময় আসে তখন) আমার রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদেরকে বাঁচিয়ে দেই। এটাই আমার নিয়ম। মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে দেওয়া আমার উপর তাদের হক।

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

রুকূ' ১১

১০৪. হে নবী! বলে দিন, তোমরা যদি এখনো আমার দীন সম্পর্কে কোনো সন্দেহে থেকে থাক তাহলে শুনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে ছাড়া যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না; বরং আমি একমাত্র ঐ আল্লাহরই দাসত্ব করি, যিনি তোমাদেরকে মউত দেন। আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, যেন আমি মুমিনদের মধ্যে শামিল থাকি।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾

১০৫. আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একমুখী হয়ে নিজেকে ঠিক ঠিক এই দীনের উপর কায়েম রাখ[২৭] এবং কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না।

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

১০৬. আর আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার কোনো উপকারও করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি তা কর তাহলে অবশ্যই তুমি যালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ۝

১০৭. যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে তা দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোনো মঙ্গল চান তাহলে তাঁর দয়াকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্যও কারো নেই। তিনি তার বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান দয়া দ্বারা ধন্য করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

১০৮. (হে নবী!) বলে দিন, হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। এখন যে সঠিক পথে চলবে তার সত্য পথে চলা তারই জন্য উপকারী হবে। আর যে পথহারা থাকবে তার পথভ্রষ্টতা তার জন্যই ক্ষতিকর হবে। আমি তোমাদের উপর কোনো ক্ষমতা রাখি না।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ۝

১০৯. (হে নবী!) আপনার উপর যা ওহী করা হয় আপনি তা-ই মেনে চলুন এবং আল্লাহ ফায়সালা করে দেওয়া পর্যন্ত আপনি সবর করুন। আর তিনি সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

২৭. মূল শব্দগুলো হচ্ছে– 'আকিম', 'ওয়াজ্হাকা', 'লিদ্দীন' ও 'হানীফা'। 'আকিম' এবং 'ওয়াজ্হাকা'-এর অর্থ হচ্ছে নিজের চেহারা একমুখী কর। এর মর্ম হচ্ছে, তোমার গতিমুখ যেন একই দিকে থাকে এবং টল-টলায়মান ও দোদুল্যমান না হয়; কখনো সামনে কখনো ডানে বা কখনো বাঁয়ে যেন না ফিরে। ঠিক নাকের সোজায় সেই দিকে দেখেই চল, যেদিক তোমাকে দেখানো হয়েছে। এ বাঁধন তো নিজ স্থানে ছিল একান্ত আঁটসাঁট। কিন্তু তবুও এই পর্যন্ত ক্ষান্তি দেওয়া হয়নি। এর উপর আরো একটি বাঁধন দেওয়া হয়েছে। 'হানীফ' তাকে বলে, যে সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু একমুখীই হয়ে থাকে।

১১. সূরা হূদ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

এ সূরায় হূদ (আ)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। এর ভিত্তিতেই এ নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু এর আলোচ্য বিষয় হূদ (আ)-এর কাহিনী নয়।

নাযিলের সময়

সূরার আলোচ্য বিষয়ের দিকে খেয়াল করলে বোঝা যায়, সূরা ইউনুস নাযিলের সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। সম্ভবত সূরা ইউনুসের পরপরই এটি নাযিল হয়ে থাকবে। উভয় সূরার মূল বক্তব্য একই। তবে বিরোধীদেরকে সাবধান করার ভাষা এ সূরায় বেশি কড়া।

হযরত আবূ বকর (রা) একসময় রাসূল (স)-কে বললেন, 'আমি দেখছি, আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।' জবাবে তিনি বললেন, 'সূরা হূদ ও এরই মতো কতক সূরা আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।'

কুরাইশ বংশের কাফিররা সব রকমের শক্তি দিয়ে রাসূল (স)-এর সত্যের দাওয়াতকে বন্ধ করার চেষ্টা করছিল আর আল্লাহর পক্ষ থেকে বারবার তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছিল। এতে এমন কঠিন পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল, রাসূল (স)-এর দরদি মনে পেরেশানি বোধ হতে লাগল। আগের নবীদের যেসব কাহিনী বিভিন্ন সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, বারবার সতর্ক করার পরও যখন কাওম সাবধান হয়নি তখন আল্লাহ তাদের উপর গযব নাযিল করে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

রাসূল (স) কুরাইশনেতাদের হঠকারিতায় আশঙ্কা বোধ করছিলেন যে, এত সাবধান করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শুধরানোর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না– না জানি কখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর গযব নাযিলের সিদ্ধান্ত করে ফেলেন। এ চিন্তায় রাসূল (স) চরম অস্থিরতা বোধ করছিলেন বলেই হযরত আবূ বকর (রা) ঐ মন্তব্য করেছিলেন। গযব নাযিল হলে বিরোধীরা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে তাঁর খুশি হওয়ারই কথা; কিন্তু তিনি চাননি, তাঁর কাওম ধ্বংস হয়ে যাক। তাই তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি অস্থির হলেন।

আলোচ্য বিষয়

সূরা ইউনুসের মতোই এ সূরারও আলোচ্য বিষয় হলো দাওয়াত, উপদেশ ও সতর্কবাণী। তবে আগের সূরার তুলনায় এ সূরায় দাওয়াতের অংশ কম, উপদেশের মধ্যে যুক্তির পরিমাণ কম ও ওয়াযের পরিমাণ বেশি এবং সাবধানবাণী অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বিস্তৃত।

১. এ সূরায় দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এভাবে–
 রাসূলের কথা মেনে নাও; শিরক থেকে দূরে থাক; একমাত্র আল্লাহর বান্দাহ হয়ে যাও; আর আখিরাতে জবাবদিহির ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবন গড়ে তোল।

২. এ সূরায় উপদেশ দেওয়া হয়েছে এভাবে–
দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক আকর্ষণের খপ্পরে পড়ে যেসব জাতি অতীতে নবীর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করেছে তারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গযবে ধ্বংসই হয়েছে। তোমরা কি ঐ ধ্বংসের পথটিই পছন্দ করছ?

৩. এ সূরায় সতর্ক করা হয়েছে এভাবে–
আযাব আসতে দেরি হচ্ছে দেখে কি তোমরা মনে করছ যে, আযাব আসবেই না? তোমাদেরকে গুমরাহী থেকে ফিরে আসার জন্য যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তা থেকে যদি ফায়দা নিতে না চাও তাহলে এমন আযাব আসবে, যা থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই থাকবে না।

উপরে বর্ণিত সাবধানবাণী মক্কাবাসীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে না বলে নূহের কাওম, আদ ও সামূদ জাতি, লূতের কাওম, মাদইয়ানবাসী ও ফিরাউনের ঘটনাবলির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। ঐ সব কাহিনীর মাধ্যমে স্পষ্ট করে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো–

আল্লাহ তাআলার এটাই নীতি যে, যখন তিনি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন কারো পক্ষ বা বিপক্ষের বিবেচনা করেন না। তাঁর নীতির ভিত্তিতেই তিনি ফায়সালা করেন। কাউকে তিনি সামান্যতম ছাড়ও দেন না। যে সঠিক পথে চলে, একমাত্র তার প্রতিই দয়া করেন। যারা বিপথে চলে তারা নবীর স্ত্রী ও সন্তান হলেও তিনি তাদের সাথে খাতির করেন না। আল্লাহর ইনসাফের তরবারি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

ঈমান ও কুফরীর চূড়ান্ত ফায়সালার সময় ঈমানদাররাও যেন পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে যায়। আল্লাহর ইনসাফের তরবারির মতো মুমিনরা যেন একমাত্র সত্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক ছাড়া অন্য সব সম্পর্ক ত্যাগ করে। এ সূরা নাযিলের কয়েক বছর পর বদর ও উহুদ যুদ্ধের ময়দানে মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলিমগণ এ মহান শিক্ষারই প্রমাণ দিয়েছেন।

سُوْرَةُ هُوْدٍ مَّكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٢٣ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الٓرٰ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۝١

১. আলিফ-লা-ম-রা। এটা আল্লাহর কিতাব[১] যার আয়াতগুলো মযবুত ও বিস্তারিতভাবে এমন এক সত্তার নিকট থেকে এসেছে, যিনি মহাকুশলী ও মহাজ্ঞানী।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۝٢

২. (এর হুকুম হলো) আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝٣

৩. আর তোমরা তোমাদের রবের নিকট মাফ চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এস। তাহলে এক বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে ভালো জীবিকা দান করবেন[২] এবং তাঁর মেহেরবানী পাওয়ার যোগ্য প্রত্যেককে তিনি অনুগ্রহ দান করবেন।[৩] কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের আযাবের ভয় করছি।

১. বর্ণনাভঙ্গির দিকে লক্ষ রেখে এখানে 'কিতাব' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে 'ফরমান' বা 'আদেশ'। আরবী ভাষায় এ শব্দ দ্বারা শুধু বই ও লেখা বোঝায় না, 'রাজকীয় হুকুম ও আদেশ' অর্থেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায় শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ, পৃথিবীতে তোমার থাকার জন্য যে সময় ঠিক করা আছে সে সময়ের জন্য তিনি তোমাকে খারাপভাবে নয়, ভালোভাবেই রাখবেন; তোমার উপর তাঁর মেহেরবানী হতেই থাকবে। তাঁর বরকত ও কল্যাণ তুমি পেতে থাকবে; জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও চিন্তামুক্ত অবস্থা ভোগ করবে; অপমান ও লাঞ্ছনার সঙ্গে নয়, সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকবে।

৩. অর্থাৎ, যে কেউ চরিত্র, ব্যবহার ও কাজে যতটা এগিয়ে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাকে ততটা উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। যে কেউ তার চরিত্র ও ব্যবহার দ্বারা যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ত বলে নিজেকে প্রমাণ করবে তাকে অবশ্যই সে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হবে।

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪. তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে আসতে হবে এবং তিনি সব কিছু করারই ক্ষমতা রাখেন।

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৫. দেখ, এসব লোক তাদের বুক ঘুরিয়ে নেয়, যাতে তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে যায়।[৪] সাবধান! যখন এরা কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে রাখে (তখনো) তারা যা গোপন রাখে তা যেমন আল্লাহ জানেন, যা তারা প্রকাশ করে তাও তিনি জানেন। তিনি তো তাদের অন্তরের গোপন কথাও জানেন।

পারা ১২

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

৬. দুনিয়ায় এমন কোনো জীব নেই, যার রিযকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, সে কোথায় থাকে এবং কোথায় তাকে রাখা হয়। সব কিছু এক স্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

৭. আর তিনিই ঐ সত্তা, যিনি ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। অথচ এর আগে তাঁর আরশ পানির উপর ছিল।[৫] যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলের দিক দিয়ে বেশি ভালো।[৬] হে নবী! এখন যদি আপনি বলেন যে, মরার পর তোমাদেরকে আবার উঠানো হবে, তখন কাফিররা সাথে সাথেই বলে উঠে, এটা তো প্রকাশ্য জাদু।[৭]

৪. মক্কার কাফিরদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তারা রাসূলে কারীম (স)-কে দেখে তাঁর দিক থেকে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে নিত– যেন তাঁর সঙ্গে তারা সামনা-সামনি না হয়ে পড়ে।

৫. আমরা বলতে পারি না যে, এই 'পানি'র অর্থ কী? এটা কি সেই পানি, যে জিনিসকে আমরা পানি নামে জানি? নাকি বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে বস্তু যে জলীয় অবস্থায় ছিল তাকেই বোঝাতে এ শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে? 'আরশ' পানির উপর হওয়ার মর্মও বোঝা কঠিন। হয়ত এর অর্থ এও হতে পারে যে, সে সময় আল্লাহর রাজত্ব পানির উপর ছিল।

৬. অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যই ছিল দুনিয়ায় পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখা।

৭. অর্থাৎ, সত্যকে অস্বীকারকারীরা বলবে, মৃত্যুর পর আবার মানুষের জীবিত হওয়া তো সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর জাদু করা হচ্ছে, যেন আমরা এ কথা মেনে নিই।

৮. আমি যখন এক বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত আযাবকে তাদের থেকে সরিয়ে রাখি, তখন তারা বলতে থাকে, কিসে তাকে আটক করে রেখেছে? শোন, যেদিন ঐ শাস্তির সময় আসবে তখন কেউ ফিরাতে চাইলেও পারবে না এবং ঐ জিনিসই তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে।

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨﴾

রুকূ' ২

৯. যদি কোনো সময় আমি মানুষকে রহমতের মজা ভোগ করাবার পর তা থেকে বঞ্চিত করে দেই, তখন সে হতাশ হয় এবং না-শোকরি করতে থাকে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾

১০. আর তার উপর আসা বিপদের পর যদি আমি তাকে নিয়ামত ভোগ করাই তাহলে সে বলে যে, আমার তো সব বিপদ চলে গেছে। তখন সে খুশিতে ফুলে যায় এবং গর্বে ফেটে পড়ে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾

১১. এ দোষ থেকে শুধু তারাই বেঁচে আছে, যারা সবর করে এবং নেক আমল করে। তারাই এমন, যাদের জন্য ক্ষমা ও বড় পুরস্কার রয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

১২. হে নবী! এমন যেন হয় না যে, আপনার উপর যা ওহী করা হয় এর মধ্যে কিছু কথা আপনি (প্রকাশ করা থেকে) বাদ দিয়ে দেন এবং এ কথার উপর আপনার মন ছোট হয়ে যায় যে, ওরা বলবে, 'এ লোকটির উপর কোনো ধন-ভাণ্ডার নাযিল হয় না কেন? অথবা তার সাথে কোনো ফেরেশতা কেন আসেনি?' আপনি তো শুধু সতর্ককারী। আর আল্লাহই সকল বিষয়ে দায়িত্বশীল।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

১৩. এরা কি এ কথা বলে যে, নবী নিজেই এ কিতাব রচনা করে নিয়েছে? (হে নবী!) বলুন, আচ্ছা যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে এ রকম দশটি সূরা তোমরা বানিয়ে আন এবং আল্লাহ ছাড়া আর যারা যারা (তোমাদের মা'বুদ) আছে, তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্য ডাকতে পারলে তাদেরকে ডেকে নাও, যদি তোমরা (তাদেরকে মা'বুদ মনে করায়) সত্যবাদী হয়ে থাক।

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٤﴾

১৪. এখন যদি তারা (তোমাদের মা'বুদরা) তোমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে না আসে, তাহলে জেনে রাখ, এ (কুরআন) আল্লাহর ইলম থেকে নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার মা'বুদ আর কেউ নেই। তাহলে তোমরা কি (এ সত্যের সামনে) মাথা নত করবে?

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾

১৫. যারা শুধু দুনিয়ার এ জীবন ও এর সাজ-সজ্জা চায়, তাদের কাজ-কর্মের ফল আমরা এখানেই দিয়ে দেই এবং এতে তাদের সাথে কোনো কমতি করা হয় না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. এরাই ঐসব লোক, যাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। (সেখানে জানতে পারবে) তারা যা কিছু দুনিয়াতে বানিয়েছিল তা সবই বিফলে গেল এবং যা তারা করেছিল তা সবই বাতিল হয়ে গেল।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ

১৭. তাহলে ঐ ব্যক্তি, যে তার রবের কাছ থেকে পরিষ্কার সাক্ষ্য পেয়েছে[৮] এবং এরপর তারই পক্ষ থেকে (ঐ সাক্ষ্যের সমর্থনে) এক

৮. অর্থাৎ, যে নিজে তার অস্তিত্বের মধ্যে, জমিন ও আসমানের গঠনের মধ্যে এবং বিশ্বের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছিল যে, এই বিশ্বের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক, শাসক ও হুকুমদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আবার এই প্রমাণগুলো দেখে যার দিল আগে থেকেই স্বীকার করেছিল যে, এই জীবনের পর অবশ্যই আরেকটি জীবন হতে হবে, যে জীবনে মানুষকে আল্লাহর নিকট তার আমলের হিসাব দিতে হবে এবং তার কাজের জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি পেতে হবে।

أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

সাক্ষীও এসে গেছে[৯] এবং এর আগে মূসার কিতাব ইমাম ও রহমত হিসেবে মওজুদ রয়েছে (সে ব্যক্তিও কি দুনিয়াপূজারীদের মতোই তা অস্বীকার করতে পারে?) এমন লোকেরা তো এর উপর ঈমান আনবেই। আর মানুষের বিভিন্ন দলের মধ্যে যারা এ কথা অস্বীকার করে, তাদের জন্য যে জায়গার ওয়াদা করা হয়েছে তা হলো দোযখ। তাই হে নবী! আপনি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহে পড়বেন না। এটা আপনার রবের পক্ষ থেকে আসল সত্য। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা মেনে নেয় না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

১৮. ঐ লোকের চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা বানিয়ে বলে?[১০] এমন লোকদেরকে তাদের রবের সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেবে, এরাই ঐ সব লোক যারা তাদের রবের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। জেনে রাখ, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত।[১১]

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. ঐসব যালিমদের উপর, যারা (জনগণকে) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, ঐ পথকে বাঁকা করতে চায় এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে।

৯. অর্থাৎ, কুরআন, যা নাযিল হয়ে এই স্বাভাবিক ও যুক্তিপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণের সমর্থন করেছে এবং তাকে জানিয়েছে যে, যার নিদর্শন তুমি জাগতিক পরিবেশ ও নিজ সত্তার মধ্যে পাচ্ছ, বাস্তবে আসল সত্য তা-ই।

১০. অর্থাৎ, এ কথা বলে যে, আল্লাহর সঙ্গে উপাসনা ও আনুগত্য পাওয়ার হক ও যোগ্যতায় অন্যরাও শরীক আছে অথবা এ কথা বলে যে, বান্দাহর হেদায়াত ও গুমরাহী সম্পর্কে আল্লাহর কোনো মনোযোগ বা পরওয়া নেই এবং তিনি কোনো কিতাব বা কোনো নবী আমাদেরকে পথ দেখানোর জন্য পাঠাননি; বরং আমাদের জীবনের জন্য আমাদের ইচ্ছামতো যেকোনো পথে চলার স্বাধীনতা দিয়ে তিনি আমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। অথবা বলে যে, আল্লাহ এমনিই আমাদেরকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেছেন এবং মরার পর আমাদেরকে খতম করে দেবেন; তাঁর সামনে আমাদের কোনো জবাবদিহি করতে হবে না এবং কোনো পুরস্কার বা শাস্তিও পেতে হবে না।

১১. বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে যে, পরকালে আল্লাহর আদালতে যখন বিচারের জন্য তাদেরকে হাজির করা হবে তখন এই কথা বলা হবে।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ⑳

২০. তারা দুনিয়াতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারত না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারীও ছিল না। তাদেরকে এখন দ্বিগুণ সাজা দেওয়া হবে। কারো কিছু শোনার সাধ্যও তাদের ছিল না, কোনো কিছু বোঝার যোগ্যতাও তাদের ছিল না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ㉑

২১. এরাই ঐসব লোক, যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। এবং যা কিছু তারা মিথ্যা রচনা করেছিল তা সবই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেল।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ㉒

২২. অবশ্যই তারা আখিরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ㉓

২৩. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং তাদের রবের নিকট একান্ত হয়ে রয়েছে, তারাই বেহেশতের অধিকারী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ㉔

২৪. এ দুটো দলের উদাহরণ এ রকম– যেমন একজন হলো, যে চোখেও দেখে না, কানেও শুনে না, আর অপরজন হলো যে, দেখে ও শুনে। এরা কি এক সমান হতে পারে? তোমরা কি (এ উদাহরণ থেকে) কোনো শিক্ষা গ্রহণ করো না?

রুকূ' ৩

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ㉕

أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ㉖

২৫-২৬. (যখন এমন অবস্থা ছিল তখনই) আমি নূহকে তার কাওমের নিকট পাঠালাম। (তিনি বললেন) 'আমি তোমাদেরকে সাফ সাফ সাবধান করে দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করো না। আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর একদিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসবে।'

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. (এ কথার জবাবে) তার কাওমের সরদারদের মধ্যে যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল তারা বলল, আমরা তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি আমাদের মতোই মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। আমরা আরও দেখছি যে, আমাদের কাওমের শুধু ছোট লোকেরাই না বুঝে-শুনে তোমাকে মেনে চলছে। আমরা তোমাদের মধ্যে এমন কোনো কিছুই পাচ্ছি না, যেদিক দিয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনি (নূহ) বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা ভেবে দেখ যে, আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে এক স্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর কায়েম থেকে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর খাস রহমত দিয়ে আমাকে ধন্য করে থাকেন, কিন্তু তা তোমাদেরকে দেখতে দেওয়া না হয়ে থাকে (তাহলে আমার কী করার আছে?)। তোমরা মানতে না চাইলে আমি কি জোর করে তা তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি?

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. হে আমার কাওম! আমি তো এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোনো মাল চাই না। আমার মজুরি তো আল্লাহরই দায়িত্বে আছে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে পারি না। তারা নিজেরাই তাদের রবের কাছে হাজির হবে। কিন্তু আমি দেখছি যে, তোমরা জাহেল কাওম।

وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. হে আমার কাওম! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাতে আসবে? এতটুকু কথাও কি তোমাদের বুঝে আসে না?

৩১. আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে। আমি এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েবী ইলম রাখি। আমি এ দাবিও করি না যে, আমি ফেরেশতা। আর আমি এ কথাও বলতে পারি না যে, তোমাদের চোখ যাদেরকে তুচ্ছ হিসেবে দেখে, আল্লাহ তাদের মধ্যে কোনো মঙ্গলই রাখেননি। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি যদি এমন কথা বলি, তাহলে অবশ্যই যালিম হব।

وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِىٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِىٓ أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّىٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٣١﴾

৩২. অবশেষে তারা বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছ এবং অনেক বেশি ঝগড়া করে ফেলেছ। তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ধমক দিচ্ছ তা নিয়ে এস।

قَالُوا۟ يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩. (নূহ) জবাবে বললেন, তা তো আল্লাহই আনবেন যদি তিনি চান। তোমাদের এমন ক্ষমতা নেই যে, তোমরা বাধা দেবে।

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আল্লাহ নিজেই যদি তোমাদেরকে পথহারা করার ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে যদি আমি তোমাদের কোনো মঙ্গল করতেও চাই তবুও আমার কল্যাণ-কামনা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না।[১২] তিনিই তোমাদের রব। তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. (হে নবী!) এরা কি বলে যে, এ লোকটি সব কিছু নিজেই রচনা করে নিয়েছে?

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُۥ فَعَلَىَّ

১২. অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের হঠকারিতা, কুস্বভাব এবং ভালো ও সততার প্রতি অবহেলা দেখে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন যে, তোমাদেরকে তিনি সঠিক পথ পাওয়ার সৌভাগ্য ও সুযোগ দেবেন না এবং যেসব ভুল পথে তোমরা যেতে চাচ্ছ সেসব পথেই তোমাদেরকে যেতে দেবেন; তবে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার কোনো চেষ্টাই কাজে লাগবে না।

إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝

তাদেরকে বলুন, আমি যদি নিজেই এসব রচনা করে থাকি তাহলে এ অপরাধের দায়িত্ব আমার উপরই থাকবে। আর তোমরা যে অপরাধ করছ এর জিম্মাদারি থেকে আমি মুক্ত।

রুকূ' ৪

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

৩৬. নূহের নিকট ওহী পাঠানো হয়েছে যে, আপনার কাওমের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা যা কিছু করেছে এর জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۝

৩৭. (হে নূহ!) আমার ওহী মোতাবেক আমার চোখের সামনে একটা নৌকা তৈরি করুন। যারা যুলুম করেছে তাদের পক্ষে আমার কাছে সুপারিশ করবেন না। এরা সবাই এখন ডুবে মরবে।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝

৩৮. নূহ নৌকা তৈরি করছিলেন। তাঁর কাওমের সরদারদের মধ্যে যারাই এ দিক দিয়ে যাতায়াত করছিল তারাই তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। নূহ বললেন, তোমরা যদি আমাদের প্রতি ঠাট্টা কর, তাহলে আমরাও তোমাদের প্রতি তেমনি বিদ্রূপ করছি যেমন তোমরা করছ।

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝

৩৯. শিগ্গিরই জানতে পারবে, কার উপর ঐ আযাব আসবে, যা তাদেরকে অপদস্থ করবে এবং কার উপর ঐ বিপদ এসে পড়বে যা স্থায়ী হয়ে থাকবে।[১৩]

১৩. এ এক আজব ব্যাপার– এ সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায়, মানুষ দুনিয়ার বাহ্যিক অবস্থা দেখে কীভাবে ধোঁকা খায়। নূহ (আ) যখন নদী থেকে বহু দূরে শুকনা জায়গায় নৌকা বানাচ্ছিলেন তখন বাস্তবিকই লোকদের কাছে ব্যাপারটি খুবই হাস্যকর মনে হয়েছিল এবং তারা ঠাট্টার হাসি হেসে বলেছিল, বড় মিঞার পাগলামি এবার এত দূর পৌঁছেছে যে, তিনি এখন শুকনো জায়গায়ই জাহাজ চালাবেন! তখন কেউ স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেনি যে, কয়েক দিন পর বাস্তবিকই এখানে জাহাজ চলবে। কিন্তু যিনি জানতেন, কাল এখানে জাহাজের কী দরকার হবে, তিনি তাদের ঠাট্টা ও হাসি-তামাশা দেখে তাদের বোকামি, বে-খবরি ও মূর্খতায় নিশ্চয়ই হেসেছিলেন। তিনি হয়ত

حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ
فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ
اِلَّا قَلِيْلٌ ﴿۴۰﴾

৪০. তারপর যখন আমার আদেশ এল এবং ঐ চুলা ফেটে টগবগ করে উঠল[১৪], তখন আমি বললাম, প্রত্যেক জাতের এক এক জোড়া প্রাণী নৌকায় তুলে নিন এবং আপনার পরিবারকেও (নিন)। অবশ্য তারা ছাড়া, যাদের সম্পর্কে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে।[১৫] যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও (নৌকায় উঠিয়ে নিন)। অবশ্য খুব কম লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছে।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖ۪ىهَا
وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۴۱﴾

৪১. নূহ বললেন, এর মধ্যে উঠে পড়। আল্লাহর নামেই এর চলা ও থামা। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۟ وَنَادٰى
نُوْحُ ۣ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ
مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. নৌকা তাদেরকে নিয়ে চলছিল এবং এক একটি ঢেউ পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আসছিল। নূহের ছেলে আলাদা জায়গায় ছিল। নূহ তার ছেলেকে ডেকে বললেন, হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে উঠে এস, কাফিরদের সাথে থেকো না।

قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ
قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ
رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا

৪৩. সে জবাবে বলল, এখনি আমি এক পাহাড়ে চড়ে যাব, যা আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে। নূহ বললেন, আল্লাহ কারো উপর রহম করলে আলাদা কথা। তা-না-হলে আজ আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচানোর মতো কোনো জিনিস নেই। এর মধ্যে এক

ভেবেছিলেন, এ লোকেরা কতই না বোকা! শমন তাদের মাথার উপর এসে হাজির। আমি আগেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি যে, তোমাদের শমন এসে গেছে এবং তাদের চোখের সামনেই তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তদবিরও আমি করেছি; তবুও তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে এবং উল্টো আমাকেই পাগল মনে করছে।

১৪. এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি সেটাকেই সঠিক বলে মনে করি, যা কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট শব্দগুলো থেকে বোঝা যায়– তুফানের সূচনা একটি বিশেষ চুল্লি থেকে হয়; চুল্লির তলা থেকে পানির ফোয়ারা ফুটে পড়ে; সাথে সাথে একদিকে আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, অন্যদিকে জমিন থেকে বিভিন্ন জায়গায় পানির ঝরনা ফুটে বের হয়।

১৫. অর্থাৎ, তোমার বাড়ির যে ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা কাফির এবং তারা আল্লাহ তাআলার দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়, তাদেরকে নৌকায় উঠাবে না।

الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾

ঢেউ এসে দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল এবং সে ডুবন্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. হুকুম হলো, হে জমিন! তোমার সকল পানি গিলে ফেল। হে আসমান! থেমে যাও। সুতরাং পানি মাটিতে বসে গেল এবং ফায়সালা হয়ে গেল। নৌকা জুদি[১৬] পাহাড়ে এসে ভিড়ল এবং বলা হলো, যালিমদের কাওম দূর হয়ে গেল।

وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. নূহ তাঁর রবকে ডেকে বললেন, হে আমার রব! আমার ছেলে আমার পরিবারেরই একজন এবং তোমার ওয়াদা সত্য। আর তুমি সকল বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক।

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. জবাবে বলা হলো, হে নূহ! সে আপনার পরিবারের মধ্যে শামিল নয়। সে তো এক বদ কাজের নমুনা।[১৭] তাই আপনি যার আসল কথা জানেন না সে বিষয়ে আমার কাছে দরখাস্ত করবেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি জাহেলদের মধ্যে শামিল হবেন না।

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. নূহ সাথে সাথেই আরয করলেন, হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার ইলম নেই তা তোমার কাছে চাওয়া থেকে তোমার নিকট আমি আশ্রয় চাই।[১৮] যদি তুমি আমাকে মাফ না কর এবং আমার উপর দয়া না কর তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।

১৬. 'জুদী' পর্বত কুর্দিস্তানের ইবনে ওমর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে এবং আজও তা এই জুদী নামেই পরিচিত।

১৭. এটা হচ্ছে সেই রকম, যেমন কোনো লোকের শরীরের অংশবিশেষ পচে যাওয়ার কারণে ডাক্তার সে অংশটিকে কেটে ফেলতে চাইলে রোগী বলল, এটা তো আমার শরীরেরই একটি অংশ, এটাকে কেটে ফেলছেন কেন? উত্তরে ডাক্তার বললেন, এটা আর তোমার শরীরের অংশ নয়, এটা পচে গেছে। সুতরাং এক সৎ পিতাকে তার অযোগ্য পুত্র সম্পর্কে যখন বলা হয়েছে, 'এটা এমন আমল, যা নষ্ট হয়ে গেছে তখন তার অর্থ হচ্ছে– তুমি একে লালন-পালন করতে যে পরিশ্রম করেছ তা সফল হয়নি, এর ফল নষ্ট হয়ে গেছে।

১৮. অর্থাৎ, এ রকম দোয়া করা থেকে, যা সঠিক হওয়া সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۗ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. হুকুম হলো, হে নূহ! (নৌকা থেকে) নেমে যান। আমার পক্ষ থেকে আপনার উপর ও যেসব লোক আপনার সাথে রয়েছে তাদের উপর শান্তি ও বরকত রইল। আর কতক লোক এমনও রয়েছে, যাদের আমি কিছুদিন জীবিকা দান করব। এরপর তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছবে।

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (হে নবী!) এ সবই গায়েবী খবর, যা আমি আপনার নিকট ওহী করে পাঠাচ্ছি। এর আগে এসব কথা আপনিও জানতেন না, আপনার কাওমও জানত না। সুতরাং আপনি সবর করুন, নিশ্চয়ই শেষ ফলাফল মুত্তাকীদের পক্ষেই হবে।[১৯]

রুকূ' ৫

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. আমি আ'দ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা রচনা করে রেখেছ।

يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۗ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. হে আমার কাওম! এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমার মজুরি তাঁরই জিম্মায় রয়েছে। তোমরা কি বিবেককে একটুও কাজে লাগাও না?

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. হে আমার কাওম! তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও। তারপর তাঁর দিকে ফিরে এস। তাহলে তিনি তোমাদের উপর আসমানের দরজা খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। অপরাধী হয়ে (দাসত্ব করা থেকে) মুখ ফিরিয়ে রেখ না।

১৯. অর্থাৎ, যেভাবে নূহ (আ) ও তাঁর সাথীদের অবশেষে বিজয় হয়েছিল, সেভাবে তোমার ও তোমার সাথীদেরও বিজয় হবে। সুতরাং এখন যে বিপদ ও কষ্ট তোমাদের উপর হচ্ছে, তার জন্য মন খারাপ করো না। সাহস ও সবরের সাথে নিজের কাজ করে যাও।

৫৩. তারা জবাব দিলো, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি। আর তোমার কথায় আমরা আমাদের মা'বুদদেরকে বাদ দিতে পারি না। আমরা তোমার উপর ঈমান আনতে প্রস্তুত নই।

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪-৫৫. আমরা তো মনে করি, তোমার উপর আমাদের মা'বুদদের কারো গযব পড়ে গেছে।[২০] হূদ বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি এবং তোমরাও সাক্ষী হয়ে থাক যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকেও তোমরা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে রেখেছ, এ থেকে আমি মুক্ত আছি। তোমরা সবাই এক সাথে মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার আছে কর এবং আমাকে একটুও ছাড় দিও না।

إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে আছি যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। কোনো প্রাণী নেই যার মাথা তার হাতে নেই। নিশ্চয়ই আমার রব সঠিক পথে আছেন।

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

৫৭. তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাকলে থাক। তোমাদের কাছে আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন আমার রব তোমাদের বদলে অন্য কাওমকে আনবেন। তখন তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আমার রব সব কিছুরই হেফাযতকারী।

فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾

২০. অর্থাৎ, তুমি সম্ভবত কোনো দেব-দেবী বা হযরতের আস্তানায় বেআদবি করেছ, তাই তুমি তারই ফল ভোগ করছ। যে জন্য তুমি এসব বেহুদা কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ; আর যেসব এলাকায় কাল তুমি সম্মানের সঙ্গে বাস করতে, সেখানে আজ তোমাকে গালি ও পাথর দিয়ে সমাদর করা হচ্ছে।

৫৮. তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমার রহমত দ্বারা হূদকে ও যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে নাজাত দিয়ে দিলাম এবং এক কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম।

৫৯. এরাই হলো আ'দ জাতি। তারা তাদের রবের আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করেছে এবং সত্যের প্রত্যেক শক্তিমান দুশমনকে মেনে চলেছে।

৬০. অবশেষে এ দুনিয়াতেও তাদের উপর লা'নত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনও। শুনে রাখ, আ'দ জাতি তাদের রবের প্রতি কুফরী করেছে। জেনে রাখ, হূদের কাওম আ'দ জাতিকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

রুকূ' ৬

৬১. আর সামূদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তোমাদেরকে আবাদ করেছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে মাফ চাও। তারপর তাঁর কাছে ফিরে এস। নিশ্চয়ই আমার রব কাছেই আছেন এবং তিনি দোয়া কবুল করেন।[২১]

২১. এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত সালেহ (আ) শিরকের গোটা কারবারের মূল কেটে দিয়েছেন। মুশরিকরা মনে করে এবং চালাক লোকেরা তাদেরকে এ রকম বোঝানোর চেষ্টাও করেছে যে, আল্লাহর পবিত্র আস্তানা সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে খুব দূরে, তাঁর দরবারে সাধারণ লোকের কেমন করে পৌঁছানো সম্ভব? সেখান পর্যন্ত দোয়া পৌঁছানো তারপর তার জবাব পাওয়া কখনোই সম্ভব হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র রূহসমূহের ওসীলা তালাশ করা যায় এবং উপর পর্যন্ত নযর-নিয়ায ও আর্জি পৌঁছানোর কৌশল যাদের যাদের জানা আছে, সেই ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদের খিদমত হাসিল করা হয়। এ ভুল ধারণার কারণেই বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে অসংখ্য ছোট-বড় দেব-দেবী-উপাস্য ও সুপারিশকারীর এক বিরাট তালিকা গড়ে উঠেছে।

قَالُوا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝

৬২. তারা বলল, হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার উপর আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যেসব মা'বুদদের পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা করা থেকে নিষেধ করতে চাও? তুমি আমাদেরকে যেদিকে ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের খুব সন্দেহ রয়েছে যা আমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۝

৬৩. সালেহ বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে এক স্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর কায়েম হয়ে থাকি এবং তিনি তাঁর খাস রহমত দিয়ে যদি আমাকে ধন্য করে থাকেন, এ অবস্থায় আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে কে আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবে? আমাকে আরও বেশি ক্ষতির মধ্যে ফেলা ছাড়া তোমরা আমার আর কোন্ কাজে আসতে পার?

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝

৬৪. হে আমার কাওম! এই দেখ, আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। একে আল্লাহর জমিনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দাও। একে তোমরা বাধা দিও না। তা না হলে খুব শিগ্‌গিরই তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়বে।

হযরত সালেহ (আ) মূর্খতার এই গোটা জাদুকে মাত্র দুটি শব্দ দ্বারা চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। প্রথমত, 'আল্লাহ তাআলা নিকটেই আছেন, আর দ্বিতীয়টি হলো– তিনি নিজেই দোয়ার উত্তর দেন। অর্থাৎ, তোমাদের ধারণা ভুল যে, তিনি দূরে আছেন এবং তোমাদের এ ধারণাও ভুল যে, তোমরা সরাসরি তাঁকে ডেকে নিজেদের দোয়ার উত্তর লাভ করতে পার না। তোমাদের প্রত্যেকেই তাঁকে তোমাদের কাছে পেতে পার, তাঁর সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পার, সরাসরি তোমাদের আবেদন-নিবেদন তাঁর দরবারে পেশ করতে পার এবং তিনিও সরাসরি নিজে তাঁর প্রত্যেক বান্দাহর দোয়ার উত্তর দেন। সুতরাং যখন দুনিয়ার বাদশাহর সাধারণ দরবার সব সময় সবার জন্য খোলা ও তিনি সকলেরই কাছে আছেন তখন তোমরা কীরূপ মূর্খতার মধ্যে পড়ে আছ যে, তাঁর জন্য মাধ্যম, ওসীলা ও সুপারিশকারী খুঁজে খুঁজে মরছ?

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝

৬৫. কিন্তু তারা উটনীটিকে মেরে ফেলল। তখন সালেহ তাদেরকে সাবধান করে দিলেন যে, আর মাত্র তিন দিন তোমাদের বাড়িতে মজা করে নাও। এটা এমন এক মেয়াদ, যা মিথ্যা হবে না।

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝

৬৬. শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমার রহমত দিয়ে সালেহকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম এবং ঐ দিনের অপমান থেকে তাদেরকে রক্ষা করলাম। নিশ্চয়ই আপনার রবই আসলে ক্ষমতাশালী ও মহাশক্তিমান।

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ۝

৬৭-৬৮. আর যারা যুলুম করেছিল, তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ ধরে ফেলল এবং তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরে এমন উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। শুনে রাখ, সামূদ তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ, সামূদ জাতিকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

রুকূ' ৭

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۝

৬৯. ইবরাহীমের নিকট আমার ফেরেশতারা সুখবর নিয়ে এল। (ফেরেশতারা) বলল, তোমার প্রতি সালাম। ইবরাহীম জবাব দিলেন, তোমাদের প্রতিও সালাম। তারপর ইবরাহীম তাড়াতাড়ি একটা ভাজা বাছুর (তাদের মেহমানদারির জন্য) নিয়ে এলেন।[২২]

২২. এ থেকে জানা গেল, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বাড়িতে মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন এবং প্রথমে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দান করেননি। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁদেরকে অপরিচিত অতিথি মনে করেছিলেন এবং তাঁদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের জন্য মেহমানদারির ব্যবস্থা করেছিলেন।

فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۚ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۞

৭০. যখন ইবরাহীম লক্ষ্য করলেন, তাদের হাত খাবারের দিকে এগুচ্ছে না,[২৩] তখন তাদের সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে গেলেন এবং মনে মনে তাদের ব্যাপারে ভয় অনুভব করলেন। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমাদেরকে লূতের কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছে।

وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۞

৭১. ইবরাহীমের বিবিও দাঁড়িয়েছিল। এ কথা শুনে সে হাসলো। এরপর আমি তাকে ইসহাক সম্পর্কে এবং ইসহাকের পর ইয়া'কূব সম্পর্কে সুখবর দিলাম।

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۗ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ۞

৭২. (ইবরাহীমের বিবি) বলল, হায় আমার পোড়া কপাল![২৪] আমার কি সন্তান হবে? আমি তো বুড়ি হয়ে গিয়েছি, আর আমার স্বামীও বুড়ো হয়ে গেছে। এটা তো বড়ই আজব কথা।

قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۗ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞

৭৩. (ফেরেশতারা) বলল, তুমি আল্লাহর হুকুমের উপর অবাক হচ্ছ? হে ইবরাহীমের পরিবার! তোমাদের উপর তো আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই প্রশংসার যোগ্য ও অত্যন্ত মহান।

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ۞

৭৪. তারপর যখন ইবরাহীমের ভয় দূর হয়ে গেল এবং (সন্তানের সুখবরে) তার মন খুশি হলো, তখন তিনি লূতের কাওমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া শুরু করলেন।[২৫]

২৩. এ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পারলেন যে, তাঁরা ফেরেশতা।

২৪. এর অর্থ এই নয় যে, হযরত সারা বস্তুত এ কথায় খুশি না হয়ে উল্টো নিজের দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। আসলে বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণত যে ধরনের কথা বলা হয়ে থাকে, এটা তেমনই একটি কথা।

২৫. 'ঝগড়া করা' শব্দটি এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সাথে যে একান্ত মহব্বতের সম্পর্ক রাখতেন তারই প্রমাণ। এ শব্দ দ্বারা চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ফুটে ওঠে যেমন– বান্দাহ ও তার মা'বূদের মধ্যে অনেক সময় ধরে পীড়াপীড়ি চলতে থাকে। বান্দাহ জেদ করে বলে, যেভাবেই হোক লূতের কাওমের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেওয়া হোক। আল্লাহ উত্তরে বলেন, এ জাতির মধ্যে ভালো বলতে আর কিছু বাকি নেই এবং তাদের অপরাধ এত বেশি যে, তাদের প্রতি কোনো দয়া করা চলে না। কিন্তু বান্দাহ এরপরও বলতে থাকে, 'হে প্রভু! যদি সামান্য কিছু ভালোও তাদের মধ্যে থেকে থাকে, তবে আরও কিছু সময় দিন।'

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾

৭৫-৭৬. আসলে ইবরাহীম বড়ই সহনশীল ও নরম মনের মানুষ ছিলেন এবং সব অবস্থায়ই আমার দিকে ফিরে থাকতেন। (অবশেষে আমার ফেরেশতারা তাঁকে বলল) হে ইবরাহীম, আপনি এ থেকে বিরত থাকুন। আপনার রবের হুকুম এসে গেছে। এখন তাদের উপর ঐ আযাব অবশ্যই আসবে। কেউ তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. যখন আমার ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাদের আগমনে খুব ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মন ছোট হয়ে গেল। তিনি (মনে মনে) বললেন, আজ বড়ই বিপদের দিন।[২৬]

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾

৭৮. (ঐ মেহমানদেরকে দেখে) ঐ কাওমের লোকেরা দৌড়ে আসতে লাগল। এর আগেও এরা এ রকম মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললেন, হে আমার কাওম! এই যে আমার মেয়েরা রয়েছে। তোমাদের জন্য এরা বেশি পবিত্র।[২৭] আল্লাহকে তো কিছু ভয় কর। আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো মানুষ নেই?

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٩﴾

৭৯. তারা জবাব দিলো, তুমি তো জানো যে, তোমার মেয়েদের উপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। আমরা কী চাই তুমি তা অবশ্যই জানো।

২৬. ফেরেশতারা সুন্দর বালকদের রূপে হযরত লূত (আ)-এর নিকট এসেছিলেন। তিনি জানতেন না যে, এরা ফেরেশতা। এ কারণেই এই অতিথিদের আগমনে তিনি অত্যন্ত পেরেশানি বোধ করেছিলেন। তিনি নিজ জাতি সম্পর্কে জানতেন যে, তারা কতটা বেহায়া হয়ে গিয়েছিল।

২৭. এর অর্থ এই নয় যে, হযরত লূত (আ) তাদের সামনে নিজের কন্যাদেরকে যিনা করার জন্য পেশ করেছিলেন। 'তোমাদের জন্য এ পবিত্র' বাক্যাংশটি এরূপ ভুল অর্থ গ্রহণের কোনো অবকাশ রাখেনি। হযরত লূতের কথার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের নাফসের খাহেশ আল্লাহর দেওয়া জায়েয উপায়ে পূরণ কর। এর জন্য মেয়েলোকের কোনো অভাব নেই।

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾

৮০. লূত বললেন, হায় তোমাদেরকে সোজা করে দেওয়ার শক্তি যদি আমার থাকত! অথবা আশ্রয় নেবার মতো কোনো মযবুত শক্তি যদি পেতাম।

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

৮১. তখন ফেরেশতারা বলল, হে লূত! আমরা আপনার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো ফেরেশতা। এরা আপনার কিছুই করতে পারবে না। আপনি কিছু রাত বাকি থাকতেই আপনার পরিবার নিয়ে বের হয়ে যান। আর লক্ষ্য রাখুন আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে না তাকায়। কিন্তু আপনার স্ত্রী (আপনার সাথে যাবে না)। কারণ তাদের উপর যা ঘটবে তার উপরও তা-ই ঘটবে। তাদের ধ্বংসের জন্য সকালের সময়টা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সকাল হতে আর কতইবা দেরি?

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

৮২-৮৩. যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেল, তখন আমি ঐ এলাকার উপরভাগকে নিচে উলটিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বৃষ্টির মতো বর্ষণ করলাম, যার প্রতিটি পাথর আপনার রবের নিকট চিহ্নিত ছিল।[২৮] আর যালিমদের থেকে এ সাজা মোটেই দূরে নয়।

রুকূ' ৮

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শোয়াইবকে পাঠালাম। শোয়াইব বললেন, হে আমার কাওম! এক আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। ওজনে ও দাড়ি-পাল্লায় মাপে কম দিও না। আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায় দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, তোমাদের উপর এমন দিন আসবে, যার আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

২৮. অর্থাৎ, প্রতিটি পাথরের টুকরা আল্লাহর পক্ষ থেকে চিহ্নিত ছিল যে, কোন্ পাথরটি কী কী ধ্বংসকার্য সাধন করবে ও কোন্‌টি কোন্ অপরাধীর উপর পড়বে।

وَيٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

৮৫. হে আমার কাওম! ঠিক ঠিক ইনসাফের সাথে ওজন ও পরিমাপ কর। মানুষকে জিনিসের মধ্যে মাপে কম দিও না এবং পৃথিবীতে ফাসাদী হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

৮৬. যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে আল্লাহর দেওয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো। আমি তো তোমাদের উপর হেফাযতকারী নই।

قَالُوا يٰشُعَيْبُ أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشٰؤُا ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝

৮৭. তারা জবাবে বলল, হে শোয়াইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ কথাই শেখায় যে, আমাদের বাপ-দাদারা যেসব মা'বুদদের পূজা করত তা আমরা ত্যাগ করব? অথবা আমাদের মাল আমাদের মর্জিমতো ব্যবহার করতে পারবো না? তুমিই কি একমাত্র উঁচু মনের ও সৎ মানুষ?

قَالَ يٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلٰى مَا أَنْهٰكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

৮৮. শোয়াইব বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে এক সাক্ষ্যের উপর থেকে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে ভালো রিযিক দিয়ে থাকেন[২৯] (তাহলে এরপর তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়ার মধ্যে আমি কীভাবে শরীক হতে পারি?)। আমি চাই না যে, যেসব বিষয় থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি তা আমি নিজেই করে বসি। আমার সাধ্যে যতটুকু কুলায় আমি তো সংশোধন করতে চাই। আমি যা কিছু করতে চাই তা আল্লাহর (দেওয়া) তাওফীকের উপর নির্ভর করে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করে আছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে ফিরে আসি।

২৯. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে সত্য চেনার উপযোগী দৃষ্টিশক্তি ও হালাল রুজি দান করেছেন তখন আমার পক্ষে এটা কেমন করে বৈধ হতে পারে যে, আল্লাহ আমার উপর দয়া করা সত্ত্বেও হারামখোরীকে হক ও হালাল বলে গণ্য করে আমার আল্লাহর নাশোকরী করব।

وَيَٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم
مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ
قَوْمَ صَٰلِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ٨٩

৮৯. হে আমার কাওম! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারিতা যেন এতদূর না পৌঁছে যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের উপরও ঐ আযাবই এসে যায়, যা নূহ, হূদ বা সালেহের কাওমের উপর এসেছিল । আর লূতের কাওম তো তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয়।

وَٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى
رَحِيمٌ وَدُودٌ ٩٠

৯০. তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও। তাঁর দিকে ফিরে এস। নিশ্চয়ই আমার রব বড়ই দয়ালু এবং তাঁর সৃষ্টিকে তিনি ভালো বাসেন।

قَالُوا۟ يَٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ
وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَٰكَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ٩١

৯১. তারা জবাব দিলো, হে শোয়াইব! তোমার অনেক কথা তো আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল মানুষ। তুমি যদি আমাদের বংশের লোক না হতে তাহলে কবেই তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দিতাম। তোমার এমন শক্তি নেই যে, আমাদের উপর ক্ষমতা দেখাতে পার।

قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَهْطِىٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ
وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّى
بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٩٢

৯২. শোয়াইব বললেন, হে আমার কাওম! তোমাদের সাথে আমার বংশগত সম্পর্ক কি আল্লাহর চেয়ে বেশি সম্মানের বিষয় যে, তোমরা (বংশকে ভয় করলে, আর) আল্লাহকে একেবারেই পেছনে ফেলে রাখলে? জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু করছ, আমার রব এ সবই ঘিরে রেখেছেন।

وَيَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ
سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ
رَقِيبٌ ٩٣

৯৩. হে আমার কাওম! তোমাদের নিয়মে তোমরা কাজ করতে থাক। আমিও আমার কাজ করে যাব। শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে, কার উপর অপমানকর আযাব আসে, আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ۝

৯৪-৯৫. শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেল, আমার রহমত দিয়ে শোয়াইবকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম। আর যারা যুলুম করেছিল তাদের উপর এমন কঠিন এক আওয়াজ এসে তাদেরকে পাকড়াও করল যে, তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা কখনো সেখানে বসবাসই করত না। জেনে রাখ, মাদইয়ানবাসীদেরকেও দূরে ফেলে দেওয়া হলো, যেমন সামূদ জাতিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ।

রুকূ' ৯

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝

৯৬-৯৭. আমি মূসাকে আমার নিদর্শন ও (নবুওয়াতের) স্পষ্ট দলীলসহ ফিরাউন ও তার সরদারদের নিকট পাঠিয়েছি। কিন্তু (জনগণ) ফিরাউনের হুকুমই মেনে চলেছে। অথচ ফিরাউনের হুকুম সঠিক ছিল না।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۝

৯৮. কিয়ামতের দিন সে তার কাওমের সামনে থাকবে এবং তারই নেতৃত্বে তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অ কতই না মন্দ জায়গা, যেখানে কেউ পৌঁছে।

وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۝

৯৯. তাদের উপর দুনিয়াতেও লা'নত পড়েছে, কিয়ামতের দিনও পড়বে। কতই না মন্দ পুরস্কার সেটি, যা কেউ লাভ করে।

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝

১০০. (হে নবী!) এসব কতক জনপদের কাহিনী যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। এদের মধ্যে কতক এখনও কায়েম আছে, আর কতকের ফসল কাটা হয়ে গেছে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ

১০১. আমি তাদের উপর যুলুম করিনি। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। আর যখন আল্লাহর হুকুম এসে

دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۝

গেল, তখন তাদের ঐসব মা'বুদ, যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকত, তাদের কোনো কাজেই এল না। তারা তাদের ধ্বংস বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপকারই করেনি।

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۝

১০২. এভাবেই আপনার রব যখন কোনো যালিম জনপদকে ধরে ফেলেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হয়।

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝

১০৩. আসল কথা হলো, যে আখিরাতের আযাবের ভয় করে, তার জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। এটা ঐ দিন, যখন সব মানুষ একত্র হবে। আর ঐ দিন যা কিছু হবে তা সবার চোখের সামনেই হবে।

وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ۝

১০৪. (ঐ দিনটি) আনতে আমি খুব দেরি করছি না, মাত্র গনার মতো একটা মেয়াদ এর জন্য নির্দিষ্ট আছে।

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝

১০৫. যখন (ঐ দিনটি) আসবে তখন তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনো লোক কথা বলতে পারবে না। তাদের মধ্যে কতক লোক হবে হতভাগা, আর কতক হবে ভাগ্যবান।

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝

১০৬. যারা হতভাগা হবে তারা দোযখে যাবে (যেখানে অত্যন্ত গরম ও পিপাসার কারণে) তারা সেখানে হাঁপাতে ও চিৎকার করতে থাকবে।

خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝

১০৭. যতদিন জমিন ও আসমান বহাল আছে ততদিন তারা ঐ অবস্থায়ই থাকবে। আপনার রব অন্য কিছু চাইলে আলাদা কথা। নিশ্চয়ই আপনার রব যা চান তা করার ইখতিয়ার রাখেন।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ۝

১০৮. আর যারা ভাগ্যবান তারা বেহেশতে যাবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, যতদিন জমিন ও আসমান বহাল আছে।[৩০] আপনার রব অন্য কিছু চাইলে আলাদা কথা। তারা এমন পুরস্কার পেতে থাকবে, যা কখনো বন্ধ হবে না।

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ۖ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۖ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ ۝

১০৯. সুতরাং (হে নবী!) এরা যেসব মা'বূদের ইবাদত করছে তাদের ব্যাপারে আপনি কোনো সন্দেহে থাকবেন না। এরা তো (অন্ধভাবে) ঐ রকমভাবেই পূজা করে চলেছে, যেভাবে তাদের বাপ-দাদারা আগে করেছে। তাদের যা পাওনা আমি তা পুরোপুরিই দেবো, এতে কোনো কাটছাঁট করা হবে না।

রুকূ' ১০

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ۝

১১০. এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং এ ব্যাপারেও মতবিরোধ করা হয়েছিল (যেমন আজ এ কিতাব সম্পর্কে মতবিরোধ করা হচ্ছে)। যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে আগেই একটা সিদ্ধান্ত করা না থাকত, তাহলে ঐ মতবিরোধকারীদের মধ্যে কবেই ফায়সালা করে দেওয়া হতো। নিশ্চয়ই এরা ঐ বিষয়ে সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে পড়ে আছে।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۖ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১১১. এ কথাও সত্য যে, আপনার রব তাদেরকে তাদের আমলের পুরোপুরি বদলা দিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই এরা যা কিছু করছে তিনি এর খবর রাখেন।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا

১১২. সুতরাং (হে নবী!) আপনাকে যেভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবেই আপনি ও আপনার ঐসব সাথী, যারা (কুফরী

৩০. বাকধারা অনুসারে শব্দটি 'চিরকাল' অর্থে ব্যবহার হয়।

تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾

ত্যাগ করে ঈমানের দিকে) ফিরে এসেছে, সঠিক পথের উপর মযবুত হয়ে থাকুন এবং দাসত্বের সীমা লঙ্ঘন করবেন না। তোমরা যা কিছু করছ তিনি অবশ্যই তা দেখছেন।

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. যারা যালিম তাদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না। তা না হলে দোযখ তোমাদেরকে ধরে ফেলবে এবং এমন কোনো বন্ধু ও অভিভাবক পাবে না, যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচাতে পারে। আর কোথাও থেকে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌঁছবে না।

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. আর দেখ, দিনের দুই কিনারায় ও রাতের কিছু অংশ পার হওয়ার পর নামায কায়েম কর।[৩১] নিশ্চয়ই সৎ কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। যারা আল্লাহকে মনে রাখে তাদের জন্য এটা একটা উপদেশ।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. সবর কর। যারা নেক কাজ করে, আল্লাহ কখনো তাদের কর্মফল নষ্ট করেন না।

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তোমাদের আগে যেসব কাওম ছিল তাদের মধ্যে এমন ভালো মানুষ কেন ছিল না, যারা জনগণকে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করত? এমন লোক থাকলেও খুব কমই ছিল, যাদেরকে ঐ সব কাওম থেকে আমি রক্ষা করেছি। নতুবা যালিম লোকেরা তো ঐসব মজার পেছনেই পড়েছিল, যেসব জিনিস প্রচুর পরিমাণে তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা অপরাধী হয়েই রইল।

৩১. 'দিনের কিনারা' বলতে সকাল, সন্ধ্যা এবং রাতের কিছু অংশ পার হওয়া বোঝায়। রাতের কিছু অংশ পার হওয়া' অর্থ ইশার সময়। (নামাযের সময়সমূহের বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য : সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭৮; সূরা তা-হা, আয়াত ১৩০ এবং সূরা রূম, আয়াত ১৭-১৮)।

১১৭. আপনার রব এমন নয় যে, কোনো এলাকাবাসী সংশোধনকারী হওয়া সত্ত্বেও সে জনপদকে তিনি অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

১১৮. আপনার রব যদি চাইতেন তাহলে সব মানুষকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। এখন তো তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

১১৯. যাদের উপর আপনার রবের রহমত রয়েছে শুধু তারাই ভুল পথ থেকে বেঁচে থাকবে। এভাবে (বাছাই-এর স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়েই তো) তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আপনার রবের ঐ কথা পূর্ণ হয়ে গেল যে, আমি মানুষ ও জিনদের দ্বারা দোযখকে ভরে দেবো।

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

১২০. (হে নবী!) এই যে আমি নবীদের কাহিনী আপনাকে শোনাই, এসব দ্বারা আমি আপনার দিলকে মযবুত করি। এর মাধ্যমে আপনি সত্যের জ্ঞান লাভ করলেন এবং ঈমানদার লোকেরা নসীহত ও চেতনা পেল।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. যারা ঈমান আনল না তাদেরকে বলে দিন, তোমরা তোমাদের তরীকায় কাজ করতে থাক, আমরাও আমাদের তরীকায় কাজ করতে থাকব।

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ﴿١٢١﴾

১২২. তোমরাও পরিণামের জন্য অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি।

وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. আসমান ও জমিনে যা কিছু লুকিয়ে আছে তা আল্লাহরই মালিকানায় আছে এবং সব বিষয় তাঁরই দিকে ফিরে আসে। সুতরাং (হে নবী!) আপনি তাঁরই দাসত্ব করুন এবং তাঁরই উপর ভরসা করুন। তোমরা যা কিছু করছ তোমার রব সে বিষয়ে বেখবর নন।

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾

১২. সূরা ইউসুফ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

এ সূরার নাম ও আলোচ্য বিষয় হযরত ইউসুফ (আ)। তাঁকে কেন্দ্র করেই গোটা সূরার বর্ণিত ঘটনাবলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায়, রাসূল (স) মক্কায় থাকাকালে শেষদিকেই সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে। ঐ সময় কুরাইশনেতারা রাসূল (স)-কে হত্যা করবে নাকি দেশান্তর বা বন্দী করবে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিল।

নাযিলের পটভূমি ও উপলক্ষ

হয়ত ইহুদীদের কুপরামর্শে রাসূল (স)-কে বেকায়দায় ফেলার নিয়তে কিছু লোক প্রশ্ন করেছিল যে, বনী ইসরাঈল কী কারণে মিসর গিয়েছিল? তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। ফলে তাঁর নবী হওয়ার দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ সূরাটি নাযিল করে ঐ প্রশ্নের চমৎকার জবাব তাঁর মুখেই শুনিয়ে দিলেন। এ জবাবের মাধ্যমে রাসূল (স)-এর সাথে কুরাইশদের অন্যায় ব্যবহারকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের আচরণের মতোই অন্যায় বলে জানিয়ে দেওয়া হলো।

সূরাটি নাযিলের উদ্দেশ্য

১. এ সূরার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা হলো যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল ছিলেন বলেই এমন কঠিন প্রশ্নের সঠিক জবাব ওহীর মারফতে পেয়ে গেলেন। তা না হলে আর কোনোভাবেই এমন জবাব দেওয়া সম্ভব হতো না।

২. রাসূল (স) ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল ঐ বিরোধকে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের দুশমনির সাথে তুলনা করে কুরাইশনেতাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তোমরা তোমাদের ভাই মুহাম্মদ (স)-এর সাথে একই রকম দুশমনি করছ। কিন্তু তোমরা জেনে রাখ যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যেমন আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়নি, তেমনি তোমরাও সফল হবে না। তারা যে ভাইকে কুয়ায় ফেলে মারতে চেয়েছিল, সে ভাইয়ের কাছেই দয়া ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল। তেমনি আজ তোমরা যাকে হত্যা করতে যাচ্ছ, একদিন তোমাদেরকে অপরাধীর মতো তার সামনেই মাথা নত করতে হবে।

৩. এ কাহিনীর মাধ্যমে কুরআন একটি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করল। পরের ঘটনাবলিতে তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার দেড়-দুবছর পরই কুরাইশরা ইউসুফ (আ)-এর

ভাইদের মতো মুহাম্মদ (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। হিজরত করে তিনি রক্ষা পেলেন। দেশান্তরির অবস্থায়ই তিনি ঠিক তেমনি উন্নতি ও কর্তৃত্ব পেলেন, যেমন ইউসুফ (আ) পেয়েছিলেন।

আরো কয়েক বছর পর মক্কা বিজয়ের সময় কুরাইশনেতাদেরকে ঠিক সেভাবেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো, যেভাবে ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা মিসরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। রাসূল (স) তাদেরকে ঠিক সেভাবে ক্ষমা করে দিলেন, যেভাবে ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

দীর্ঘ ২১ বছর যে কুরাইশনেতারা রাসূল (স)-এর সাথে চরম দুশমনি করল, তাদেরকে যেকোনো রকমের কঠোর শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করব বলে মনে কর?' জবাবে তারা বলল, 'আপনি একজন উদারমনা ভাই এবং মহৎ ভাইয়ের সন্তান।' নবী করীম (স) জবাবে বললেন, 'ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে যে ভাষায় ক্ষমা করেছিলেন, আমি ঐ একই ভাষায় তোমাদেরকে বলছি, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। যাও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।'

এ সূরার আলোচ্য বিষয়

এ সূরাতেই আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীকে 'সুন্দরতম কাহিনী' বলে বিশেষিত করেছেন। কিন্তু কুরআন কোনো কাহিনী বা ঘটনাকে ইতিহাসের ঢং-এ বর্ণনা করে না; বরং কাহিনীর মাধ্যমে ইসলামের উন্নত শিক্ষা ও উপদেশ দান করে।

গোটা কাহিনীতে এ কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ) ও ইউসুফ (আ) যে দীন-ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ (স)-ও ঐ একই দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন।

এ কাহিনীর মাধ্যমে জনগণের সামনে দুরকমের বিপরীতমুখী চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে; যাতে মানুষ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, কোন্ ধরনের চরিত্র ভালো– একদিকে ইয়াকুব (আ) ও ইউসুফ (আ)-এর চরিত্র, অপরদিকে ইউসুফ (আ)-এর হিংসুক ভাই, আযীযে মিসর, তার স্ত্রী ও মিসরের অভিজাত পরিবারের মহিলাদের চরিত্র।

এ কাহিনীর মাধ্যমে একটি গভীর অর্থপূর্ণ তত্ত্বও মানুষের মনে রেখাপাত করে। সে তত্ত্বটি হচ্ছে, আল্লাহ যা করতে চান তা অবশ্যই হয়ে যায়। মানুষ যত চেষ্টা-তদবিরই করুক, তা ঠেকাতে পারে না; বরং দেখা যায়, মানুষ যে পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করে তা তাদের উদ্দেশ্য সফল করার বদলে আল্লাহর ইচ্ছা পূরণেরই সহায়ক হয়। যেমন– ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁকে কুয়ায় ফেলে মনে করেছিল যে, তাদের পথের কাঁটা দূর হয়ে গেল; কিন্তু দেখা গেল, তাদের এ অপকর্মের ফলেই ইউসুফ (আ)-এর উন্নতির পথ খুলে গেল। আযীযে মিসরের স্ত্রী ইউসুফ (আ)-কে জেলে পাঠিয়ে মনে করেছিল যে, তার যৌন কামনা পূরণ করতে রাজি না হওয়ার প্রতিশোধ নেওয়া হলো।

অথচ এ জেলজীবনই ইউসুফ (আ)-কে মিসরের শাসকের পদমর্যাদায় পৌছিয়ে দিলো। অপরদিকে ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাদের অন্যায় আচরণের জন্য তাঁর নিকট লজ্জিত হলো এবং আযীযে মিসরের স্ত্রী নিজের হীন চরিত্রের কারণে অপদস্ত হলো।

এ জাতীয় ঘটনা দু-চারটি নয়, ইতিহাসের পাতা এ ধরনের উদাহরণে ভরা। এসব ঘটনা এ মহাসত্যেরই সাক্ষী যে, আল্লাহ যাকে উপরে ওঠাতে চান, সারা দুনিয়ার শক্তি মিলেও তাকে নীচে ফেলতে পারে না; বরং মানুষ তাকে নীচে ফেলে দেওয়ার জন্য যত ফন্দি করে, আল্লাহ তার সবগুলোকেই তাকে উপরে ওঠানোর মাধ্যম বানিয়ে দেন। আর যারা তাকে নামাতে চেয়েছিল, তাদের লাঞ্ছনার শেষ থাকে না। এর বিপরীতে আল্লাহ যাকে নীচে ফেলতে চান, তাকে ওঠানোর জন্য যত কৌশলই করা হোক তা উল্টে যায়।

এ সূরার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো–

একজন মর্দে মুমিন যদি সত্যিকার ইসলামী চরিত্রে সজ্জিত হয় এবং ধীরস্থিরভাবে সবর ও হিকমতের সাথে আল্লাহ তাআলার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে সকল সমস্যার মোকাবিলা করতে থাকে, তাহলে নিছক চরিত্রবলেই সে সারা দেশ জয় করতে পারে। ইউসুফ (আ) ১৭ বছর বয়সে ক্রীতদাস অবস্থায় বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে পড়ে যান। অত্যন্ত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নৈতিক অপরাধে দোষী হিসেবেই তাকে জেলে যেতে হয়। এমন চরম দুরবস্থা থেকে তিনি ঈমান ও চরিত্রের হাতিয়ার দিয়ে শত্রুদেরকে পরাজিত করে মিসর জয় করেন। তিনি সেদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। ৩০ বছর বয়সে দেশের শাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে দীর্ঘ ৫০ বছর পরম সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে মিসর শাসন করেন। ৮০ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

সূরা ইউসুফ

১১১ আয়াত, ১২ রুকূ', মাক্কী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. আলিফ-লাম-রা। এটা ঐ কিতাবের আয়াত, যা নিজের কথা স্পষ্ট করে বলে।

২. আমি এটাকে কুরআন[১] হিসেবে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তোমরা (আরবরা) তা ভালোভাবে বুঝতে পার।

৩. (হে নবী!) আমি এ কুরআনকে ওহী করে পাঠিয়ে অতি সুন্দরভাবে ঘটনাবলি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। তা না হলে তো (এ বিষয়ে) আপনি বেখবর ছিলেন।

৪. এটা ঐ সময়কার কথা, যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন, আব্বা! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এগারোটি তারা, সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে।

৫. এ কথা শুনে পিতা বললেন, বাবা রে! তোমার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলবে না। তাহলে তারা তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।[২] নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

১. 'কুরআন' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'পাঠ করা'। এ কিতাবের এ নাম রাখার অর্থ হচ্ছে, এ কিতাব সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের পাঠ করার জন্য এবং এ কিতাব সবচেয়ে বেশি পাঠ করা হয়।

২. হযরত ইউসুফের দশ ভাই তাঁর সৎ মায়ের সন্তান ছিল। তাঁর আরেক ভাই তাঁর থেকে ছোট ছিল। সে তাঁর আপন মায়ের পেটের ভাই। হযরত ইয়া'কূব (আ) জানতেন যে, সৎ ভাইয়েরা ইউসুফকে হিংসা করত এবং চরিত্রের দিক দিয়েও তারা এরূপ সৎ ছিল না যে, নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা কোনো অনুচিত কাজ করতে লজ্জা করবে। এজন্য তিনি তাঁর নেক পুত্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাদের থেকে সাবধান থেক। স্বপ্নের সুস্পষ্ট মর্ম ছিল এই– সূর্য দ্বারা হযরত ইয়া'কূব (আ)-কে, চাঁদ দ্বারা তাঁর স্ত্রী তথা হযরত ইউসুফের সৎ মাকে এবং এগারোটি তারকা দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর এগারো জন ভাইকে বোঝানো হয়েছে।

৬. এমনই হবে (যেমন তুমি স্বপ্নে দেখেছ)। তোমার রব তোমাকে (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নেবেন এবং তোমাকে সব কথার মূলে পৌঁছার নিয়ম শেখাবেন।[৩] আর তোমার উপর ও ইয়া'কূবের বংশের উপর তাঁর নিয়ামত তেমনিভাবে পুরা করবেন, যেভাবে এর আগে তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর করেছেন। নিশ্চয়ই তোমার রব সব কিছু জানেন এবং মহাকুশলী।

وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

রুকূ' ২

৭. আসল কথা এই যে, ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে এ প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ

৮. এ কাহিনী এভাবে শুরু হয় যে, তাঁর ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ইউসুফ ও তাঁর ভাই[৪] আমাদের পিতার কাছে আমাদের সবার চেয়ে বেশি প্রিয়। অথচ আমরা একটা মযবুত দল। আসলে আমাদের পিতা একেবারেই দিশেহারা হয়ে গেছেন।

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

৯. ইউসুফকে মেরে ফেল অথবা কোথাও ফেলে দাও, যাতে তোমাদের পিতার মনোযোগ শুধু তোমাদের দিকেই হয়ে যায়। এ কাজ করার পর নেক হয়ে চল।

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ

৩. আসলে 'তাবীলিল আহাদীস' এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান নয়, সাধারণত যা মনে করা হয়; বরং এর অর্থ আল্লাহ তাআলা তোমাকে সব বিষয় বোঝার ও মূল তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছার শিক্ষা দান করবেন। তোমাকে সেই গভীর দৃষ্টি দান করবেন, যার দ্বারা তুমি প্রতিটি ব্যাপারের মর্ম পর্যন্ত এবং তার মূল পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা লাভ করবে।

৪. অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহোদর বা আপন ভাই বিন-ইয়ামীন, যিনি তাঁর থেকে কয়েক বছরের ছোট ছিলেন।

১০. এ কথার পর তাদের একজন বলল, ইউসুফকে মেরে ফেল না। যদি কিছু করতেই চাও তাহলে তাকে কোনো গভীর কুয়ায় ফেলে দাও, কোনো কাফেলা হয়তো তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَٰعِلِينَ ⑩

১১. এ প্রস্তাব অনুযায়ী তারা পিতার কাছে গিয়ে বলল, আব্বা! এটা কেমন কথা যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর কোনো ভরসা করেন না? অথচ আমরা তার সত্যিকার হিতকামী।

قَالُوا يَٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَٰصِحُونَ ⑪

১২. আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। সে খুশি মনে ঘুরে বেড়াবে[৫] এবং খেলাধুলা করে মনকে চাঙ্গা করবে। আমরা তার হেফাযতের জন্য অবশ্যই হাজির আছি।

أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَٰفِظُونَ ⑫

১৩. পিতা বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এ কথায় আমার খুব চিন্তা হয়। আমি ভয় করি যে, তোমরা তার ব্যাপারে বেখেয়াল হয়ে গেলে তাকে না জানি নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে।

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُوا بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَٰفِلُونَ ⑬

১৪. তারা জবাবে বলল, আমরা একটা মযবুত দল থাকতে যদি তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা বড়ই অকর্মণ্য হব।

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَٰسِرُونَ ⑭

১৫. এভাবে চাপ দিয়ে যখন তারা তাকে নিয়ে গেল, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে একটি গভীর কুয়ায় ফেলে দেবে। তখন আমি ইউসুফের কাছে ওহী পাঠালাম যে, এক সময় আসবে, যখন তুমি তাদের এ কাজের ব্যাপারে তাদেরকে অনুযোগ দেবে। এরা তাদের এ কাজের পরিণাম সম্পর্কে বেখবর।

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَٰبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑮

৫. উর্দু বাগ্‌ধারায় শিশু যখন জঙ্গলে চলে-ফিরে কিছু ফল খেতে থাকে, তখন আদর করে তার প্রতি 'চরে বেড়ানো' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾

১৬. রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এল।

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

১৭. তারা বলল, আব্বা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে গেল। আমরা সত্যবাদী হলেও আপনি আমাদের কথা হয়তো বিশ্বাস করবেন না।

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

১৮. তারা ইউসুফের জামায় মিছামিছি রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এল। এ কথা শুনে তাদের পিতা বললেন, তোমাদের নাফস তোমাদের জন্য একটা বড় কাজকে সহজ করে দিলো। ঠিক আছে, আমি সুন্দরভাবেই সবর করব। তোমরা যে কথা বানিয়ে বলছ, সে বিষয়ে শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়।

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

১৯. ওদিকে এক কাফেলা আসলো। কাফেলা তাদের পানি-বাহককে পানি আনার জন্য পাঠাল। সে যেইমাত্র কুয়ায় বালতি ফেলল (ইউসুফকে দেখে) চিৎকার দিয়ে উঠল, কী সুখবর! এখানে তো একটি বালক রয়েছে। তারা তাকে ব্যবসায়ের মাল মনে করে লুকিয়ে ফেলল। অথচ তারা যা করছিল তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

২০. শেষ পর্যন্ত তারা তাকে অল্প দামে মাত্র কয়েক দিরহামে বিক্রি করে দিলো। তারা তার দামের ব্যাপারে বেশি কিছু আশা করেনি।

রুকূ' ৩

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

২১. মিসরের যে লোক তাকে খরিদ করেছিল, সে তার বিবিকে বলল, ওকে ভালোভাবে রাখ। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে ছেলে বানিয়ে নেব। এভাবেই আমি ইউসুফের জন্য

وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

ঐ দেশে থাকার উপায় বের করে দিলাম এবং সব বিষয়ে সঠিক মর্ম শেখার ব্যবস্থা করলাম। আল্লাহ নিজের কাজ সমাধা করেই থাকেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ তা জানে না।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

২২. যখন (ইউসুফ) পূর্ণ যুবক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা ও ইলম দান করলাম। এভাবেই আমি নেক লোকদেরকে বদলা দিয়ে থাকি।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে তাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে লাগল। একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে বলল, 'এদিকে এস'। ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমার রব[6] তো আমাকে খুবই সুন্দরভাবে রেখেছেন (আমি কি এ কাজ করতে পারি?)। নিশ্চয়ই যালিমরা কখনো সফল হতে পারে না।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. সে তার দিকে এগিয়ে এল, ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতেন, যদি তিনি তার রবের দলীল-প্রমাণ দেখতে না পেতেন।[7] এমনটাই হলো, যাতে আমি তার নিকট থেকে মন্দ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। আসলে তিনি আমার বাছাই করা বান্দাহদের একজন ছিলেন।

৬. সাধারণত তাফসীরকার ও অনুবাদকগণ এখানে এই অর্থ করেছেন যে, 'আমার রব' বলতে হযরত ইউসুফ যার অধীনে সে সময় চাকরি করতেন সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে এবং তাঁর এ উত্তরের অর্থ ছিল আমার মনিব তো আমাকে এত সুন্দরভাবে রেখেছেন, আমি কেমন করে এই নেমকহারামি করতে পারি যে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করব! কিন্তু এ কথা একজন নবীর শানের খেলাফ যে, তিনি কোনো পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে কোনো বান্দাহর খেয়াল করবেন এবং কুরআন মাজীদেও এর কোনো নযীর নেই যে, কোনো নবী কখনো আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের 'রব' বলেছেন।

৭. 'বুরহান' শব্দের অর্থ দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ। 'রবের বুরহান' অর্থ– আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বুঝিয়ে দেওয়া সেই যুক্তি, যার ভিত্তিতে হযরত ইউসুফের বিবেক তাঁর নাফসকে এ কথা বোঝাতে পেরেছিল যে, এই মহিলার কুপ্রস্তাব কবুল করা তোমার পক্ষে মোটেই শোভা পায় না। এ দলীলটি পূর্ববর্তী এই বাক্যের মধ্যে রয়েছে যে, 'আমার রব তো আমাকে এত ভালো অবস্থায় রেখেছেন (আমি কেমন করে এমন কুকর্ম করব)? এরূপ যালিমদের ভাগ্যে কখনো সফলতা আসে না।'

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

২৫. অবশেষে ইউসুফ ও সে আগে-পরে দরজার দিকে দৌড়াল। সে ইউসুফের জামা পেছন থেকে (টেনে) ছিঁড়ে ফেলল এবং তারা দুজনেই তার স্বামীকে দরজার সামনে দেখতে পেল। ঐ মহিলা বলে উঠল, যে লোক তোমার স্ত্রীর প্রতি খারাপ নিয়ত রাখে তাকে জেলে দেওয়া বা অন্য কোনো কঠোর সাজা ছাড়া আর কী শাস্তি দেওয়া যায়?

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

২৬-২৭. ইউসুফ বললেন, সে-ই আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করেছিল। ঐ মহিলার পরিবারেরই এক লোক সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে তো মহিলাই সত্যবাদী এবং সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি জামা পেছনের দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে মহিলা মিথ্যাবাদী এবং সে সত্যবাদী।[৮]

فَلَمَّا رَأَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۝

২৮. যখন মহিলার স্বামী দেখল, ইউসুফের জামা পেছনের দিক দিয়ে ছেঁড়া তখন সে বলল, এটা তোমাদের মহিলাদেরই চালাকি। নিশ্চয়ই তোমাদের চালাকি বড়ই সাংঘাতিক।

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝

২৯. ইউসুফ! এ বিষয়টা ছেড়ে দাও। আর (হে মহিলা) তুমি তোমার অপরাধের জন্য মাফ চাও। আসলে তুমিই দোষী।

৮. অর্থাৎ, ইউসুফ (আ)-এর জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া হয় তাহলে এ কথাই বোঝা যাবে যে, ইউসুফের পক্ষ থেকে উদ্যোগ ছিল এবং মহিলাটি নিজেকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করেছিল। কিন্তু ইউসুফের জামা যদি পেছনের দিকে ছেঁড়া হয় তবে তার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঐ মহিলা তার পেছনে লেগেছিল এবং ইউসুফ তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া আরেকটি বিষয়ও এই সাক্ষ্যের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ওই সাক্ষ্য শুধু হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এর দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, মহিলাটির শরীর বা তার পোশাকে তার উপর হামলা করার কোনো চিহ্ন আদৌ পাওয়া যায়নি, কিন্তু যদি যিনার উদ্দেশ্যে চেষ্টার ব্যাপার হতো তাহলে মহিলাটির উপর তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যেত।

রুকূ' ৪

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

৩০. শহরের মহিলারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, আযীযের[৯] বিবি নিজের জোয়ান দাসের প্রেমে পড়েছে। ভালোবাসা তাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আমরা তাকে স্পষ্ট ভুলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

৩১. সে যখন তাদের ধোঁকাবাজির কথা শুনতে পেল, তখন সে তাদেরকে তার কাছে ডেকে আনল এবং তাদের জন্য হেলান দেওয়া আসনের ব্যবস্থা করল। খাওয়ার মজলিসে প্রত্যেকের সামনে একটা করে ছুরি রেখে দিলো। (তারপর ঠিক যখন তারা ফল কেটে কেটে খাচ্ছিল তখন) সে ইউসুফকে তাদের সামনে আসতে বলল। যখন মহিলারা তাকে দেখতে পেল তখন তারা তাকে দেখে চমকিত হয়ে গেল এবং তারা সবাই তাদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলে উঠল, আল্লাহর কসম, এ লোকটি মানুষ নয়, এতো কোনো সম্মানিত ফেরেশতা।

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝

৩২. আযীযের বিবি বলল, দেখলে তো, এ-ই হলো ঐ লোক, যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করছিলে। অবশ্যই আমি তাকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছি। কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। আমি যা তাকে করতে বলি যদি সে তা না করে তাহলে সে অবশ্যই জেলে যাবে এবং অপদস্থ হবে।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

৩৩. ইউসুফ বললেন, হে আমার রব! এরা আমাকে যে কাজ করাতে চায় এর চেয়ে আমি জেলে যাওয়া বেশি পছন্দ করি। যদি তুমি এদের ফন্দি আমার কাছ থেকে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ফাঁদে জড়িয়ে যাব এবং আমি জাহিলদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব।

৯. 'আযীয' সেই ব্যক্তির নাম কিংবা মিসরের বিশেষ কোনো পদের নাম ছিল না। মিসরে কোনো উচ্চ ক্ষমতাসীন লোকের উপাধি হিসেবে এ পরিভাষা ব্যবহার করা হতো।

৩৪. তাঁর রব তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং ঐ মহিলাদের ফন্দি তাঁর কাছ থেকে দূর করে দিলেন। অবশ্যই তিনি সবার কথা শুনেন এবং সব কিছু জানেন।

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৩৫. এরপর তারা মনে করল যে, তাঁকে একটা মেয়াদ পর্যন্ত জেলে আটক রাখতে হবে, অথচ তারা (তাঁর নেক চরিত্র ও তাদের মহিলাদের মন্দ আচরণের) স্পষ্ট নিদর্শন আগেই দেখেছে।[১০]

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

রুকূ' ৫

৩৬. জেলে তাঁর সাথে আরও দুজন গোলাম ঢুকলো। একদিন তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ বানাচ্ছি। অপরজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথার উপর রুটি রাখা হয়েছে এবং পাখিরা তা থেকে খাচ্ছে। তারা দুজনেই (ইউসুফকে) বলল, আমাদেরকে এ স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা) বলে দিন। আমরা আপনাকে একজন নেক মানুষ হিসেবে দেখছি।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৩৭-৩৮. ইউসুফ বললেন, এখানে তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয়, তা আসবার আগেই আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেবো। আমার রব যে ইলম আমাকে দিয়েছেন এটা তারই অংশ। আসল কথা হলো, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না এবং আখিরাতকে অস্বীকার করে, আমি তাদের তরীকা ত্যাগ করেছি এবং আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

১০. এর দ্বারা জানা গেল– কোনো লোককে ইনসাফের শর্তানুযায়ী আদালতে দোষী সাব্যস্ত না করে এমনিই বন্দি করে জেলে পাঠানো বেঈমান শাসকের একটা পুরাতন রীতি। এ ব্যাপারে আজকের শয়তানেরা চার হাজার বছর আগের যালিমদের থেকে খুব বেশি ভিন্ন ধরনের নয়।

مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

আদর্শ গ্রহণ করেছি। আমাদের এটা সাজে না যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করি। এটা আমাদের ও মানবজাতির উপর আল্লাহর মেহেরবানী যে (আমাদেরকে তিনি ছাড়া আর কারো বান্দাহ বানাননি)। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই শুকরিয়া আদায় করে না।

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

৩৯. হে আমার জেলের সাথীরা! (তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ) আলাদা আলাদা অনেক রব ভালো, না ঐ এক আল্লাহ, যিনি সবার উপর বিজয়ী?

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

৪০. তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তারা কতক নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে গিয়েছে। আল্লাহ তাদের পক্ষে কোনো সনদ নাযিল করেননি। শাসনক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা আর কারো দাসত্ব করবে না। এটাই সঠিক, মযবুত দীন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না।

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

৪১. হে জেলের সাথীরা! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এটাই যে, তোমাদের একজন তো তার রবকে (মিসরের বাদশাহ[১১]) মদ পান করাবে। অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখিরা তার মগজ ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে। তোমরা যা জানতে চেয়েছিলে এর ফায়সালা হয়ে গেল।

১১. ২৩ নং আয়াতের সাথে মিলিয়ে এই আয়াত পাঠ করলে বোঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ) যখন বলেছিলেন 'আমার রব', তখন তা দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে বোঝানো হয়েছিল এবং যখন মিসরের বাদশাহের গোলামকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার প্রভুকে শরাব পান করাবে', তখন তা দ্বারা মিসরের বাদশাহকে বোঝানো হয়েছিল। কেননা, গোলাম মিসরের বাদশাহকেই নিজের রব (প্রভু) মনে করত।

৪২. তারপর তাদের (দুজনের) মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল তাকে ইউসুফ বললেন, তোমার রবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো। কিন্তু শয়তান তাকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিলো যে, সে বাদশাহের কাছে তাঁর কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেল। আর ইউসুফ আরও কয়েক বছর জেলে পড়ে রইলেন।

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

রুকূ' ৬

৪৩. একদিন বাদশাহ বলল[১২], আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, সাতটি মোটা গাভীকে অপর সাতটি শুকনো গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি ফসলের শীষ সবুজ এবং অপর সাতটি শুকনো। হে শাহী দরবারের লোকেরা! যদি তোমরা স্বপ্নের মর্ম জানো তাহলে আমার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও।

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝

৪৪. তারা বলল, এটা তো একটা দুঃস্বপ্ন। আমরা এ জাতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না।

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ۝

৪৫. ঐ দুই কয়েদির মধ্যে যে বেঁচেছিল, অনেকদিন পর এখন (ইউসুফের) কথা তার মনে পড়ল। সে বলল, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি। আমাকে একটু (জেলখানায় ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দিন।

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝

৪৬. সে গিয়ে বলল, হে সত্যের প্রতীক[১৩] ইউসুফ! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন যে, সাতটি মোটা গাভী অপর সাতটি শুকনো গাভীকে খাচ্ছে এবং সাতটি ফসলের শীষ সবুজ আর অপর সাতটি শুকনো। হয়তো

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى

১২. মাঝে বন্দিজীবনের কয়েক বছর বাদ দিয়ে যেখান থেকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পার্থিব উন্নতি শুরু হয়েছে, সেখান থেকে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

১৩. আসলে 'সিদ্দীক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় শব্দটি দ্বারা সত্যবাদিতার সর্বোচ্চ মান বোঝায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, জেলে থাকাকালে এই লোকটি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পবিত্র চরিত্র দ্বারা কতটা গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিল এবং অনেক বছর পরও এ প্রভাব মযবুত ছিল।

النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

আমি তাদের কাছে ফিরে যাব এবং তারা (আপনার কথা) জানতে পারবে।[১৪]

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۚ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. ইউসুফ বললেন, সাত বছর তোমরা একটানা চাষাবাদ করবে। এ সময়ের মধ্যে তোমরা যে ফসল কাটবে তা থেকে তোমরা যতটুকু খাবে শুধু সে পরিমাণ শস্য বের করে নেবে। বাকি শস্য শীষের মধ্যেই থাকতে দাও।

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এরপর সাতটি বছর খুবই কঠিন আসবে। এ সময়ের জন্য তোমরা যে ফসল জমা করে রেখেছ তা খাওয়া হবে। অল্প কিছু যা থেকে যাবে তা তোমরা হেফাযত করে রাখবে।

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এরপর একটি বছর এমন আসবে, যখন রহমতের বৃষ্টি দ্বারা জনগণের দাবি পূরণ করা হবে এবং তারা তখন রস নিংড়াবে।

রুকূ' ৭

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

৫০. বাদশাহ বলল, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' কিন্তু যখন বাদশাহর পাঠানো লোক ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, তোমার রবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর যে, ঐ মহিলাদের ব্যাপারটা কী, যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার রব তো তাদের ফন্দি সম্পর্কে জানেনই।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾

৫১. বাদশাহ তখন ঐ মহিলাদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা যখন ইউসুফকে ভুলাতে চেষ্টা করছিলে তখন তোমাদের অবস্থা কী ছিল ?' তারা সবাই বলল, 'আল্লাহর কসম, আমরা তো তার মধ্যে মন্দের লেশও পাইনি।' আযীযের স্ত্রী বলে উঠল, 'এখন সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলাম। নিশ্চয়ই সে সাচ্চা মানুষ।'

১৪. অর্থাৎ, তারা যেন আপনার মূল্য ও মর্যাদা জানতে পারে এবং আযীযের এ অনুভূতি জাগে যে, কীরূপ মহান মানুষকে তিনি কোথায় বন্দী করে রেখেছেন। আর এভাবে আমার সেই ওয়াদা পূরণ করার সুযোগ হয়, যা আমি জেলখানায় আপনাকে দিয়েছিলাম।

৫২. (ইউসুফ বললেন) (আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, আযীয যাতে) জানতে পারেন যে, আমি পর্দার আড়ালে কোনো খিয়ানত করিনি। আর নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে আল্লাহ তাদের ফন্দিকে সফলতার পথ দেখান না।

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾

পারা ১৩

৫৩. (ইউসুফ বললেন) আমি আমার নাফসকে নেক বলে দাবি করছি না। নাফস তো মন্দের দিকে উসকাতেই থাকে। আমার রব কারো উপর রহমত করলে আলাদা কথা। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾

৫৪. বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস, যাতে আমি তাকে আমার জন্য খাস করে নিতে পারি। যখন ইউসুফ তার সাথে কথাবার্তা বললেন, তখন (বাদশাহ) বলল, এখন আপনি আমাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদা রাখেন এবং আপনাকে আমরা বিশ্বাসী মনে করি।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

৫৫. তখন ইউসুফ বললেন, দেশের অর্থ বিভাগ আমার হাতে তুলে দিন। আমি এর হেফাযতকারী হব এবং (এ বিষয়ে) আমার জানা আছে।

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

৫৬-৫৭. এভাবেই আমি সে দেশে ইউসুফের জন্য ক্ষমতার পথ খুলে দিলাম। সেখানে তাঁর ইচ্ছামতো যেকোনো পজিশন দখল করতে পারতেন।[১৫] আমি যাকে চাই

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ

১৫. অর্থাৎ, এখন গোটা মিসর দেশ তাঁর অধিকারে। এর প্রত্যেক জায়গাকে তিনি নিজের জায়গা বলতে পারতেন। সেখানকার কোনো দূর এলাকাও এমন ছিল না, যেখানে তিনি বাধা পেতে পারেন। হযরত ইউসুফ (আ) সে দেশে যে পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, সে কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। অতীতকালের তাফসীরকারগণও এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেছেন। যথা– ইবনে যায়েদ এ আয়াতের এই অর্থ করেছেন যে, আমি ইউসুফকে মিসরের সকল জিনিসের মালিক বানিয়েছিলাম। সেদেশে তিনি যেখানে যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারতেন। দেশটিকে

وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

তাকেই আমার রহমত দিয়ে ধন্য করি। নেক লোকদের বদলা আমি নষ্ট করি না। আর আখিরাতের বদলা তাদের জন্য আরও ভালো, যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে ভয় করে চলে।

রুকূ' ৮

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরে এল এবং তাঁর সামনে হাজির হলো।[১৬] তিনি তাদেরকে চিনে ফেললেন, কিন্তু তিনি তাদের কাছে অপরিচিত রয়ে গেলেন।

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তারপর যখন তিনি তাদের মাল-সামানের ব্যবস্থা করে দিলেন, তখন তাদের চলে যাওয়ার সময় বলে দিলেন, তোমাদের সৎ ভাইকেও আমার কাছে আনবে। তোমরা দেখলে তো আমি কীভাবে পাত্র ভরে ভরে দেই এবং কত ভালোভাবে মেহমানদারি করি।

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾

৬০. যদি তোমরা তাকে না আন তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো শস্য নেই এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না।[১৭]

তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি যদি তিনি ফিরাউনকে তাঁর অধীন করে নিজে তার উপর কর্তা হতে চাইতেন, তবে তিনি তাও করতে পারতেন। মুজাহিদের ধারণা, মিসরের বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

১৬. এখানে আবার মাঝখানের সাত-আট বছরের ঘটনা বাদ দিয়ে আলোচনাকে সেখানেই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখান থেকে বনী ইসরাঈলদের মিসরে যাওয়ার সূচনা হয়।

১৭. দুর্ভিক্ষের কারণে মিসরে খাদ্যশস্যের উপর সরকারি বিধি-নিষেধ ছিল। সম্ভবত সেই কারণে হযরত ইউসুফ (আ) এ কথা বলেছিলেন। খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য দশ ভাই এসেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত তারা তাদের পিতা ও ১১ নং ভাইয়ের হিস্যাও চেয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) সম্ভবত তাদের এ দাবি শুনে বলেছিলেন, 'তোমাদের পিতার না আসার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কেননা, তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ; কিন্তু তোমাদের ভাইয়ের না আসার কী যুক্তি থাকতে পারে? যাহোক, এবার তো আমি তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে শস্য দিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু আগামীতে যদি তোমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে না আস তবে তোমাদেরকে বিশ্বাস করা যাবে না এবং তোমরা এখান থেকে কোনো শস্য পাবে না।

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾

৬১. তারা বলল, আমরা চেষ্টা করব, যাতে তার পিতা তাকে পাঠাতে রাজি হন এবং আমরা অবশ্যই তা করব।

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. ইউসুফ গোলামদের বলে দিলেন, তারা শস্যের বিনিময়ে যে মাল দিয়েছে তা তাদের জিনিসপত্রের মধ্যেই গোপনে রেখে দাও। ইউসুফ এ আশায় এটা করলেন যে, বাড়িতে পৌঁছে তারা নিজেদের ফিরে পাওয়া মাল চিনতে পারবে (এবং এমন দানশীলতায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে)। হয়তো তারা আবার আসবে।

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে গেল তখন বলল, আব্বাজান! আগামীতে আমাদেরকে খাদ্যশস্য দিতে অস্বীকার করেছে। তাই আমাদের সাথে আমাদের ভাইকেও পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা খাদ্যশস্য আনতে পারি। আর তার হেফাযতের দায়িত্ব আমাদের।

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. পিতা জবাবে বললেন, আমি তার ব্যাপারে কি তোমাদের উপর ঐ রকম ভরসাই করব, যে রকম তার ভাইয়ের বেলায় করেছিলাম? আল্লাহই ভালো হেফাযতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশি মেহেরবান।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾

৬৫. তারপর যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখল যে, তাদের মালও ফেরত দেওয়া হয়েছে। এটা দেখে তারা চিৎকার দিয়ে উঠল, আব্বা! আমরা আর কী চাই? দেখুন, আমাদের মালও আমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিয়েছে। এখন আবার আমরা যাব, আমাদের পরিবারের জন্য রসদ নিয়ে আসব এবং আমাদের ভাইয়ের হেফাযত করব। আর অতিরিক্ত এক উট বোঝাই সামানও নিয়ে আসব। এ পরিমাণ বেশি শস্য সহজেই পাওয়া যাবে।

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِيْ بِهٖٓ إِلَّآ أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ أٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۝٦٦

৬৬. তাদের পিতা বললেন, আমি তাকে তোমাদের সাথে কিছুতেই পাঠাব না, যদি তোমরা তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে বলে আল্লাহর নামে ওয়াদা না কর। অবশ্য তোমরা বিপদ-আপদে ঘেরাও হয়ে গেলে আলাদা কথা। যখন তারা তাকে ওয়াদা দিলো তখন (তাদের পিতা) বললেন, আমাদের এ কথার উপর আল্লাহই রক্ষক।

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَآ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝٦٧

৬৭. তারপর তিনি বললেন, হে আমার ছেলেরা! (মিসরের রাজধানীতে) এক দরজা দিয়ে তোমরা ঢুকবে না[১৮], বিভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকবে। কিন্তু আল্লাহর কোনো ইচ্ছা থাকলে তা থেকে আমি তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবো না। হুকুম আল্লাহর ছাড়া আর কারো চলে না। তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি। আর যাকে কারো উপর ভরসা করতেই হয়, সে যেন তাঁরই উপর ভরসা করে।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوْهُمْ ۚ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ۚ وَإِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦٨

৬৮. আর ঘটনা তা-ই হয়েছে। যখন তারা পিতার উপদেশ অনুযায়ী শহরে (বিভিন্ন দরজা দিয়ে) ঢুকল, তখন তাঁর এ সাবধানতা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজেই আসলো না। ইয়া'কূবের মনে যে একটা খটকা ছিল তা দূর করার জন্য নিজের পক্ষ থেকে একটু চেষ্টা করলেন মাত্র। আমি তাঁকে যে ইলম দিয়েছি তিনি সেটুকু ইলমের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই আসল ব্যাপার জানে না।

১৮. সম্ভবত হযরত ইয়া'কূব (আ) আশঙ্কা করেছিলেন যে, এই দুর্ভিক্ষের সময় যদি তাঁরা একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে মিসরে প্রবেশ করেন তবে হয়তো তাদের প্রতি সন্দেহ এবং এ ধারণা করা হতে পারে যে, তারা লুটতরাজ করতে এসেছে।

রুকূ' ৯

৬৯. যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন তিনি তাঁর ভাইকে নিজের কাছে আলাদা ডেকে নিলেন এবং তাকে বললেন, আমি তোমার ঐ ভাই (যে হারিয়ে গিয়েছিল)। এরা যা কিছু এ পর্যন্ত করে এসেছে তা নিয়ে তুমি আর দুঃখবোধ করো না।[১৯]

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৭০. যখন ইউসুফ তাদের মাল-সামান বোঝাই করছিলেন তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের সামানের মধ্যে নিজের পাত্রটি রেখে দিলেন। তখন একজন ঘোষক ডেকে বলল, হে কাফেলার লোকেরা! তোমরা তো চোর।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝

৭১. তারা পেছনে ফিরে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কোন্ জিনিস খোয়া গেছে?

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝

৭২. সরকারি লোকেরা বলল, বাদশাহর ওজন করার পাত্রটি পাওয়া যাচ্ছে না। একজন বলল, যে এটা এনে দেবে তাকে এক উট বোঝাই পুরস্কার দেওয়া হবে। আমি এর দায়িত্ব নিলাম।

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝

৭৩. ঐ ভাইয়েরা বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা ভালো করেই জানো যে, আমরা এ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চুরি করার লোক নই।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝

৭৪. তারা বলল, আচ্ছা! তোমাদের কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে চোরের কী শাস্তি হবে?

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝

১৯. এ সময় সম্ভবত বিন-ইয়ামীন হযরত ইউসুফ (আ)-কে জানিয়েছিলেন, সৎ ভাইয়েরা তাঁর সাথে কী কী খারাপ ব্যবহার করেছিল এবং তা শুনে হযরত ইউসুফ (আ) ভাইকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, 'এখন তুমি আমার কাছেই থাকবে। ঐ যালিমদের কাছে আমি তোমাকে আর যেতে দেব না।' এটাও সম্ভব হতে পারে যে, এ সুযোগে দুই ভাইয়ের মধ্যে এ কথাও ঠিক করা হয়েছিল, যেকোনো কায়দায় বিন-ইয়ামীনকে যেতে না দিয়ে মিসরে রেখে দেওয়া হবে এবং হযরত ইউসুফ (আ) যে কারণে বিষয়টি গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন তাও গোপন থেকে যাবে।

৭৫. ভাইয়েরা জবাব দিলো, যার সামান থেকে ঐ জিনিস বের হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা তো এভাবেই যালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৬. তখন ইউসুফ তাঁর ভাইয়ের আগে অন্যদের বস্তাগুলোর তল্লাশি নেওয়া শুরু করলেন। তারপর তাঁর ভাইয়ের বস্তা থেকে হারানো জিনিস বের করে আনলেন। এভাবেই আমি আমার কৌশল দিয়ে ইউসুফকে সাহায্য করলাম। বাদশাহর দীন (মিসরের আইন) অনুযায়ী তাঁর ভাইকে গ্রেফতার করা তাঁর পক্ষে ঠিক হতো না। অবশ্য আল্লাহ চাইলে আলাদা কথা।[২০] আমি যার ব্যাপারে ইচ্ছা করি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেই। ইলমের অধিকারী এমন একজন আছেন, যিনি সব জ্ঞানীর উপরে।

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

৭৭. ঐ ভাইয়েরা বলল, সে চুরি করে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর আগে তার ভাইও (ইউসুফ) চুরি করেছে। ইউসুফ তাদের এ কথা শুনে মনের মধ্যেই গোপন রাখলেন। তাদের কাছে তা প্রকাশ করলেন না। শুধু (নীরবে) বললেন, তোমরা বড়ই মন্দ লোক। (আমার মুখের উপর) তোমরা যে অপবাদ দিচ্ছ এ বিষয়ে আসল কথা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

২০. সাধারণত এ আয়াতের অনুবাদ এরূপ করা হয়ে থাকে যে, 'ইউসুফ (আ) বাদশাহের আইন তথা মিসরের রাজকীয় আইন অনুযায়ী নিজের ভাইকে আটক করতে পারতেন না।' কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করলে কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাদশাহের আইনে চোরকে আটক করতে না পারার কী কারণ থাকতে পারে? পৃথিবীতে কখনো এরূপ কোনো রাজত্ব কি ছিল, যার আইন চোরকে গ্রেফতার করার অনুমতি দেয় না? সুতরাং সঠিক কথা হচ্ছে– আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে এ কথা শোভা পায় না যে, তিনি বাদশাহের আইন অনুযায়ী কাজ করবেন। সেজন্য হযরত ইউসুফ (আ) ভাইদের কাছে তাদের ওখানকার আইন কী, তা জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং ইবরাহীমী শরীআত অনুসারে নিজের ভাইকে আটক করেছিলেন।

৭৮. তারা বলল, হে সরদার (আযীয[২১])! এর পিতা খুবই বুড়ো মানুষ। তার বদলে আমাদের একজনকে গ্রেফতার করুন। আমরা আপনাকে খুবই নেক লোক মনে করি।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৭৯. ইউসুফ বললেন, নাউযুবিল্লাহ! অন্য কোনো লোককে আমরা কেমন করে ধরে রেখে দেবো? যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি[২২] তাকে ছেড়ে দিয়ে আর কাউকে আটক করলে আমরা যালিমদের মধ্যে গণ্য হব।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ۝

রুকূ' ১০

৮০. যখন তারা ইউসুফ থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন এক পাশে গিয়ে তারা পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সে বলল, তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা আল্লাহর নামে তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন? আর এর আগে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যা কিছু করেছ তাতো তোমরা জানো। আমার পিতার অনুমতি ছাড়া আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না। অথবা আল্লাহ আমার পক্ষে কোনো ফায়সালা করে দিন। তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

২১. এখানে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি 'আযীয' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ার কারণেই কোনো কোনো তাফসীরকার অনুমান করেছেন যে, ইতঃপূর্বে জোলায়খার স্বামী যে পদে ছিল হযরত ইউসুফ সে পদেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ৯ নং টীকায় আমি এ কথা পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করেছি যে, এটা মিসরের কোনো বিশেষ পদের নাম ছিল না; বরং শুধু 'ক্ষমতার অধিকারী' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হতো।

২২. এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, তাকে চোর বলা হয়নি; বরং এই বলা হয়েছে, 'যার কাছে আমরা নিজেদের মাল পেয়েছি'। চোর বললে মিথ্যা বলা হতো। এভাবে মিথ্যা থেকে বাঁচার কৌশলকে শরীআতের পরিভাষায় 'তাওরিয়া' বলে। তাওরিয়া মানে, আসল ঘটনাকে গোপন করা। যা ঘটেনি এমন কথা বলা ছাড়া বা অসত্য কোনো কৌশল ছাড়া যখন কোনো যালিমের যুলুম থেকে বাঁচার অন্য কোনো উপায় না থাকে তখন একজন নেক লোক সুস্পষ্ট মিথ্যা না বলে এমন কথা বলতে বা এরূপ তদবির করতে পারে, যাতে আসল ঘটনাকে গোপন রেখে যুলুম থেকে বাঁচা যায়। এখন দেখার বিষয়

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

৮১. তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, হে আব্বা! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি। আমরা যা জানতে পেরেছি তা-ই বলছি। অজানা কথার হেফাযতের ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. আমরা যেখানে ছিলাম সেখানকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করুন। যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি তাদের কাছ থেকে জেনে নিন। আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলছি।

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

৮৩. পিতা এ কাহিনী শুনে বললেন, আসলে তোমাদের নাফস তোমাদের জন্য আরও একটা বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে।[২৩] ঠিক আছে এ ব্যাপারেও আমি ভালোভাবে সবর করব। হয়তো আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার সাথে মিলিত করবেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং তার সব কাজ হিকমতপূর্ণ (যুক্তিপূর্ণ)।

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

৮৪. এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে বললেন, 'হায় ইউসুফ!' তিনি দুঃখে কাতর হয়ে গেলেন এবং তাঁর চোখ দুটো সাদা হয়ে গেল।

যে, গোটা ব্যাপারটিতে হযরত ইউসুফ (আ) কীভাবে 'তাওরিয়া'র শর্ত পূরণ করেছেন। ভাইয়ের অনুমোদন নিয়ে তার জিনিসপত্রের মধ্যে পিয়ালা রেখে দিয়েছিলেন; কিন্তু কর্মচারীদেরকে তিনি এ কথা বলেননি যে, তার উপর তোমরা চুরির অপবাদ দাও। অতঃপর যখন সরকারি কর্মচারীরা চুরির অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল, তখন তিনি নীরবে তল্লাশি চালালেন। তারপর যখন ভাইয়েরা বলল যে, বিন-ইয়ামীনের বদলে আমাদের মধ্যে কাউকে আটক রাখুন, তখন তিনি তাদের কথা দিয়েই জবাব দিলেন, 'তোমাদের নিজেদের রায় তো এই ছিল যে, যার জিনিসপত্রের মধ্যে আমার মাল পাওয়া যাবে তাকেই আটক করা হোক। এখন তোমাদের সামনেই বিন-ইয়ামীনের জিনিসপত্রের মধ্যেই জিনিস পাওয়া গেছে। তাই আমি তাকেই আটক রাখছি, অন্যকে কেমন করে রাখতে পারি?'

২৩. অর্থাৎ, আমার সেই ছেলে সম্বন্ধে, যার সচ্চরিত্র সম্পর্কে আমি খুব ভালোভাবেই জানি। তোমাদের এই ধারণা করা খুবই সহজ হলো যে, সে একটি পিয়ালা চুরি করতে পারে। এর পূর্বে তোমাদের আরেক ভাইকে জেনে-শুনে গুম করে তার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে আসা খুবই সহজ কাজ ছিল। এখন আবার অন্য ভাইকে চোর বলে স্বীকার করে নেওয়া ও আমাকে সেই সংবাদ দেওয়াও তোমাদের পক্ষে একই রকম সহজ হয়ে গিয়েছে।

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۝٨٥

৮৫. তাঁর ছেলেরা বলল, আল্লাহর দোহাই। আপনি তো কেবল ইউসুফের চিন্তা নিয়েই আছেন। অবস্থা এমন হয়েছে যে, আপনি তার শোকে নিজেই রোগী হয়ে গেছেন অথবা জীবন দিয়ে দিচ্ছেন।

قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٨٦

৮৬. তিনি বললেন, আমি আমার পেরেশানি ও ব্যথার নালিশ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করি না। আমি আল্লাহ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না।

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝٨٧

৮৭. হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের খোঁজ-খবর নাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহর রহমত থেকে তো শুধু কাফিররাই নিরাশ হয়ে থাকে।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۝٨٨

৮৮. যখন তারা মিসরে গিয়ে ইউসুফের সামনে হাজির হলো তখন তারা বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার ভীষণ মুসীবতে পড়ে গেছি এবং আমরা খুব সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য দান করুন এবং আমাদরেকে খয়রাত দিন। আল্লাহ দানশীলকে পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ۝٨٩

৮৯. (এ কথা শুনে ইউসুফ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।) তিনি বললেন, তোমরা যখন জাহিল ছিলে তখন তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কেমন (আচরণ) করেছিলে, তা কি মনে আছে?

قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِيْ ؗ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٩٠

৯০. তারা চমকিত হয়ে বলে উঠল, হায় তুমিই কি ইউসুফ? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ আর এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করেছেন। আসল কথা হলো, কেউ যদি তাকওয়ার জীবনযাপন করে এবং সবর করে তাহলে এমন নেক লোকদের পুরস্কার আল্লাহ কখনো নষ্ট করেন না।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ۝

৯১. তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আর সত্যি আমরা দোষী ছিলাম।

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৯২-৯৩. ইউসুফ বললেন, আজ তোমাদের কোনো অপরাধ ধরা হবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। তিনি সবচেয়ে বেশি মেহেরবান। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার আব্বার চেহারার উপর রাখ। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস।

রুকূ' ১১

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ۝

৯৪. যখন এ কাফেলা (মিসর থেকে) রওয়ানা হলো তখন তাদের পিতা (নিজের বাড়িতে) বলে উঠলেন, আমি ইউসুফের খোশবু পাচ্ছি। তোমরা এ কথা মনে করো না যে, আমি (বুড়ো হওয়ায়) দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۝

৯৫. বাড়ির লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! আপনি এখনো আপনার পুরনো ভুলের মধ্যেই পড়ে আছেন।

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৯৬. যখন সুখবরদাতা এল তখন সে ইউসুফের জামা ইয়া'কূবের চেহারায় লাগাল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না?

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ ۝

৯৭. সবাই বলে উঠল, আব্বা! আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন। আমরা অবশ্যই দোষী ছিলাম।

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

৯৮. পিতা বললেন, শিগ্‌গিরই আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٩٩﴾

৯৯. তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি তাঁর পিতামাতাকে তাঁর সাথে বসালেন এবং পরিবারের সবাইকে বললেন, এখন শহরে চলুন। ইনশাআল্লাহ সেখানে সবাই নিরাপদে থাকবেন।

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

১০০. (শহরে যাওয়ার পর) ইউসুফ তাঁর পিতামাতাকে উঠিয়ে (তাঁর পাশে) সিংহাসনে বসালেন এবং সবাই তাঁর দিকে সিজদায় ঝুঁকে গেল।[24] ইউসুফ বললেন, হে আব্বা! আমি আগে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, এটা তারই তাবীর (ব্যাখ্যা)। আমার রব এটাকে সত্যে পরিণত করেছেন। আর এটা তাঁর মেহেরবানী যে, আমাকে জেল থেকে বের করলেন এবং আপনাদেরকে মরুভূমি থেকে এনে আমার সাথে মিলিত করেছেন। অথচ শয়তান আমি ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই আমার রব যা করতে চান তা সূক্ষ্ম উপায়ে করে থাকেন। অবশ্যই তিনি সবকিছু জানেন ও মহাকুশলী।

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾

১০১. হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়েছ এবং আমাকে সব বিষয়ের মর্মকথা শিক্ষা দিয়েছ। হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মউত দাও এবং পরিণামে আমাকে নেক লোকদের সাথে মিলিত কর।

২৪. এই 'সিজদা' শব্দ দ্বারা অনেক লোকের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি একে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে একদল তো বাদশাহ ও পীরদের প্রতি সম্মানজনক সিজদা করা জায়েয প্রমাণ করতে চায়। কেউ কেউ এ দোষ থেকে বাঁচার জন্য এরূপ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন যে, আগের শরীআতে শুধু ইবাদতের সিজদা গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের) জন্য হারাম ছিল; কিন্তু ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যকে সিজদা করা জায়েয ছিল। অবশ্য শরীআতে মুহাম্মাদীতে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে সকল রকম সিজদাই হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 'সিজদা' শব্দকে বর্তমান ইসলামী পরিভাষায় হাত, হাঁটু ও কপাল মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করার অর্থে বোঝার কারণেই যত ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু 'সিজদা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'নত হওয়া' আর এখানে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝

১০২. (হে নবী!) এ কাহিনী অদৃশ্য জগতের খবর, যা আমি আপনার উপর ওহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। তা-না হলে ইউসুফের ভাইয়েরা যখন একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল তখন তো আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০৩. কিন্তু আপনি যতই চান না কেন, বেশির ভাগ মানুষই ঈমান আনবে না।

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

১০৪. অথচ আপনি তো তাদের কাছে এ খিদমতের জন্য কোনো মজুরিও চান না। এটা তো দুনিয়ার সবার জন্য এক উপদেশ।

রুকূ' ১২

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝

১০৫. আসমান ও জমিনে কতই না নিদর্শন রয়েছে, যার উপর দিয়ে এরা যাতায়াত করতে থাকে। অথচ সেদিকে তারা একটুও লক্ষ্য করে না।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝

১০৬. এদের অনেকেই আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে (অন্য সত্তাকে) শরীক করে।

اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

১০৭. এরা কি নিশ্চিত যে, আল্লাহর আযাবের কোনো কঠিন বিপদ তাদের উপর আসবে না? অথবা অসতর্ক অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর কিয়ামতের সময় এসে পড়বে না?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۚ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১০৮. (হে নবী!) আপনি তাদেরকে সাফ সাফ বলে দিন, আমার পথ তো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। আমি ও আমার সাহাবীরা (স্পষ্ট আলোতে) আমাদের পথ দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ পবিত্র এবং যারা শিরক করে আমি তাদের মধ্যে শামিল নই।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. (হে নবী!) আপনার আগে আমি যত নবী পাঠিয়েছি তারা সবাই মানুষই ছিলেন। ঐসব জনপদের অধিবাসীই ছিলেন। তাদেরই নিকট আমি ওহী পাঠিয়েছিলাম। এরা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করেনি এবং তাদের আগে যারা ছিল তাদের পরিণতি কি তারা দেখেনি? অবশ্যই আখিরাতের ঘর ঐসব লোকের জন্য আরও বেশি ভালো, যারা (নবীদের কথা মেনে) তাকওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না?

حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسْتَيْـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا۟ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

১১০. (আগে নবীদের সাথেও এমনই হয়েছে যে, তারা বহুদিন পর্যন্ত নসীহত করেছিল, কিন্তু লোকেরা তা শুনেনি) শেষ পর্যন্ত যখন নবীগণ মানুষ থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং লোকেরাও মনে করল যে, তাদের সাথে মিথ্যা বলা হয়েছে, তখন হঠাৎ নবীদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে গেল। তারপর যখনই এমন অবস্থা এসে যায় তখন আমার নিয়ম এটাই যে, আমি যাকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে দেই। আর অপরাধীদের উপর থেকে তো আমার আযাব দূর হতেই পারে না।

لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

১১১. অতীতের এসব কাহিনী থেকে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশ রয়েছে। যা কিছু কুরআনে বর্ণনা করা হচ্ছে তা মনগড়া কথা নয়; বরং যেসব কিতাব এর আগে এসেছে, তারই সত্যতা প্রমাণ করছে এবং প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছে।[২৫] আর (এ কুরআন) মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

২৫. অর্থাৎ, কুরআনে বর্ণিত এসব কাহিনী মানুষকে হেদায়াত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ। কেউ কেউ 'প্রত্যেক জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ' বলতে অযথা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ মনে করে বলেই তাদের এই পেরেশানি দেখা দেয় যে, কুরআনে তো উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অংকশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিদ্যা ও কলা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। আবার কতক লোক জোর করেই প্রত্যেক বিদ্যার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন থেকে বের করতে চেষ্টা করে।